হৃষীকেশ-সিরিজ,—নং ২

পাখীর কথা

শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্

লণ্ডন জুয়োলজিক্যাল সোসাইটীর ফেলো

প্রণীত

বেঙ্গল বুক কোম্পানী

৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা

বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
কর্তৃক প্রকাশিত

১ম হইতে ৯ম ফর্ম্মা পর্য্যন্ত সংস্কৃত প্রেসে শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং বাকী ফর্ম্মা-গুলি ও টাইটেল পেজ সূচী প্রভৃতি ৪৬নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীটস্থ হেয়ার প্রেসে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ লাহা

পিতাঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে

সত্যচরণ

নিবেদন

"পাখীর কথা" প্রকাশিত হইল। এতদিন যে কথাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে নানা মাসিক পত্রিকার পত্রান্তরালে ছড়াইয়া ছিল, আজ সেগুলিকে যথাসম্ভব পরিশোধিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়া একত্র গ্রথিত করিলাম। বিগত ৺ শারদীয়া পূজার সময় গ্রন্থখানি বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই।

বর্ণিত বিষয়গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে কোনও ভাগ বাদ পড়িলে "পাখীর কথা" অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। প্রথম ভাগে খাঁচার পাখীকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে আমরা সাধারণতঃ পোষাপাখীর সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। সেই পরিচয়টিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা আমার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় ভাগে পাখীর সঙ্গে মানুষের আনন্দ-সম্পর্ক ছাড়া যে আর একটা সম্পর্ক আছে, যেখানে উভয়ে পরস্পরের জীবনযাত্রার সহায়ক অথবা বিরোধী হইতে পারে, সেই utilityর দিক হইতে বিহঙ্গতত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আধুনিক পক্ষিবিজ্ঞানের এই অঙ্গটাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Economic Ornithology আখ্যা দিয়াছেন। বোধ করি বাঙ্গালা সাহিত্যে এই অভিনব আলোচনা আজিকার দিনে বিফল হইবে না। পুস্তকের তৃতীয় ভাগে মহাকবি কালিদাসের ভারতবর্ষীয় বিহঙ্গজাতির সহিত কিরূপ পরিচয় ছিল তাহা ভাল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পরম পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই, মহাশয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির-

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহাদের উৎসাহবাক্যে প্রণোদিত হইয়া আমি "পাখীর কথা" লিপিবদ্ধ করিতে ব্রতী হই, যাঁহাদের প্ররোচনা ও আনুকূল্য ব্যতীত সেই ব্রতের উদ্‌যাপন অসম্ভব হইত, তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপূর্ণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পি-আর-এস্ মহাশয় ও আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্-এ মহাশয়ের নিকটে আমি বিশেষভাবে ঋণী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ-সাংখ্যরত্ন ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায় এম্-এ মহাশয় পুস্তকের আগাগোড়া প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে এম্-এ, বি-এল, শ্রীমান্ বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, শ্রীমান্ বলাই চাঁদ দত্ত বি-এ, ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহাশয় আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—পূজনীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের কথা। যিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশের সাহায্যকল্পে অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য না পাইলে এভাবে পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র কুশারী মহাশয়ের অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

পরিশেষে "প্রবাসী", "মানসী", "ভারতবর্ষ", "সুবর্ণবণিক সমাচার" প্রভৃতি যে সকল মাসিক পত্রিকার সহৃদয় পরিচালকবর্গ আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া আমাকে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩২৮।

শ্রীসত্যচরণ লাহা

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি, এল্ মহাশয় যে "পাখীর কথা" বলিয়া বই লিখিয়াছেন, সেখানি অতি অপূর্ব্ব। উহার তিন ভাগ; প্রথম, খাঁচার পাখী, দ্বিতীয়, রাষ্ট্র-সমস্যা ও পক্ষিতত্ত্ব, তৃতীয়, কালিদাসের বিহঙ্গতত্ত্ব। তিনটী ভাগই অপূর্ব্ব। বাঙ্গালায় এরূপ বই একেবারেই নাই। সত্যবাবুর নিজের পাখীর সখ্ আছে। তিনি পাখী পোষেন, পাখীর চিড়িয়াখানা রাখেন। অবসর সময়ে নিজেই পাখীর সেবা করেন, দেশ বিদেশ হইতে পাখী সংগহ করেন এবং পাখীর রঙ্গীন ছবি আঁকান ও সংগ্রহ করেন। সুতরাং তিনি পাখীর বিষয়ে কোন কথা বলিলে আমাদের মন দিয়া শোনা আবশ্যক। এবার সংক্ষেপে তিনি গুটিকতক ভাল কথা বলিয়াছেন।

খাঁচার পাখী বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বেশী। কেন না তিনি খাঁচা দিয়াই পাখীপোষা আরম্ভ করেন, এখনও খাঁচার দিকেই তাঁহার টানটা বেশী। দ্বিতীয় ভাগে পাখীর আশ্রম করার কথায় তিনি যেন একটু খাঁচার দিকেই টান দেখাইয়াছেন। আশ্রম কর, একটা প্রকাণ্ড বাগান করিয়া তাহাতে পাখী স্বচ্ছন্দে যাতে আসে, স্বচ্ছন্দে বাসা করে, গৃহস্থালী করে, তাহা দেখ। তাহাকে পুষিও না, তাহাকে আবদ্ধ করিও না। সে আপন মনে যাহা করে দেখিয়া যাও ও টুকিয়া যাও। খাঁচায় পুরিয়া রাখিলে সে যাহা করিবে কতকটা ফরমাসী রকমে করিবে। স্বভাবে যাহা করিত, সেরূপ হইবে না। সুতরাং আশ্রম কতকটা ভাল বই কি? কিন্তু পাখীর ব্যামো হ'লে মানুষে যে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করে, আশ্রমে কে তাহা করিবে? মানুষে নানা রকমে তাহার বাসা-বাঁধায় যে সাহায্য করে, তাহা কে করিবে?

উহাদের বিচারশক্তি আছে কি না দেখিবার জন্য যে মানুষে নানা কৌশল করে, তাহা কে করিবে ?

পাখী খাঁচায় পুরিয়া মানুষ কত কৌশলে সঙ্কর জাতীয় নানা পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছে, কত করিয়া কত পাখীর রঙ্ বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, স্বভাব বদ্‌লাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ভিতরকার বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলি জাগাইয়া দিয়াছে, তাহার জীবনচরিত ও জীবনসমস্যা সম্বন্ধে কত গুহ্য কথা জানিতে পারিয়াছে। কতকাল ধরিয়া মানুষ পাখী পুষিতেছে। পাখীকে কত কাজে লাগাইতেছে। পাখী দিয়া পাখী ধরিতেছে। বেদের ঋষিরা শ্যেন পাখী পুষিতেন, শ্যেন পাখী দিয়া পাখী শীকার করিতেন; শ্যেন পাখীর আকারে বেদী তৈয়ার করিয়া তাহাতে শ্যেন-যাগ করিতেন। হাজার হাজার বৎসর আগে নানবেরা আহারান্তে পাখী পড়াইতেন ও পাখীর লড়াই দেখিতেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে সত্যবাবু সংক্ষেপে অনেক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার তৃতীয় ভাগটী বড়ই ভাল। এই ভাগে তিনি কালিদাসের বিহঙ্গতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা কালিদাসের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। এ কথাটী সত্যবাবু যে এত অল্প বয়সে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের কথা। সৌন্দর্য্যের কবি যে শুধু সৌন্দর্য্যই বুঝিতেন, তাহা হইতেই পারে না। তিনি সুন্দর ও অসুন্দর দুই বুঝিতেন। অসুন্দর ছাড়িয়া দিতেন, বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলিই আপনার কাজে লাগাইতেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি (power of observation) অদ্ভুত ছিল। তিনি ঠিক জিনিসটী ঠিক বুঝিতে পারিতেন। যেটী ভাল সেইটী লইতেন, মন্দটী ত্যাগ করিতেন। জগতের কোথায় কি আছে, তাহা তিনি দেখিয়া শুনিয়া ও পড়িয়া জানিতেন। রঘুর দিগ্বিজয়ে কোন্ দেশের কোন্ জিনিসটী সুন্দর, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার

আমন ধান, সমুদ্রের ধারে তালবন, কলিঙ্গে পানের গাছ, নারিকেলের রস (তাড়ি), আরও দক্ষিণে চন্দন গাছ, আরও দক্ষিণে পুন্নাগ, পশ্চিমে কেতকীরজঃ, পঞ্জাবে আঙুর ক্ষেত—যেখানে যেটী সুন্দর ঠিক্ সেইটী সেইখানে লিখিয়া গিয়াছেন। হিমালয় থাকে থাকে উঠিয়াছে। যে থাকে যে জিনিস, কালিদাস সেই থাকে সেই জিনিস লিখিয়াছেন। নীচে সিংহ, বাঘ ও হাতী, একটু উপরে সরল গাছ, আর একটু উপরে দেবদারু, আর একটু উপরে জমাট বরফ—আরও কত কি, কত লিখিব। কালিদাস যখন পাখীর কথা কহেন, তখন মনে হয় এই পাখীগুলা কি? যদি জানিবার উপায় থাকিত কালিদাসের দৃষ্টিশক্তি কত ধারাল আরও বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু মনে করিতাম তাহা কে বুঝাইয়া দিবে? কারণ্ডব কাহাকে বলে? ক্রৌঞ্চ কাহাকে বলে? সারস কি? হংস কত রকম হয়?—কেই বা জানে, কেই বা বুঝাইয়া দিবে? কিন্তু এগুলি না বুঝিলে 'ত কালিদাসকে আমরা বুঝিতে পারিব না, তাঁহার দৃষ্টিশক্তির দৌড় দেখিতে পাইব না। নানা দেশ ঘুরিয়াছি, নানা দেশ দেখিয়াছি, নানা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—কোন্ পাখীটা ক্রৌঞ্চ ও কোন্‌টা কারণ্ডব, কেহই নিঃসন্দেহে বলিয়া দিতে পারে নাই।

তাই সত্যবাবুর তৃতীয় ভাগ পড়িয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছি। সত্যবাবু কালিদাসের সব পাখীগুলিকে চিনাইয়া দিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, মনপ্রাণ দিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসের অনেক অবোঝা সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। সত্যবাবু পাখীর মর্ম্ম বুঝেন, কালিদাসের পাখীগুলির মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া কালিদাসের সমজদার লোকদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের গুরুতর ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জয় হউক।

সত্যবাবু যে এই কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বংশের অনুরূপই হইয়াছে। কলিকাতার লাহা মহাশয়েরা ধনে মানে খুব বড়।

৺ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নাম ভারতে কে না জানে? তিনি বাণিজ্যে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, রাজার নিকট ও সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁহার ছোট ভাই ৺ জয়গোবিন্দ লাহা সি, আই, ই, বড়ই লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে মিশিতেন ও অতি অমায়িক ছিলেন। সত্যবাবু তাঁহারই পৌত্র। লাহা মহাশয়েরা এত দিন ধনে ও মানেই বড় ছিলেন। ৺ দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের দুই পুরুষ 'পরে তাঁহারা বিদ্যায়ও বড় হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ইউনিভারসিটীর একটী কৃতী সন্তান। কিন্তু অন্য কৃতী সন্তানের ন্যায় ইনি বিদ্যা বেচিয়া খাইতেছেন না। তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল শক্তি বিদ্যার প্রচারে ব্যয় করিতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত "কলিকাতা ওরিয়েণ্ট্যাল্ সিরিজ" ও "হৃষীকেশ সিরিজ" একটা খুব বড় কাজ বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা পালি শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়াও লেখা পড়া ছাড়েন নাই।

সত্যবাবু অনেক দিন ধরিয়া বিজ্ঞান মতে পাখী লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছেন। কিন্তু তিনি যে কালিদাসকে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য এত চেষ্টা করিবেন বুঝিতে পারি নাই—পারিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

খাঁচার পাখী—

সূচনা—পশুপক্ষীর প্রতি মানবের মমতা—পক্ষীর প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্বের কারণ—পক্ষিপালনপ্রথা সার্ব্বভৌমিক—গ্রীস ও রোম—বেবিলন—যুডিয়া—মিশর—আর্য্যাবর্ত্ত—পক্ষিপালনপ্রথার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পক্ষিবিজ্ঞানের অভিব্যক্তি—পক্ষিপালনে জাপানবাসীর প্রচেষ্টা—সম্রাট্ অকবরের কৃতিত্ব ... পৃঃ ১—১৮

পাখীর খাঁচা—

Aviculture কাহাকে বলে?—উপকরণ-সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতালাভ—পিঞ্জর ও পক্ষিগৃহ—পিঞ্জর কিরূপ হওয়া উচিত—তন্মধ্যে খাদ্যজলস্থাপন—পাখীর দাঁড়—পাখীর স্বভাবানুযায়ী ব্যবস্থা—পক্ষিগৃহের (aviary) আবশ্যকতা—স্থান-নির্ব্বাচন ও গঠনপ্রণালী—শীতপ্রধান দেশের ব্যবস্থা—গৃহের সাজসজ্জা ও উপকরণ—মার্জ্জন ও প্রক্ষালন ... ... পৃঃ ১৯—২৯

পাখী-পোষা (১)—

পাশ্চাত্য পক্ষিপালক—তিনটি দল—পক্ষিবিজ্ঞানের উন্নতিবিধান-চেষ্টা—স্বদেশ-বিদেশের পাখী পুষিয়া—পাখীর জীবনরহস্যের সমস্যা সমাধান-চেষ্টা—পক্ষিসংরক্ষণে প্রকৃতি ও রুচিবিচার—একত্র সমাবেশে বাধা—আহার্য্যবিচার—আলফ্রেড এজ্‌রার কৃতিত্ব—পথ্য—ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার ... ... পৃঃ ৩০—৪৩

পাখী-পোষা (২)—

পক্ষিগৃহে পাখীর দাম্পত্যলীলা—অসবর্ণ মিলন—শাবকোৎপাদন ও ঋতুবিচার—মিথুন নির্ব্বাচনের উপায়—রক্ষিত পাখীর সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি—নীড়নির্ম্মাণের স্থাননির্ণয় ও উপকরণ-সংগ্রহ—বিচার-বুদ্ধি না সহজ-সংস্কার? ... ... পৃঃ ৪৪—৬০

পাখী-পোষা (৩)—

প্রাঙ্‌মিথুন-লীলা—নীড়রচনা—ডিম্বপ্রসব ও পাখীর চরিত্র-পরিবর্ত্তন—বিচারশক্তি ও পরভৃৎরহস্য ... পৃঃ ৬১—৭৩

পাখী-পোষা (৪)—

পক্ষিপালকের নীড়-পরিষ্কার রাখার চেষ্টা পাখীর স্বভাব-বিরোধী কি না?—পাখীর স্বীয় বাসারচনা-প্রণালী কতদুর উদ্দেশ্যমূলক; পরিচ্ছন্নতা ইহার অনুকূল কি না?—পাখীর প্রসাধন-প্রবৃত্তি ও তাহার উপকরণ—একই সময়ে ডিম্বগুলি ফুটাইবার জন্য পক্ষিপালকের ব্যবস্থা—শাবকের আহারব্যবস্থা—পাখীর বর্ণসাঙ্কর্য্য—এ সম্বন্ধে পালকের চেষ্টা ... ... পৃঃ ৭৪—৮৯

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রসমস্যা ও পক্ষিতত্ত্ব—

ইংলণ্ডের পক্ষিপালন-সমিতির নিকট বেলজিয়মের আবেদন—Economic Ornithology কি?—বার্ত্তা-শাস্ত্রের সহিত বিহঙ্গজীবনের সম্বন্ধ—পক্ষী সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব—খাদ্যহিসাবে পক্ষিপালন ... ... পৃঃ ৯১—১০৩

পাখীর খাঁচা না পাখীর আশ্রম?—

পক্ষিতত্ত্ব ও মানবের ইতিহাস—প্রাচীন রোমের ধর্ম্মে বিহঙ্গের স্থান—য়ুরোপে মধ্যযুগে পাখী—নেপোলিয়ান

ও যাযাবর পাখী—আধুনিকযুগে পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসুর শ্রেণীবিভাগ—পক্ষিপালনপ্রথায় (avicultureএ) তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বাধা—পাখীর sanctuary বা আশ্রম—আশ্রমে সে বাধা দূর হয় কি না—মার্কিনে আশ্রম-পন্থীর সফলতা—এ দেশে ঔদাসীন্য—আশ্রম ও খাঁচার দলের লক্ষ্য এক—খাঁচার পাখী হইতে পক্ষিবিজ্ঞানের লাভ—avicultureএর নিকট মানবসভ্যতা কি প্রকারে ঋণী—স্বাধীন অবস্থায় পাখীর বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে কি না?—খাঁচায় পক্ষিপালনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ... পৃঃ ১০৪—১২২

তৃতীয় ভাগ

কালিদাস-সাহিত্যে বিহঙ্গপরিচয়

মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব (১)—

পাখীর প্রব্রজন-রহস্য—ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—রাজহংস—সারস চক্রবাক—গৃহবলিভুক্—বলাকা ... ... পৃঃ ১২৩—১৪৫

মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব (২)—

শিখী—সারিকা—পারাবত—চাতক... ... পৃঃ ১৪৬—১৬১

ঋতুসংহার (১)

গ্রীষ্মবর্ণন—হংসকাকলী—শরদ্বর্ণন—হেমন্ত—হংসের প্রব্রজন ও গতিবিধি—রাজহংস—কাদম্ব ... পৃঃ ১৬২—১৭৩

ঋতুসংহার (২)

কারণ্ডব—সারস—ক্রৌঞ্চ—ময়ূর—কোকিল—চাতক—শুক... ... . পৃঃ ১৭৮—১৯১

নাটকাবলী

বিক্রমোর্ব্বশী—
গল্পাংশ .. … … পৃঃ ১৯২—২০৪
মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তল—
গল্পাংশ … … …, পৃঃ ২০৫—২১৮
নাটকে পাখীর পরিচয়—
রাজহংস—চক্রবাক—সারস—কারণ্ডব—ময়ূর—শুক—
পারাবত—কপোত—চাতক—গৃধ্র, শ্যেন—কুররী—
শকুনি—কোকিল .. … … পৃঃ ২১৯—২৫৭
রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব—
সারস—হিরণ্যহংস—চকোর—হারীত—কঙ্ক—
কপোত—শ্যেন, গৃধ্র—খঞ্জন … … পৃঃ ২৫৮—২৬৭
নির্ঘণ্ট … পৃঃ ২৬৯—২৭২

চিত্রসূচী

১। শ্যামা প্রভৃতি "কোমলচঞ্চু" পক্ষী (ত্রিবর্ণ) … পুরশ্চিত্র
২। জাপানবাসীর পক্ষিপালন (রঙীন) … পৃঃ ১৪
৩। "ভরত" প্রভৃতি পক্ষীর পিঞ্জর … … ,, ২৪
৪। খঞ্জন ও মাছরাঙ্গা … … ,, ৩৫
৫। নীড়াধার, নারিকেলের … … ,, ৫২
৬। বাক্সের ও গাছের গুঁড়ির নীড়াধার … ,, ৫৩
৭। চক্রবাক, কাদম্ব (রঙীন) … … ,, ১৩৮
৮। কঙ্ক, ক্রৌঞ্চ, বলাকা (রঙীন) … … ,, ১৭৮
৯। হারীত, চকোর, রাজহংস (রঙীন) … ,, ২২২
১০। কুররী (রঙীন) … … ,, ২৪৫
১১। সারস (রঙীন) … … ,, ২৬০

শ্যামা, লালকণ্ঠ, রাজালাল প্রভৃতি কয়েকটি "কোমলচঞ্চু" পাখীর একত্র সংরক্ষণ

পাখীর কথা

প্রথম ভাগ

খাঁচার পাখী

পাখী-পোষার ঝোঁক মানুষের বহুকাল হইতেই আছে। জগতের প্রায় সকল স্থানে ইহার স্বল্পাধিক নিদর্শন লক্ষিত হয়। মানব-সমাজের সকল স্তরে ইহার প্রভাব বিদ্যমান; অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে অল্প-বিস্তর এই ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইতে দেখা যায়।

সূচনা

এই বিপুল বিশ্বের কোন-না-কোন ক্ষুদ্র জীবের প্রতি মানব-হৃদয়ের কেমন একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে যে মানুষ নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, সে এই আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয় না। এই আকর্ষণের বলেই মানুষ, কুকুর, বিড়াল, পারাবত প্রভৃতি প্রাণীকে যত্ন ও প্রীতির সহিত গৃহে পালন করিতে উদ্যত হয়। মানবের শৈশবাবস্থা হইতে ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, ছোট-ছোট বালকেরা ঝড়, জল ও রৌদ্রের প্রখরতা উপেক্ষা করিয়া গাছে-গাছে পাখীর নীড় অন্বেষণ করে, এবং শাবক দেখিতে পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া উহাকে সাবধানে গৃহে লইয়া যায়। অসহায় পক্ষি-শিশুকে বাঁচাইবার জন্য বালকদিগের চেষ্টা বড়ই আশ্চর্য্যজনক; এবং এরূপ অনেক সময়ে ঘটে যে, ভালবাসা ও যত্নের

পশুপক্ষীর প্রতি মানবের মমতা

আধিক্যই শাবকের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই পালন করিবার ও ভালবাসিবার ইচ্ছা বালকের বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়।

সৃষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে পাখীর প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্বের কারণ এই যে, পাখীরা অতি সহজে নেত্রপথবর্ত্তী হইয়া উহাদের উজ্জ্বল বর্ণ এবং মধুর কণ্ঠস্বরের দ্বারা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। পক্ষপুটের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা স্বেচ্ছায় যথাতথা উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ। ইহাদের স্বভাবসুলভ চঞ্চল গতি অনায়াসেই ইহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অপর জন্তুদিগকে ভয়ে-ভয়ে বিচরণ করিতে হয় বলিয়া উহারা সহজে আমাদের নয়নগোচর হয় না। উহাদের মধ্যে কেহ রাত্রিকালে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হয়; কেহ বা নিবিড় অরণ্যমধ্যে সন্তর্পণে বিচরণ করে; কিছুমাত্র শব্দ হইলেই চকিতনয়নে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। পক্ষিজাতির চাক্‌চিক্যময় ক্ষুদ্র সুকোমল অবয়ব, শ্রবণ-মনোহর মধুরাস্ফুট ধ্বনি, উহাদের অবাধ-ললিত গতি ও অসহায় জীবন অতর্কিতভাবে আমাদের হৃদয়ে এক অনুরাগ-মাখা ভাবের সঞ্চার করে। এই নিমিত্ত পাখীরা চিরযুগ ধরিয়া মানুষের মনে বিশ্বস্ততা-পাশে আবদ্ধ। মানবের ক্রিয়াকলাপে, আচারব্যবহারে, গল্পে, কবিতায়, প্রবাদে, ছড়ায় এই ভাবের অভিব্যক্তি যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

পক্ষীর প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্বের কারণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পক্ষিপালন-প্রথা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান। এই প্রথা এত প্রাচীন যে, কেহ সম্যক্‌রূপে ইহার উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিতে পারেন না। বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্যট্‌লার (Dr. A. G. Butler) বলেন যে, সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই পালন-প্রথার উৎপত্তি

পক্ষিপালনপ্রথা সার্ব্বভৌমিক

হইয়াছিল (১)। হেনরি ওল্‌ডিস্ (Henry Oldys) সাহেব তাঁহার "Cage-bird traffic of the United States" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "জীবিত পক্ষীকে পিঞ্জরে রাখিয়া পালন-প্রথা জগদ্ব্যাপী; এবং ইহা ঐতিহাসিক যুগের এত পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত যে, কবে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশবাসীদিগের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের নবাবিষ্কারের সময়েও তথায় পক্ষিপালন-প্রথা প্রচলিত ছিল; ইঙ্কাদিগের রাজত্বকালে পেরুদেশবাসিগণ এটিকে তাহাদের অভ্যাসে পরিণত করিয়াছিল * *" (২)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে,

গ্রীস ও রোম

"প্রাচীন গ্রীস ও রোমবাসীদিগের নিকট পিঞ্জর-পালিত পক্ষী বড়ই আদরের জিনিস ছিল। কথিত আছে যে, ভারতবর্ষীয় কণ্ঠরেখাসমন্বিত শুকপক্ষী মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের কোন এক সেনাপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে নীত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও পশ্চিম-এসিয়ার বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক

বেবিলন

জীবিত পক্ষী পালিত হইত; এবং বুলবুল প্রভৃতি মনোমোহকর গায়ক পক্ষী বেবিলনের দোদুল্যমান উদ্যানসমূহের যে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই" (৩)।

১। Foreign Birds for Cage and Aviary, Part 1, Preface.

২। "The practice of keeping live birds in confinement is world-wide, and extends so far back in history that the time of its origin is unknown. It exists among the natives of tropical as well as temperate countries, was found in vogue on the islands of the Pacific when they were first discovered, and was habitual with the Peruvians under the Incas***"—Ibid, Preface.

৩। "Caged birds were popular in classic Greece and Rome. The Alexandrian Parrakeet, a ring-necked Parrakeet of India—which is

জেনেসিস্ (Genesis), লেভিটিকস্ (Leviticus) এবং ইসায়া (Isaiah) নামক গ্রন্থসমূহে গৃহপালিত পারাবতের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। এই পারাবত-পালন-প্রথার

যুডিয়া

প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ডারউইন সাহেব তাঁহার 'Variation of Animals and Plants under Domestication' নামক গ্রন্থে বলেন, প্রোফেসার লেপ্সিয়স্ (Professor Lepsius) স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চম মিশর-বংশের রাজত্বকালে

মিশর

গৃহপালিত পারাবতের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে (৪)। বাট্‌লার সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (৫) মুখ-বন্ধে প্রাচীন হিব্রুজাতির পক্ষিপালন সম্বন্ধে হেন্‌রি ওল্‌ডিস্ সাহেবের অভিমত এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—'ইহা একরূপ অবধারিত হইয়াছে যে, প্রাচীন হিব্রুরা পক্ষিপালক ছিলেন; যেহেতু তাঁহাদের লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে অপরিষ্কার পিঞ্জর-পক্ষীর উল্লেখ দেখা যায়।'

ভারতবর্ষে যে বহুকাল পূর্ব্বে পারাবত, শুক,

আর্য্যাবর্ত্ত

সারিকা প্রভৃতি পক্ষী গৃহে পালিত হইত, তাহা আর্য্যদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। প্রাসঙ্গিক দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

---

much fancied at the present day, is said to have been first brought to Europe by one of the generals of Alexander the Great. Before this, living birds had been kept by the nations of Western Asia, and the voices of Bulbuls and other attractive singers doubtless added to the charms of the hanging gardens of Babylon".—Ibid, Preface.

৪। Darwin's Variation of Animals and Plants under Domestication, Vol. 1, p. 204.

৫। Foreign Birds for Cage and Aviary, Part I, Preface.

"গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহসারিকাঃ।
গৃহেষ্বেতে ন পাপায়——"॥ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব,
অধ্যায় ১০৪, শ্লোক ১১৪।

'তাং সারিকা(৬)কন্দুকদর্পণাম্বুজৈঃ
শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ।
* * * *
বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ।"
শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ শ্লোক।

এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তাৎকালিক স্ত্রীলোকদিগের দর্পণব্যজনাদির ন্যায় সারিকা পক্ষিণীও অত্যাবশ্যক বিলাসের সামগ্রী ছিল। এমন কি, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক যুগে সারিকা ও শুক পক্ষী পালিত ও শিক্ষিত হইয়া মানুষের ন্যায় কথা বলিত।

সরস্বত্যৈ শারিঃ শ্যেতা পুরুষবাক্ (৭) সরস্বতে শুকঃ শ্যেতঃ পুরুষবাক্। তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৫।৫।১২

মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতে পারে এমন সাদা রং-এর সারি পাখী

৬। সারিকা—পঠননিরূপিতা পক্ষিণী—ইতি শ্রীধরস্বামী।

৭। শারিঃ শুকস্ত্রী কীদৃশী? 'শ্যেতা' অরক্তবর্ণা। পুনশ্চ বিশেষ্যতে 'পুরুষবাক' পুরুষবৎ বদিতুং সমর্থা।—ইতি সায়ণ। সায়ণ ভুল করিয়াছেন। শারি শুকস্ত্রী নহে, সালিক পাখী; আর শুক টীয়াজাতীয় পাখী। গৃহস্থেরা বরাবর এই দুটি পাখীকে পুষিয়া এমন করিয়া মানুষের বুলি শিখাইয়া আসিতেছে যে সাধারণতঃ ইহারা এক জাতীয় পাখীর স্ত্রীপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। albino সালিক অর্থাৎ শ্যেতা শারি যে পুরুষবাক্ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু albino শুক বা শুক শ্বেত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে কি Parrot জাতীয় কাকাতুয়াকে বুঝিতে হইবে? বলা বাহুল্য যে সারিকা, শারি, সারি ও সারী একই পাখীর নামান্তর।

সরস্বতী দেবীর প্রতি এবং ঐ প্রকার শুক পক্ষী সমুদ্রের প্রতি উৎসর্গ করিতে হইবে।

বাজসনেয়ী সংহিতায় (২৪।৩৩) ঠিক এইরূপ মনুষ্যবাক্যভাষী শুকসারি পক্ষীর উল্লেখ আছে।

কৌটিল্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, মৌর্য্যদিগের রাজত্বকালে এতদ্দেশে পক্ষিপালনপ্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এমন কি কতিপয় পক্ষী রাজকীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হইত (৮)। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মৌর্য্যরাজের অশ্বশালায় ময়ূর, চকোর, শুক, সারিকা প্রভৃতি পক্ষীর নিমিত্ত আসন-ফলক নির্দ্দিষ্ট ছিল (৯)।

শূদ্রক-প্রণীত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে একটি অনতিবৃহৎ পক্ষিশালার সুচারু বর্ণনা পাওয়া যায়।

"ইতোপি সপ্তমে প্রকোষ্ঠে সুশ্লিষ্টবিহঙ্গবাটীসুখনিষণ্ণানি অন্যোহন্য চুম্বনপরাণি সুখমনুভবন্তি পারাবতমিথুনানি, দধিভক্তপূরিতোদরো ব্রাহ্মণ ইব সূক্তং পঠতি পঞ্জরশুকঃ। ইয়মপরা স্বামিসম্মাননা-লব্ধপ্রসরা ইব গৃহদাসী অধিকং কুরকুরায়তে মদনসারিকা। অনেকফলরসাস্বাদ-প্রতুষ্টকণ্ঠা কুম্ভদাসীব কূজতি পরপুষ্টা, আলম্বিতা নাগদন্তেষু পঞ্জর-পরম্পরাঃ, যোধ্যন্তে লাবকাঃ, আলপ্যন্তে পঞ্জরকপিঞ্জলাঃ, প্রেষ্যন্তে পঞ্জরকপোতাঃ ইতস্ততো বিবিধমণিচিত্রিত ইবায়ং সহর্ষং নৃত্যন্ রবি-কিরণসন্তপ্তং পক্ষোৎক্ষেপৈর্বিধুবতীব প্রাসাদং গৃহময়ূরঃ। ইতঃ পিণ্ডী-কৃতা ইব চন্দ্রপাদাঃ পদগতিং শিক্ষয়ন্তীব কামিনীনাং পশ্চাৎ পরি-ভ্রমন্তি রাজহংসমিথুনানি। এতে অপরে বৃদ্ধমহোত্তরাঃ ইব ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তি গৃহসারসাঃ" (১০)।

৮। অর্থশাস্ত্র, বিশাত্তপ্রণিধিঃ, পৃঃ ৪০। Vide also 'Studies in Ancient Hindu Polity' by Narendra Nath Law, p. 93.

৯। অর্থশাস্ত্র, অশ্বাধ্যক্ষঃ, পৃ, ১৩২।

১০। মৃচ্ছকটিক নাটক (জীবানন্দ সংস্করণ), ৪র্থ অঙ্ক, পৃঃ ১৪৫ ও ১৪৬।

'এখানে এই সপ্তম প্রকোষ্ঠে সুসংযুক্ত একটী পক্ষিশালা রহিয়াছে, যথায় অনেক পারাবতমিথুন পরস্পরকে চুম্বন করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছে। পিঞ্জরস্থ শুক দধিভোজন দ্বারা পূর্ণোদর ব্রাহ্মণের সূক্তপাঠের ন্যায় পড়িতেছে, এই মদনসারিকাটী (ময়না) গৃহস্বামীর আদরে লব্ধপ্রভাবা গৃহদাসীর ন্যায় অধিক শব্দ করিতেছে। কুম্ভদাসীর ন্যায় কোকিল পাখী বহু ফলের রস আকণ্ঠ পান করিয়া কূজন করিতেছে। হস্তিদন্তকিলকে পিঞ্জরসমূহ লম্বিত রহিয়াছে, লাবক পক্ষীরা যুদ্ধ করিতেছে। কপিঞ্জল পক্ষিসকল পিঞ্জরের ভিতর আলাপ করিতেছে। কপোতসমূহ ইতস্ততঃ প্রেরিত হইতেছে। গৃহময়ূর সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে উহার বিবিধ-মণি-চিত্রিত পক্ষ বিস্তার করিয়া যেন রবিকরোত্তপ্ত প্রাসাদকে বীজন করিতেছে। রাশীকৃত চন্দ্রখণ্ডের ন্যায় অসংখ্য রাজহংসমিথুন যেন স্ত্রীলোকদিগের পদগতি শিক্ষা করতঃ উহাদের পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে ; গৃহ-সারস-সমূহ অতিবৃদ্ধের ন্যায় মৃদুপদে বিচরণ করিতেছে।'

এই পক্ষিবাটিকার বিবরণ কবি-কল্পিত হইলেও, প্রায় দেড়সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত পক্ষিপালন-প্রথার কতকটা আভাস দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "শ্যৈনিকশাস্ত্র" (১১) গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, অন্যূন পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক শ্যেন পক্ষী সমাদৃত হইত। তাঁহারা ঐ পক্ষীর সাহায্যে মৃগয়া করিয়া বড়ই আনন্দানুভব করিতেন। উক্ত গ্রন্থে শ্যেনপক্ষী সম্বন্ধে উপযুক্ত বাসস্থান, পথ্যাপথ্যনির্ণয় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ দেখিয়া আমাদের মনে হয়, তাৎকালিক ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ যে পক্ষিপালন-ব্যাপারে

১১। শ্যৈনিকশাস্ত্র নামক গ্রন্থখানি, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, কূর্ম্মাচল (কুমাউন) রাজ রুদ্রদেব (চন্দ্রদেব অথবা রুদ্রচন্দ্রদেব) কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর অভ্যন্তরে বিরচিত হইয়াছিল। রুদ্রচন্দ্রদেবের নাম কেহ রুদ্রদেব কেহ বা চন্দ্রদেব বলিতেন।

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্যেন পক্ষীর আবাসস্থান সম্বন্ধে উক্তগ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে—

"উপত্যকা হিমগিরের্যেষাং পরিচয়ং গতাঃ
তেষাং দাবাগ্নিসঙ্কাশো গ্রীষ্মোভবতি দুঃসহঃ।
অতস্তাপোপশমনান্ উপচারান্ প্রয়োজয়েৎ
তেষাং প্রাসাদশিখরে সুধাধবলিতোদরে।
যন্ত্রনির্মুক্তপর্য্যন্তপানীয়াসারশীতলে

* * * *

বিবিক্তে বন্ধনং কার্য্যং জালসংরুদ্ধমক্ষিকে
অথবোদ্যানসদ্বেদ্যাং রক্ষিতায়াং সুরক্ষিভিঃ।
সরৎকুল্যাম্বুশীতায়াং নিবিড়োচ্ছ্রিতভূরুহৈঃ
চণ্ডাংশুকরসঞ্চাররহিতায়ামনারতম্।

* * * *

নির্দংশমশকে রম্যে ভূগৃহে বন্ধ ইষ্যতে
স্থানং বিলোচনানন্দজননং ঘ্রাণতর্পণম্।
সমারুতপ্রচারস্তু সাবকাশং প্রকল্পয়েৎ
নৈকত্র বহবঃ স্থাপ্যাঃ দ্বিত্রাঃ স্থাপ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।

৫ম পরিচ্ছেদ, ১৬ ২০, ২২, ২৩ শ্লোক।

'যে শ্যেন পক্ষিসমূহ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাভূমির আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা কিরূপে দাবাগ্নিসদৃশ গ্রীষ্ম সহ্য করিবে? এজন্য তাহাদিগের তাপনাশক উপচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যন্ত্রনির্মুক্ত পরিমিত বারিবৃষ্টির দ্বারা সুশীতল সুধাধবলিত প্রাসাদশিখরে উহাদিগকে জালবেষ্টিত মক্ষিকার অগম্য নির্জ্জন স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে; অথবা উহাদিগকে উদ্যানস্থ একটি উচ্চ বেদীর মধ্যে রাখিতে হইবে। বেদীটি প্রহরিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া চাই এবং উহা স্বচ্ছ কুল্যাম্বুদ্বারা শীতল এবং ঘন উন্নত পাদপসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন

থাকিবে। সূর্য্যের তীব্র কিরণ যেন তাহার মধ্যে কখনও প্রবিষ্ট হইতে না পারে। * * * * অথবা যদি উহাদিগকে ভূগৃহে রাখিতে হয়, তাহা হইলে ভূগৃহটী রম্য, প্রশস্ত, সুগন্ধযুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ স্থানে অনেকগুলি পক্ষী একত্র রাখিবে না; দুইটি কিংবা তিনটিকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে।'

পক্ষীদিগের খাদ্যাদি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বাজাদিকলবিঙ্কাদের্মাংসংনাতিচিরস্থিতম্।
লঘু রুচ্যং প্রদাতব্যং যথা পরিণমেত্তথা
পুষ্ট্যৈ প্রবর্দ্ধয়েদেষাং মাত্রামথ শনৈঃ শনৈঃ।
স্নানার্থং বারিপূর্ণাশ্চ স্থাপয়েৎ কুণ্ডিকাঃ পুরঃ

৫ম পরিচ্ছেদ, ২৪-২৬ শ্লোক।

'কলবিঙ্কাদি পক্ষীর সদ্য অচিরস্থিত মাংস এবং লঘু রুচিকর ও সহজে হজম হয় এরূপ খাদ্য উহাদিগকে প্রদান করিবে। উহাদিগের পুষ্টির জন্য আহারের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্নানার্থ উহাদের সম্মুখে জলপাত্র রক্ষা করিবে।'

এমন কি, উক্ত গ্রন্থে শ্যেন পক্ষীর শারীরিক পীড়ানাশক বিবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পক্ষিপালনাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন যে, বর্ষাঋতুর অভ্যুদয়ে যখন পক্ষিগণের পুরাতন পক্ষসমূহ পতিত হইয়া ক্রমশঃ নূতন পালক উদ্গত হয়, তখন তাহারা অসুস্থতা-নিবন্ধন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এজন্য যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সুশৃঙ্খলায় পতত্রিগণের নূতন পক্ষের উদ্গম হয়, এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। গ্রন্থকার কুমাউনরাজও যে তৎকালে এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, তাহা আমরা এই শ্লোক হইতে জানিতে পারি—

ঝিল্লীঝঙ্কারবাচালে কালে প্রাবৃষি চাগতে।
তথৈবোপচরেত্তাংস্তু যথা পুষ্টাঃ স্বপক্ষকান্
ত্যক্ত্বা নবান্ প্রপদ্যেরন্ সর্পাস্ত্বচমিব দ্রুতম্।

৫ম পরিচ্ছেদ, ৩৪, ৩৫ শ্লোক।

ভারতীয় মুসলমান নৃপতিগণও পক্ষিপালন-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 'অ'ইন-ই-অক্‌বরি' (Ain-i-Akbari) গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা প্রকার পক্ষী পালিত হইত। সম্রাট্ অক্‌বরের পক্ষিশালা তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তিনি পার্সিয়া, তুর্কিস্থান ও কাশ্মীর প্রভৃতি সুদূর প্রদেশ হইতে বহুবিধ পক্ষী সঞ্চয় করিয়া পক্ষিশালার শোভা বৃদ্ধি করিতেন (১২)। বিংশতি সহস্রাধিক পারাবত (১৩) তাঁহার পক্ষিশালায় বিরাজ করিত। এই নিমিত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পারাবতগণের বাসোপযোগী স্বতন্ত্র গৃহাদি (১৪) নির্ম্মিত হইয়াছিল। পালিত শ্যেনপক্ষীগুলির স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তদ্বিষয়ে সম্রাট্ সচেষ্ট ছিলেন, এবং এই নিমিত্ত উহাদের খাদ্যাদির নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 'অ'ইন-ই-অক্‌বরি' গ্রন্থে লিখিত আছে—'কাশ্মীর প্রদেশে এবং সৌখীন ভারতবাসীর পক্ষিশালায় শ্যেনপক্ষিসমূহ সাধারণতঃ প্রতিদিবস একবারমাত্র আহার পাইত; কিন্তু রাজপ্রাসাদস্থ পক্ষীগুলির দুইবার আহারের ব্যবস্থা ছিল (১৫)।

১২। Ain-i-Akbari by Blochmann and Jarrett. Vol. 1, p. 298; Vol. III, p. 121.

১৩,১৪। Ibid, Vol. I, pp. 300, 301.

১৫। Ibid, Vol. I, p. 294.

মানবজাতির এই পক্ষিপালনের মূলে যে কেবল হিংসালেশবিহীন স্নেহ-মমতা বিদ্যমান আছে, তাহা নহে; পুরাকাল হইতে দেখা যায় যে, দেশ, কাল এবং পাত্র ভেদে পক্ষিজাতি মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই খাদ্য অন্বেষণ ও আহরণ করা বহু ক্লেশ-ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এই পরিশ্রমের লাঘব করিবার নিমিত্ত উপায়কুশল মানবজাতি কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি কতিপয় জাতীয় বিহঙ্গ গৃহে পালন করিতে আরম্ভ করে; এবং উহাদের অণ্ড ও শাবক খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। পক্ষী আহরণ ও শিকার কতিপয় মানবজাতির উপজীবিকা হইয়াছে; এবং কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায় পালিত পক্ষীদিগকে কৌতুক প্রদর্শন (১৬) করিতে শিখাইয়া আপনাদিগের উপার্জ্জনের সংস্থান করিয়া লয়। বুলবুল, তিত্তির এবং কুক্কুটের (১৭) লড়াই ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। লড়াইয়ে জয় হইলে পালকের যে কেবল অর্থোপার্জ্জন হয় তাহা নহে, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সম্ভ্রমও (১৮)

পক্ষিপালনপ্রথার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৬। শিক্ষিত পাখী লইয়া এরূপ কৌতুক-ক্রীড়ার প্রচলন ভারতবর্ষেও দেখা যায়; কারণ তথায় স্থানবিশেষে কৌতুকপ্রিয় যুবকগণ আপনাদের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বুলবুলপক্ষীকে এরূপ শিক্ষা দেয় যে, উহাকে আপনাদের প্রণয়-ভাজন রমণীর নিকট সঙ্কেতপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেই পক্ষীটি রমণীর ললাটমধ্যস্থ টিপ চঞ্চুপুটের দ্বারা নিপুণভাবে আকর্ষণ করিয়া তাহার প্রভুকে অর্পণ করে। ডাক্তার ব্যট্‌লার সাহেব তাঁহার "Foreign Birds" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। দণ্ড্যাচার্য্য-প্রণীত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থকার প্রাচ্য দেশীয় নারিকেলজাতীয় কুক্কুটের সহিত পশ্চিমদেশবাসী বলাকজাতীয় কুক্কুটের একটী তুমুল যুদ্ধপ্রসঙ্গ-বর্ণনায় ক্ষুদ্রকায় বলাক-জাতীয় কুক্কুটের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন (পঞ্চমোচ্ছ্বাস, প্রমতি-চরিত, পৃঃ ২৪৮ ৪৯, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্করণ)।

১৮। প্রাচীন রোম প্রদেশে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধকুশল পক্ষীর প্রতি যথোপযুক্ত গৌরব প্রদর্শন না করিতেন, তিনি সাধারণের চক্ষে নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইয়া এমন কি সময়ে-সময়ে দণ্ডার্হ হইতেন। যুদ্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ একটি তিত্তির পক্ষী মিশরের কোন এক নগরপাল কর্ত্তৃক খাদ্যরূপে ক্রীত হওয়ায় সম্রাট্ অগষ্টস্ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন।

বাড়িয়া যায়। কোন কোন লড়াইয়ে পক্ষীদিগের দৈহিক বলের পরীক্ষা না হইয়া উহাদের স্বরের উচ্চতা এবং মাধুর্য্য পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরীক্ষায় জয়লাভ হইলে পালক যথেষ্ট পুরস্কৃত হয় এবং তাহার পক্ষীর দরও দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। স্বীয় পাখীগুলিকে যুদ্ধোপযোগী করিবার নিমিত্ত পালকদিগকে যে বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন কোন পক্ষী পালকদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন নৈমিত্তিক কার্য্যের সাহায্যার্থ পালিত ও শিক্ষিত হয়। চীন-প্রদেশে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে তদ্দেশীয় ধীবর-সম্প্রদায় পালিত সমুদ্রকাক বা Cormorant পাখীকে (১৯) মৎস্য ধরিতে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শিক্ষা প্রদান করিত। পেচকের সাহায্যে পক্ষিশিকারের সুবিধা বোধে ইতালীদেশবাসী ব্যাধ উহাকে পালন করিয়া থাকে (২০)। বাজ বা শিক্‌রা পাখীকে পোষ মানাইয়া উহার দ্বারা অপর পক্ষী শিকার করা ভারতবর্ষের ন্যায় য়ুরোপেও প্রচলিত দেখা যায়; এমন কি তথায় ইহা মধ্যযুগের রাজণ্যবৃন্দের মধ্যে একটী ফ্যাশন-এ পরিণত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মানুষের এইরূপ নানা স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ গৃহপালিত পারাবতের অভ্যুত্থান হইয়াছে; সে যেমন আহারসামগ্রীর মধ্যে গণ্য, তেমনই পত্রবাহকরূপে সে মানুষের দৌত্যকর্ম্মে নিয়োজিত হয় (২১)।

Vide 'Birds of Shakespeare' by E. J. Harting, p. 218. যুদ্ধনিপুণ পক্ষী যখন এরূপ সমাদৃত হয়, তখন তাহার পালক যে অধিকতর সম্মানার্হ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

১৯। E. Stanley's 'A Familiar History of Birds,' p. 370.

২০। Ibid, p. 154.

২১। ইতিহাসে পারাবতের পত্রবাহকরূপে নিয়োগের প্রথম উল্লেখ সলোমনের রাজত্বকাল হইতে দেখা যায় (Encyclopædia Britannica, Tenth Ed. Vol, XXXI. p. 770.)
ভারতবর্ষে মৌর্য্যরাজের শিকারিগণ কর্ত্তৃক পারাবতের এরূপ ব্যবহার কৌটিল্য-প্রণীত 'অর্থ-শাস্ত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। Vide 'Studies in Ancient Hindu Polity' Vol. I by Narendra Nath Law, page 30.

সর্ব্বপ্রথমে মানবজাতির পক্ষিপালন এই প্রকার। কালে আমাদের নয়নরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত পাখীরা পিঞ্জরাবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে পক্ষিপালনের উদ্দেশ্য অতিশয় উচ্চতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বনিরূপণে পক্ষিপালন যে কি পরিমাণে সহায়তা করে, তাহা কেবল প্রাণিতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই বিদিত আছেন। ইঁহারা বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে পক্ষিজাতির প্রাকৃত জীবন সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ এবং অনুশীলন করিয়া যে সকল তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, ঐ তথ্য বা সিদ্ধান্তসমূহ কালক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পক্ষিবিজ্ঞান বা Ornithology নামে অভিহিত হইয়াছে। সরিসৃপবংশ হইতে পক্ষিজাতির উদ্ভব কিনা, উহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গতিবিধি, বর্ণ ও বর্ণশাবল্য, শ্রেণীগত পার্থক্য ও স্বভাববৈচিত্র্য, নীড়নির্ম্মাণ ও শাবকপ্রতিপালন-কুশলতা, উহাদের খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্মতত্ত্বের গবেষণাই পক্ষিবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণ কেবলমাত্র বিহঙ্গজাতির প্রাকৃত জীবনের তথ্যালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহুবিধ পাখী খাঁচায় পুষিয়া উহাদের আবদ্ধ জীবনের ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছেন। এইরূপে বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে।

পক্ষিবিজ্ঞানের অভিব্যক্তি

প্রাচ্যজগতে পক্ষীর আবদ্ধ জীবন লইয়া কতকটা নাড়াচাড়া যে না হইয়াছে তাহা নহে। চীন ও জাপানবাসীদিগের পক্ষিপালন-দক্ষতা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। উহাদের অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশলে কতিপয় নূতনপ্রকার পক্ষীর আবির্ভাব (বা আবিষ্কার) হইয়াছে; যথা, কুক্কুট জাতীয় বিহঙ্গের মধ্যে জাপানী বেণ্টাম (Bantam) (২২) ও জগদ্-

পক্ষিপালনে জাপানবাসীর প্রচেষ্টা

২২। জাপানবাসীদিগের বহুবর্ষ ধরিয়া কুক্কুট জাতীয় ভিন্ন-শ্রেণীর পক্ষি-মিথুনগুলির

বিখ্যাত লম্বপুচ্ছ মোরগ (Longtailed fowls) (২৩); এবং মুনিয়া (munia) জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষীদের ভিতর সাদা জাভাচড়াই (Munia Oryzivora) (২৪) এবং বেঙ্গলী (Uroloncha Acuticauda) (২৫)। উহারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীগুলিকে এত অধিক যত্নের সহিত পালন করে যে, তাহারা আপনাদের আবদ্ধ জীবনের ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া স্বচ্ছন্দমনে পিঞ্জরমধ্যে কালাতিপাত করিতে থাকে। এমন কি পক্ষিমিথুন খাঁচায় ডিম্ব প্রসব এবং সন্তান উৎপাদন করিয়া আপনাদিগের জীবন আরও সুখময় করিয়া তোলে। জাপানবাসীদিগের বহু চেষ্টার ফলে মুনিয়া (munia) জাতীয় দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর বিহঙ্গ হইতে যে 'বেঙ্গলী' (Uroloncha Acuticauda) উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাক্তার ব্যট্‌লার বলেন (২৬)—এই মনোমোহকর ক্ষুদ্র উৎপাদিকাশক্তি-বিশিষ্ট বর্ণসঙ্কর পক্ষী

নির্ব্বাচন, যথাযথ সংস্থাপন ও পোষণের ফলে বেণ্টামের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, বেণ্টামের পাদদ্বয় অতিশয় ক্ষুদ্র এবং মস্তকের শিখা দীর্ঘ।

২৩। লম্বপুচ্ছ মোরগের পুচ্ছদেশ কিরূপে লম্বিত হইল, তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া ক্যানিংহাম্ (Mr. J. T. Cunningham) সাহেব Proceedings of the Zoological Society (1903) তে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়া বলেন যে, উক্ত মোরগের পুচ্ছ-দেশে নবোদ্গত পতত্রগুলির মনুষ্য কর্ত্তৃক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে এরূপ লম্বপুচ্ছের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ফিন্ সাহেব এরূপ সিদ্ধান্তে সন্দিহান হইয়া বলেন যে, কেবল কুক্কুট-মিথুনের নির্ব্বাচনের ফলে ইহা সজ্ঘটিত হইয়াছে; কারণ বিনা হস্তক্ষেপে লম্ব-পুচ্ছের উদ্‌গমাধিক্য দৃষ্ট হয়। Vide Ornithological and other Oddities by Frank Finn, page 189.

২৪। জাভা প্রদেশ (বা যবদ্বীপ) ইহার আদিম উৎপত্তিস্থান বলিয়া ইহার নাম Java Sparrow। অধুনা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ইহা সঞ্চারিত হইয়াছে। উক্ত পক্ষী বঙ্গদেশে 'রামগোরা' নামে অভিহিত হয়।

২৫। সাধারণতঃ এই পক্ষী 'জাপান মুনিয়া' বা জাপানী 'ম্যানাকিন্' (manakin) আখ্যা পাইয়া থাকে। ইংল্যাণ্ড প্রদেশে ইহা 'বেঙ্গলী' নামে পরিচিত।

২৬। Foreign Finches in Captivity by Dr. A. G. Butler, pp. 212-213.

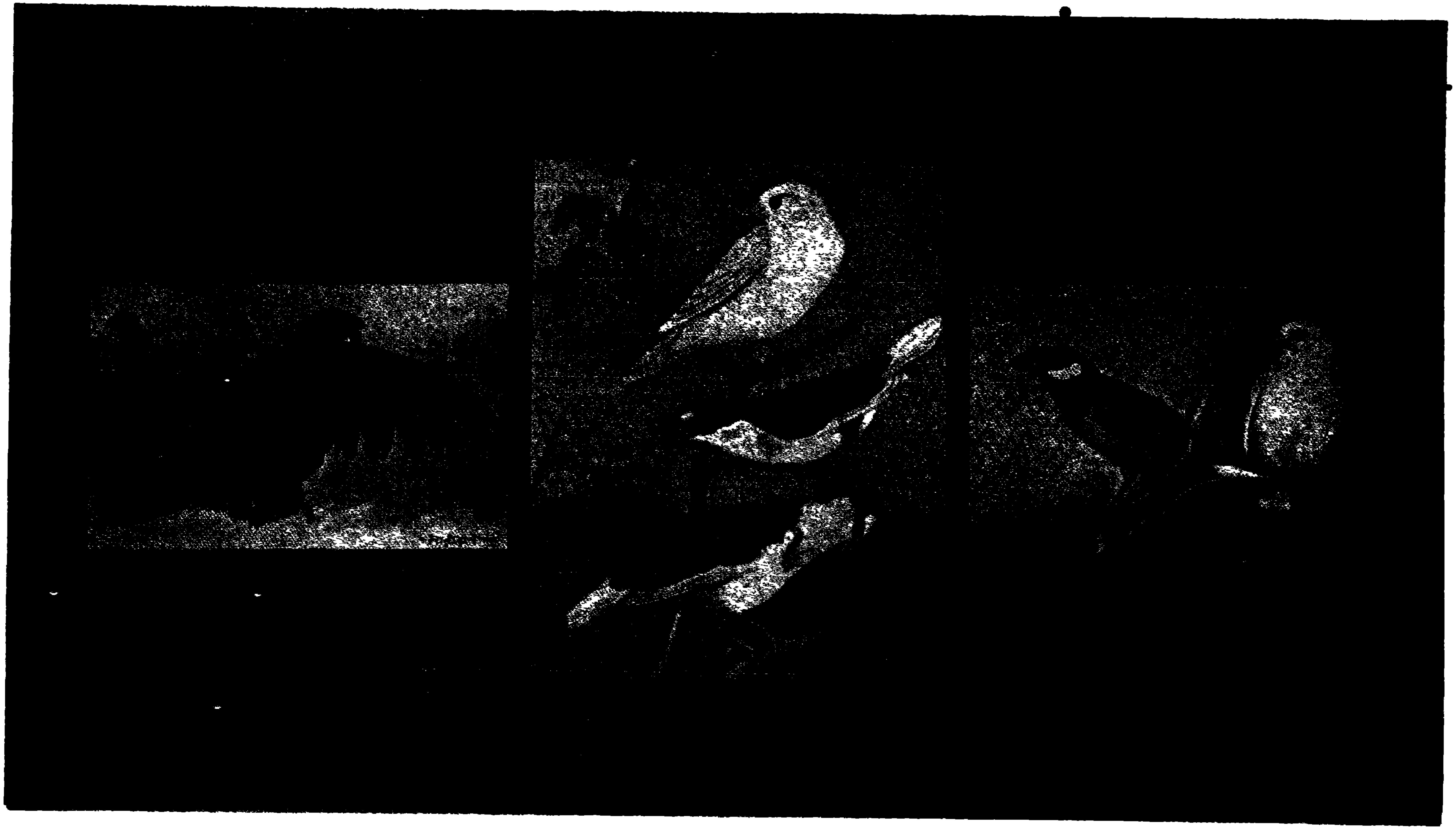

১। লম্বপুচ্ছ মোরগ।

৩। জাপান মুনিয়া

৪। বন্য জাভা চড়াই (রামগোরা)

জাপানবাসিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভূত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বহুশত বৎসর ধরিয়া সাবধানে নিকট-শ্রেণীর পক্ষিমিথুনগুলির নির্ব্বাচনের ও পিঞ্জরে সংস্থাপনের এবং তদবস্থায় সন্তানজননের ফলে বর্ণসঙ্কর পক্ষীগুলি তিনটি সুপরিচিত বর্ণের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম আকার, শ্বেতবর্ণের সহিত লোহিত পিঙ্গলের মিশ্রণ; প্রায়ই মস্তকের দিকে বর্ণসমূহের স্ফুরণ লক্ষিত হয়। * * * দ্বিতীয় আকার, ঐরূপ সাদার সহিত মৃগচর্ম্মবর্ণের সমাবেশ। তৃতীয় প্রকার বিহঙ্গগুলি একেবারেই সাদা (২৭)। এব্রাহেম্‌স্ (Mr. J. Abrahams) সাহেবের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন (২৮) যে, যথার্থই Striated Finch (২৯) এবং ভারতবর্ষীয় (Indian) Silver-bill (৩০) এই দ্বিপ্রকার পক্ষীর পরস্পর সম্মিলনে বেঙ্গলী (Bengalee) উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, ইহার পৃষ্ঠদেশ ভালরূপে নিরীক্ষণ করিলে Striated Finch-এর পৃষ্ঠদেশস্থ রেখাগুলির সমতা লক্ষিত হয়; উহাদের কণ্ঠস্বরেরও কতকটা সাদৃশ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বন্য জাভাচড়াই (munia oryzivora) স্বভাবতঃ দেখিতে

২৭। সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণের বেঙ্গলী পক্ষীকে albino বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে উইনার (August F. Wiener) সাহেব এরূপ বলেন—"শুভ্রবর্ণের জাপানী Manakin কখনই সাদা Blackbird এর ন্যায় albino বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহার প্রথম কারণ, Manakin পক্ষির চক্ষুর্দ্বয় লোহিত বর্ণের সংস্রববর্জ্জিত। দ্বিতীয় কারণ, যেমন হরিদ্রাবর্ণের কেনেরী (Canary) পক্ষীর শাবক হরিদ্রারঙের হইয়া থাকে তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ জাপানী Manakin এর শাবক শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট হইবে, ইহা স্থিরনিশ্চিত।" Canaries and Cage Birds, British and Foreign, p. 385.

২৮। Foreign Finches in Captivity by A. G. Butler, p. 213.

২৯। বাঙ্গালায় ইহা 'শকরি' মুনিয়া নামে পরিচিত; ইহার ল্যাটিন নাম Munia Striata.

৩০। এ দেশে ইহা 'পিদড়ি' বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার ল্যাটিন নাম Uroloncha Malabarica.

ভস্মবর্ণ। পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় উহাদের যে সকল সন্তান হয়, তাহাদিগের সহজ ভস্মবর্ণের সহিত প্রায়ই শুভ্রবর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। চীন ও জাপানবাসীরা এই মিশ্রিতবর্ণের সন্তানদিগের মধ্যে যাহাদিগের শুভ্রবর্ণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এরূপ পক্ষিমিথুন বাছিয়া লইয়া উহাদিগকে অপর পিঞ্জরে যত্নে রক্ষিত করে। কালে এই পক্ষিমিথুন হইতে যে সকল সন্তান হয় উহাদিগের বর্ণ অধিকতর শুভ্রাকার ধারণ করে। ক্রমশঃ এই প্রণালীতে তুষারশুভ্র বর্ণের জাভাচড়াই উৎপন্ন হইয়াছে। জাপানে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্বেতবর্ণ পিঞ্জরে পালিত ও সংরক্ষিত হইত বলিয়া ঐরূপ তুষারশুভ্র-বর্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্ক ফিন্ (Frank Finn) সাহেব লিখিয়াছেন—"যদিও জাভা-চড়াই জাতি-নির্ব্বিশেষে দেখিতে একরূপই, তথাপি চীন ও জাপান প্রদেশে পিঞ্জর-পালিতাবস্থায়, এতদ্দেশে কেনেরি (Canary) পক্ষীর ন্যায়, আনুক্রমিক সন্তানজননের ফলে উহারা একটি সুপরিচিত বর্ণ-বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই শুভ্রবর্ণের জাভা চড়াই" (৩১)।

ভারতবর্ষেও পক্ষীর আবদ্ধ জীবন লইয়া এরূপ কিছু কিছু experiment বা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণচেষ্টা দেখা যায়। আবুলফজল্-প্রণীত 'অ'ইন-ই-অক্‌বরি' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ অক্‌বর অতিশয় পারাবত-প্রিয় ছিলেন। তিনি নানাজাতীয় পারাবতের সংমিশ্রণে বহু নূতন পারাবতের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। পারাবতমিথুন নির্ব্বাচনকালে

সম্রাট্ অক্‌বরের কৃতিত্ব

৩১। "Although Java Sparrows look particularly uniform in appearance, they have produced a well-marked variety, which is cultivated in a tame state in China and Japan as Canaries are with us. This is the white Java Sparrow"—Frank Finn, Garden and Aviary Birds of India, p. 85.

তিনি উহাদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও গতিবিধির সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন (৩২)।

গ্রন্থকার আবুলফজল্ লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কেহ কখনও এইরূপ সুপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই। বাদ্শাহ অক্‌বরই পারাবত-জাতির উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রথম এই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (৩৩)। ইহার ফলে সম্ভবতঃ আধুনিক লক্কা, লোটন, পরপাঁ প্রভৃতি কতিপয় পারাবতের অভ্যুত্থান। ডারউইন্ সাহেব তাঁহার Variation of animals and plants under domestication নামক গ্রন্থে (৩৪) বলেন, "খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে অক্‌বর বাদ্শাহের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে লক্কা পারাবতের অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা 'অ'ইন-ই-অক্‌বরি' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। য়ুরোপে তখনও এই পারাবতের আবির্ভাব হয় নাই।" লক্কা পারাবতের বর্ণনা 'অ'ইন-ই-অক্‌বরি' গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয় (৩৫)— "উহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর; এবং যেরূপ স্পর্দ্ধা ও গৌরবভরে সে মাথা তুলিয়া চলে, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়জনক।" লোটন পারাবত সম্বন্ধে ডারউইন্ সাহেব (৩৬) লিখিয়াছেন—"দ্বিবিধ লোটন পারাবত ভূতলে ও নভস্তলে আপনাদের অসামান্য উৎপতন ও উল্লম্ফন প্রভৃতি গতিবৈচিত্র্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত।" 'অ'ইন-ই-অক্‌বরি' গ্রন্থে

৩২। 'His Majesty thinks equality in gracefulness and performance a necessary condition in coupling and has thus bred choice pigeons'—Ain-i-Akbari, Blochmann, Vol. I, p. 299.

৩৩। 'His Majesty, by crossing the breeds, which method was never practised before, has improved them astonishingly'—Ayeen Akbery, Gladwin, vol. 1, part II, p. 211.

৩৪। Ibid, Vol.I, p. 208.

৩৫। The Annals and Magazine of Natural History, vol.XIX, (1847), p 104.

৩৬। Darwin's Variation, pages 207 & 209.

এইরূপ বর্ণিত আছে যে "লোটন পারাবতকে নাড়া দিয়া ভূতলে ছাড়িয়া দিলে উহা আশ্চর্য্যরূপে উল্টাবাজীর সহিত লাফাইতে থাকে।" (৩৭)

প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য জগতের এই সকল experiment যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের নিমিত্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহা না হইলেও বিজ্ঞানশাস্ত্র যে ইহার দ্বারা যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক তথ্য-নিরূপণের নিমিত্ত পক্ষিপালন-ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা উহাদিগের কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ বিবৃতি না করিয়া থাকিতে পরিলাম না।

৩৭। The Annals and Magazine of Natural History, vol. XIX, p. 104.

পাখীর খাঁচা

বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাখীদিগকে পিঞ্জরে রাখিয়া যে ভাবে ও যে উদ্দেশ্যে পালন করেন তাহা একেবারে নূতন। স্বাধীন অবস্থায় পাখীরা যে ভাবে থাকে—উহাদের উপযোগী খাদ্যাদি, রৌদ্রের উত্তাপ, বিশুদ্ধ বায়ু, পানীয় জল, অতিরিক্ত তাপ এবং ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদিত স্থান প্রভৃতি প্রাণধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলি উহাদিগকে সুপ্রণালীতে উপভোগ করিতে দিয়া যাহাতে পাখীগুলি আপনাদিগের আবদ্ধ জীবনের ক্লেশ অণুমাত্র অনুভব করিতে না পারে, তাহাই পণ্ডিতগণ প্রথমে বিশেষভাবে করিয়া থাকেন। পাখীগুলিও এই প্রকারে পালকদিগের যত্নে রক্ষিত হইয়া, মনের আনন্দে গান গাহিয়া পুচ্ছ দোলাইয়া পিঞ্জরের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায়; পরে যথাসময়ে মনোমত পত্নী-সহযোগে শাবকোৎপাদন করিয়া আপনাদের জীবন সুখময় করিয়া তোলে। এই প্রণালীতে পক্ষিপালনই য়ুরোপে Aviculture নামে অভিহিত হয়। এই Aviculture বা পক্ষিপালনপ্রণালী কিরূপে মানবের বৈজ্ঞানিক চেষ্টাকে সফলতাভিমুখে লইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া প্রকৃতির নানা গোপন জীবরহস্যের প্রতি নূতন আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা ক্রমশঃ দিতে চেষ্টা করিব।

Aviculture কাহাকে বলে

পালন-ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে, কতকগুলি উপকরণের একান্ত প্রয়োজন। এই উপকরণগুলি সংগ্রহ করা পালকের পক্ষে যেরূপ বাঞ্ছনীয়, বিহঙ্গগুলির স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান-সঞ্চয়ও সেইরূপ কতকটা আবশ্যক; কারণ, এরূপ জ্ঞান না থাকিলে আবদ্ধাবস্থায় পক্ষিগণের উপযোগী আহারাদি প্রদানের অভাবে

উপকরণ-সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতালাভ

বিষময় ফল ঘটিতে পারে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণ দলবদ্ধ হইয়া কতিপয় ক্লব বা সমিতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, বনে বনে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পক্ষীদিগের স্বাভাবিক জীবন পরিদর্শন। বলা বাহুল্য; এই প্রকার পরিদর্শনের ফলে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়, আবদ্ধ বিহঙ্গগুলির পালন-ব্যাপারে উহা নিয়োজিত হইয়া যথেষ্ট সুফল প্রসব করে। আমরা যথাক্রমে উল্লিখিত উপকরণসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সর্ব্বপ্রথমে পক্ষিপালক কিরূপ বা কোন্ জাতীয় পক্ষী পালন করিতে অভিলাষী আছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে মনোনীত পাখীগুলির রক্ষণোপযোগি স্থান ঠিক করিতে হইবে।

পিঞ্জর ও পক্ষিগৃহ

পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে পক্ষিসংরক্ষণের স্থান সাধারণতঃ দ্বিবিধ—পিঞ্জর (cage) এবং বৃক্ষাদিশোভিত পক্ষিগৃহ (aviary)। সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়, এরূপ বৃহৎ খাঁচাও aviary নামে অভিহিত হয়। এই দুই প্রকার আবাসস্থানের মধ্য হইতে যেটি পালকের পক্ষে অনায়াসলভ্য, অথচ যাহা তাহার নির্দ্ধারিত পক্ষীর সুখ ও স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। সচরাচর আমাদের দেশে যে সকল খাঁচা ব্যবহৃত হয়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত খাঁচার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর; বস্তুতঃ সেগুলি পক্ষিরক্ষণের আদৌ উপযোগী নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পরিষ্কার করিবার সদুপায় পিঞ্জরগুলিতে না থাকায় দুর্গন্ধ এবং কীটাণুর সৃষ্টি হইয়া পাখীদিগের স্বাস্থ্যহানি করে। এই অহিতকর পিঞ্জর-সমূহের মধ্যে প্রায়ই গোলাকার খাঁচার অধিক প্রচলন দেখা যায়। ইহাকে পক্ষিগণের প্রাণনাশক একপ্রকার যন্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কারণ ইহার মধ্যে উৎপতন ও উল্লম্ফনের চেষ্টায় পাখীগুলি ঘূর্ণরোগাক্রান্ত হইয়া

পড়ে এবং অচিরকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতলাদি কতিপয় ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত পিঞ্জর বাহ্যসৌন্দর্য্যশালী বটে, কিন্তু উহাদের মরিচা দ্বারা পক্ষীদিগের প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দারু-এবং লৌহতার-নির্ম্মিত পিঞ্জর ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। পক্ষীর আয়তন ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পিঞ্জরের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে। কতিপয় পক্ষী ক্ষুদ্রকায় হইলেও অতিশয় চঞ্চল; ইহাদিগকে পিঞ্জরে রাখিতে হইলে পিঞ্জরটি ছোট হইলে চলিবে না; কারণ ইতস্ততঃ উল্লম্ফনের ফলে পিঞ্জরগাত্রে আঘাত লাগিয়া উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইবার সম্ভাবনা। অপর কতিপয় পক্ষী দীর্ঘকায় হইলেও স্থিরস্বভাব বশতঃ তাহাদিগকে অল্প-পরিসর পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তাহাদিগের অঙ্গসঞ্চালনের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়; কারণ যথেষ্ট অঙ্গসঞ্চালন ব্যতীত পাখী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্রেমের (Dr. Brehm) কথা স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়—"Life and motion are in the case of the bird identical"। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিহঙ্গজাতির ক্ষুদ্র প্রাণ উহাদিগের অঙ্গসঞ্চালনরূপ উপাদানের সমষ্টিমাত্র। অঙ্গ-সঞ্চালনই পক্ষীদিগের আনন্দভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

পিঞ্জর কিরূপ হওয়া উচিত

উক্ত প্রকারে পিঞ্জরের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া উহার অভ্যন্তরে কতিপয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যের স্থাপন একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ পক্ষীটির পানীয় জল (১) ও খাদ্যের আধার রাখিবার স্থান এরূপভাবে

১। কেহ কেহ পানীয় জলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাতে পাখীর পান ও স্নান একযোগে এই উভয়বিধ কার্য্য সমাধা করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার দোষ এই যে, স্নানের

নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যেন অতি সহজে উহাদিগকে বাহির করিয়া পুনরায় পিঞ্জরাভ্যন্তরে স্থাপন করিতে পারা যায়; অর্থাৎ খাঁচার মধ্যে হাত না ঢোকাইয়া বাহির হইতে খাদ্য ও জলপাত্রগুলি রাখিবার ও বাহির করিবার উপায় থাকে। পাত্রগুলি উত্তমরূপে ধৌত হইলে, উহাদিগকে স্বচ্ছ সলিল ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। উক্ত পাত্রসমূহের সন্নিবেশ ও বহিষ্করণের জন্য পিঞ্জরাভ্যন্তরে হস্তপ্রবেশ করাইলে পাখীগুলি অতিশয় ভীত হইয়া ছটফট করিতে থাকে, এবং পিঞ্জরগাত্রে আঘাত লাগিয়া উহাদের বিপৎপাতের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত বাহির হইতে পাত্র-সমূহের ভিতরে বিন্যাস ও নিষ্ক্রামণের জন্য পিঞ্জরগাত্রে কয়েকটি ছিদ্রের (২) ব্যবস্থা থাকা উচিত; এবং ছিদ্রগুলির পরিমাণ খাদ্যাদিপাত্রের আয়তন অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে পাত্রগুলি সংলগ্ন হাতলের (handle) সাহায্যে আলমারির টানার (drawer) ন্যায় ইহার মধ্যে ঢুকাইতে এবং টানিয়া বাহির করিতে পারা যায় (৩)। (২য়) খাঁচার তলদেশের

তন্মধ্যে খাদ্যপানীয়াদি-দ্রব্য-সংস্থাপন

পর জল দূষিত হয় বলিয়া ইহা পরে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত দুইটি স্বতন্ত্র জলাধার রাখা দরকার এবং স্নানের পর স্নানপাত্রটী বাহির করা আবশ্যক।

২। পিঞ্জরগাত্রের তলদেশের ঈষৎ উর্দ্ধভাগে এরূপভাবে ছিদ্রগুলি করিতে হইবে, যাহাতে পাত্রগুলিকে ভিতরে ঢোকান যায় এবং সেগুলি খাঁচার তলদেশস্থ আবরণের সহিত সংলগ্ন হয়; নচেৎ উহারা ঠেস বা আশ্রয় অভাবে উল্টাইয়া পড়িবে। পাত্রসমূহের বহিষ্করণের সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রগুলির দ্বারদেশ অতি সহজে আবৃত করিবার উপায় বিধান করিতে হইবে; নচেৎ পাত্রসমূহ বহিষ্কৃত হইলে পিঞ্জরাভ্যন্তরস্থ পাখীগুলি উড়িয়া পলাইতে পারে।

৩। বৃক্ষাদিশোভিত পক্ষিগৃহের (aviary) রচনাকালে কিন্তু এই সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিবার দরকার হয় না, কারণ সেখানে পক্ষীগুলি প্রচুর জায়গা পাইয়া স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে পারে এবং গৃহমধ্যে পাত্রগুলি রাখিবার ও বাহির করিবার সময় তাহারা ত্রস্ত হয় না।

আবরণটি এরূপ ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত, যেন ইহাতে আবর্জ্জনাদি পতিত হইলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি না হয়; কারণ এই দুর্গন্ধে পক্ষীর স্বাস্থ্যনাশের সম্ভাবনা। খাদ্য ও জলপাত্রের ন্যায় উল্লিখিত প্রকারে এই আবরণটীকে সহজে বাহির করিবার উপায় থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন সকালে উহাকে পরিষ্কার করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে হইবে। (৩য়) কোন কোন জাতীয় পাখীর নিমিত্ত বালির বিশেষ আবশ্যক বোধে বালুকাপূর্ণ পাত্র পিঞ্জরের অভ্যন্তরে স্থাপন করিতে হইবে। অনেকে স্বতন্ত্র বালির পাত্র না রাখিয়া পিঞ্জরের তলদেশের আবরণটি বালুকাপূর্ণ করিয়া থাকেন। বালি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহা পাখীর পরিপাকশক্তির সহায়তা করে। (৪র্থ) পিঞ্জর-মধ্যে পক্ষীর উপবেশনোপযোগী দুইটি দাঁড়ের প্রয়োজন; এই দাঁড় ধাতুনির্ম্মিত না হইয়া নিম্বকাষ্ঠের হওয়া উচিত, কারণ এই কাষ্ঠে কীটাদি সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। দাঁড় দুইটির স্থূলতা এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে পাখীটি অনায়াসে অঙ্গুলির দ্বারা উহাকে আয়ত্ত করিতে পারে; নচেৎ কোনও প্রকারে অঙ্গুলিতে ব্যথা জন্মিয়া গুরুতর উপসর্গাদি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

পাখীর দাঁড়

পিঞ্জরের ভিতরকার বিষয়গুলির সুবন্দোবস্ত যেরূপ নিপুণভাবে করিতে হইবে, বহির্দ্বার-নির্ম্মাণবিষয়েও তদনুরূপ যত্ন লওয়া একান্ত আবশ্যক। উক্ত দ্বার পিঞ্জরগাত্রে সংলগ্ন অবস্থায় উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া উন্মুক্ত এবং অধোভাগে আকর্ষণ করিয়া আবদ্ধ করিবার পদ্ধতি সুকৌশলে সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে, পক্ষিপালক আবশ্যক মত উক্ত পিঞ্জর-দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া অথবা ইচ্ছামত অবনমিত করিয়া এমনভাবে পিঞ্জরাভ্যন্তরে দ্রব্যাদি সন্নিবেশিত করিতে পারেন যে, অভ্যন্তরস্থ পক্ষীর পলায়নের কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকে না। কেবল বহির্দ্দিকে উন্মোচনশীল দরজা দ্বারা পালকের পক্ষিসংরক্ষণের ব্যবস্থা নিরাপদ হয় না।

পাখীর স্বভাবের অনুকূল ব্যবস্থা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধিকৌশলে বিভিন্নপ্রকার পক্ষিরক্ষণের অনুকূল পিঞ্জরসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের কতিপয় চিত্র প্রদর্শিত হইল। পিঞ্জরগুলি যে নির্দ্দিষ্ট পক্ষিসমূহের সংরক্ষণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা সহজে অনুমিত হয়। খঞ্জনপক্ষী স্বভাবতঃ স্নানপ্রিয়; চঞ্চল পদক্ষেপে জল আলোড়িত করিয়া লঘু ললিত ভঙ্গিতে পুচ্ছ কাঁপাইয়া ত্বরিত গতিতে সলিল-বক্ষে সঞ্চরণ করিতে ইহারা বড় ভালবাসে। এই নিমিত্ত দেখুন একটি সুবৃহৎ জলপাত্র ইহার নির্দ্দিষ্ট পিঞ্জরমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং যাহাতে সহজ উপায়ে ঐ পাত্রটি বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিষ্কৃত জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় স্বচ্ছ সলিল দ্বারা পূর্ণ করিয়া উক্ত পাত্রটি যথাস্থানে স্থাপন করিতে পারা যায় তদুপায়ও বিহিত হইয়াছে।

সকল সময়ে কাঠে ঠোকর মারা কাঠঠোক্‌রা পাখীর স্বভাব। স্বভাবের সহিত স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট-সম্বন্ধ; এই নিমিত্ত পাঠকবর্গ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কি কারণে ইহার পিঞ্জরের একপার্শ্ব কাক (cork) গাছের বল্কল দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। ইহাকে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পিঞ্জরে রাখিতে হইলে পিঞ্জরের অভ্যন্তর দস্তার চাদরের (Zinc sheet) দ্বারা আবৃত করিতে হইবে; নচেৎ ইহা ঠোকর দ্বারা কাষ্ঠমধ্যে ছিদ্র করিয়া অকস্মাৎ উড়িয়া পলাইতে পারে।

লার্ক (lark) জাতীয় পক্ষীদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রকারভেদে বা শ্রেণীগত পার্থক্য হেতু শ্যামল প্রান্তরে, কতকগুলি বা বালুকাময় মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ভালবাসে। স্বভাবতঃ ইহারা ভূমিতলে অবস্থান করে এবং ভূগর্ভে নীড়নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে ডিম্বপ্রসব ও শাবকোৎপাদন করিয়া থাকে। বৃক্ষশাখায় অবস্থান করিতে ইহারা অনভ্যস্ত। এই নিমিত্ত ইহাদিগের খাঁচার মধ্যে দাঁড়ের ব্যবস্থা না করিয়া ঘাসের চাপড়া কিংবা বালুকা রক্ষা করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট

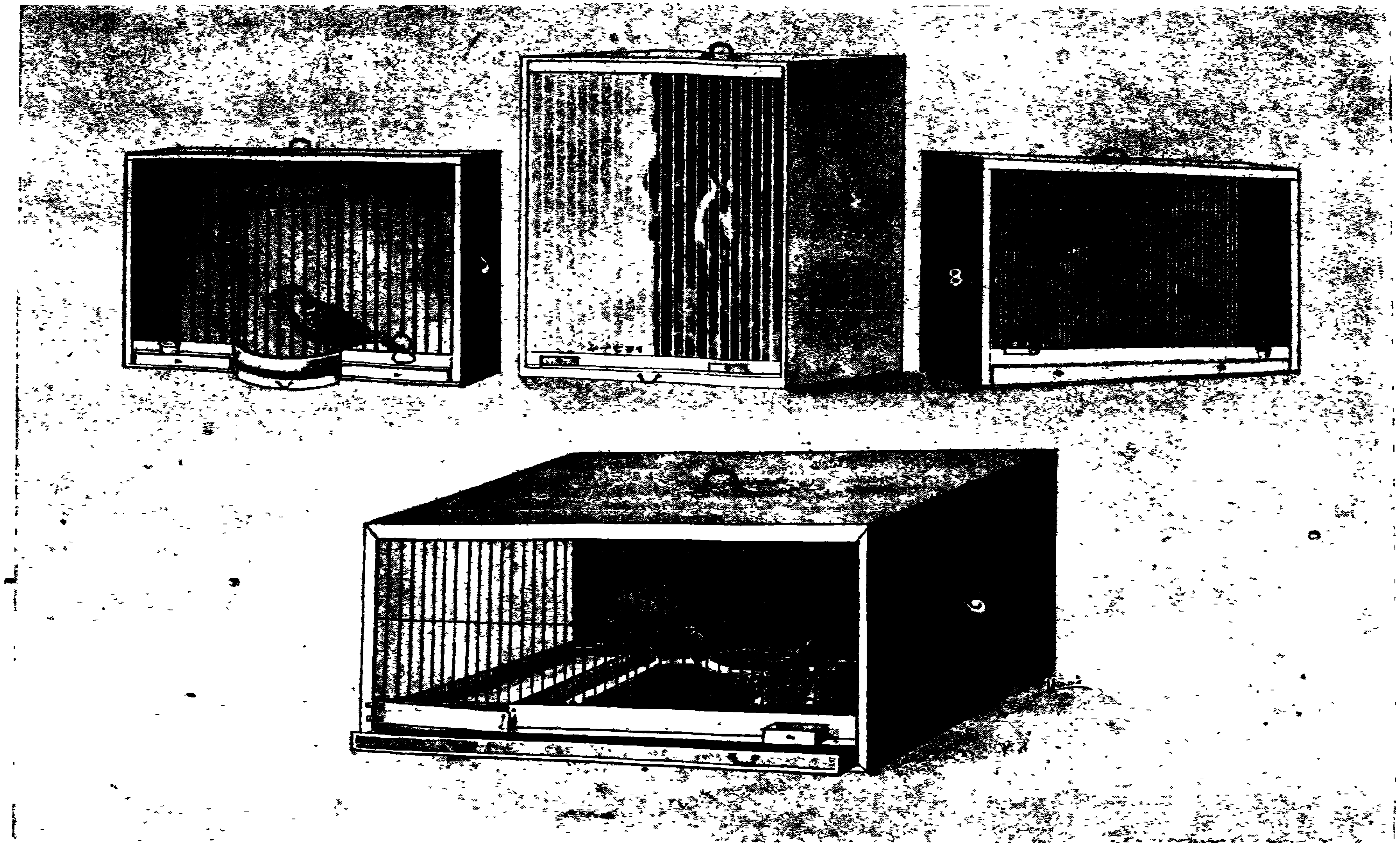

১। "ভরত" বা lark জাতীয় পক্ষীর পিঞ্জর   ৩। খঞ্জন পক্ষীর পিঞ্জর

হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত টানার (drawer) সাহায্যে ঘাসের চাপড়া কিংবা বালুকা বহিরানয়নপূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া অনায়াসে তদভ্যন্তরে সংস্থাপন করিবার উপায় ও বিহিত হইয়াছে। পিঞ্জরমধ্যে উহাদের স্নানের নিমিত্ত জলপাত্র রাখিবার আবশ্যকতা নাই ; কারণ উহারা মৃত্তিকা বা বালুকারাশিতে পতিত হইয়া তদুপরি অঙ্গঘর্ষণ দ্বারা গাত্রমল বিদূরিত করিয়া থাকে।

এস্থলে যে কয়েকটি পিঞ্জর-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রকায় বিহঙ্গগণের পক্ষে অতি উপাদেয় পিঞ্জরটির বাহ্যাভ্যন্তরীণ কারুকৌশল নিরীক্ষণ করিলে পাঠকবর্গের সহজে বোধগম্য হইবে যে, খাঁচার ভিতরে খাদ্যাদিপাত্র রাখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত টানার সাহায্য না লইয়া অপর একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, পিঞ্জরগাত্রে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র এরূপে রচিত হইয়াছে যাহাতে পিঞ্জরাভ্যন্তরস্থ পক্ষী সুধু চঞ্চুপুটের বিনির্গম দ্বারা খাঁচার বহির্ভাগে ছিদ্রগুলির মুখে সুকৌশলে স্থাপিত পাত্র-সমূহ হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পাত্রগুলিতে একটি আবরণ সংলগ্ন থাকায় বাহির হইতে কোনও পক্ষী খাদ্যাদি গ্রহণ বা অপচয় করিতে পারে না ; পরন্তু সেগুলি বহির্দ্দেশে সন্নিবেশিত থাকায় অভ্যন্তরস্থ পক্ষীর আবর্জ্জনা-সংমিশ্রণে খাদ্যাদি দূষিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত প্রত্যেক পিঞ্জরই একটি পাখী বা এক জাতীয় পক্ষি-মিথুন রাখিবার অনুকূল। বিভিন্ন জাতীয় বহুবিধ পক্ষীর রক্ষণোপযোগি স্থান-সংবিধানের উপায় একমাত্র aviary বা বৃক্ষাদি-শোভিত অসঙ্কীর্ণ পক্ষিগৃহ। ইহার অভ্যন্তরে বৃক্ষাদির সুবিন্যাস এবং বায়ু ও আলোকের যথেষ্ট সদ্ভাবপ্রযুক্ত পক্ষিগণের ইচ্ছামত সঞ্চরণ ও অবস্থান হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকায়, এই পক্ষি-গৃহের প্রয়োজনীয়তা

পক্ষিগৃহের আবশ্যকতা

অল্পপরিসর পিঞ্জর অপেক্ষা এত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্ভীক এবং উৎফুল্ল চিত্তে পাখীরা ইহার মধ্যে গান গাহিয়া জীবন যাপন করে; এমন কি অতি চঞ্চল-স্বভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষি-মিথুনও (যাহাদিগের পিঞ্জরমধ্যে শাবকোৎপাদনের কোনও সম্ভাবনা নাই) বিভিন্ন ঋতুতে সুকৌশলে নীড়-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে ডিম্বপ্রসব ও সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে। পক্ষিপালকমাত্রেরই এইরূপ পক্ষিগৃহ চির আকাঙ্ক্ষিত হইলেও বহুব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া সকলের পক্ষে ইহা সুসাধ্য নহে। যে সমস্ত উপকরণসামগ্রী অল্পপরিসর পিঞ্জরের নিমিত্ত আবশ্যক হয়, এই পক্ষিগৃহে তদপেক্ষা অধিক সাজসজ্জার প্রয়োজন। এই সামগ্রীসমূহ আহরণ করিবার পূর্ব্বে পালককে পাখীদিগের বাস-ভবন নির্ম্মাণের উপযোগী এমন একটি জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে, যথায় পাখীগুলি ইচ্ছামত বায়ু এবং পরিমিত তাপ উপভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে পারে। পক্ষিগৃহমধ্যে আলোক ও বায়ু-সঞ্চারের ব্যবস্থা করিতে গিয়া পালকের স্মরণ রাখা উচিত যে, ঝড়বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড উত্তাপের সময় পাখীরা আশ্রয় অভাবে যাহাতে ক্লেশ অনুভব না করে, গৃহ-নির্ম্মাণকালে তদ্‌বিষয়ে তাঁহাকে মনোযোগী হইতে হইবে। সাধারণতঃ পালকের নিজবাটীর কোনও দেয়াল পক্ষিগৃহের উত্তর দিকের প্রাচীর-স্বরূপ রাখিয়া পক্ষিনিকেতন নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ভাল হয়; এই পক্ষিগৃহের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিক্ প্রাচীর-সংযুক্ত না করিয়া কেবলমাত্র সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট লৌহের জাল দ্বারা বেষ্টিত রাখা শ্রেয়; তাহা হইলে বিশুদ্ধ দক্ষিণ বায়ু অবাধে গৃহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এবং সূর্য্যরশ্মি প্রাতঃকাল হইতে তন্মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া পাখী-দিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিবে। যদি পালকের বাস-ভবনের কোনও প্রাচীর দ্বারা পক্ষিগৃহের উত্তর দিক্ আবৃত করার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ দিক ইষ্টকের গাঁথুনি বা লৌহের চাদর

গৃহরচনার স্থান-নির্ব্বাচন ও গঠনপ্রণালী

দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা কর্ত্তব্য। ঐরূপ, গৃহের ছাঁদটির কিয়দংশ টালির কিংবা তক্তার আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে হইবে; কারণ ঝড়বৃষ্টির ও প্রখর উত্তাপের সময় পাখীরা এই আবৃত প্রদেশে আশ্রয় পাইলে বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। বৃক্ষের কতিপয় কর্ত্তিত শাখা ছাদে সংলগ্ন করিয়া পাখীগুলির অবস্থানোপযোগী দাঁড়ের ন্যায় ঐস্থানে ঝুলাইয়া রাখা উচিত। পক্ষিগৃহের অনাবৃত পার্শ্বদেশগুলি (অর্থাৎ উত্তর ব্যতীত অপরাপর দিক্‌সমূহ এবং ছাদের অনাচ্ছাদিত অপরাংশ) লৌহের জাল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত করিতে হইবে। সর্পমূষিকাদি হিংস্র প্রাণী গর্ত্ত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তন্নিমিত্ত পক্ষীদিগের আবাসগৃহের মেজে ইষ্টকাদি দ্বারা পাকা করিয়া গাঁথা আবশ্যক।

কোন কোন পক্ষিপালক এইরূপে স্বতন্ত্র পক্ষিগৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া স্ব স্ব বাটীর বারান্দার কতক অংশ জাল দ্বারা বেষ্টিত করিয়া এবং উহার সম্মুখস্থ মুক্ত প্রাঙ্গণ বা উদ্যানের কিয়দংশ ঐ প্রকারে আবৃত করিয়া পক্ষিগৃহনির্ম্মাণে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইলে পাখীগুলি যে ঝড়বৃষ্টির সময় বারান্দার আচ্ছাদিত প্রদেশে নিরাপদে আশ্রয় লইতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গৃহ-রচনায় পক্ষিপালকের ব্যয় সংক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি যেন বিস্মৃত না হন যে, উত্তর চাপা ও দক্ষিণ খোলা বারান্দাই এ বিষয়ে একমাত্র ব্যবহার্য্য। য়ুরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে পাখীদিগকে ভীষণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহমধ্যে সুকৌশলে যন্ত্রসংযোগে অগ্নির উত্তাপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও সময়ে সময়ে শীতের প্রাবল্য ও প্রচণ্ড বর্ষার আক্রমণ হইতে পাখীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে উহারা উক্ত প্রকার

শীতপ্রধানদেশের বিশিষ্ট ব্যবস্থা

উপসর্গাদির দ্বারা উপদ্রুত হইয়া অকালে মরিয়া না যায়। যদিও এখানে তাপদায়ক কোনরূপ যন্ত্র আবশ্যক হয় না বটে, তথাপি দারুণ শীত ও বর্ষার সময় পক্ষীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত শীত-নিবারক পর্দ্দা কিংবা অন্য কোনও আবরণের দ্বারা পক্ষিগৃহ আবৃত রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

গৃহের সাজসজ্জা ও খাদ্যাদি উপকরণ

এইরূপে পক্ষিগৃহ নির্ম্মিত হইলে পর উহার আভ্যন্তরীণ উপকরণ-সামগ্রীগুলি যাহাতে গৃহমধ্যে সুবিন্যস্ত হয়, পালককে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। এই সমস্ত অত্যাবশ্যক উপকরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; এখন এসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি। গৃহ-মধ্যে ঘন লতা ও বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া, কৃত্রিম হ্রদ, পর্ব্বত ও প্রস্রবণাদি নির্ম্মাণ করিয়া, এবং পাখীদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল বালুকা ও শ্যামল তৃণের সমাবেশ দ্বারা গৃহটী এরূপে সজ্জিত রাখা আবশ্যক, যাহাতে পাখীগুলির মনে ইহা সহজে বনস্থলীর ভাব জাগাইয়া দেয়। বহুবিধ কীট-পতঙ্গ লতায় ও পুষ্পে অসঙ্কোচে আশ্রয় লইয়া পাখীগুলির রুচিকর খাদ্যরূপে পরিণত হইবে এবং বৃক্ষগুলি ইহাদিগের সুবিধামত নীড়-নির্ম্মাণাদি গার্হস্থ্য ব্যাপারে সবিশেষ সহায়তা করিবে। পক্ষীদিগের স্বভাব এবং সংখ্যা অনুযায়ী খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করা আবশ্যক; সেগুলির বিন্যাস এরূপ স্থানে করিতে হইবে, যথায় পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের অথবা রৌদ্র ও ঝড়বৃষ্টির দ্বারা ইহারা নষ্ট বা দূষিত না হয়। গৃহমধ্যে বহুবিধ পক্ষীর সংরক্ষণ হেতু খাদ্য ও খাদ্যপাত্রগুলির স্বল্পতা হইলে উহাদিগের মধ্যে পরস্পর তুমুল বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা; এই নিমিত্ত অনেকগুলি পাত্র প্রচুর খাদ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া গৃহমধ্যে নানা স্থানে রাখিতে হইবে, যাহাতে ছোট বড় সকল রকমের পাখী অবাধে ভোজন করিতে পারে। ইহাদিগের পান ও স্নানের নিমিত্ত জলপাত্রেরও প্রয়োজন। উল্লিখিত কৃত্রিম হ্রদে এই উভয়বিধ কার্য্যের সমাধা হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য

রাখা উচিত যেন হ্রদটি গভীর না হয়, কারণ তাহা হইলে ক্ষুদ্র পক্ষী-গুলির পক্ষে ইহার মধ্যে অবতরণ করিয়া স্নানের বিঘ্ন ঘটিবে এবং অনেক সময়ে স্নান করিতে করিতে হ্রদমধ্যে সহসা পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা থাকিবে।

উল্লিখিত সাজসজ্জার প্রতি পক্ষিগৃহস্বামীর যেরূপ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ প্রতিদিবস যাহাতে পক্ষিগৃহের অভ্যন্তর ও তলদেশ সুচারুরূপে ধৌত এবং পরিমার্জ্জিত হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

গৃহমার্জ্জন ও প্রক্ষালন

পাখী-পোষা

আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম, যাঁহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উদ্যান-শোভন, জীবজন্তুপালন প্রভৃতি প্রীতিপ্রদ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া আপনাদিগের অবসর-কাল সুখে অতিবাহিত করেন। কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ অবসরে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবার বাসনাই অনেকস্থলে তাঁহাদিগের এই প্রকার সুখদ অনুষ্ঠানের মূল। দ্বিতীয়,—আর এক-শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা অর্থ বা যশোলিপ্সু হইয়া পক্ষিপালনে ব্রতী হ'ন। ইঁহাদিগের চিত্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপভোগ বা বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা তত আকৃষ্ট হয় না, যতটা নাম এবং ধনোপার্জ্জনের তীব্র বাসনা ইঁহাদিগকে বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত করে। য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে পাখীদিগের প্রদর্শনীর নিমিত্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, ঐ প্রদর্শনী কর্ত্তৃক অর্পিত পদকাদির লোভে প্রণোদিত হইয়া ইঁহারা কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে পাখীদিগের স্বাভাবিক বর্ণের বিকৃতি (১) ঘটাইতে উদ্যত হন, এবং নিজ নিজ

পাশ্চাত্য পক্ষিপালক

তিনটি বিভিন্ন দল

১। পাশ্চাত্য পক্ষিপালকগণ যে সকল কৃত্রিম খাদ্যবস্তুর সাহায্যে পক্ষিগণের এই প্রকার **অস্বাভাবিক** বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থই প্রধান উপকরণ। যে উপকরণগুলি একত্র মিশাইয়া খাদ্যের সহিত সেবন করাইলে কেনেরী (canary) পক্ষীর বর্ণান্তর সাধিত হয়, তাহাদের একটী তালিকা দিলাম—

গাঢ় পীতবর্ণ হরিদ্রাচূর্ণ……২ আউন্স
Annato seed……২ ,,
Salad oil………৬ ,,

উল্লিখিত উপকরণসমূহের ভাগের তারতম্য অনুসারে কেনেরী পক্ষীর বর্ণের তারতম্য ঘটিতে দেখা যায়—যথা, কোন স্থানে গাঢ় পীতবর্ণের আধিক্য, কোথাও বা কমলালেবুর রং। এইরূপ বর্ণ-কৃত্রিমতা উৎপাদনের নিমিত্ত লঙ্কা এবং জাফরান (saffron) সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কূটবুদ্ধিপ্রভাবে খাঁচার বিচিত্র নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়া সাধারণের নিকট বাহবা পাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। প্রদর্শনীকালে তাঁহাদিগের উদ্ভট ক্রিয়াকলাপের প্রতি সহজেই দর্শক-বৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় যশোলাভের পন্থা সুগম হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-বৈচিত্র্য-প্রাপ্ত পক্ষীদিগকে ইঁহারা অসম্ভব দরে বিক্রয় করিবার সুযোগ পান। তৃতীয়;—এই শ্রেণীর পক্ষিপালকগণ ধন, মান বা স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাগ্রমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকেন। বিহঙ্গ-জাতির জীবন-বৈচিত্র্যের ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা যে সকল তথ্যে উপনীত হইতেছেন, ঐ তথ্য বা সিদ্ধান্তসমূহ তাঁহাদিগের চিত্ত উদ্ভাসিত করিয়া জ্ঞানপিপাসা মুহুর্মুহুঃ জাগাইয়া তুলিতেছে। যিনি পক্ষিপালনের উদ্দেশ্য যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষিপালকগণকে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিবেন, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর পক্ষি-পালকগণের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপ এত স্বার্থ-বিজড়িত যে, সেগুলি প্রদর্শনীর দর্শকবৃন্দের নিকট অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও অনেক সময়ে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বমীমাংসার বিঘ্ন ঘটাইবার উপক্রম করে। পরন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগের চেষ্টা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রযোজিত হইয়া থাকে এবং কখন কখন ইহাকে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যতিক্রম (২) ঘটাইয়া কল্পিত পথে সগর্ব্বে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই বিজয়দম্ভ যে বহুকালের নিমিত্ত নহে তাহা বিজ্ঞানসেবী নিঃস্বার্থ পক্ষিপালকমাত্রেই ধ্রুব জানেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে,

(২) বিজ্ঞানসেবী পাশ্চাত্য পক্ষিপালকগণ কিন্তু বিহঙ্গজীবন লইয়া যাহা কিছু experiment করিতেছেন, তাহা প্রায়ই প্রকৃতির বিরুদ্ধগামী নহে। প্রকৃতির পন্থানুসরণে যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা চিরস্থায়ী; সুতরাং চিরস্থায়ী কার্য্যের উপায় উদ্ভাবনই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তাঁহারা খাদ্য-কৃত্রিমতার সাহায্যে পক্ষীর ক্ষণস্থায়ী বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পক্ষিমিথুনের সুনির্ব্বাচন, একত্র সংস্থাপন এবং তদবস্থায় সন্তানজননের ফলে পক্ষিশাবকের চিরস্থায়ী রূপান্তর সংসাধনে প্রয়াসী হইতেছেন।

বর্ণোৎপাদক খাদ্যাদি-প্রয়োগে কেনেরী (Canary) পক্ষীর স্বাভাবিক বর্ণ সহজে বৈচিত্র্য লাভ করে; এবং যদ্যপি ঐ পক্ষীর স্বভাবসিদ্ধ দুই একটি পক্ষের বর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষিপালকগণের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হয়, প্রদর্শনীর নিমিত্ত পাখীগুলি "প্রস্তুত" করিবার সময়ে উহা উৎপাটন করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন না। এই সমস্ত কৃত্রিম অনুষ্ঠান বৈজ্ঞানিকের চক্ষে বাস্তবিকই হাস্যাস্পদ; এবং সেগুলি যিনি যত্ন সহকারে অনুধাবন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকৃতি-পরাজয়-ব্যাপার ক্ষণস্থায়ী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃত্রিম উপায়ে বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত পক্ষীর বর্ণ উহার স্বভাবগত নহে। কৃত্রিম খাদ্যাদির প্রয়োগ বন্ধ করিবামাত্র কেনেরী (Canary) পক্ষীর স্বাভাবিক বর্ণ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়; প্রকৃতি সজাগ হইয়া উঠে।

প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের তুলনায় উল্লিখিত তিন শ্রেণীর পক্ষিপালক-গণের ক্রিয়াকলাপ উচ্চ-নীচরূপে গণ্য হইলেও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না যে, তাঁহাদিগের পালনব্যাপারে সাফল্য লাভের চেষ্টায় বিজ্ঞানসেবার পথ অল্প-বিস্তর সুগম হইয়া আসিতেছে। পালনব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া পালকেরা সবিশেষ যত্ন এবং অধ্যবসায়ের ফলে যে সমস্ত অভিজ্ঞান লাভ করিয়া বিহঙ্গ-জাতির জীবন-ঘটিত তথ্যে উপনীত হইতে-ছেন, ঐ তথ্যসমূহ সাধারণের গোচরীভূত করিবার সুযোগ উল্লিখিত পক্ষি-প্রদর্শনীসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ক্ষীণপ্রাণ বিহঙ্গ-জীবনের খুঁটিনাটি লইয়া যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়া পালকগণকে চঞ্চল করিয়া তোলে, সেগুলি যে সম্যক্‌রূপে মীমাংসিত হইতেছে, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শনীর পাখীরাই প্রদান করিয়া থাকে। কারণ, উহাদিগের সানন্দ লাবণ্যময় অঙ্গকান্তির দিকে তাকাইয়া দেখিলে, আবদ্ধাবস্থায় অসুস্থতানিবন্ধন শারীরিক বা মানসিক বৈপরীত্যের কিছুই নিদর্শন লক্ষিত হয় না; বরং পাখীগুলির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ

কিরূপে পক্ষিবিজ্ঞানের উন্নতি বিধান করিতেছেন

পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পক্ষিজীবনের সমস্যা-ভঞ্জন এবং তথ্যনিরূপণের ফলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের কলেবর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রদর্শনীকালে এই সকল নিরূপিত তথ্য দর্শকবৃন্দের যতই জ্ঞান-গোচর হয়, ততই তাঁহাদিগের চিত্ত বিহঙ্গতত্ত্বে কৌতুহল-পরবশ হইয়া বিজ্ঞান-সেবায় ধাবিত হইয়া থাকে।

স্বদেশের ও বিদেশের পাখী পুষিয়া

তত্ত্বলাভের তীব্র বাসনা য়ুরোপীয় পালকবৃন্দকে যে কেবল দেশীয় পক্ষীর পালন-ব্যাপারে লিপ্ত রাখিতেছে তাহা নহে; তাঁহারা বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নানাবিধ বিদেশীয় পক্ষীকে সাবধানে ও সযত্নে স্বদেশে আনয়নপূর্ব্বক অনভ্যস্ত প্রকৃতি-প্রতিকূল জলবায়ু কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করাইয়া কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে উহাদিগের পুষ্টিসাধন করিয়া বৈদেশিক পাখীগুলির জীবন-লীলা পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পাইতেছেন। এমন কি কোন কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু (৩) কেবল বৈদেশিক পক্ষিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ধারাবাহিকরূপে উহার জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

পাখীর জীবনরহস্যের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

বলা বাহুল্য, পাখীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যে সমস্ত সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, এই সমস্যাসমূহের সম্যক্‌রূপে সমাধান ব্যতীত বিহঙ্গ-

(৩) বৈদেশিক পক্ষিপালনে একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে আমরা ডাক্তার কীস্ (Dr. Keays) এর নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী East Hoathly গ্রামে তিনি যে সকল পক্ষিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার সুচারু বর্ণনা ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসের "Cage Birds" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অন্যূন পাঁচ শত পক্ষী তিনি ঐ সময়ে পালন করিতেছিলেন; এবং তাহাদিগকে রাখিবার নিমিত্ত প্রায় ৫৪০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা তাঁহাকে জাল দ্বারা বেষ্টন করিতে হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের গ্রীষ্মঋতুর শেষাশেষি তাঁহার

জাতির অতি সূক্ষ্ম জীবনরহস্যগুলির উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমরা য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে পালন সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যার অবতারণা করিয়া সেগুলি মীমাংসার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পালকগণ কি প্রকার পক্ষী পালন করিতে ইচ্ছুক আছেন, তাহা অবধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাখীদিগের রক্ষণোপযোগি স্থান-নির্ম্মাণে এবং উহার বাহ্যাভ্যন্তরীণ সজ্জা-সামগ্রীর সন্নিবেশ-ব্যাপারে যেরূপ যত্নবান হইতে হইবে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের মনোনীত পক্ষিসমূহের সঞ্চয় এবং সেগুলির পিঞ্জর (cage) অথবা পক্ষিগৃহ (aviary) মধ্যে স্থাপন-বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। পক্ষি-মিথুন অথবা এক একটি পক্ষীকে পৃথক্‌ভাবে রাখিবার অনুকূল সুকৌশলে নির্ম্মিত বিবিধ পিঞ্জরসমূহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বিভিন্ন শ্রেণীর বহুবিধ পক্ষিগণের

পক্ষিসংরক্ষণে প্রকৃতি ও

গৃহমধ্যে একত্র সমাবেশ ও সংরক্ষণ বড়ই দুরূহ সমস্যা। আকার প্রকার স্বভাব ও শ্রেণীগত বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত পাখীগুলির পরস্পর বিদ্বেষাচরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া গৃহমধ্যে তাহাদের একত্র অবিমৃষ্ট সমাবেশ কখনই সম্ভবপর নহে। এই প্রকার যথেচ্ছ সংরক্ষণের ফলে দুর্ব্বল এবং ভীরুস্বভাব পক্ষিগণ বৃহৎ ও উগ্রপ্রকৃতির বিহঙ্গের তাড়নায় উপদ্রুত হইয়া অকালে কালমুখে পতিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত হঠকারিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুদক্ষ পালকগণের আয়াসলব্ধ জ্ঞানমার্গে পরিচালিত হইলে অকারণ নৈরাশ্যের তীব্রবেদনা অনুভব করিতে হয় না।

পালনাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, বিহঙ্গ-জগতে এত

পক্ষিগৃহমধ্যে আটাত্তরটি বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিশাবক নীড় পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে সমর্থ হইয়াছিল। Vide "Cage Birds" edited by F. Carl. Nov. 13th, 1915.

প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়, যাহাদিগের রুচির তারতম্যপ্রযুক্ত খাদ্যাদির পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও অধি-

রুচিবিচার

কাংশ পক্ষী কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করে, তথাপি কোন বিশিষ্ট খাদ্যের উপর তাহাদিগের অধিকতর ঝোঁক দেখা যায়। বুলবুলজাতীয় পক্ষিগণ কীটাদি ভোজন করিলেও তাহারা সুপক্ক ফলের বিশেষ পক্ষপাতী; কোকিল, "বসন্ত," "হরেওয়া" প্রভৃতি কতিপয় পক্ষীও সুপক্ক ফল খাইতে বড়ই ভালবাসে। দুর্গাটুনটুনি এবং এই জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পক্ষী প্রজাপতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিলেও মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুপানের তীব্র বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, এবং বিধিবিনির্ম্মিত সুপটু চঞ্চুপুটের সাহায্যে সরস কুসুম-নিচয় হইতে মধুপান করিয়া আপনাদিগের দেহের পুষ্টি-সাধন করে। কতিপয় পক্ষী বীজাণুভোজী হইলেও তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কীট-পতঙ্গ ভোজন করিতে দেখা যায়। কীটপতঙ্গপ্রিয় কোন কোন জাতীয় বিহঙ্গ উদর-তৃপ্তির নিমিত্ত ক্রমাগত ক্ষুদ্র কীটাদির বিনাশ সাধন পূর্ব্বক এতই হিংস্রভাবাপন্ন হইয়া উঠে যে, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণপ্রাণ বিহঙ্গগণকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। "মাছরাঙা" জাতীয় পাখীগুলি যদিও কীটাদি ভক্ষণ করে, তথাপি মৎস্যের উপর উহাদিগের আসক্তি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই সকল ভিন্নরুচি পক্ষীকে একত্র এক গৃহমধ্যে রক্ষা করা কতদূর সঙ্গত এবং সম্ভবপর, তাহা নির্ণয় করা একমাত্র অভিজ্ঞানসাপেক্ষ। মোটামুটি বলিতে গেলে, তুল্যাবয়ব এবং সমানস্বভাবের পাখীগুলিকে একত্র রক্ষা করিলে বিপদ্‌পাতের অতি অল্পই সম্ভাবনা। উল্লিখিত হিংস্রভাবাপন্ন কীটপতঙ্গভোজী বিহঙ্গগণকে অপরাপর নিরীহ পক্ষি-সমূহের সহিত রক্ষা করা কখনই বিধেয় নহে। প্রায় দেখা যায় যে, পক্ষিপালকগণ অবয়ব এবং স্বভাবের সামঞ্জস্য সত্ত্বেও বীজাণুভোজী এবং কীটপতঙ্গভক্ষণকারী পক্ষিগণের মধ্যে পরস্পর সবিশেষ পা

বোধে উহাদিগকে একত্র রাখিতে অনিচ্ছুক। ইহা তাঁহাদিগের ভুল ধারণা মাত্র। স্বভাব এবং অবয়বের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দুই জাতীয় বিহঙ্গগণের একত্র সংরক্ষণ দোষাবহ নহে; কারণ সচরাচর বীজাণুভোজী পাখীকে কীট-পতঙ্গও ভক্ষণ করিতে দেখা যায়; এবং পক্ষিগৃহমধ্যস্থ কীটপতঙ্গপ্রিয় বিহঙ্গগণের নিমিত্ত যে সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য প্রদত্ত হয়, তাহা যে বীজাণুভোজী পক্ষিসমূহের পক্ষে হিতকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ইহা তাহাদিগের সবিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। টিয়া (parrot) জাতীয় বিহঙ্গগণের চঞ্চুপুট স্বভাবতঃ অতিশয় সবল এবং তীক্ষ্ণ; ইহার আঘাতে অপর পক্ষী সহজে ক্লিষ্ট ও আহত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত উহাদিগকে স্বতন্ত্র গৃহে রক্ষা করা সঙ্গত।

একত্র সমাবেশকালে পাখীগুলির স্বভাব এবং দেহের আয়তনের প্রতি পালকের যেরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত, তদ্রূপ তুল্যপ্রকৃতি ও সমান আকারের নির্ব্বাচিত পক্ষী বা পক্ষিমিথুনগুলিকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগের পরস্পর আচরণ প্রত্যক্ষ করা তাঁহার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম; কারণ এই প্রকারে তিনি ভাবী বিপদ্‌পাত প্রতীকারের অবসর পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, পাখীগুলির স্বভাব বা শ্রেণীগত কোন প্রকার দোষ না থাকিলেও শ্রেণীমধ্যস্থ কোন এক বিশিষ্ট পক্ষীর আচরণ অকারণ রূঢ় হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুকোমল-স্বভাব বুলবুলজাতীয় পক্ষিগণের মধ্যেও কোন কোনটির বিদ্বেষপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। মানবগণের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। এইরূপ স্থলে রূঢ়-প্রকৃতি পাখীটিকে অবিলম্বে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অন্যান্য প্রকৃতি-কোমল পক্ষিসমূহ যে ইহার দ্বারা আহত কিংবা ইহার সংস্রবে থাকিয়া স্বভাব-দুষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বীজাণুভোজী ফিঞ্চজাতীয় (finch family) বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিগণকে একত্র কিংবা অপর জাতীয় তুল্যাবয়ব এবং সমানপ্রকৃতি বিহঙ্গগণের

একত্র সমাবেশে বাধা

সহিত এক গৃহমধ্যে রক্ষা করিবার পূর্ব্বে উহাদিগের চঞ্চুপুটের সামর্থ্য এবং পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত; কারণ পরস্পর বিবাদ বাধিলে চঞ্চুপুটই তাহাদিগের অস্ত্রের কার্য্য করে। অতএব সহজেই অনুমিত হয় যে, আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার সময়ে যে পাখীটির চঞ্চু তীব্র এবং সুদীর্ঘ, তাহারং বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী; এবং যাহাদিগের চঞ্চু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও হীনবল, তাহারা আহত ও উপদ্রুত হইয়া থাকে। বিহঙ্গজাতির মধ্যে এরূপ পক্ষীও আছে, যাহাকে অযুগ্মাবস্থায় অপরজাতীয় পক্ষিগণের সহিত গৃহমধ্যে রাখিলে শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়; কিন্তু মিথুনাবস্থায় উক্তরূপে অপর পক্ষীর সহিত রক্ষা করিলে পক্ষিদ্বয় নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অপরাপর পাখীগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকে। বীজাণুভোজী "ক্রস্‌বিল" (crossbill) পক্ষী মিথুনাবস্থায় উগ্রভাবাপন্ন হয় বলিয়া কখনই উহাকে অপর পক্ষিগণের সহিত একত্র রাখা বিধেয় নহে।

ইহাই মোটামুটি সংরক্ষণের বিধি। পাখীগুলির স্বভাব যদি সুকোমল এবং বিদ্বেষবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের প্রতি রুচি অথবা অবয়বের অল্পবিস্তর প্রভেদ থাকিলেও কিছু আসে যায় না। পক্ষিভবনটি বৃহৎ এবং সুপ্রশস্ত হইলে যথেচ্ছ বিচরণ এবং অবস্থানের নিমিত্ত প্রচুর জায়গা পাইয়া পাখীদিগের পরস্পর বিবাদ ঘটিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময়ে এইরূপ পক্ষিভবনে অবয়বের পার্থক্য সত্ত্বেও সুকোমল-স্বভাব বিহঙ্গ-গুলিকে একত্র রাখা বেশ চলে। কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত গোকুল-চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের পক্ষিগৃহে অতি ক্ষুদ্রকায় দুর্গাটুনটুনি হইতে বৃহৎকায় কৃষ্ণগোকুল (Oriole) পর্য্যন্ত একত্র নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে। এইরূপ গৃহমধ্যে বিবিধ পাখীগণের উপযোগী খাদ্যের প্রাচুর্য্য এবং খাদ্যপাত্রগুলির বহু স্থানে স্থাপন-বিষয়ে পালকের সবিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক।

মনোনীত পাখীগুলির একত্র সংরক্ষণ পালকের পক্ষে দুরূহ সমস্যা হইলেও আবদ্ধাবস্থায় তাহাদিগের উপযোগী খাদ্যের নির্ব্বাচন আরও দুরূহ সমস্যা; কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় উহারা এত প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে যে ঐ খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করা পালকের পক্ষে অসম্ভব। আবার, বিবিধ খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টি পক্ষিবিশেষের প্রধান আহার, তাহার নির্ণয়ও সুকঠিন। বিহঙ্গজাতির বিবিধ খাদ্যের প্রতি আসক্তি এবং উহার রুচিভেদের আমরা কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এখন, আবদ্ধ পাখী-দিগের এই রুচিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য সামগ্রীর উদ্ভাবনা বা আবিষ্কার হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের দেশে প্রচলিত ছাতুর ব্যবস্থার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন; এমন কি মাংসের টুকরা ঘৃতপক্ক ছাতুর সহিত মিশ্রিতাবস্থায় কীটভোজী পক্ষিগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই খাদ্য-কৃত্রিমতার বৈচিত্র্য য়ুরোপেই অধিক পরিলক্ষিত হয়; তথাচ পালকগণ পাখীগুলিকে আপন উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যের আখ্যানুরূপ অভিধা প্রদান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড প্রদেশে আমরা দেখিতে পাই যে, কীটপতঙ্গভোজী পাখীদের নিমিত্ত যে সকল কৃত্রিম আহার্য্যের প্রচলন আছে, তাহারা "কোমল খাদ্য" বা "soft food" নামে অভিহিত হয় এবং খাদ্যের নামানুরূপ পাখীগুলিও (যাহাদিগের নিমিত্ত এইরূপ খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন) "কোমল-চঞ্চু" বা soft-bill আখ্যা পাইয়া থাকে। তথায় এই "কোমল খাদ্য" প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ছাতুর পরিবর্ত্তে হংস-কুক্কুটাদি পক্ষীর সুসিদ্ধ ডিম্ব প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়; অপরাপর উপকরণের মধ্যে বিস্কুটচূর্ণ এবং পিপ্‌ড়ার ডিম (ants' eggs), সময়ে সময়ে বোল্‌তার ডিম (wasp grub) এবং মৃত শুষ্ক মক্ষিকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যে সকল নানাজাতীয় শস্যবীজ বীজাণুভোজী পক্ষিগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, বীজসমূহের শক্ত

পক্ষিভবনে আহার্য্য-বিচার

খোসা ছাড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ শস্যদানা ভক্ষণ করিতে হইলে পাখীগুলিকে তাহাদিগের সুকঠিন চঞ্চুপুটের সাহায্য সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতে হয়। এই জাতীয় পক্ষিবৃন্দ ইংলণ্ডে "কঠিন চঞ্চু" বা "hard-bill" নামে অভিহিত হয় এবং ইহাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী "hard-bill food" আখ্যা পাইয়া থাকে (৪)। আর এক প্রকার অকৃত্রিম খাদ্য এই "কঠিন-চঞ্চু" পাখীগণের স্বাস্থ্যের একান্ত অনুকূল—দূর্ব্বাঘাস, মূলা ও কপি প্রভৃতি শাকসব্জীর সুকোমল পত্রসমূহ। বিলাতে ইহারা "সবুজ খাদ্য" বা "green food" নামে পরিচিত। মানব-ভোগ্য সুমিষ্ট সুপক্ক ফল পিঞ্জর-বিহঙ্গগণের স্ব স্ব রুচি-বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও যে অতি উপাদেয় খাদ্য, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। যদিও "কোমলচঞ্চু" বিহঙ্গগণের নিমিত্ত "কঠিন খাদ্যের" অবশ্যকতা প্রায় দৃষ্ট হয় না, আবদ্ধাবস্থায় সকল রকম পাখীর নিমিত্ত কিন্তু অল্পবিস্তর "কোমল খাদ্যের" প্রয়োজন; এমন কি সন্তানজননকালে (breeding time) "কঠিন-চঞ্চু" পিঞ্জর-পক্ষিগণ "কোমল খাদ্যের" সাহায্য ব্যতীত শাবক প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। "কোমল-চঞ্চু" বিহঙ্গগুলির ত কথাই নাই। য়ুরোপে নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের নিত্য নূতন আবিষ্কার দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে, আধুনিক যুগের পক্ষিপালকগণের পালন-সাফল্য তাঁহাদিগের কৃত্রিম খাদ্যের প্রস্তুতকুশলতার উপর অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। একদিকে যেরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু বুধমণ্ডলী মুক্ত আকাশতলে বিহঙ্গগণের স্বাধীন আহার-বিহার, হাবভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি সূক্ষ্ম জীবনরহস্যগুলির উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইতেছেন, তদ্রূপ আবার আর এক সম্প্রদায় পাখীদিগের আবদ্ধ-জীবন সুদীর্ঘ এবং সুখময়

---

(৪) সাধারণতঃ কাঁকনিদানা, Canary seed, পাটবীজ (hemp seed), সর্ষপদানা (rape seed), পোস্তদানা, তিসি (linseed), এই জাতীয় বিহঙ্গগণকে খাইতে দেওয়া হয়।

করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের উপযোগী আহার্য্য ও অপরাপর আবশ্যক উপাদান নিরূপণবিষয়ে অনন্যমনা হইয়াছেন। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা এবং অভিজ্ঞানের ফলে যে সকল পক্ষীকে ইতঃপূর্ব্বে আবদ্ধাবস্থায় জীবিত রাখা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত, ইদানীং তাহাদিগকে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও কৃত্রিম আহার্য্যের সাহায্যে অসঙ্কোচে পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে মিঃ আলফ্রেড এজ্রার (Mr. Alfred Ezra) নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। লণ্ডনের প্রতিকূল জলবায়ু এবং আব-হাওয়ার মধ্যে তিনি বহুক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক স্বভাব-চঞ্চল ও লঘুকায় দুর্গাটুনটুনির রক্ষণোপযোগী এক সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিরুপম সৌন্দর্য্যশালী এই জাতীয় পক্ষিগণের আহারবিধান এতদিন মানবের স্বপ্নাতীত ছিল। এজ্রা মহোদয় ইহাদিগের আহার্য্য এবং পালন-বিধির আবিষ্কার ও নিরূপণদ্বারা পালন-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুগ্ধ এবং মধু পিঞ্জর-টুনটুনির প্রধান খাদ্য। উষ্ণ জলের সহিত যৎসামান্য ছাতু, মধু বা শর্করা, Mellins food, condensed milk প্রভৃতি য়ুরোপীয় কৃত্রিম দুগ্ধ একত্র উত্তমরূপে মিশাইয়া যে তরল আহার্য্য প্রস্তুত হইবে, তাহাই শীতল করিয়া দুর্গাটুনটুনির বিশিষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবহার্য্য। পিঞ্জর-বিহঙ্গগণের নিমিত্ত কৃত্রিম আহার্য্য বিধান সত্ত্বেও যে বিবিধ কীটপতঙ্গের আবশ্যকতা আছে, তাহা স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। জীবন্ত অবস্থায় প্রায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া বিলাতে উহারা "live food" বা "জীবন্ত খাদ্য" নামে পরিচিত; কতিপয় কীট আবার মৃত এবং শুষ্ক অবস্থায় বিহগভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় মাংসাশী পাখীদিগের জন্য চড়াই প্রভৃতি ছোট ছোট পাখী অথবা মূষিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী খাদ্যরূপে গণ্য হয়; মাংসের টুকরাও সচরাচর এই নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

আলফ্রেড এজ্রার কৃতিত্ব

পথ্যহিসাবে খাদ্যবিশেষের ব্যবস্থা পীড়িত পাখীদিগের নিমিত্ত আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে বীজাণুভোজী পক্ষিগণের পক্ষে বালুকা অতিশয় হিতকর, কারণ ইহা তাহাদিগের পরিপাক-শক্তির বিশেষরূপে সহায়তা করে। তদ্রূপ আবার কতিপয় শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ, কীটভোজী পাখীদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল।

পথ্য

কপি, মূলা প্রভৃতি শাক-সব্‌জীর সুকোমল পত্র বীজভোজী পাখীদিগের কোষ্ঠ-পরিষ্কারক; দুগ্ধ-মিশ্রিত রুটিও য়ুরোপীয় পালকগণ কর্ত্তৃক এই নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। উদরাময় রোগ নিরাকরণের জন্য দুগ্ধ-মিশ্রিত arrowroot বিস্কুটের সহিত গোটাকতক পোস্তদানা মিশাইয়া রুগ্ন পক্ষীকে খাওয়াইতে হয়। এতদ্ব্যতীত পালিত পক্ষিগণের নানাবিধ ব্যাধির প্রতীকারের নিমিত্ত বিবিধ ঔষধের প্রয়োগ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে। আবদ্ধতাই যে উহাদিগের এই সকল রোগের হেতু তাহা নহে; পরন্তু আবদ্ধাবস্থায় পাখীদিগের ব্যাধির সুচিকিৎসা হইবার সম্ভাবনা অধিক। বনে-জঙ্গলে যে উহাদিগের স্বাধীন জীবন রোগমুক্ত নহে,তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি মিঃ গ্যালোয়ে বলেন (৫)—মে জুন মাসেও (অর্থাৎ যে ঋতুতে বিহঙ্গগণের স্বাভাবিক খাদ্যের অনটন নাই) যখন তিনি জীর্ণ শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার রুগ্ন পক্ষীকে ভূমি হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে পাখীদিগের স্বাধীন জীবন যে সম্পূর্ণ নিরাময়, তাহা নহে। তিনি আরও বলেন যে, বনে জঙ্গলে তাহারা ব্যাধিনাশক কোনও ঔষধ পায় না বলিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বস্তুতঃ, মানবদিগের মধ্যে যে সকল ব্যাধি পরিদৃষ্ট হয়, বিহঙ্গগণের

(৫) "Diseases of Birds, and their treatment and cure—I." by F. F. M. Galloway in the Avicultural Magazine, April, 1918.

মধ্যেও ঐরূপ অধিকাংশ ব্যাধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পাখীদিগের নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি ঃ—মূর্চ্ছা, হাঁপানি, সর্দ্দিকাসি, বিসূচিকা, বিকলাঙ্গ, উদরাময়, আমাশয়, যক্ষ্মা, প্লীহারোগ, বাত, চক্ষু-রোগ, ক্ষত, ফোড়া ইত্যাদি। এই সকল রোগের উপশমনের নিমিত্ত উপ-যোগী ঔষধের মাত্রা স্বল্প পরিমাণে বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার্য্য। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত ঘটিয়া গিয়াছে, যেখানে এক ফোঁটার স্থলে দুই ফোঁটা ঔষধ-প্রয়োগের ফলে রুগ্ন পক্ষীগুলির রোগোপশমন দূরে থাকুক অবিলম্বে তাহাদিগের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাধির চিকিৎসার নিমিত্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রয়োগই প্রশস্ত; কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে এলোপ্যাথি ঔষধও ব্যবহার করিয়া থাকি—যেমন দাস্ত পরিষ্কারের নিমিত্ত Epsom salt; হাঁপানি রোগের নিমিত্ত Glycerine এবং Gum arabic; যক্ষ্মার নিমিত্ত Cod liver oil ব্যবহার করিতে হয়। পাখীগুলিকে সবল রাখিতে হইলে Parrish's Chemical food প্রভৃতি স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ঔষধ-প্রয়োগ দরকার। ঘা এবং ফোড়ার নিমিত্ত Vaseline এবং আবশ্যক হইলে অস্ত্র-চালনাও বিধেয়। ঔষধের সাহায্যে পীড়িত পক্ষিগণের রোগের উপশম করিতে সমর্থ না হইলেও, পালক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে উহাদিগকে রাখিয়া, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, মাঝে মাঝে পথ্যের তারতম্য করিয়া এবং অসুস্থতার সূত্রপাত হইতে না হইতেই উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তিনি পাখীগুলিকে রোগাক্রান্ত হইবার সুযোগ দেন না। সুপ্রশস্ত পক্ষিগৃহে যদি কোনও পক্ষীর অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র পিঞ্জরমধ্যে রাখিতে হইবে। উপযোগী খাদ্য এবং ঔষধ ইহার নিমিত্ত আবশ্যক; পিঞ্জরটী এরূপ স্থানে রাখিতে

ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার

হইবে, যেখানে রুগ্ন পক্ষীর আদৌ ঠাণ্ডা না লাগে ;—কারণ দেখা গিয়াছে উত্তাপের সাহায্যে পাখী শীঘ্র শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া থাকে। য়ূরোপীয় পক্ষিপালকগণ রোগ নিবারণের জন্য এক প্রকার তাপযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার নাম Radiator য়ুরোপে এই যন্ত্রের ব্যবহার যত বেশী আবশ্যক, ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবশ্যই ঠিক তত বেশী নহে। এখানে আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি যে, অত্যধিক উত্তাপের মধ্যে পাখীগুলি আবদ্ধাবস্থায় হাঁপাইতে থাকে ; গৃহমধ্যস্থ এবং গৃহের বাহিরের পারিপার্শ্বিক উত্তপ্ত বায়ু তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়া তোলে। তখন পাখীগুলিকে সেখান হইতে সরাইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া আসিলে তাহারা শান্তি লাভ করে।

এমনই করিয়া মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণে পক্ষিজাতির সেবা করিতেছেন। প্রকৃতির ক্রোড় হইতে ছলে বলে কৌশলে বিচ্যুত বিহঙ্গগুলিকে কৃত্রিম গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি হয়' ত কতকটা স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ; হয়' ত তাঁহার নিজের আনন্দের জন্য অথবা তাঁহার চারিদিকে সমাজবদ্ধ মানবজাতির আনন্দের জন্য অথবা কেবলমাত্র আনন্দহীন বিজ্ঞান-রাজ্যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি এই কার্য্যে প্রথমে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু যে তাঁহাকে এত আনন্দ দেয়, তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চ্চায় এত সাহায্য করে, সেই মূক বন্দী বিহঙ্গকে যেমন তিনি তাঁহার নিজের জ্ঞানের ও আনন্দের কাজে লাগাইয়াছেন, তেমনই তিনি আবার সেই একান্ত নির্ভর-পরায়ণ বন্দীটির সেবক হইয়া প্রাণপণে তদ্গতচিত্ত হইয়া তাহাকে সুস্থ ও আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা করেন। যখন তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বসিত কলকাকলীতে তাঁহার সযত্নরচিত সামান্য পক্ষি-ভবনটী মুখরিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না।

পাখী-পোষা

(২)

পক্ষিপালকের কৃত্রিম গৃহমধ্যে বিভিন্ন-জাতীয়, ভিন্নরুচি, বহুবিধ বিহঙ্গ সুচারুরূপে একত্র সংরক্ষিত হইলেই যে তাঁহার কর্ত্তব্য নিঃশেষে সম্পন্ন হইল, এরূপ মনে করিলে চলিবে না। রক্ষিত পক্ষী বা পক্ষিমিথুনগুলিকে সযত্নে পালন করিয়া না হয় কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখা গেল; কিন্তু যাহাতে পক্ষিভবনে অসঙ্কোচে উহারা নীড়নির্ম্মাণ, অণ্ডপ্রসব, শাবকোৎপাদন এবং সন্তান-প্রতিপালনরূপ গার্হস্থ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে পালক যদি তাহার বিধি ব্যবস্থা না করেন, তবে তাঁহার এত সাধের পালন-ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। সমবেত পক্ষিগণ যদি কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া জীবনাবসানকালে আপনাদিগের স্থান অধিকার করিবার জন্য কতকগুলি শাবক রাখিয়া না যাইতে পারিল, তাহা হইলে পালকের এত যত্ন, এত ক্লেশ-স্বীকার কি নিমিত্ত? আবার কি তিনি নূতন করিয়া পক্ষিমিথুন সংগ্রহ করিয়া নূতন উদ্যমে তাহাদিগের ঘরকন্না সাজাইতে থাকিবেন? তাহাদিগের নয়নাভিরাম লাস্যলীলা তাঁহার হৃদয়ের উপর রেখাপাত করিতে না করিতেই হয়'ত তাহাদেরও জীবনলীলা ফুরাইয়া আসিবে। এ'ত গেল এক-দিক্‌কার কথা। এত কষ্ট করিয়া যে পালক পক্ষী নির্ব্বাচন করিলেন, তাহার সুজননপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা যদি তাঁহার না থাকে, তবে পক্ষিজীবনের Scientific Study অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অতএব কি উপায়ে কৃত্রিম পক্ষিগৃহমধ্যে পক্ষিমিথুনের শাবকোৎপাদন

পক্ষিগৃহে বিহঙ্গমিথুনের দাম্পত্যলীলা

সম্ভাবিত হইতে পারে, এই নূতন সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে পালক প্রকৃতির যে গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অন্ত থাকিবে না। পক্ষিজাতির বিচিত্র যৌনসম্মিলন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জে পুংপক্ষী স্বশ্রেণীস্থ পক্ষিণীকেই যে বাছিয়া লয় তাহা নহে; অনেক সময়ে সে আপন জাতির অন্তর্গত, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিণীর সহিত স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া থাকে। বিহগ-দম্পতির পরস্পর শ্রেণীভেদ সত্ত্বেও এই প্রকার মিলন উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য থাকিলেই যে সঙ্ঘটিত হয় এরূপ নহে; অনেক সময়ে উভয়ের অবয়ব বা আয়তনের পার্থক্যে কিছুই আসে যায় না। একদিকে যেরূপ তুল্যাবয়ব এবং সমান-আয়তন বুলবুল জাতীয় বিহঙ্গগণের বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে এরূপ অসবর্ণ বিবাহ প্রায়ই লক্ষিত হয়, তদ্রূপ আবার গ্রাউস্ (grouse) জাতীয় ভূচর বিহঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পক্ষিমিথুনের আকার-বৈষম্য সত্ত্বেও উভয়ের মিলন অবাধে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অসবর্ণ মিলন

শ্রেণীবহুল হংসজাতির (Duck family) মধ্যে এই বিধিই সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত বোধ হয় যে, য়ূরোপীয় পক্ষিপালকগণ বর্ণসঙ্কর পক্ষীর উদ্ভাবনকল্পে তাহাদিগের কৃত্রিম গৃহমধ্যে আবদ্ধাবস্থায় পক্ষিমিথুনের একত্র সংরক্ষণ কালে উভয়ের আকার, আয়তন বা বর্ণের সামঞ্জস্যের প্রতি অল্পই দৃষ্টিপাত করেন। বাস্তবিক বনে জঙ্গলে বর্ণসঙ্কর পক্ষী অতিশয় বিরল হইলেও যে উহা সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিঃ ফ্রাঙ্ক ফিন্ লিখিয়াছেন—"Wild hybrids are indeed rare; but they are of much more frequent occurrence than is generally supposed."

এই বর্ণসঙ্কর তাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অনেক স্থলে ইহা বন্ধ্যাত্বও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতিশয় ক্ষুদ্রাবয়ব স্বাধীন বিহঙ্গগণের মধ্যে কিন্তু বর্ণসঙ্কর আদৌ দেখা যায় না বলিলেও চলে; যদিও ইহারা য়ূরোপীয় পালকগণের কৃত্রিম গৃহমধ্যে বিজাতীয় পক্ষিণীর সহবাস করিতে বাধ্য হইয়া অনেক সময়ে একটা নূতন জাতির সৃষ্টি করে। যথাক্রমে আমরা পক্ষিজীবনের এই এই রহস্য-যবনিকা উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইব।

বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণের ফলে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, পক্ষিগণের প্রকৃতি ও জাতিগত পার্থক্য অনুসারে উহাদিগের জননকালের (Breeding time) বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়; অর্থাৎ যদিও বসন্ত ঋতু কতকগুলি বিহঙ্গের নির্দ্দিষ্ট শাবকজননকাল, গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালেও কতিপয় পক্ষী নীড়-নির্ম্মাণ ও সন্তানোৎপাদনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে গৃধ্র প্রভৃতি কতিপয় পাখী আবার ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। পালকগণের কৃত্রিম পক্ষিগৃহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মাঝে-মাঝে পরিলক্ষিত হয়। এমন কতক প্রকার বিহঙ্গ দেখা যায়, যাহাদের সন্তান-জননকালের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নাই; তাহারা ঋতুনির্ব্বিশেষে শাবকোৎপাদনাদি গার্হস্থ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পক্ষিজাতির এই যৌনসম্মিলনকালে পুংপক্ষিগণের নৃত্যগীত,অঙ্গ-লাবণ্যভঙ্গিমা,তীব্র মধুর কণ্ঠস্বর প্রভৃতি গুণরাশির বিকাশ-প্রাচুর্য্য দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায় যে, এই সকল বৈভব-বিস্তারের গূঢ় অভিপ্রায় কেবলমাত্র মনোমত সঙ্গিনীর চিত্তাকর্ষণ করা; গৃহরক্ষিত আবদ্ধ পাখীগুলির মধ্যে কিন্তু উক্ত প্রকার বৈভববিস্তার সত্ত্বেও "জোর যার মুলুক তার" এই প্রাচীন নীতি অনেক সময় বলবতী হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, অল্পপরিসর পক্ষিভবনে অবরুদ্ধ কোনও এক পুংপক্ষী স্বীয় বৈভব-বিস্তার সাহায্যে মনোমত পক্ষিণীর চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইলেও, স্বজাতীয় অপর এক অধিক বলশালী পক্ষী প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত হইয়া উভয়ের মিলনসুখে বাধা প্রদান করে।

শাবকোৎপাদন ও ঋতুবিচার

নিরাপদ স্থানে উড়িয়া গিয়া স্বেচ্ছায় উভয়ের মিলিত হইবার সুযোগ না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী বলশালী পক্ষীটি পক্ষিণীকে স্বায়ত্ত করিয়া থাকে। সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, যদি পক্ষিভবনে উক্ত পক্ষিণীর সঙ্গাভিলাষী পুংপক্ষিগণের সংখ্যা অধিক থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিভাব জাগিয়া উঠিয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়; ফলে হীনবল পক্ষিগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে; এবং কলহ অধিককাল স্থায়ী হইলে যে-পক্ষিণীকে লইয়া বিবাদের সূত্রপাত, তাহার মনোমত পতিলাভ, উভয়ের মিলন এবং গার্হস্থ্য জীবনলীলার পরিদর্শন পক্ষিপালকের পক্ষে ত দূরের কথা, এমন কি অপর জাতীয় একত্র সংরক্ষিত বিহঙ্গদম্পতিগুলির সুখময় জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণের সুযোগও তাঁহার ঘটিয়া উঠিবে না। এই নিমিত্ত যাহাতে পক্ষিগণের মধ্যে কোনরূপ বাদ বিসংবাদ না হয়, তন্নিমিত্ত কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর এক জোড়া পক্ষীকেই (একটি পুং অপরটি স্ত্রী) ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর এক এক জোড়া পাখীর সহিত গৃহমধ্যে একত্র রাখা সঙ্গত; নতুবা যদি একই শ্রেণীর পুংপক্ষী দুইটি এবং স্ত্রীপক্ষী একটি একত্র রক্ষিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে উক্তরূপ কলহ নিশ্চয়ই ঘটিয়া উঠিবে। বস্তুতঃ একত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত সকল পাখীগুলিই তুল্যাবয়ব এবং সমপ্রকৃতি হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক পক্ষিমিথুন সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। শুধু স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই চলিবে না; সঙ্গে-সঙ্গে বয়স, বংশানুক্রম, জ্ঞাতিত্ব, বর্ণ এবং কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। জনক জননীর সুনির্ব্বাচনের উপরই শাবকগণের ভাবী শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করে। উভয়ের বয়সের খুব বেশী পার্থক্য থাকা ভাল নহে (১)। একটা প্রৌঢ়

১। ইজা টুইড (Isa Tweed) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কেনেরি (Canary) পক্ষিমিথুন হইতে সুসন্তানের আশা করিতে হইলে উভয়ের বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্ষী-পক্ষিণীর মধ্যে এক বৎসরের তারতম্য থাকিলেই যথেষ্ট হইল;

অথবা বৃদ্ধ, অপরটা অপরিপক্ক বয়সের হইলে, শুভ ফল পাওয়া যাইবে না। ভাল রকম করিয়া জানা আবশ্যক যে, উভয়েই সুস্থ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন পিতৃপিতামহের কুলে উৎপন্ন; অত্যন্ত-নিকট জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় দাম্পত্যে সুসন্তানের আশা করা যায় না,—এই সাধারণ জৈব সত্য (biological fact) পক্ষিজগতেও সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে দেখা যায় (২)।

পুংপক্ষীটি দুই বা তিন বৎসরের এবং পক্ষিণীটি এক বা দুই বৎসরের, অথবা পক্ষিণীটি দুই কিংবা তিন বৎসর বয়সের এবং পক্ষীটি এক বা দুই বৎসরের হইলে সুসন্তানের সম্ভাবনা অধিক। যদিও দশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কেনেরি (Canary) পক্ষীকে সন্তানোৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রায়ই ষষ্ঠ বৎসরের পর আর সুসন্তানের আশা করা যায় না।—Canary Keeping in India. p. 53.

২। পক্ষিগণের মধ্যে জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় দাম্পত্য ক্রমাগত এবং বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতে থাকিলে, সন্তান দুর্ব্বল, খর্ব্বাকৃতি এবং অনেক সময়ে বন্ধ্যাত্বদোষযুক্ত হইয়া পড়ে। পিতৃপিতামহের দোষগুলি ইহাদিগের মধ্যে অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে এবং দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত উহাদের সহজেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। ইজা টুইড্ (Isa Tweed) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কোনও এক কেনেরি (Canary) দম্পতির মধ্যে কোন প্রকার জ্ঞাতি-সম্পর্ক না থাকিলেও, উহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে অন্তর্জননে বা inbreedingএ বাধা দেওয়া উচিত; তবে বংশমধ্যে অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় promiscuity চলিতে পারে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, কি পরিমাণে চলিতে পারে তাহার তিনি এইরূপ আভাস দিয়াছেন:—"If the parent birds are not in the least related, then the father may be mated with the daughter and the son with the mother, uncle with niece, and nephew with aunt and also cousin with cousin. But this can be done only once. The progeny of such matings cannot do so mated again. On no account should brother and sister be mated," —Canary Keeping in India, page 54.

Aviary-জাত শ্যামা পক্ষীর মধ্যে ভাই ভগিনীর দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কি অনিষ্ট হইতে পারে,এই প্রশ্ন মিঃ লো (Mr. Geo. E. Low) বিগত ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের Avicultural magazineএ উত্থাপিত করায় পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্যট্‌লার (A. G. Butler) উত্তর দেন যে, যতদূর সম্ভব জ্ঞাতিসম্পর্কীয় যৌন-সম্বন্ধ বর্জ্জনীয়, যেহেতু এরূপস্থলে সন্ততি-

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য রাখিয়া কিরূপে প্রত্যেক পক্ষিমিথুন সুনির্ব্বাচিত হইতে পারে। কারণ, পক্ষী সংগ্রহ করিতে হইলে পালককে পক্ষি-ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে পাখী ক্রয় করিতে হইবে ; পক্ষিব্যবসায়িগণ হয়' ত অনেক সময়ে নিজেরাই বনভূমি হইতে পক্ষী ধৃত করিয়া থাকে, অথবা শিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিজ নিজ দোকানে অধিক লাভে পুনর্বিক্রয়ের নিমিত্ত সাজাইয়া রাখে। তাহারা পাখীগুলির ইতিবৃত্ত আদৌ অবগত নহে ; ইহারা যখন নিজেরাই অজ্ঞ, তখন ক্রেতাদিগকে কেমন করিয়া পক্ষিমিথুনের বয়স, বংশ, জ্ঞাতিত্ব প্রভৃতির দোষগুণ জানাইয়া দিবে ? বাস্তবিক এরূপ স্থলে কোন ইতিহাস পাওয়া না গেলেও পক্ষিমিথুন নির্ব্বাচনকালে পালক উভয়ের

পক্ষিমিথুন নির্ব্বাচনের উপায়

বর্গের রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা অধিক ; কিন্তু তিনি স্বীকার করিলেন যে, স্বাধীন বন্য বিহঙ্গগণের মধ্যে প্রায়ই জ্ঞাতিসম্পর্কীয় দাম্পত্য স্থাপিত হইয়া সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর উল্লিখিত magazineএর April সংখ্যায় Tavistockএর marquis মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। তিনি বলিলেন যে, জ্ঞাতিসম্পর্কীয় দাম্পত্য হেতু বিপদের আশঙ্কা অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে ; স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একবার পক্ষিমিথুন সুনির্ব্বাচিত হইলে উহাদিগের সন্তানসন্ততির মধ্যে পরস্পর জ্ঞাতি-সম্পর্ক সত্ত্বেও দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তিন চার পুরুষ ধরিয়া বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পক্ষিমিথুনের মধ্যে কোন প্রকার দোষ বর্ত্তমান থাকিলে, সন্তানে উহা অধিকমাত্রায় স্পষ্টরূপে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই প্রকার অত্যন্ত নিকট জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় দাম্পত্য সারসবিহঙ্গগণের (cranes) মধ্যে এত অধিক প্রচলিত দেখা যায় যে, ইহা একরূপ উহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। সহজ অবস্থায় এক জোড়া সারস পক্ষী প্রায়ই দুটি সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে—একটী পুং অপরটি স্ত্রী ; এই দুইটি পক্ষিশাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর আজীবন মিলিত হইয়া থাকে। তবে উহাদের মধ্যে হঠাৎ যদি একটির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে অপরটিকে আর এক বিহঙ্গের সহিত কদাচিৎ মিলিত হইতে দেখা যায়

শারীরিক সুস্থতা, বর্ণ এবং কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সদ্যোধৃত বন্য পাখীগুলি অত্যন্ত সজীব; ইহাদিগের সহিত খাঁচার পাখীর যৌনসম্পর্ক সুফলদায়ক হইবারই কথা। পালকের অজ্ঞাতসারে জ্ঞাতিসম্পর্ক সত্ত্বেও দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, এক্ষেত্রে কিছু আসে যায় না। য়ুরোপে কিন্তু সদ্যোধৃত বন্য বিহঙ্গ ছাড়া পিঞ্জরজাত পক্ষী সর্ব্বত্র ক্রয় করিতে পারা যায়; বিক্রেতৃগণও উহাদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রাহকগণকে জানাইয়া থাকে। সেই ইতিহাস আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। পক্ষিভবনের পরিসর বুঝিয়া কয় জোড়া পাখী উহার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে রাখা যায়, তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে;—কারণ মনে রাখা উচিত যে, এস্থলে পালকের উদ্দেশ্য শুধু দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে পর্য্যবসিত নহে; তাহা হইলে অনেক জোড়া পাখী হয়' ত সেই aviary মধ্যে রাখা চলিত, তাহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা না থাকিতেও পারিত। কিন্তু পালকের এখন প্রধান লক্ষ্য এই যে, কেমন করিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে পক্ষিজননব্যাপারে অনুকূল ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই নিমিত্ত নির্জ্জন স্থানের একান্ত প্রয়োজন; লোকচক্ষুর অন্তরাল হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ অপর পক্ষীর উপদ্রব-বর্জ্জিত হওয়া চাই।

রক্ষিত পক্ষীগুলির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করণ

পাখীগুলির সংখ্যা কমাইয়া না দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া অসম্ভব। অনেক পক্ষিমিথুন এরূপ আছে, যাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে না রাখিলে উহাদিগের সন্তানজনন-প্রয়াস মোটেই দৃষ্ট হয় না। কতক পক্ষী আবার এরূপ আছে, যাহারা মিথুনাবস্থায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে; এবং নায়ক-নায়িকার মধ্যে এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, যাহার দ্বারা অপর মিথুনগণের সন্তানজনন-প্রয়াসে বাধা জন্মে। ফিঞ্চ্ জাতীয় "ক্রস্‌বিল" (cross-bill) পক্ষী স্বভাবতঃ এই ধরণের। পক্ষিভবনে এক এক শ্রেণীর

এক এক জোড়া পাখী রাখিবার কথা আমরা বলিয়াছি কিন্তু অনেক সময়ে এক শ্রেণীর দুই কিংবা তিন জোড়া পাখী অবাধে একত্র রাখা যায়; তাহাতে তাহাদিগের নীড়-নির্ম্মাণের অসঙ্কোচ উদ্যমে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। কোন্ স্থলে এরূপ রাখা সঙ্গত, তাহা পাখীগুলির প্রকৃতি এবং পালকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কতিপয় পক্ষী আছে, যাহারা স্বশ্রেণীর পক্ষিমিথুনের সহিত রক্ষিত হইলে কখনই শাবকজননে প্রয়াসী হয় না; কিন্তু যদি তাহাদিগকে অপর জাতীয় বিহগদম্পতির সহিত রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের শাবকজনন-প্রয়াসে কোনও বাধা লক্ষিত হয় না। পালকের পক্ষিভবনস্থ "কঠিন চঞ্চু" Zebra finch পক্ষী দুই, তিন বা বহু জোড়া একত্র সংরক্ষিত হইলেও অবাধে সন্তানজননাদি গার্হস্থ্যক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু জাভা চড়াই বা রামগোরা পক্ষী ঐ প্রকারে রক্ষিত হইলে সুফল লাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই। এই জাতীয় এক জোড়া পাখীই এই নিমিত্ত অপর জাতীয় পক্ষিমিথুনগুলির সহিত একত্র রাখা বিধেয়।

পক্ষিগৃহমধ্যে একত্র সংরক্ষিত বিহগমিথুনগুলির অবিমৃষ্ট নির্ব্বাচনের ফলে উহাদিগের নীড়-নির্ম্মাণাদি ব্যাপারে যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার একরূপ আভাস দিলাম। এখন আর দুইটি জিনিসের উল্লেখ আবশ্যক, যেগুলির অভাবে পক্ষিদম্পতির আপন আপন ঘরকন্না সাজাইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। প্রথমতঃ aviary মধ্যে প্রত্যেক পক্ষিমিথুনের নীড়-নির্ম্মাণের অনুকূল স্থান থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ বাসা-প্রস্তুত-করণের অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি উহাদিগের আয়ত্তের ভিতর রাখিতে হইবে। বাসা-প্রস্তুত-ব্যাপারে পাখীদিগের প্রকৃতি বাস্তবিকই বিচিত্র; কারণ একই জাতির অন্তর্গত বিহঙ্গগণের মধ্যে শ্রেণীভেদে যেরূপ উহাদিগের নীড়-প্রস্তুত-প্রণালীর

পক্ষিগৃহে নীড়-নির্ম্মাণের স্থান নির্ণয় ও উপকরণ সংগ্রহ

পার্থক্য লক্ষিত হয়, [illegible] নীড় রাখিবার অনুকূল স্থান নির্ব্বাচনেও প্রত্যেক শ্রেণীর পতত্রিমিথুনের একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মোটামুটি সকলেই প্রায় দেখিয়াছেন যে, কোন কোন পাখী বৃক্ষশাখায় নীড় বিলম্বিত করিয়া দেয়, এমন কি অনেক সময়ে মনে হয় যেন পাতার গায়ে পিপীলিকার বাসা জমাট হইয়া ঝুলিতেছে; কেহ বা বৃক্ষশাখার ঘন পত্রান্তরালে নীড়টি সযত্নে রক্ষিত করে; কেহ বা তরুকোটরে গৃহস্থালী করিতে ভালবাসে; আবার কেহ কেহ অসঙ্কোচে মাতা বসুন্ধরার অঙ্কে আশ্রয় লইয়া দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করে। পুরাতন অট্টালিকার ভগ্ন প্রাচীরের কোন ফাঁকের মধ্যে পাখীর বাসা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু খোলা মাঠের উপর অনুচ্চ মাটির ঢিবিতে পাখীর বাসা দেখিয়াছেন কি? উজ্জ্বল দিবাকরোদ্ভাসিত তালগাছের শিরোদেশে দোদুল্যমান নীড়ের প্রতি পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না কি? পাখীর এই অত্যন্ত বিচিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া মানুষকে তাহার বাসা-নির্ম্মাণের জন্য অনুকূল আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এই নিমিত্ত পক্ষি-গৃহমধ্যে শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বিটপীর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের, স্থানে স্থানে অনুচ্চ মাটির ঢিবির এবং প্রাচীর-গাত্রে নাতিগভীর গর্ত্তসমূহের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, যদি নানা রকমের কৃত্রিম নীড়াধার গৃহের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেক পক্ষী উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আপন আপন বাসা তৈয়ার করিয়া থাকে। এই প্রকার যে সমস্ত নীড়াধার সচরাচর ব্যবহার করিয়া সহজেই সুফল পাওয়া যায়, তাহাদিগের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

১নং চিত্রে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, শুষ্ক ঝুনো নারিকেলে কেমন সুন্দর নীড়াধার প্রস্তুত করা হইয়াছে। নারিকেলটিকে প্রথমতঃ চিরিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে; তৎপরে অভ্যন্তরস্থ কঠিন মালা বাহির করিয়া ফেলিয়া পুনরায় নারিকেল-ছোবড়ার দুটি অংশ লৌহের সূক্ষ্ম

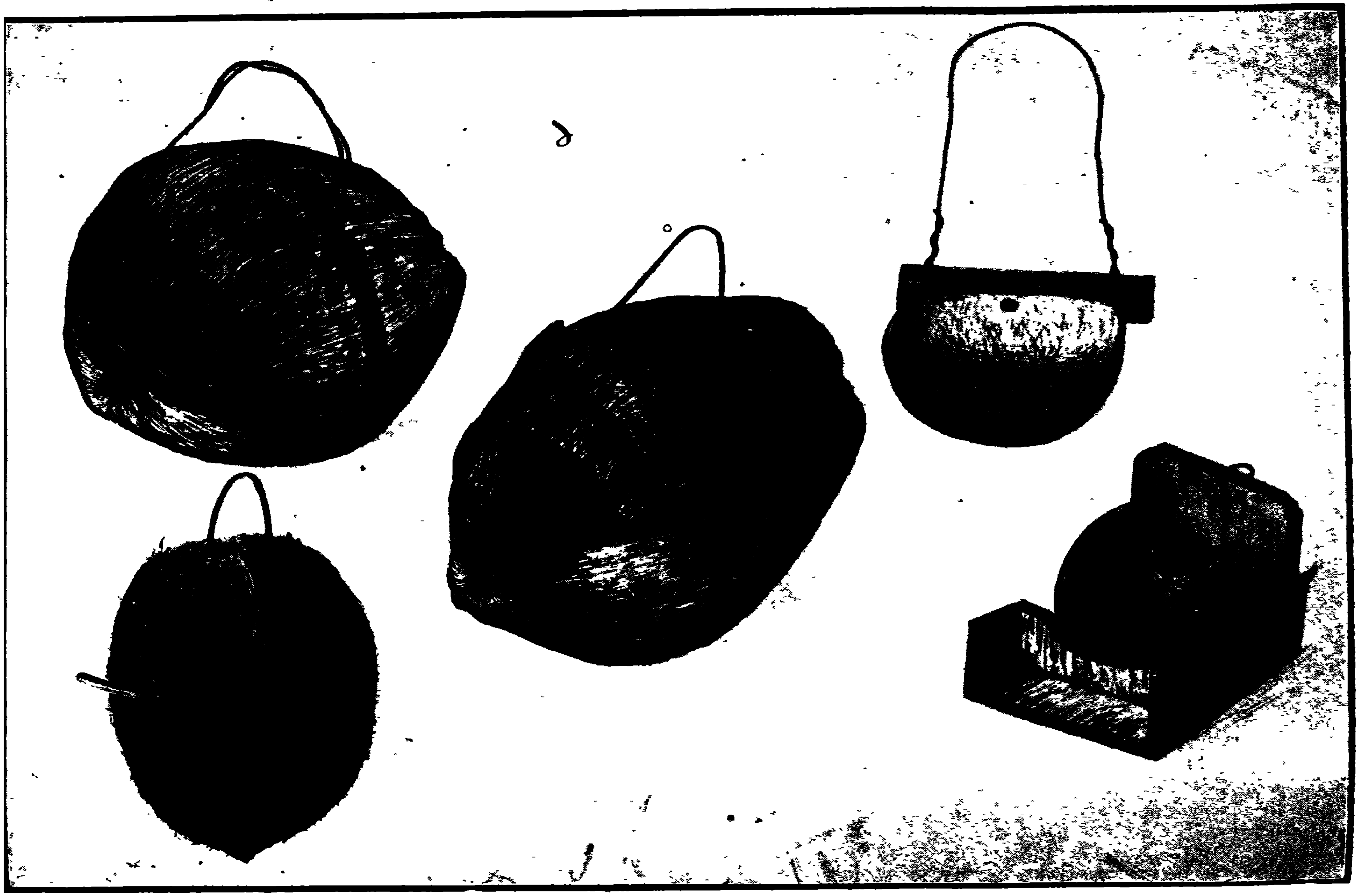

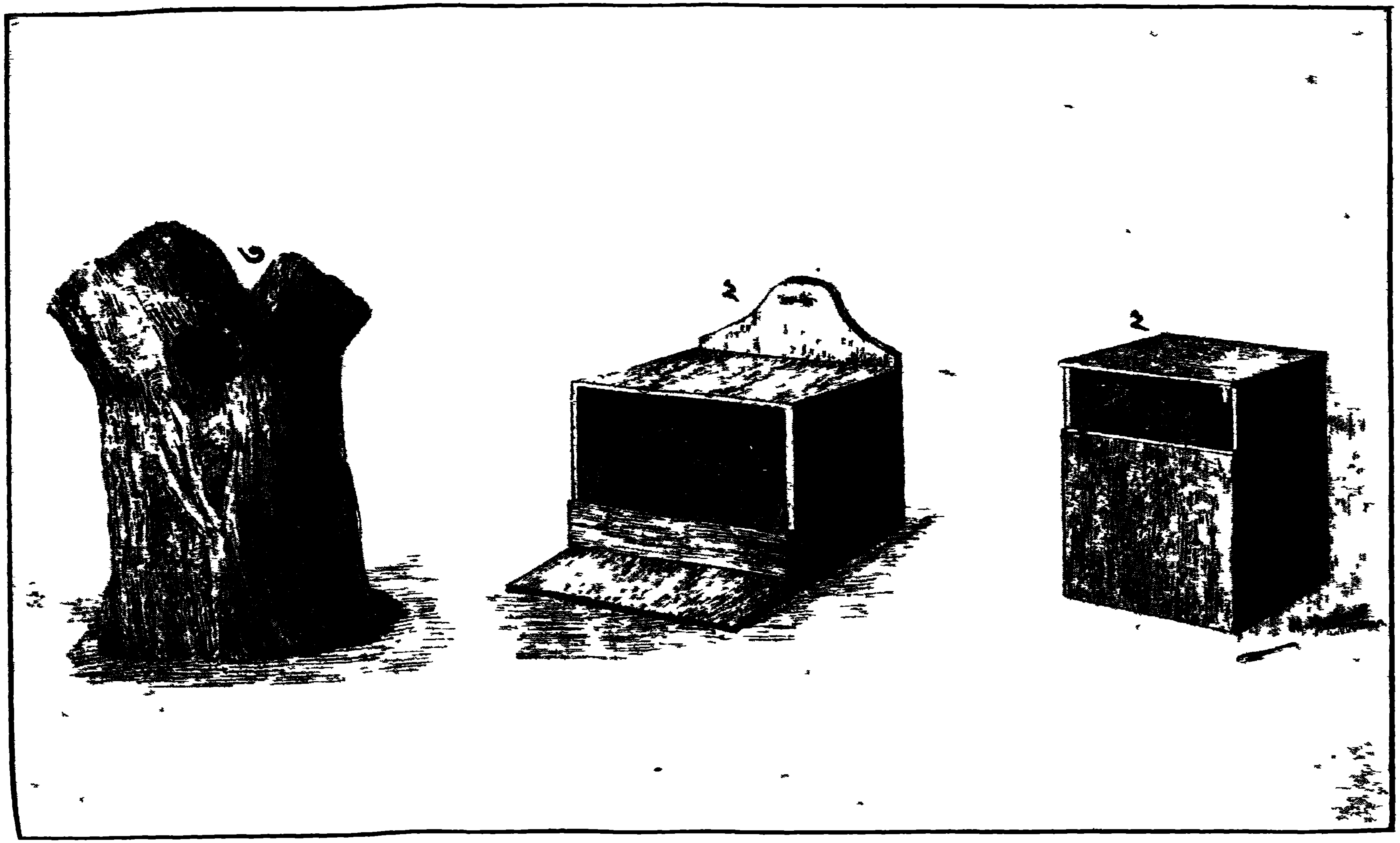

তারযোগে একত্র সংবদ্ধ করিয়া উহার একপ্রান্তে একটি ছিদ্র রাখিতে হইবে। এই প্রকার ছোবড়ায় বাসা রচনা করিতে রামগোরা (জাভা-চড়াই) এবং টিয়া জাতীয় কতিপয় পক্ষী পছন্দ করে। অনেক সময়ে নারিকেলটি চিরিয়া আভ্যন্তরীণ মালাটি নিষ্কাসিত করিবার প্রয়োজনও হয় না; কেবল নারিকেলের একপ্রান্তে ছিদ্র করিয়া মালার ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া ফেলিয়া শুকাইয়া লইলেই, অনেক পক্ষিমিথুন অসঙ্কোচে উহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে। কখন কখন আবার সমস্ত ছোবড়াটা বাদ দিয়া শুধু মালাটার ঊর্দ্ধদেশে একটি ছিদ্র করিয়া দিলেই, ইগা মুনিয়া এবং ফিঞ্চ জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষিগণের নীড় রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়; অবশ্য মালার অভ্যন্তরস্থ শাঁস নিষ্কাসিত করিয়া দিয়া মালাটিকে শুকাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। মালাটির অর্দ্ধাংশ আবার বাটির মত চিৎ করিয়া এক অপ্রশস্ত তক্তায় উত্তমরূপে সংলগ্ন করিলেই Canary পক্ষীর নীড়-রচনার পক্ষে বড়ই অনুকূল হইয়া থাকে।

২ নম্বর চিত্রে নানাপ্রকার বাক্সের সাহায্যে নীড়াধার-নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শিত হইল। সাধারণতঃ চুরটের বাক্সে খুব অল্প খরচে অতি সহজে এই নীড়াধারগুলি তৈয়ার করিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত গভীর কাঠের বাক্সে সালিক জাতীয় পক্ষী বাসা করিতে খুব পছন্দ করে। ছোট ছোট বাক্স মুনিয়াজাতীয় ক্ষুদ্রকায় পক্ষীদিগের কুলায়-সঙ্কলনের বড়ই অনুকূল।

৩ নম্বর চিত্রে দেখিতে পাইবেন যে, গাছের গুঁড়ির সাহায্যে কিরূপ নীড়াধার প্রস্তুত হইতে পারে। যে সকল পক্ষী মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থায় তরুকোটরে বাসা নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসে, তাহাদিগের জন্য পক্ষিগৃহ-মধ্যে স্থাপিত ঈষদুচ্চ গাছের গুঁড়ির গায়ে একটা নাতি-গভীর গহ্বর করিয়া দেওয়া হয়।

পাঠক-পাঠিকাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে, উপরে বর্ণিত নারিকেলমালা অথবা কাঠের বাক্সগুলি পক্ষীর নীড়ের আধারমাত্র,

উহাদিগের মধ্যে খড়কুটা প্রভৃতি উপকরণ সাহায্যে পাখীরা আপন-আপন বাসা তৈয়ার করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে নীড়াধারই নীড়রূপে ব্যবহৃত হয়। পায়রা জাতীয় অনেক পাখী নীড়াধারের মেজের উপরে স্ব স্ব ডিম্ব রক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

অতঃপর নীড়-রচনার নিমিত্ত পাখীদিগের আবশ্যকমত উপকরণাদি যোগাইয়া দিয়া পক্ষিপালককে ইহাদিগের আপন আপন ঘরকন্না সাজাইবার নিমিত্ত অনেক সময়ে সাহায্য করিতে হইবে। শুধু খড়-কুটা, শুষ্ক ঘাস, পাট বা পশমের টুক্‌রা, তুলা প্রভৃতি উপাদানগুলি গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলেই চলিবে না; নীড়াধার-গুলির মধ্যে ইহাদিগের কিছু কিছু সজ্জিত করিয়া দিলে পাখীর বাসা করা সহজ হইয়া যায়। অনেক পক্ষী আছে যাহাদিগের বাসা-রচনায় এত ভুলভ্রান্তি দেখা যায় যে, পালক যদি সেগুলি যত্নসহকারে খড়কুটা সাজাইয়া পরিমার্জ্জিত করিয়া না দেন, তাহা হইলে ডিম্বের অনিষ্ট বশতঃ শাবকোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইখানে একটি কূট সমস্যা আসিয়া পড়ে। যদি নীড়-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিহঙ্গজাতির প্রকৃতি-প্রদত্ত সহজ-সংস্কার মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে নিজ নিজ উপযোগী বাসা-রচনায় কখনই তাহাদের ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা হওয়া উচিত নহে। তবে কেন অনুকূল ব্যবস্থা সত্ত্বেও কেনেরি (canary) পক্ষী বাসা করিতে বিষম ভুল করিয়া বসে? এই ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাহার আবদ্ধ অবস্থাই যে দায়ী, তাহা নহে। তাহাদের অপটুতা স্বাধীন অবস্থাতেও বড় বেশী চোখে পড়ে। পাখীদিগের বিচার-বুদ্ধি (Reason) আছে কি না, অথবা কেবলমাত্র সহজসংস্কার তাহাদিগকে পরিচালিত করে, এই প্রশ্ন পাশ্চাত্য বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-মণ্ডলী বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। একদল অবশ্যই Instinct ব্যতীত অন্য কিছুই মানেন না এবং মানিতেও সহজে প্রস্তুত নহেন। ইঁহাদিগের বিশ্বাস যে,

বিচারবুদ্ধি না সহজসংস্কার?

পক্ষিশাবক নীড় নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; সময় আসিলে তাহারা তাহাদিগের সেই পুরুষ-পরম্পরাগত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ চার্লস ডিক্সন্ (Charles Dixon) বলেন—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, যদিও প্রায় সমস্ত পক্ষিপালক এইমত পোষণ করেন। আল্‌ফ্রেড রসেল্ ওয়ালেস্ (Alfred Russel Wallace) প্রমুখ একদল প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, Reason কে স্বীকার করিয়া লইলে, পাখীর বাসা তৈয়ার করা ব্যাপারটা সন্তোষজনকরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইঁহাদিগের আলোচনার ধারা এইরূপ:—

(ক) পাখীর Instinct অর্থাৎ সহজসংস্কার পুরুষপরম্পরাগত অভ্যাস মাত্র।

(খ) এই Instinct কখনই পক্ষিশাবকের প্রথম কুলায়-রচনা-ক্রিয়ার একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। (৩)

৩। তরুণবয়স্ক পক্ষিমিথুনের সর্ব্বপ্রথম নীড়রচনার চেষ্টা যে অনেক সময়ে খড়কুটার কদাকার স্তূপে পরিণত হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; এমন কি দুইবার, তিনবার চেষ্টা করিয়াও নীড়গুলি উহাদের মনোমত হয় নাই বলিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় উহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পক্ষিমিথুনকে অপর স্থানে নূতন উদ্যমে নীড়রচনায় ব্রতী হইতে দেখা যায়। অনভিজ্ঞতাই যে এক্ষেত্রে নিষ্ফলতার হেতু,তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়;--অতি শৈশবে এক জোড়া chaffinch পক্ষীকে New Zealandএ লইয়া গিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তথায় এই জাতীয় পাখী আদৌ ছিল না। ইংলণ্ডই ইহাদিগের একমাত্র বাসস্থান। জ্ঞাতিবিহীন এই নূতন দেশে নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে পক্ষীমিথুনকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসী জ্ঞাতিবর্গের অনুকরণে নীড় রচনা করিবার অভিজ্ঞতা ইহাদের তখন জন্মায় নাই। কাজে-কাজেই ইহাদিগের নীড়-রচনার সময় আগত হইলে New Zealand দেশীয় একপ্রকার পক্ষীর অনুকরণে বাসা করিয়া-ছিল মাত্র।—Vide Seebohm's British Birds, Vol. II., p. 102.

সহজ-সংস্কার অথবা Instinct এক্ষেত্রে কিন্তু উহাদিগের স্বজাতিবর্গের অনুরূপ নীড়-নির্ম্মাণে সাহায্য প্রদান করিল না; New Zealand দেশীয় পক্ষীর বাসার অনুকরণ করিয়া তাহারা যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের নীড়রচনার কার্য্য

(গ) যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে যে পক্ষিশাবক অপর পক্ষীর বাসায় রক্ষিত ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, সেও কালক্রমে স্বজাতীয় পক্ষিগণের বাসার অনুরূপ নীড় (অর্থাৎ তাহারা যে সকল উপকরণের সাহায্যে যে প্রকার বাসা তৈয়ারি করিয়া থাকে, সেই সকল মালমস্‌লা লইয়া ঠিক সেইরকম্ বাসা) অনায়াসে রচনা করিতে পারিত।

(ঘ) পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত ক্ষমতার উত্তরাধিকারসূত্রে পক্ষিজাতি যদি এত বড় একটা জটিল কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা স্বশ্রেণীর উপযোগী বাসা-নির্ম্মাণ-ব্যাপারে মানবজাতি অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ; কারণ মানুষকে যদি নিজের tribe অথবা raceএর অনুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে না দেখিয়া, শুনিয়া বা শিখিয়া কখনই তাহা করিতে পারিবে না।

(ঙ) সহজসংস্কারজাত পাখীর বাসা চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণভাবে এক ধরণের হইত।

(চ) কিন্তু তাহা হয় না; সাধারণতঃ বাসা রচনার দ্বারা পাখীরা

সম্পাদিত হইল। Instinct যদি একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি হইত, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ বিহগদম্পতির সর্ব্বপ্রথম নীড় তাহার পরবর্ত্তী নীড়গুলির ন্যায় নিপুণ ও নিখুঁতভাবে রচিত হইত; নীড়গুলিও সর্ব্বত্রই স্বজাতির অনুরূপ মামুলী উপকরণ সাহায্যে বেশ গোছাল মামুলী ধাঁজের হইত, বিদেশীয় পাখীর বাসা অনুকরণ করিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না।

মিঃ চার্লস্ ডিক্সন লিখিয়াছেন যে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আপন উদ্যানে এক জোড়া তরুণ অনভিজ্ঞ থ্র্যাস্ (Thrush) পক্ষীর নীড়রচনার নিষ্ফল উদ্যম তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তৎকালে কিন্তু তাঁহার উদ্যানে আর এক জোড়া পরিণত বয়স্ক ঐ জাতীয় পক্ষী সামান্য চেষ্টায় প্রথম উদ্যমেই তাহার নীড় পরিপাটিভাবে রচনা করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের সুখানুভব করিতেছিল। তরুণবয়স্ক অনভিজ্ঞ পক্ষিদম্পতির শেষ উদ্যম শুষ্ক ঘাসের এক কদাকার স্তূপে পর্য্যবসিত হইয়া তিনটি ডিম্বের আশ্রয়স্থল হইলেও পক্ষিমিথুন সন্তান উৎপাদনে বিফলপ্রযত্ন হইয়া তথা হইতে যে অবশেষে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা ডিক্সন্ (Dixon) মহোদয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। Vide Bird's Nests by Charles Dixon, Chapter I, p. 17.

নীড় রচনার স্থান নির্ব্বাচন-নিপুণতার যে পরিচয় দিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। কালপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জায়গায় নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে রচিত নীড় পক্ষিজীবনের পক্ষে কোন বিষয়েই হানিকর হয় না। (৪)

(ছ) অনেক পক্ষীর নীড়রচনার অভ্যাস'ত পরিবর্ত্তিত হয়ই, কোন কোন স্থলে আবার বাসার আকৃতি ও ধাঁজ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। (৫)

৪। অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষ ইষ্টকপ্রস্তরাদির সাহায্যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, তখন হইতে মার্টিন (Martin) বা তালচঞ্চু পক্ষী জনপদ অথবা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আপন নীড় সংলগ্ন করিয়া আসিতেছিল। মানবশিল্পের উদ্ভাবনা এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহারা ইষ্টক-প্রস্তরাদিবিনির্ম্মিত অট্টালিকাগাত্রে নীড় রচনার সুবিধা বোধে আপনাদের চিরন্তন অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। আবাবিল্ পক্ষী (swift)ও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ভারতবর্ষের ন্যায়, ইংলণ্ডেও শালিক এবং অন্যান্য কয়েকটী পাখী প্রাসাদগহ্বরে সুবিধামত নীড়রচনায় ব্রতী হইল। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে চড়াই পক্ষী দলে দলে মানব আবাসে আশ্রয় লইল। ইহা যে তাহাদের নিকট বিশেষ নিরাপদ স্থান এবং স্ব স্ব নীড়রচনার এবং সন্তান-প্রতিপালনের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; নতুবা পাখী কি সহজে তাহার চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়? মানব-আবাসে আশ্রয় লইয়া চড়াই পাখী যে দিনে দিনে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সকলেই প্রায় বিরক্তির সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

৫। প্রয়োজন হইলে পাখী যে অনেক সময়ে তাহার নীড়রচনার মামুলী ধাঁজ বদলাইয়া বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মিলাইয়া বাসা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জলমোরগ বা বিলমোরগ (Moorhen) ভূমিতে বাসা নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত; কিন্তু অবস্থাবিশেষে ইহাকে বৃক্ষশাখায় নীড় রচনা করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল প্রদেশে বন্যার সম্ভাবনা অধিক, সেখানে অগত্যা তাহারা আপনাদিগের চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; এইরূপ স্থলে বৃক্ষশাখাই তাহাদের নীড়নির্ম্মাণের অনুকূল আশ্রয়স্থল। Tristan d'Acunha দ্বীপপুঞ্জে বহুকাল হইতে Penguin পক্ষী জমীতে ঘনাচ্ছাদিত বাসা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু যেদিন হইতে তথায় শূকরের আমদানি আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাহারা আবৃত বাসা রচনা করিতে শিখিয়াছে।—C. Dixon's Bird's Nests, p.13.

(জ) সঙ্গে সঙ্গে কুলায়-রচনার মামুলী উপকরণগুলির পরিবর্ত্তনও সময়ে সময়ে লক্ষিত হয়; অর্থাৎ সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাখীদিগের নীড় প্রস্তুতের নিমিত্ত আবহমান কাল হইতে যে সমস্ত মালমসলা নির্দ্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, সেই মামুলী মালমসলার পরিবর্ত্তে নূতন উপকরণের সাহায্যে রচিত পাখীর বাসা অনেক সময়ে দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন পরম্পরাগত অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত পাখীকে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয়। অতএব কেমন করিয়া পাখী তাহার প্রথম বাসা রচনা করে, এই প্রশ্নের সদুত্তর Instinct বা সহজ-সংস্কারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। এই শ্রেণীর পক্ষিতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, পাখীর প্রবল অনুকরণ-প্রিয়তা, তাহার স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি এবং বংশপরম্পরাগত অভ্যাস, এই সমস্ত মিলিয়া তাহাকে নীড়-রচনায় প্রণোদিত করে। মানুষের মত পাখীরও reason অথবা বিচারশক্তি আছে, যদিও অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে। আবদ্ধ অবস্থায় সকল পক্ষী স্বশ্রেণীর উপযোগী নীড় প্রস্তুত করিতে পারে না। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কেনেরি (canary) পক্ষী বাসা রচনা করিতে গিয়া সমস্ত উপকরণগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া এলোমেলোভাবে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে মাত্র; অবশ্য তাহার উপর ডিম্বগুলি রাখা যাইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সেটাকে কিছুতেই পাখীর বাসা বলা যায় না। অধিক স্থলে ডিম্বের অনিষ্টও ঘটিতে দেখা যায়; হয় ইহা বাসা হইতে পড়িয়া যায়, অথবা উপযুক্ত আশ্রয় অভাবে ক্রমাগত নড়িয়া চড়িয়া ইহাতে আঘাত লাগিয়া থাকে। এই জন্যই পক্ষিপালক পক্ষিগৃহমধ্যে শুধু যে উপকরণগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা নহে; অনেক সময়ে তাঁহাকে স্বহস্তে সেই খড়কুটাগুলি সেই শ্রেণীর পক্ষিকুলায়ের

অনুকরণে সাজাইয়া দিতে হইবে। তখন সামান্য চেষ্টায় আবদ্ধ পক্ষিমিথুন উপযুক্ত বাসা প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে। পাশ্চাত্য-পক্ষি-পালক কেনেরি পক্ষীর বাসা তৈয়ার করিবার জন্য এক প্রকার কাঠের ছাঁচ (mould) প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাকে উত্তপ্ত করিয়া খড়-কুটাগুলি উহার গাত্রে চারিপার্শ্বে কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিলেই কেনেরি পক্ষীর বাসা সহজেই নির্ম্মিত হইয়া যায়; তখন তপ্ত কাষ্ঠখণ্ডটাকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। এস্থলে মানুষের সাহায্য ব্যতীত পাখী যে তাহার বাসা রচনা করিতে পারিল না, তাহার সমস্ত চেষ্টা যে কেবলমাত্র খড়কুটার স্তূপে পরিণত হইল, ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই কৃত্রিম গৃহমধ্যে সে অনুকরণ করিবার কিছুই পাইল না। শুধু Instinct বা সহজসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি সে নীড়নির্ম্মাণে সম্যক্‌রূপ সফলপ্রযত্ন হইত, তাহা হইলে এই ঘনবিন্যস্ত উপকরণ-স্তূপের উপর অযত্নরক্ষিত ডিম্বগুলি পালকের দৃষ্টিপথে পতিত হইত না; পালককে সেই ডিম্ব-রক্ষার জন্য সযত্নবিন্যস্ত খড়কুটায় বাসা তৈয়ার করিয়া দিতে হইত না।

স্বাধীন অবস্থায় পাখীরা অনুকরণ করিবার অনেক সুবিধা পায়। অতি শৈশবে পক্ষিশাবক তাহার বাসাটিকে ভাল করিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবসর পায়;—আবার এক বৎসর দেড়বৎসর পরে যখন সে নিজের বাসা নির্ম্মাণ করিতে যায়, তখন প্রায়ই সে তাহার জন্মস্থানে (৬)

৬। এই যে জন্মস্থানে ফিরিয়া আসা,—পাখীর স্বল্পপরিসর জীবনকাহিনীর মধ্যে ইহা একটি অত্যন্ত সুন্দর ব্যাপার। শুধু যে পক্ষিশাবকের জন্মস্থানের দিকে একটা টান আছে তাহা নহে; প্রৌঢ়বয়সেও পক্ষিদম্পতি তাহাদিগের প্রথম-রচিত নীড়ের সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে ঋতুতে তাহারা সাধারণতঃ বাসা তৈয়ার করে ঠিক সেই ঋতুতেই এই যে যৌবনের অবসানেও তাহাদের প্রথম যৌবনের প্রথম রচিত প্রমোদভবনের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা,—এমন বিস্ময়কর ব্যাপার মানবজীবনেও বিরল। মিঃ চার্লস ডিক্‌সন্‌ তাঁহার Bird's Nests নামক গ্রন্থে পক্ষীর জন্মস্থানপ্রিয়তার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই; এমন কি কয়েকটি পক্ষী যে বাসা করিবার সময় আসিলে, ঠিক যে স্থানে

প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তথায় হয়'ত সে পরিত্যক্ত নীড়গুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়া অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঐ সমস্ত নীড়ের অনুকরণে বাসা প্রস্তুত করে। প্রায়ই সে স্বশ্রেণীর অধিক-বয়স্ক পাখীকে বাসা নির্ম্মাণ করিতে দেখে এবং তাহার অভিজ্ঞতা হইতে অবশ্যই কিছু জ্ঞানলাভ করে। কোন কোন পাখীর এমন অভ্যাস যে, তাহারা দল বাঁধিয়া বাসা তৈয়ার করে; এ অবস্থায় অবশ্যই বয়স ও অভিজ্ঞতার তারতম্য সত্ত্বেও সকলেই প্রয়োজনোপযোগী বাসা সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। পক্ষিমিথুনের মধ্যে বয়সের খুব তারতম্য থাকিলে অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক অভিজ্ঞ পক্ষীটি তাহার স্বল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ সঙ্গীটির যত্র কিছু ত্রুটি পরিমার্জ্জিত করিয়া লইতে পারে।

তাহাদের প্রথম নীড় রচিত হইয়াছিল, সেই স্থানে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, মিঃ পাইক্রাফ্‌ট (W. P. Pycraft) তাঁহার Bird-Life নামক গ্রন্থে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। Puffin, Swift এবং Swallow পক্ষী ঘড়ির কাঁটার মত যথাসময়ে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আপনাদের পুরাতন পরিত্যক্ত বাসায় ফিরিয়া আইসে।

পাখী-পোষা

(৩)

অনেক যত্ন করিয়া পাখীর ঘরকন্না সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মিলনের কথা আলোচনা করিতে বসিলে যে সকল সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহাদিগের সমাধান কেহই সম্যক্‌রূপে এখন পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই মিলনকালকে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম অঙ্কে—প্রাঙ্‌মিথুন-লীলায় (period of courtship)—পক্ষিণীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য

প্রাঙ্‌মিথুন-লীলা

পুংপক্ষিগণের কত ভাবভঙ্গী, কত বিচিত্রবর্ণচ্ছটাপ্রচার, কত রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি, কত সঙ্গীতোচ্ছ্বাস পক্ষিগৃহমধ্যে মর্ম্মরিত, হিল্লোলিত, তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। বিস্মিত ও পুলকিত পালক অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, পক্ষিণী কিসে মুগ্ধ হয়—পৌরুষে, না সৌন্দর্য্যে? প্রকৃতির অনুকরণে নির্ম্মিত ও সজ্জিত নিকুঞ্জে মানুষ দেখিতেছেন যে—নেয়ম্ পক্ষিণী বলহীনেন লভ্যা, এই পক্ষিণীটিকে বলহীন পক্ষী লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আবার তিনি দেখিতে পান যে, পাখীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া পক্ষিণী পুংপক্ষীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। রূপের মোহ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীকে কত চঞ্চল করিয়া তোলে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্য কোনও কোনও বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ একপ্রকার বৃহৎ খাঁচার মধ্যে পাশাপাশি তিনটি কামরার দুইটীতে এক একটি করিয়া পুংপক্ষী এবং অবশিষ্ট কামরায় সেই জাতীয় একটি পক্ষিণীকে রাখিয়া উহাকে স্বয়ম্বরা হইবার সুযোগ দিয়া এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা খাঁচাটি এরূপভাবে বিভক্ত করিলেন

যে, অভ্যন্তরস্থ দুইটি প্রাচীর ছাদ পর্য্যন্ত না পঁহুছাইয়া মধ্যপথে শেষ হইয়া গেল। ছাদের নিম্নে সমস্ত খাঁচাটার মধ্যে একটা পাখীর চলাফেরার সুবিধামত অবারিত মুক্ত পথ থাকিয়া গেল। দুই পার্শ্বের কামরা দু'টিতে একজাতীয় দুইটি পুংপক্ষীকে রাখা হইল। যাহাতে তাহারা সমস্ত খাঁচার মধ্যে ইচ্ছামত উড়িতে না পারে, এবং তাহাদের কামরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কোটর হইতে কোটরান্তরে যাতায়াত করিতে না পারে, সেইজন্য তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদন করা হয়;—এক পার্শ্বের ডানার কতকগুলি পতত্র ছেদন করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ মাঝের কামরায় স্বচ্ছন্দবিচরণশীল পক্ষিণী রক্ষিত হয়। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তিনটি পাখীই একজাতীয়। পুরুষ দুইটির বর্ণের অল্পবিস্তর তারতম্য আছে। কিয়ৎকাল অবস্থানের পর প্রায়ই দেখা যায় যে, পক্ষিণী নিজের কামরা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক রূপবান্ পক্ষীটির সহিত মিলিত হইবার জন্য স্বেচ্ছায় তাহার কামরায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই পক্ষিণীকে পাইবার জন্য পুংপক্ষিদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয়ের কোনও অবকাশ দেওয়া হয় নাই। এইরূপে একশ্রেণীর পক্ষিপালক ornithologyর দিক্ হইতে ডারউইনীয় নৈসর্গিক নির্ব্বাচন-তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এখনকার পক্ষিবিজ্ঞানে নিঃসংশয়রূপে কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, পুংপক্ষীর শারীরিক সৌন্দর্য্য ও যৌননির্ব্বাচনের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। পক্ষিণীর এমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ থাকিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে (১)। পক্ষিণীকে পাইবার জন্য

১। "Many writers seem to find a difficulty in imagining that the female sex among birds is sufficiently endowed mentally to possess the requisite æsthetic sense, and, indeed, evidence that

পুংপক্ষিদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয়ের অবকাশ দেওয়া হইলে সাধারণতঃ কি ফল পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিজেতার সহিত পক্ষিণী ঘরকন্না পাতিয়া বসে। সে যে বিজেতাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও অধিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই biological বা জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় এবং psychological বা মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় কূট সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে।

নীড়-রচনা

প্রাঙ্মিথুনলীলা সমাপ্ত হইতে না হইতেই পক্ষিদম্পতির বাসা-নির্ম্মাণের ধূম পড়িয়া যায়। পুংপক্ষী এত উদ্যম সহকারে এই কার্য্যে ব্রতী হয় যে, অনেক সময়ে খড়কুটা সংগ্রহের আতিশয্যে নীড়টি পক্ষিণীর মনোমত হয় না ;—পক্ষিণী হয় নীড়টি নষ্ট করিয়া ফেলে, না হয় অপর নীড়নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয়। এমনও প্রায় দেখা যায় যে, নীড় রচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু যে কোনও কারণে হউক উহা পক্ষিণীর ভাল লাগিতেছে না ; উহাদিগের ব্যর্থ পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ অর্দ্ধ-রচিত নীড়টি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া বিহগমিথুন অপর স্থানে অন্য মাল-মস্লার সাহায্যে আবার নূতন করিয়া বাসা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এই রহস্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার প্রায়ই আমাদের কৃত্রিম পক্ষিগৃহ-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; বনে

female birds do consistently prefer the more beautiful males, or even that they are pleased by the display of the latter, is not very abundant."

—Ornithological and other Oddities,
by F. Finn, p. 7.

"We are not justified in saying positively that the raison d' etre of these decorations is the attraction of a wife, though a priori reasoning certainly leads to this conclusion." Ibid, p. 12.

জঙ্গলেও এই প্রকার অসম্পূর্ণ পরিত্যক্ত নীড় ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পক্ষিপালককে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; পক্ষিপ্রকৃতির ভ্রমসংশোধনের ও ত্রুটিপরিমার্জ্জনের ভার কতকটা তাঁহাকে লইতে হইবে। কৃত্রিম গৃহমধ্যে খড়কুটা যোগাইয়া দিয়া বাসা-নির্ম্মাণের উপযোগী আধার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, এমন কি সময়ে সময়ে পক্ষিদম্পতির কুলায়-নির্ম্মাণের অপটুত্বের সংশোধন করিয়া দিয়া অর্থাৎ অনভিজ্ঞ পক্ষিযুগলের বাসা-রচনার ত্রুটি মার্জ্জিত করিয়া, তাঁহাকে সদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে, যেন অত্যাবশ্যক উপকরণগুলির অভাবে অথবা পক্ষিদ্বয়ের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ উপকরণ-দ্রব্যাদির অযথা-বিন্যাসে ভবিষ্যতে নীড়মধ্যে ডিম্ব-সংরক্ষণের ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে। পক্ষিগৃহে রোপিত বৃক্ষগুলির শাখান্তরালে পাখীরা বাসা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত স্থান পায়। যে সকল পক্ষী গর্ত্ত মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, তাহাদিগের নিমিত্ত তরুকোটরই উপযুক্ত স্থান; ইহার অভাবে প্রাচীরগাত্রে গর্ত্ত করিয়া দিতে হইবে অথবা গর্ত্তের অনুরূপ কাষ্ঠের বা নারিকেলের মালার আধার প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন রাখা আবশ্যক। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মেজের একপার্শ্বে কৃত্রিম ঝোপের মধ্যে ভূমিতে বিচরণশীল পাখীরা বাসা-নির্ম্মাণে তৎপর হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন-প্রকৃতির পাখী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুলায় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল; ক্রমশঃ তাহাদের নীড়-রচনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল; আমি পূর্ব্বে পক্ষিজীবনের নীড়-রচনারূপ যে দ্বিতীয় পর্ব্বের উল্লেখ করিয়াছিলাম সেই পর্ব্ব প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল; এখন বিহগমিথুনলীলার তৃতীয় পর্ব্বে আমরা উপনীত হইলাম। পক্ষি-জীবনের এই পর্ব্বটি অত্যন্ত বিচিত্র ও রহস্যময়। যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়া এতদিন পরে তাহাদের নীড়রচনা-কার্য্য শেষ হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের পরিশ্রমের লাঘব হইতেছে মনে করিলে চলিবে না। যথাকালে ডিম্বগুলি প্রসব করিয়াও পক্ষিণী নিষ্কৃতি লাভ করে না,

প্রসবের পর হইতেই একাগ্রমনে দিবারাত্র সেই ডিম্বগুলির উপর তাহাকে সন্তর্পণে বসিয়া থাকিতে হইবে। যতদিন না ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হয়, ততদিন সে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে উহাতে তা দিতে থাকিবে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি সে অবিচলিত চিত্তে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত একভাবে বসিয়া থাকে। এ'ত মন্দ রহস্য নয়। যে পক্ষিণী চিরদিন অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত; সারাদিন পক্ষ-বিস্তার করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতে ভালবাসিত; আজ কোন্ মায়ামন্ত্রবলে তাহার স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল? হঠাৎ সে কেমন করিয়া এমন স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হইল। একেবারে নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ একই ভাবে তাহার বাসাটির উপরে সে বসিয়া রহিল! হয় ত সে হিংস্রস্বভাব; অসহায় কীটপতঙ্গকে ও বিজাতীয় পক্ষিশাবককে সে চিরদিন নিজ ভক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়া আপনার উদরপূর্ত্তি করিতে ভালবাসিত; আজ সে অত্যন্ত স্নেহপরবশ হইয়া তাহার গলাধঃকৃত আহার্য্য স্বেচ্ছায় উদ্গীরণ করিয়া শাবকের মুখে তুলিয়া দিতেছে! হয় ত সে ভীরুস্বভাবা; সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্য সভয়ে মানুষের নিকট হইতে বহুদূরে বিচরণ করে; আজ সে একেবারে নির্ভীক! তাহার আচরণ দেখিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না যে, সে স্বভাবতঃ মানবভয়ভীতা; এখন মানুষ তাহার কাছে আসিতেছে; তাহার গায়ে হাত দিতেছে, হয় ত তাহাকে তাহার বাসা হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতেছে (২); কিন্তু

ডিম্বপ্রসব ও
পাখীর চরিত্র-পরিবর্ত্তন

২। আমাদের পক্ষিগৃহমধ্যে পাখীর ডিম লইয়া এই অবস্থায় অনেক প্রকার নাড়াচাড়া করা হইয়াছে। আমি নিজে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কেনেরি (Canary) পাখী যখন তাহার ডিমে তা দিতে থাকে, তখন তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেও সে সঙ্কুচিত হয় না; এমন কি তাহাকে হাতে করিয়া ধরিয়া তুলিয়া লইবার উপক্রম করিলেও সে সেই ডিম পরিত্যাগ

কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। পুংপক্ষী সাধ্যমত তাহাকে চঞ্চুপুটের সাহায্যে আহার যোগাইতেছে; সর্ব্বদাই গান গাহিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী রহিয়াছে। উভয়ের এই যে সাধনা, ইহাতে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে বটে; ইহার পশ্চাতে যে নিগূঢ় শক্তি যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিহগযুগলের দাম্পত্যলীলায় এইভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাকে Instinct বলিতে হয় বলুন;—হয় ত Instinct বলিয়া তাহার পরিচয় দিবার যথেষ্ট কারণ এক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। বোধ হয় এই Instinct-তত্ত্ব কতকটা মানিয়া লইলে পক্ষিজীবনের এই ডিম্ব-ঘটিত আর একটি কূট সমস্যার সমাধানের কিছু সুবিধা হইতে পারে;—সেই parasitism বা পরভৃৎ-রহস্যের কথা এইখানে স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমি পাখীর এই তথাকথিত Instinct সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। নূতন করিয়া সে বিষয়ে এখন বিশেষ কিছু বলিবার পূর্ব্বে নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে পক্ষি-জীবনের এই অভিনব রহস্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ কার্য্যকারণ-নির্ণয়ে প্রায় একমত হইয়াছেন, সেইগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

বিচারশক্তি ও পরভৃৎ-রহস্য

আলোচনার বিষয় এই যে, ডিম্ব প্রসবের পর পক্ষিণী বিচারশক্তি-হীন কলের পুতুলের মত, ইচ্ছাশক্তিবিরহিত automatonএর মত কাজ করে কি না? এ সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মত-ভেদ আছে। তাঁহারা সকলেই হয় ত পাখীর instinct গোড়া

করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে না। এতদ্ব্যতীত তাহার আসল ডিম্বটি সরাইয়া লইবার জন্য তাঁহাকে উঠাইয়া একটা নকল ডিম্ব তথায় স্থাপিত করিয়া পাখীটাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, সে সেই জাল ডিম্বটিকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক তাহাতে তা দিতে থাকে।

হইতেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু অবস্থা-বিশেষে পাখী যে মাত্র একটা যন্ত্র-বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়া শুধু antomaton এর মত ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহা ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসের স্বনাম-খ্যাত ডগ্‌লাস্ ডেওয়ার (Douglas Dewar) প্রমুখ বিহঙ্গতত্ত্বজ্ঞেরা জোর করিয়া প্রচার করিলেও, তাহার বিচারশক্তি অথবা Reasonএর একান্ত অভাব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। সকলেই জানেন যে, কাকের বাসায় কোকিল ডিম রাখিয়া যায়; কোকিলের ডিমটি আয়তনে এত ছোট যে তাহা কখনই কাকের ডিম বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে না। উভয়ের বর্ণ-বৈষম্যও (৩) অত্যন্ত প্রকট। ভূমিতলে অণ্ড প্রসব করিয়া সেই সদ্যঃপ্রসূত ক্ষুদ্র অণ্ডটিকে চঞ্চুপুটে (৪) ধারণপূর্ব্বক পক্ষিণী বায়সকুলায় সমীপে উপস্থিত হয়; পুংপক্ষীটিও তাহার সহগামী হইয়া থাকে। উভয়েই জানে যে, কাকের বাসায় কোকিলের ডিম রাখা সম্বন্ধে বায়সপ্রবরের ঘোরতর

৩। কাক এবং কোকিল উভয়েরই ডিম্বে পিঙ্গলবর্ণের আভা বিদ্যমান থাকিলেও, দেখিতে বায়সডিম্বটি ঈষৎ নীলবর্ণ এবং কোকিলের ডিম্ব সবুজ বর্ণ। কাকের ডিম অপেক্ষা কোকিলের ডিম আয়তনে যথেষ্ট ছোট। সাধারণতঃ উভয়ের ডিম্বে এই বর্ণবৈষম্য থাকিলেও প্রথম প্রথম পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা একরূপ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যে, যে পক্ষীর কুলায়কে কোকিল আপনার ডিম্ব সংস্থাপনের উপযোগী মনে করে, সেই পক্ষীর ডিমের বর্ণের অনুরূপ ডিম প্রসবের ক্ষমতা তাহার আছে। এই ধারণা যে একেবারে ভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোকিল পাখী কাক অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্রাবয়ব পক্ষীর নীড়েও সুবিধামত ডিম রাখিয়া আসে; বর্ণ বা আকার বৈষম্যে কিছু আসে যায় না, তাহা সে বেশ জানে।

৪। It is now proved up to the hilt that the female Cuckoo first lays her egg upon the ground, and carries it in her bill (not in her zygodactyle foot, as was for so long supposed) to the selected nest. * * Cuckoos have been shot carrying their own eggs in their bills.

—W. Percival Westell's
The Young Ornithologist, p. 185.

আপত্তি আছে; কাক কখনও সজ্ঞানে কোকিলকে তাহার নীড়ের মধ্যে ডিম্বটিকে রাখিতে দিবে না। কোকিল তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়াছে দেখিলেই সে তাড়া করিয়া যায়। পুরুষ কোকিল অগ্রসর হইয়া নীড়রক্ষক বায়সের সম্মুখীন হয়; ক্রুদ্ধ কাক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে; এই অবসরে স্ত্রী কোকিল সেই নীড়ের মধ্যে কাকের ডিমের পার্শে নিজের ডিমটী সযত্নে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যায়। খানিক পরে কাক ফিরিয়া আসিয়া নীড়স্থ সমস্ত ডিমগুলিতেই তা দিতে থাকে,—একটা ডিম যে বাড়িয়া গেল এবং সেটা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়, সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও ধোঁকা লাগে না। প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে এই যে পাখীর লুকোচুরি খেলা, বংশরক্ষার জন্য বৈরীর আলয়ে কোকিল-দম্পতির কাককে ফাঁকি দিয়া এই যে ডিমটি রাখিয়া আসা, এই প্রকাণ্ড রহস্যময় ব্যাপারটি পর্য্যালোচনা করিলে কি কেবলমাত্র অন্ধ instinct এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই আমরা উপলব্ধি করি না? শুধু অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধ-জাগ্রত অন্ধ instinct বহুযুগ ধরিয়া একটা বিহঙ্গ জাতিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে? অনেক গবেষণার পর instinct-পক্ষপাতী ডেওয়ারকেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যে, পাখীর এই সহজ বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ; তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার বিচারশক্তি (intelligence) অনেক সময়ে কাজ করিয়া থাকে:—there is apparently a limit to the extent to which intelligence is subservient to blind instinct (৫)

পরভৃৎ-রহস্যের প্রথম ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি,—ফাঁকি দিয়া পরের বাসায়, শত্রুর বাসায় ডিমটিকে রাখিয়া আসা। মাঝে মাঝে কোকিল আসিয়া কাকের ডিমগুলিকে নীড় হইতে ফেলিয়া দেয়, হয়'ত সেইস্থানে আরও দুটো একটা নিজের ডিম রাখিয়া যায় (তাহার

৫। Birds of the Plains by Douglas Dewar, p. 116.

পূর্ব্ব রক্ষিত ডিমটিকে অবশ্যই সে স্থানচ্যুত করে না) ; অনেক সময়ে মানুষেও কাকের ও কোকিলের ডিম লইয়া অদল বদল করিয়া কাকের স্বভাব-বৈচিত্র্য, পরীক্ষা করিয়া থাকে ; এমন কি ডিমের পরিবর্ত্তে golf ball রাখিয়া আসে (৬) ; পাখী নির্ব্বিকার চিত্তে কোনও সন্দেহ না করিয়া সেই কন্দুকের উপর উপবেশন করিয়া তা দিতে থাকে। ডগ্‌লাস্‌ ডেওয়ার এই সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া পাখীর বিচার-বিমূঢ়তা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছেন বটে ; কিন্তু তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পাখীকে যতটা মূঢ় বলিয়া মনে হয় ঠিক সে ততটা নহে ;—অনেক সময়ে সে জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলে ;

৬। ডিম্বপ্রসবের পরক্ষণ হইতে পাখী বিচারশক্তিহীন কলের পুতুলের ন্যায় কার্য্য করে, এই মতের পোষকতার প্রমাণস্বরূপ D. Dewar স্বেচ্ছায় কাকের সহিত কোকিলের খেলা খেলিয়াছেন। বিহঙ্গজাতির মধ্যে কাক যে অত্যন্ত বুদ্ধিশালী, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই তীক্ষবুদ্ধি কাকের বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা পরখ করিবার নিমিত্ত কাকের বাসায় ডিম্বসদৃশ নানা দ্রব্য স্থাপন করিয়া, তাহার পরীক্ষার ফল এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "In all I have placed six Koel's eggs in four different crow's nests and... ...... in no single instance did the trick appear to be detected." আর একটি কঠিন পরীক্ষার ফল তিনি এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটি বৃহৎ মুরগীর ডিম্ব তিনি বায়সনীড়ে সংস্থাপন করিলেন। বায়সকে সর্ব্বসমেত এই বৃহৎ ডিম্বটি লইয়া ছয়টি ডিম্বের উপর তা দিতে হইয়াছিল। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বায়সপত্নী তা দিতে লাগিল। বৃহৎ ডিম্ব হইতে যখন বাচ্ছাটি বাহির হইল, তখন বায়সদম্পতির ক্রোধের সীমা রহিল না। Dewar লিখিতেছেন, "With angry squawks,the scandalised birds attacked the unfortunate chick, and so viciously did they peck at it that it was in a dying state by the time my climber reached the nest." অতঃপর তিনি একটী golf-ball লইয়া অপর একটি নীড়ে স্থাপনপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন যে বায়সস্ত্রী তাহার অপর ডিম্বগুলির সহিত golf-ballটিও তা দিতে লাগিল। কিন্তু আর এক স্থলে তাঁহার উক্তরূপ ফন্দী পাখিটি ধরিয়া ফেলিল এবং উহাতে তা দিতে রাজী হইল না।

—Playing Cuckoo by D. Dewar,

(Birds of the Plains, pp. 111—115).

জাল-ডিম্বের উপর হয় ত বসিতে রাজি হয় না, নয়-ত ডিম ফুটাইয়া বিজাতীয় পক্ষিশাবককে সংহার করিয়া ফেলে। এই সমস্ত রহস্যময় ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া ঠিক করিয়া বলা কঠিন যে, পাখীর সহজ-বুদ্ধির দৌড় কতদূর; আর কোথায় এবং কখন তাহার বিচারশক্তি জাগ্রতভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল, ইহাও নির্ণয় করা সহজ নয়।

কোন্ দূর অতীতে কোন্ এক অখ্যাত দিবসে বিহঙ্গজীবনে এই পরভৃৎ-রহস্যের প্রথম সূচনা হইয়াছিল, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে সেই বিচিত্র রহস্য-যবনিকা আজও পর্য্যন্ত উত্তোলিত হয় নাই। একটা প্রাণীকে বাঁচাইবার জন্য লীলাময়ী প্রকৃতি কেন যে এই খেলা খেলিলেন, এবং কবে ইহার আরম্ভ, ইহার তত্ত্ব এখনও—'নিহিতং গুহায়াম্'। নিশ্চয়ই বহু যুগ ধরিয়া বংশপরম্পরায় কোকিল এইরূপে আপনাকে বাঁচাইয়া আসিতেছে; এই অভ্যাসটা যে ইহাদের মজ্জাগত, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কি অবস্থায় এই অভ্যাসের সূত্রপাত হইল। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এক জোড়া পাখী তরুকোটরে অথবা বৃক্ষ-শাখার পত্রান্তরালে যথারীতি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সন্তর্পণে নিজেদের সদ্যঃপ্রসূত ডিমগুলি রক্ষা করিতেছে; এমন সময়ে আর এক জোড়া অপর জাতীয় অধিক বলশালী পাখী আপনাদিগের নীড়োপযোগী স্থানের অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া নীড়স্থ বিহঙ্গযুগলকে তাড়াইয়া দিয়া সডিম্ব সেই নীড়টি অধিকার করিয়া বসে। আমার পক্ষিগৃহ মধ্যে পক্ষিজীবনের এই বিচিত্রলীলা অনেকবার দেখিয়াছি। এক জোড়া (Ribbon Finch) একটা নারিকেল মালার মধ্যে বাসা তৈয়ার করিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিল, যথা সময়ে স্ত্রী-পক্ষীটি ডিম্ব প্রসবও করিল। এমন সময়ে সেই পক্ষিগৃহের অভ্যন্তরস্থ একত্র সংরক্ষিত নানা পক্ষীর মধ্যে এক জোড়া সাদা রাগগোরা (Java sparrow)

সহসা সেই নারিকেল মালাটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ফিঞ্চ-মিথুনকে নীড়চ্যুত করিল। সেই মালাটির মধ্যে এখন তাহারা গৃহস্থালী আরম্ভ করিয়া দিল। প্রত্যহই আমি তাহাদের জীবন-রীতি লক্ষ্য করিতেছিলাম; দেখিলাম তাহারা যথাসময়ে ডিম পাড়িল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, দুটি ডিম ফুটিয়া দুটি বিভিন্ন জাতীয় পক্ষিশাবক বাহির হইয়াছে,—একটি সাদা রামগোরার বাচ্ছা, অপরটি ধূসর ফিঞ্চ-শাবক। মজা এই যে, ধাড়ি রামগোরা পক্ষিণীটি অপত্য-নির্বিশেষে উভয়কেই লালন করিতে লাগিল। এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। আবদ্ধাবস্থায় পক্ষিগৃহমধ্যে পিদ্‌ড়ি মুনিয়া (Indian silver-bill) জাপানী মুনিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নীড় ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। নীড়চ্যুত মুনিয়ার পরিত্যক্ত ডিম্বগুলিকে তাহার জাপানী জ্ঞাতি সযত্নে ফুটাইয়া তোলে। শুধু কৃত্রিম পক্ষিগৃহ মধ্যে আবদ্ধাবস্থায় যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নয়; মুক্ত প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে একের বাসা অন্যে কাড়িয়া লয়,—কাঠ্‌ঠোক্‌রার বাসা সালিকের অধিকারে আসে, pheasant ও তিতির পরস্পরের বাসা অধিকার করিয়া পরস্পরের ডিম্বে তা দেয়, তালচঞ্চুর বাসায় চড়াইয়ের আবির্ভাব হয়। এই বিরোধকে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি; অতি প্রাচীন যুগ হইতে এই দ্বন্দ্ব-কলহ পক্ষিজগতে চলিয়া আসিতেছে, অথচ ইহারই ভিতর দিয়া পাখীকে আত্মরক্ষা করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে হইয়াছে; যে পাখী সদুপায় অবলম্বন করিতে পারে নাই, সে লুপ্ত হইয়াছে। যে দিন পক্ষিদম্পতী প্রথম দেখিল যে, অপরে তাহার পরিত্যক্ত ডিমটিকে সযত্নে রক্ষা করে, সেই দিন হইতে তাহারা পরের উপর নির্ভর করিতে শিখিল। কালক্রমে ডিম্ব-প্রসবের পর তাহা ফুটাইয়া তোলার অভ্যাসটুকু পর্য্যন্ত তাহাদের নষ্ট হইয়া গেল;—পক্ষিজীবনের এই বিচিত্র biologic processএর মধ্যে পরভৃৎ-রহস্য বংশ-পরম্পরায়

বেশ জটিল হইয়া দাঁড়াইল। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকটে হয় ত এ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে; ইহা একটা theory মাত্র; কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের মত এক্ষেত্রে একটা theoryর আশ্রয় না লইলে আপাততঃ এই জটিল ব্যাপারের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। একজন পক্ষিতত্ত্ববিদ্ লিখিতেছেন (৭)—We can of course presume that parasitism may be the retained habit of some ancestral form of the species practising it at the present time, and acquired during conditions of existence of which we can have no possible conception now-a-days. We can also suggest in its explanation that the habit may have prevailed more widely during earlier epochs of avine existence. The fact that every detail and condition of the habit is so marvellously perfect seems to suggest its long-continued duration. আর একজন লিখিতেছেন (৮)—Just as it is conceivable that in the course of ages that which was driven from its home might thrive through the fostering of its young by the invader, and thus the abandonment of domestic duties would become a direct gain to the evicted house-holder; so the bird which through inadvertence or through any other cause adopted the habit of casually dropping her eggs in a neighbour's nest, might thereby ensure a profitable inheritance for endless generations of her off-spring. এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ধাড়িরা কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া এই পরভৃৎ-জাতির সৃষ্টি করিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় পক্ষিশাবকই

৭। Charles Dixon in Bird's nests, p. 53.

৮। Alfred Newton in his Dictionary of Birds, p, 634 (Nidification).

দায়ী। একদিন সে অসহায় অবস্থায় কোন গহন কাননে অথবা মরু-প্রান্তরে তাহার নিষ্ঠুর মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সেই অসহায় অবস্থায় আর একটা ভিন্নজাতীয় পাখী দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে সে তাহার ধাত্রীর আবাস হইতে উড়িয়া চলিয়া গেল। সে যখন আবার কালক্রমে জনক অথবা জননী হইয়া কোনও কারণে নিজ নীড়ে ডিম ফুটাইবার সুবিধা পাইল না, তখন হয় 'ত নিজের শৈশব-কথা স্মরণ করিয়া যে-পাখীর কাছে আদর যত্ন পাইয়া অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই জাতীয় পাখীর কুলায়ে ডিম্বটি রাখিয়া আসিলে তাহা সযত্নে রক্ষিত হইবে এই স্থির করিয়া হয় 'ত সে স্বেচ্ছায় পরের বাসায় নিজের শাবক ফুটাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। ইহাঁরা বলেন যে, সম্ভবতঃ parasitismএর ইতিহাসের গোড়ার সঙ্গে বোধ হয় এমনই করিয়া পাখীর শৈশব-স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। ইহাও একটা theory মাত্র। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, একটা বড় 'হয় ত' রহিয়া গেল। উপায় নাই; কারণ এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক হিসাবে শেষ পাকা কথা এখনও বলা যায় না।

পাখী-পোষা

(৪)

পাখীর নীড়-রচনার কথা অলোচনা করিতে করিতে আমরা পরভৃৎ-রহস্যের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু এখনও পাখীর বাসা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হয় নাই। পক্ষিপালক বাসার আধারের ব্যবস্থা করিয়া খড়কুটা প্রভৃতি উপাদান যোগাইয়া দিয়া, এমন কি সময়ে সময়ে নীড়-নির্ম্মাণে পক্ষিদম্পতির ভ্রমসংশোধন করিয়া কেমন করিয়া উহাদের ডিম্বরক্ষার সহায়তা করেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কিন্তু অনেকে হয়ত' মনে করিতে পারেন যে নিসর্গ-ক্রোড়চ্যুত বিহঙ্গকে লইয়া আদরের আতিশয্যে মানুষ কিছু বাড়াবাড়ি করে। প্রত্যহ যত্নসহকারে সে যেমন করিয়া বাসাটি পরিপাটিরূপে গুছাইয়া পরিষ্কৃত রাখিতে চেষ্টা করে, বাস্তবিক স্বাধীন অবস্থায় বন্য বিহঙ্গ কি তার স্বরচিত নীড় তেমন করিয়া গুছাইয়া পরিষ্কৃত রাখিতে পারে? যাঁহারা বিশেষ-ভাবে পাখীর কার্য্যকলাপ সযত্নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা অতি সহজে ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন। হয়ত' সে উত্তর শুনিয়া সাধারণ লোকে বিস্মিত হইবে; এবং পাখীর বিচার-শক্তি আছে কি না সেই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার এক্ষেত্রে আসিয়া পড়িবে। পাখীর বাসা সুন্দর কি অসুন্দর, সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়; বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবেন যে নীড় সুন্দর হউক বা না হউক, উহা যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেটা সম্পূর্ণ উপযোগী কি না। এই উপযোগিতা বা utilityর

নীড় পরিষ্কার রাখার জন্য পক্ষিপালকের চেষ্টা পাখীর স্বভাবের বিরোধী কি না?

দিক হইতে বিচার করিতে বসিলে বিহঙ্গজাতি সম্বন্ধে একটি নূতন শাস্ত্র গঠিত হইয়া উঠে; পণ্ডিত সমাজে তাহা caliology নামে পরিচিত। এস্থলে আমরা এই শাস্ত্রের বিশেষ বিবরণ বা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন দেখি না; শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যে উপায়ে নীড় রচনা করিলে পক্ষিদম্পতির ও শাবকের জীবনরক্ষার অনুকূল হইতে পারে, সাধারণতঃ দেখা যায় যে ঠিক সেই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

পাখীর স্বীয় বাসা রচনা-প্রণালী কতদূর উদ্দেশ্যমূলক; পরিচ্ছন্নতা এই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি না?

আমরা যে দুইটি নূতন কথার অবতারণা করিলাম,—পাখী নিজের বাসা পরিষ্কার করে কি না এবং নিজের ও শাবকের জীবন রক্ষার উপযোগী করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে কি না,—এই দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে অলোচনা করিবার দরকার হয় না। দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া উপযুক্ত উপকরণের সাহায্যে পাখী যে বাসাটি রচনা করিয়াছে তাহা সুন্দর অথবা কুৎসিত হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু সেই বাসাটি যে তাহাকে এবং তাহার শাবককে নানা প্রতিকূল শক্তি ও বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবার উপযোগী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে বৃক্ষপত্রান্তরালে গোপনে নীড়টি প্রস্তুত করা হয়, সেই পাতার রংএর সঙ্গে নব-রচিত নীড়ের এমন আশ্চর্য্য বর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় যে ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে মানবেতর জাতির 'ত কথাই নাই, মানুষই অনেক সময়ে বুঝিতে পারে না যে ওখানে একটা বাসা আছে। রূপের দিক দিয়া যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইয়া থাকে, গন্ধের সাহায্যে হয়ত' তাহাকে ধরা যায়, কিন্তু নৈসর্গিক রহস্য এই যে পাছে পক্ষিপুরীষের গন্ধ গাছের পাতার মধ্যে অথবা তন্নিম্নস্থ মাঠের ঘাসের উপরে গোপন নীড়টির সন্ধান প্রকাশ করিয়া

দেয়, সেই জন্য বোধ হয় প্রকৃতির বিচিত্র বিধি-বিধানে পাখী নিজেদের পরিত্যক্ত পুরীষ বাসা হইতে সযত্নে এমন করিয়া সরাইয়া ফেলে যে তাহা সমীপস্থ তৃণগুল্মের উপরেও পতিত হয় না; সুতরাং হিংস্র শত্রু যে গন্ধের সাহায্যে কোনও প্রকারে তাহার অনিষ্ট করিবে সে সম্ভাবনা বড় থাকে না। একটা বিশিষ্ট জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ণের ও গন্ধের এমন বিস্ময়কর সামঞ্জস্য বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিতে পারেন নাই। অনেকেই শুধু প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যে রচিত নীড়ের মধ্য হইতে পক্ষিপুরীষ কোথায় এবং কেমন করিয়া অন্তর্হিত হয়? এইখানে অবশ্যই পাঠককে একটু সতর্ক হইতে হইবে;—সব পাখীই যে নিজের বাসা ময়লা হইতে দেয় না বা বৃক্ষতলে পুরীষ নিক্ষেপ করে না এমন কথা আমি বলিতেছি না। যে যে পাখী নিজেদের বাসা পরিষ্কার রাখে তাহারা অধিকাংশই passeres ও pici (১) শ্রেণীভুক্ত। ইহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সকল পাখীর ছানা জন্মিবামাত্রই চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে অথবা যাহারা স্বভাবতঃ হিংস্র তাহাদের এমন করিয়া আত্মগোপন করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহাদের এই রকম লুকোচুরি প্রায় দেখা যায় না। দেখা না যাউক, কিন্তু হিংস্র পাখীগুলা সাধারণতঃ নিজেদের বাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে . তাহাদের পরিত্যক্ত পুরীষ বাসার বাহিরে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে এমন কোনও আশঙ্কা থাকে না যে পুরীষগন্ধ অনুসরণ করিয়া কোনও আততায়ী তাহাদিগকে ধ্বংসের ভয় দেখাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত passeres জাতীয় পক্ষী যে চঞ্চুপুট সাহায্যে ময়লা স্থানা-

১। পক্ষিজাতির মধ্যে বেশী ভাগই passeres সংজ্ঞাভুক্ত; নানা বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও সকল passeres পাখীর পায়ের অঙ্গুলি-পরিচালক পেশীগুলির লক্ষণ একই রকমের; মূর্দ্ধণ্য অস্থির লক্ষণেও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কাক, ময়না, সালিক, কৃষ্ণগোকুল টুনটুনি প্রভৃতি প্রায় হাজার রকম ভারতীয় পক্ষী এই বিভাগে আসিয়া পড়ে। pici বর্গীয় স্বতন্ত্র পক্ষিবিভাগের মধ্যে সকলের অবয়বেও একটা বিশিষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হয়। আমাদের পরিচিত কাটঠোক্‌রা জাতীয় পাখী pici সংজ্ঞাভুক্ত।

স্তরিত করে ইহা মার্কিন প্রাণিতত্ত্ববিৎ এফ্ হেরিক্প্রমুখ পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। শাবককে খাবার খাওয়াইবার পরেই ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিয়মিতরূপে প্রত্যেকবারই ধাড়ি পাখীগুলি কর্ত্তৃক এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা নিজের বাসা ময়লা করিয়া থাকে সেই সমস্ত পাখীর মধ্যে কাহারও কাহারও পুরীষ আবার তাহাদেরই কাজে লাগিয়া যায়; পারাবতপুরীষ তাহার কাঠিকুটি-নির্ম্মিত বাসাটিকে শিথিল হইতে দেয় না, গাঁথুনিটাকে যেন শক্ত করিয়া রাখে।

এই প্রসঙ্গে কেনেরি পাখীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। পক্ষিপালকমাত্রেই অবস্থাবিশেষে এই passeres জাতীয় পাখীটিকে লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়েন। সাধারণতঃ আমাদের পক্ষিগৃহ মধ্যে (aviary) তাহার জন্য যে নীড় রচিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে অসঙ্কোচে সে ডিম্ব প্রসব করে। এসম্বন্ধে এস্থলে অন্য কিছু আলোচনা আবশ্যক নয়, কেবল এইটুকু জানা দরকার যে ধাড়ি পাখীটা ডিমের উপর বসিয়া প্রায় এক পক্ষ তা দিতে থাকে। এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের মধ্যে তাহাকে প্রায় স্থানচ্যুত হইতে দেখা যায় না; তজ্জন্য বাসাটা যে কিছু ময়লা হয় না বা তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাদির আবির্ভাব হয় না এমন বলা যায় না। ডিম্ব প্রসবের দশ বার দিন পরে, যখন আমরা বুঝিতে পারি যে ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইবার বড় বেশী দেরি নাই, তখন অতি সাবধানে সেই aviaryর মধ্যে অপর একটি নবরচিত বাসায় সেই ডিমগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই নূতন বাসাটি অবশ্যই আমরা ইতিমধ্যে উপযুক্ত উপকরণ সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া রাখি এবং পুরাতন ময়লা বাসাটা সরাইয়া ফেলিয়া সেইখানে ইহাকে স্থাপিত করি। এইরূপ করার অভিপ্রায় এই যে যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীড়ে পক্ষিশাবক জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে

তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল সমস্ত ব্যবস্থাই থাকে ; যাহাতে তাহার প্রাণসংশয় হইতে পারে,—কীটাদি অথবা দুর্গন্ধ পুরীষাদি—তাহা আদৌ সেখানে থাকে না। এই খানেই কিন্তু আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হইল না। প্রথম প্রথম কয়েক দিন অন্তরে এই নবপ্রসূত শাবকগুলিকে আবার নূতন নূতন বাসায় রাখিয়া দিতে হয়। শুধু যে আমরাই তাহাদের বাসা পরিষ্কার রাখিবার জন্য চেষ্টা করি, ধাড়িগুলা কিছু করে না, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ দেখা যায় নীড়াভ্যন্তরে যদি একটি শাবক কোনও কারণে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ধাড়ি পাখীটা আপনার চঞ্চু-সাহায্যে সেই শবদেহটাকে নীড় হইতে বাহিরে ফেলিয়া দেয় ; একটুও কাল-বিলম্ব করে না, কারণ তাহা হইলে হয় 'ত বাসাটি দূষিত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাকে instinct বলিতে হয় বলুন ; reason বলিয়া স্বীকার না করেন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে পক্ষিজাতি স্বভাবতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসে ; এত ভালবাসে যে শুধু বাসাটি পরিষ্কার থাকিলেই যে চলিবে তাহা নহে ; তাহাদের নিজের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপাটিরূপে পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। পক্ষিতত্ত্ববিৎ ফ্রান্‌ক্ ফিন্ অনেক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এমন কতকগুলি বিষয় জানিতে পারিয়াছেন যাহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে।

পাখীর প্রসাধন-প্রবৃত্তি ও তাহার উপকরণাদি

পাখীর যে বিলাস-বিভ্রমের দিকে ঝোঁক আছে, সে যে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া প্রসাধনের চেষ্টা করে, জলাশয়ে সন্তরণ করিয়া কিম্বা ডুব দিয়া অথবা জলবিন্দুসম্পাতে আপাদ-মস্তক সিক্ত করিয়া গায়ের ময়লা দূরীকরণের ব্যবস্থা করে, ইহা হয়'ত সাধারণতঃ আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। বালুকাসংঘর্ষে কোনও কোনও পাখীর গাত্র উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে ; ইহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে।

কিন্তু সে যে নিজ দেহের প্রসাধনকল্পে একটা গোপন পেটিকাভ্যন্তর হইতে মসৃণ তৈলের মত পদার্থ বাহির করিয়া চঞ্চুপুট সাহায্যে প্রত্যেক পতত্রের উপর দিয়া বুলাইয়া যায়, পালকগুলিকে অল্পবিস্তর টানিয়া তাহাতে অতি যত্ন সহকারে ঐ স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইয়া দেয় এ তত্ত্ব কয়জনে অবগত আছেন? কোনও কোনও বিহঙ্গের অঙ্গ-মার্জ্জনার জন্য আবার প্রকৃতিদত্ত "টয়লেট পাউডার" ও চিরুণীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। Powder-puff পালকের মধ্যেই স্বতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর ঐ চিরুণীটি পদনখসান্নিধ্যে গুপ্ত থাকে; আর ঐ স্নেহ-পদার্থটি পুচ্ছমূলসমীপস্থ একটি glandমধ্যে সঞ্চিত থাকে। ফ্রান্‌ক্‌ ফিন্‌ বলেন যে এক হিসাবে পাখী পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ;—সে গাত্রমার্জ্জনা করিবার অভিপ্রায়ে স্নান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে, কোনও পশু তাহা করে না (They are the only creatures which bathe for cleanliness' sake; beasts may lick themselves or wallow luxuriously for pleasure—in mud as readily as in water, or often more so—but deliberate washing in water is purely a bird custom.)। মানবেতর বিহঙ্গজাতি যে এমন করিয়া সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল থাকিতে ভালবাসে এবং তজ্জন্য উপযোগী উপকরণ সকল প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়া প্রফুল্ল-চিত্তে জীবন যাপন করিতে পারে, এ তত্ত্বটুকু না জানিয়াও মানুষের সঙ্গে পাখীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনেক দিন হইতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এখন আবার সেই নীড় ও নীড়স্থ পক্ষিমিথুনের ইতিহাস-সূত্র অবলম্বন করিয়া আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিব। প্রাঙ্‌মিথুন লীলা ও পক্ষিমিথুনের গার্হস্থ্য-জীবনের প্রথম পর্ব্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। যথা সময়ে ডিম্ব প্রসূত হইলে বিহঙ্গজীবনের আর একটি রহস্যময় তথ্য আলোচনার

বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। এমন অনেক পাখী আছে যাহারা ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন একটি একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া থাকে ; মনে করুন একটি, দুইটি, তিনটি, চারিটি ডিম পরে পরে পাওয়া গেল;—একই দিনে নয়; প্রথমটি ও শেষটির মধ্যে ৮-১০ দিনের অতিরিক্ত কালের ব্যবধান থাকিতে পারে। এমন অবস্থায় সকল দিক বিবেচনা করিয়া পক্ষিগৃহস্বামীর কর্ত্তব্য কি? যদি পর্য্যায়ক্রমে ডিম্ব প্রসূত হইবামাত্র প্রত্যেকটি তা দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে কতকটা সুবিধার এবং অনেকটা অসুবিধার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। হংসজাতীয় পক্ষীর কিন্তু সুবিধাই বেশী; এক একটি ডিম হইতে পক্ষিশাবক নির্গত হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে গোড়া হইতেই খাদ্যের সহিত পরিচয়সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারে, জনক জননীকে সকলে মিলিয়া খাদ্যের জন্য বিপন্ন করিয়া তুলে না, যদিও ধাড়ি পাখীগুলা এই অসহায় শাবকগুলির সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল পাখী আমাদের কৃত্রিম পক্ষিগৃহের মধ্যে তিন চার দিনে সর্ব্ব সমেত তিন চারটি ডিম পাড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা পূর্ব্বাপর অণ্ডগুলির উপর দিনের পর দিন বসিতে দেওয়া সমীচীন বোধ করি না, কারণ তাহা হইলে একই দিনে সব কয়টা ডিম হইতে শাবক নির্গত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; এবং সেরূপ ব্যবস্থা না করিতে পারিলে যে শাবকটি অণ্ড হইতে প্রথম বাহির হইবে সে আহার্য্য লইয়া এমন গোল বাধাইতে পারে যে পরবর্ত্তী সদ্যঃপ্রসূত শাবকগুলিকে বলপ্রয়োগে পিতৃমাতৃপ্রদত্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংশয় ঘটাইতে পারে। জীবতত্ত্ব হিসাবে এই খাদ্য লইয়া কাড়া কাড়ি ব্যাপার অত্যন্ত সাধারণ biological সত্য। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদির মধ্যে প্রকৃতির রহস্যযবনিকার

পাখীর সব ডিমগুলি হইতে একই সময়ে যাহাতে শাবক বাহির হয় সেজন্য পক্ষিপালক কি উপায় অবলম্বন করেন এবং কেন?

অন্তরালে এই যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে ইহার সংবাদ আমরা না রাখিতে পারি, কিন্তু ইহাতে জয়-পরাজয়ের উপর বিশিষ্ট জাতির রক্ষা কিংবা বিনাশ নির্ভর করে। তাই মানুষ চেষ্টা করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া প্রকৃতির নিয়মকে অমান্য না করিয়া স্বরচিত পক্ষিগৃহ-মধ্যে এমন ব্যবস্থা করেন যে নবপ্রসূত শাবকগুলির মধ্যে খাদ্য লইয়া দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বয়সের তারতম্য বশতঃ কেহ কাহাকেও বলপ্রয়োগে বঞ্চিত করিতে না পারে। তাহা না করিতে পারিলে জ্যেষ্ঠ শাবকটি খাদ্য বিতরণের সময় আগে হইতে মুখ বাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত হীনবল কনিষ্ঠের প্রাপ্য অংশটুকু বারে বারে আত্মসাৎ করিয়া কনিষ্ঠের ক্ষুধা মিটাইবার বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; ফলে আহার্য্যের অভাবে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব পক্ষিপালক ফাঁকি দিয়া পাখীকে ভুলাইয়া একটি একটি করিয়া সদ্যপ্রসূত ডিম্বগুলিকে যথাক্রমে সযত্নে সরাইয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি একটি করিয়া নকল ডিম্ব(২) নীড়মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দেন; ধাড়ি পাখী বুঝিতে পারে না যে আসল জিনিষ অন্তর্হিত হইয়াছে। যখন সব ডিমগুলি পাড়া হয়, আর ডিম্ব-প্রসবের সম্ভাবনা থাকে না, তখন পক্ষিগৃহস্বামী নকল জিনিষ উঠাইয়া লইয়া আসল ডিম্বগুলি নীড়াভ্যন্তরে সাবধানে রাখিয়া দেন। এই dummyগুলি রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে ডিম্বাকৃতি কোনও কিছু নীড়াভ্যন্তরে না থাকিলে ধাড়ি পাখীর ডিমে তা দেওয়ার অভ্যাস নষ্ট হইয়া যায়; সে কিছুতেই আর সেই বাসার মধ্যে বসিতে চাহিবে না; ডিমগুলি পরে আনিয়া দিলেও আর সে তা দিবে না। এখন এক সময়ে একত্র সব ডিমগুলিতে তা দেওয়ায়

২। সাধারণতঃ য়ুরোপে যে সকল পক্ষী aviary মধ্যে পোষা হয় সেই সকল পাখীর ডিম্বের বর্ণ ও আকৃতি অনুযায়ী অবিকল অনুকরণ চিনামাটি দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং তথায় অতি অল্প মূল্যে এই নকল ডিম্বগুলি পিঞ্জরব্যবসায়িগণ বিক্রয় করে।

শাবকগুলির মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা এমন ভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে পারে না যে অন্যের চেয়ে সে অধিকতর বলশালী হইয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে। বয়সের তারতম্য না থাকায়, খাদ্য লইয়া পরস্পরের দ্বন্দ্ব প্রায়ই হইতে পারে না; সকলেই যথোপযুক্ত আহার পাইয়া যুগপৎ সমান ভাবে বর্দ্ধিত হইবার অবসর পায়। তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আশঙ্কার কারণ আর পক্ষিপালকের থাকে না। তবে শাবকদিগের আহারের ব্যবস্থা এই সময়ে খুব সাবধানের সহিত করিতে হয়। পক্ষিগৃহমধ্যে প্রসূত সকল পাখীর ছানা সম্বন্ধেই এই সতর্কতা আবশ্যক। আহারসামগ্রী অপ্রচুর হইবে না; পরন্তু খাদ্যের প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্যই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যথাসম্ভব টাট্‌কা হওয়া চাই। আবার সেই টাট্‌কা খাবার অনেক আধারের মধ্যে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। কারণ উহা অল্পবিস্তর খারাপ হইয়া যাইতে পারে; দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ হইলে পাখীর পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। অতএব মাঝে মাঝে উহার পরিবর্ত্তন ও খাদ্যাধারের পরিমার্জ্জন আবশ্যক। আরও একটু কথা আছে। যে সকল পাখী সাধারণতঃ নিরামিষভোজী তাহাদের শাবকগণের জন্য এই সময়ে কীটপতঙ্গ ভক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত না হইলে তাহাদের প্রায়ই প্রাণসংশয় হইয়া থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে আবদ্ধ অবস্থায় পাখীর প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা অস্বাভাবিক অভ্যাসের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন অবস্থায় নিরামিষাশী পক্ষিদম্পতি স্বীয় শাবকের জন্য কীট পতঙ্গ সংগ্রহ করে, এরূপ ব্যাপার প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শাবকের আহার-ব্যবস্থা

এতক্ষণ বিহঙ্গজাতির যৌনসম্মিলন ও দাম্পত্যলীলার আলোচনা একই শ্রেণীর পক্ষিমিথুনের জীবনলীলা অবলম্বন করিয়া কতকটা বিশদ করিতে চেষ্টা করিলাম। বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর হইতে স্ত্রীপুং

পক্ষীর অবাধ সম্মিলন ঘটিত বর্ণসাঙ্কর্য্যের প্রসঙ্গ এস্থলে বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য। পাখীদের বর্ণসাঙ্কর্য্য বিশেষভাবে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু বনে জঙ্গলে যখন তাহারা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, তখনও বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী-পুং পক্ষী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গত হইয়া থাকে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্ততঃ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বিরল নহে। কোনও কোনও পক্ষিপালক লক্ষ্য করিয়াছেন যে স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী পাখীরা কিছুতেই স্বাধীন অবস্থায় যৌনসম্মিলনের প্রশ্রয় দেয় না; কিন্তু পক্ষিগৃহ-মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তাহারা আপনা আপনি মিলিত হইয়া নূতন বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করে। এই নূতন বর্ণসঙ্করের বন্ধ্যাত্ব-দোষ অনেক ক্ষেত্রে থাকে না;—যদিও তাহাদের শাবক বর্ণে ও আকারে প্রকৃতির খেয়াল বশতঃ অনেক সময়ে তাহাদের জনকজননী অথবা আরও ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব পুরুষ হইতে পৃথক হইয়া থাকে অথবা কখনও কখনও কোন পূর্ব্ব পুরুষের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায়ই বর্ণসঙ্কর যেখানে খুব বেশী পৃথক পৃথক শ্রেণীর জনক জননী হইতে উৎপন্ন, সেখানে তাহাকে বন্ধ্যাত্বদুষ্ট দেখা যায়। অতএব এই প্রকার বর্ণসঙ্করের ইতিহাস ইহাদের জীবন-লীলার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মিশ্রণে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা অনেক সময়ে পক্ষিপালকের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকে। Passeres পরিবারভুক্ত কেনেরি (canary) ও ফিঞ্চ জাতীয় নানা সুকণ্ঠ বিহঙ্গের যৌনসম্মিলনে পাশ্চাত্য পক্ষিগৃহমধ্যে উৎপন্ন সমস্ত বর্ণসঙ্কর তাহাদের জনক জননী অপেক্ষা অধিকতর সুমধুরকণ্ঠ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের বন্ধ্যাত্ব দোষ জন্মে।

পাখীর বর্ণসাঙ্কর্য্য

পাখীর বর্ণসাঙ্কর্য্য লইয়া আমরা এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলিয়া গেলাম, বোধ হয় তাহাতে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে কিছু বাধা

জন্মাইতেছে, অতএব বিষয়টা আরও পরিষ্কার করা আবশ্যক। প্রধানতঃ আমরা খাঁচার পাখী লইয়া যদিও আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তথাপি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে স্বাধীন পাখীর তত্ত্বালোচনা না করিলে চলে না! এই জন্য গোড়াতেই আমরা স্বাধীন বন্য অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীর যৌনসম্মিলন হয় কি না সেই কথা পাড়িয়াছি। পূর্ব্বেও প্রসঙ্গক্রমে পাখীর অসবর্ণ বিবাহের কথার ইঙ্গিত আমরা করিয়াছি, বোধ হয় পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মুক্ত অবস্থায় এইরূপ যৌনসম্মিলন প্রায়ই সঙ্ঘটিত হইতে পায় না, কারণ একই পরিবার-ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষীদের মধ্যে এমন একটা বিরোধের ভাব থাকে যে কেহ কাহাকেও সহজে কাছে আসিতে দেয় না;—এইখানে পক্ষিপালকের কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। কেমন করিয়া সে পক্ষিভবনে সেই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর আবদ্ধ পাখীর সম্মিলন সঙ্ঘটিত করায়, কেমন করিয়া তাহাদের প্রসূত ডিম্ব হইতে শাবক ফুটাইয়া তুলিতে কৃতকার্য্য হয়, এই সকল বিষয় নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না। অথচ পাখীদের প্রকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও মানুষের চেষ্টা আশ্চর্য্যরূপে ফলবতী হইয়া বিহঙ্গজগতে বর্ণের ও সঙ্গীতের, আকারের ও প্রকৃতির নব নব উন্মেষে বিজ্ঞানের পথ আলোকিত করিয়াছে;—সেই আলোকে ভবিষ্যতে আরও অভিনব বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইবে আশা করা যায়। ভারতবর্ষে বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে অন্ততঃ সম্রাট আক্‌বরের সময়ে এইরূপ বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল; তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর পারাবতের সংমিশ্রণে যে সমস্ত নূতন পায়রার উদ্ভাবনা করিলেন তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। জাপানে মোরগ জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পাখী লইয়া এইরূপ পরীক্ষার ফলে যে bantam

পক্ষীগৃহে এসম্বন্ধে পালকের চেষ্টা

এবং লম্বপুচ্ছ মোরগের উদ্ভব হইয়াছে তাহারও আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। আধুনিক যুগে এই বিষয়টি পক্ষিপালকের কেবলমাত্র খেয়ালের জিনিস নহে; পক্ষিবিজ্ঞানের চেষ্টা এখন এইরূপ অবাধ সম্মিলনে পাখীর আকার ও প্রকৃতির তারতম্য হইল কিনা এবং তাহাকে কোনও নিয়মে বিধিবদ্ধ করা যায় কিনা তাহাই স্থির করা। তাই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, অনেক জায়গায় বৎসরে বৎসরে এমন কি মাসে মাসে যে সব পক্ষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে তাহাতে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে কে কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা লইয়া সুন্দর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া থাকে। বিচারকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণসঙ্কর-গুলির আকারগত বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন;—যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে খাঁটি বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে সেই সব লক্ষণ কে কতটা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে প্রদর্শনীক্ষেত্রে তাহাই বিচার্য্য। যে কারণেই হউক, এমনই করিয়া পক্ষিজাতি সম্বন্ধে ক্রমশঃ নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা হইতেছে।

খাঁচার মধ্যে বর্ণসঙ্কর পাখী উৎপন্ন করা যে খুব সহজ ব্যাপার তাহা কেহ যেন মনে না করেন; যতটা আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হইলে পক্ষিপালকের আনন্দবর্দ্ধনের ও পক্ষি-বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের সুবিধা হইতে পারে। বড় পক্ষিগৃহ না হইলে যে চলিবে না এমন নহে; তবে বিভিন্নজাতীয় বিহঙ্গ সংমিশ্রণের যতটা সুযোগ বৃহৎ aviaryতে হইতে পারে, ততটা অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর পিঞ্জরে সম্ভবপর নহে। এক্ষেত্রেও যে যে পাখীকে সঙ্গত করান হইবে তাহাদের বাছাই আবশ্যক; বিশেষতঃ পক্ষিণী ও পক্ষীর বর্ণ, আকার, প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে পক্ষিগৃহে নির্ব্বাচিত পক্ষিণীকে রাখা হইল, তথায় অবশ্যই সেই জাতীয় পুংপক্ষীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, কারণ তাহা না হইলে, উক্ত স্ত্রীপক্ষী স্বজাতীয় পুংপক্ষীব

সহিত মিলিত হইবে, অন্য কাহারও সহিত নহে। আকার ও বং প্রভৃতির বৈষম্য সত্ত্বেও বিভিন্ন শ্রেণীর একাধিক পুংপক্ষীকে এ পক্ষিগৃহ মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয়। অনেক সময়ে ভাল ফল পাইবার আশায় আমাদের পক্ষিভবনে অনেকগুলি বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী ও পক্ষিণী বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত হয়। যে ঋতুতে সাধারণতঃ পাখীরা শাবকোৎপাদন করে, সেই breeding seasonএ এইরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক, কারণ অন্য সময়ে কোন ফল পাইবার আশা নাই; তবে কিছু আগে হইতে নির্ব্বাচিত বিভিন্নজাতীয় পক্ষী পক্ষিণীকে একত্র রাখিলে তাহাদের পরস্পর জাতিগত বিরোধের ভাব তিরোহিত হইয়া মিলনের সুবিধা ঘটাইয়া দেয়;—সদ্যধৃত বন্য বিহঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ পূর্ব্বাহ্ণে চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়। পক্ষি-পালক লক্ষ্য রাখিবেন যেন রক্ষিত পাখীগুলির মধ্যে কেহ হিংস্র-স্বভাব বা দ্বন্দ্বকলহপটু না হয়। একত্র বিভিন্নজাতীয় অনেকগুলি পাখীকে রক্ষা করা সম্বন্ধে যে যে সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষেত্রেও সেই সদুপায়গুলি অব-লম্বন করিতে হইবে। নীড় রচনার উপযুক্ত উপকরণ সংগৃহীত হওয়া চাই; প্রচুর খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে; পক্ষি-গৃহ লতায় পাতায় বৃক্ষশাখায় সুসজ্জিত হইলে, সেই কুঞ্জভবনে বিহগ বিহগীর সঙ্কোচ ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া মিলনের বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। কেনেরি (canary) ও ফিঞ্চ (finch) জাতীয় নানা পাখী লইয়া বিলাতে অনেক দিন হইতে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে পালকগণ যথেষ্ট সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন;—অধিকন্তু অনেকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্ত্রী পক্ষীটির অবয়ব, রূপের ভঙ্গি প্রভৃতির উপর শাবকের আকৃতি ও সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে; কিন্তু ফিঞ্চজাতীয় খাঁটি ব্রিটিশ পাখী লইয়া সুফল পাইতে হইলে, শাবকের জনক জননী

উভয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলে শাবকের বর্ণের তারতম্য কতকটা মানুষের ইচ্ছাধীন. হইয়াছে। কৃত্রিম খাদ্যসাহায্যে কেমন করিয়া বিহঙ্গের বর্ণের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। বর্ণসঙ্করের দেহের এই ঔজ্জ্বল্য দর্শকের চক্ষে বড়ই মনোরম; তাই পাশ্চাত্য প্রদর্শনীতে কৃত্রিম উপায়ে পাখীর কে কেমন রং ফুটাইতে পারিয়াছে তাহা লইয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কখনও কখনও বিহগ বিহগী এমন সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত হয় যে তাহাদের সন্তান সন্ততির বর্ণ উক্ত জনক জননীর বর্ণ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। কৃত্রিম খাদ্য-সাহায্যে এই সমস্ত নবজাত শাবকের রং অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। টিয়া-জাতীয় নীল বজ্‌রিগার্ (Blue Budgerigar) এইরূপ পক্ষি-গৃহে পরীক্ষার আধুনিক উৎপত্তি। মিঃ জন্ মারস্‌ডেন (John W. Marsden) উপর্য্যুপরি তিন বৎসর বজ্‌রিগার্ পক্ষীর শাবকোৎপাদন বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ উক্ত পক্ষীর দেহের বর্ণ সবুজ; আন্তর্জাতিক মিশ্রনের ফলে আমাদের দেশের টিয়া পাখীর ন্যায় ইহাদের বর্ণ কখনও কখনও পীতরেখা সমন্বিত, কখন বা সম্পূর্ণ পীতবর্ণ হইয়া যায়। এই পীতবর্ণের শাবককে কৃত্রিম বর্ণোৎপাদক আহার যোগাইয়া য়ুরোপীয় পক্ষিব্যবসায়িগণ নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্য সঙ্ঘটিত করায়। লণ্ডন জুয়োলজিক্যাল সোসাইটির স্বনামখ্যাত ফেলো মিঃ মারস্‌ডেন কিন্তু পীতবর্ণকে উড়াইয়া দিয়া নীলবর্ণের সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একাগ্রভাবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা সম্প্রতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। তিনি বলেন যে নীল রং ফুটাইতে হইলে ঈষৎ

১। Avicultural Magazine, 3rd Series Vol. IX., p. 262.

পীতাভ পক্ষিমিথুন বাছিয়া লইতে হইবে। ইহার কারণ এই যে যখন পীতের সহিত নীলের সমাবেশে সবুজের উৎপত্তি, তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে সবুজ হইতে পীতকে বাদ দিতে পারিলেই নীলবর্ণকে জাগাইয়া তুলিতে পারা যাইবে। অতএব গোড়াতেই যদি এমন এক জোড়া পাখী বাছা যায়, যাহাদের গায়ের রংএ হরিদ্বর্ণের প্রাধান্য এবং হরিদ্রাবর্ণের ঈষৎ আভাসমাত্র বিদ্যমান তাহা হইলে নীলবর্ণের শাবক পাইবার সম্ভাবনা সহজ হয় ;—উক্ত মিথুনের সন্তান-সন্ততি একেবারেই নীলবর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু পুনরায় উক্ত শাবক-গুলির মধ্য হইতে পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে নির্ব্বাচিত নবীন পক্ষিমিথুন লইয়া যথা সময়ে যৌনসম্মিলনে বাঞ্ছিত ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

উপরে যে রং ফলান বা রংবদ্‌লান ব্যাপার বর্ণিত হইল তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, একই জাতীয় সম-শ্রেণীর মধ্য হইতে সাবধানে নির্ব্বাচিত বিহঙ্গমিথুনের মিশ্রণে যে বর্ণবিপর্য্যয় পাওয়া গেল তাহার সহিত বর্ণসঙ্কর-সমস্যার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিলেও ইহার দ্বারা সপ্রমাণিত করা যায় যে বিভিন্ন-জাতীয় অথবা একই জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীপুং পক্ষীর সম্মিলনজাত বর্ণসঙ্করের আকার, প্রকার ও বর্ণ নূতনতর ও অধিকতর বৈচিত্র্যময় হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের হাতে কেনেরি (Canary) পাখীর যে নব নব রূপান্তর সম্ভাবিত হইয়াছে তাহাও এইরূপ জাতি ও শ্রেণীগত আকার ও বর্ণের সাম্য ও বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুনিপুণ পক্ষিপালকের নির্ব্বাচনের ফল।

অসীম ধৈর্য্য ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে পক্ষিপালক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে তিঁনি অনেক সময়ে যদি দৃঢ়স্বরে কোনও থিওরি (theory) প্রচার করিতে চেষ্টা করেন তাহা পণ্ডিত সমাজে অবজ্ঞার বিষয় হইতে পারে না। ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি হয় 'ত ভবিষ্যতে ধরা পড়িতে পারে; কিন্তু যত দিন না বৈজ্ঞানিক

আলোক-রশ্মি পক্ষিতত্ত্বের কোনও নূতন তথ্যের উপর নিপতিত হইতেছে তত দিন ঐ সমস্ত জল্পনা কল্পনা বাস্তব সত্যপ্রসূত বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি করা চলে কি? পক্ষিজীবনে মেণ্ডেলীয়-সূত্র Mendelism) কতটা পরিস্ফুট হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া পাখীর পুরুষপরম্পরাগত বংশ-পরিচয় ঠিক দিতে পারা যায় কি না; আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ বহু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কি ছিল ও ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় কিনা এই সমস্ত বিষয় লইয়া কেহ কেহ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; আবার অনেকে নির্ব্বিবাদে এখনও সেই সকল সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টায় পক্ষি-বিজ্ঞান ক্রমশঃই অধিকতর উন্নত হইতেছে। এই উন্নত পক্ষিবিজ্ঞানের (ornithology) সহিত আধুনিক পক্ষিপালন-প্রথার (aviculture) যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে, একের উন্নতির সহিত অপরের উন্নতির যে নিগূঢ় সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির তুলিকার উপর মানুষের কারিকুরি, সাধারণ পাখীর নৈসর্গিক জীবনলীলাকে কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত করা, অর্থাৎ পাখীর অসবর্ণ বিবাহে পৌরহিত্য করিয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের সফল চেষ্টা সাধারণ জীববিদ্যার (Biology) অঙ্গীভূত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রসমস্যা ও পক্ষিতত্ত্ব

সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একটা মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইতেছে। সভ্য জগতের সমগ্র রাষ্ট্রীয় শক্তি কায়মনোবাক্যে এই সমরানলে আহুতি দিতেছে। রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি-তত্ত্ববিদের মুখর কোলাহলে আমাদের সকলের কর্ণ প্রায় বধির হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে,—এ সময়ে পক্ষিতত্ত্ববিৎ সংসারের সমস্ত কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া জগৎ ভুলিয়া, জয়পরাজয় ভুলিয়া, যদি তাঁহার স্বরচিত বিহঙ্গনিকুঞ্জে স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে অনেকে হয় 'ত মনে করিবেন, এমন খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব—শুধু ভারতবর্ষে কেন—শুধু বাঙ্‌লা দেশেই সম্ভব। হয় 'ত যে বাঙ্‌লার বুধমণ্ডলী, রাষ্ট্রনীতি-সাগর মন্থন করিয়া অমৃত ও গরল তুলিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সেই নিরীহ পক্ষিপালকের বূ্যহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিবেন, "তুমি কি চিরকালই স্বপ্ন দেখিবে, বাস্তব জগতের প্রচণ্ড মানবসমস্যা হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া পাখী লইয়া জীবন কাটাইবে?" বিস্মিত পক্ষিপালক হয়'ত বলিবেন, "কেন, আমার কি করা উচিত?" রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হয়'ত উত্তর দিবেন—"কি করা উচিত! দেখিতেছ না, এই মহাকুরুক্ষেত্র ব্যাপারের শেষ অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে মানবসমাজের, য়ূরোপীয় বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের ও নগরীর পুনর্গঠনের আলোচনা শুনা যাইতেছে। রাজনীতি, সমাজনীতি,

ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি—সমস্ত শাস্ত্র লইয়া নূতন করিয়া নাড়াচাড়া পড়িয়াছে। হায় পক্ষিতত্ত্ববিৎ, তোমারই কিছু বলিবার নাই! মুটে, মজুর, চাষা, নাবিক, অশ্বারোহী, পদাতিক, সেনা, স্কুলমাষ্টার, উকীল, ডাক্তার, সকলেরই মুখে ঐ একই শব্দ শুনা যাইতেছে—"Reconstruction"। ইংরাজ সাহিত্যিকদিগের মুখপত্র 'এথিনিয়ম্' মাসে মাসে Reconstruction প্রবন্ধে নিজের কলেবর পূর্ণ করিতেছে। মার্কিন যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ সাহেব, যুদ্ধাবসানে মানব-সমাজের পুনর্গঠন কেমন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে সে দিন মার্কিন ধনকুবেরদিগের নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সে রকম সুন্দর কথা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন বলদৃপ্ত শ্বেতাঙ্গজাতির মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে, এমন কল্পনা বোধ হয় কোন ভারতবাসী কখন করেন নাই। এ সকল খবর বোধ হয় তুমি রাখ না। যে বেলজিয়মকে লইয়া প্রধানতঃ জর্ম্মানের সহিত ইংরাজের বিরোধ বাধিয়া গেল, সেই বিধ্বস্ত দেশটার কেমন করিয়া পুনর্গঠন হইতে পারে, তাহার সদুত্তর কি তুমি দিতে পার?"

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—রাজনীতির দিক্ হইতে তোমাদের কি বলিবার আছে?

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—আমাদের 'ত অনেক বলিবার আছে। কূট রাজনীতি-চক্রপেষণে যে দেশ নষ্ট হইয়াছে, সে দেশ 'ত আবার রাজনীতিজ্ঞই গড়িয়া তুলিবেন।

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন?

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—দেশের রাষ্ট্রীয় সীমারেখা টানিয়া, শত্রুর নিকট হইতে indemnity লইয়া, আবার গ্রাম, নগর, ঘর, বাড়ী, বাগান, পার্ক, রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইবে।

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—পুনর্গঠন প্রসঙ্গে তোমাদের মত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের 'ত ঐ পর্য্যন্ত দৌড়? তোমরা Physics, Chemistry, অর্থনীতি,

Town Planning ইত্যাদির সাহায্যে বেলজিয়মের পুনর্গঠন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতেছ। ঐ যে Indemnity কথাটীর উল্লেখ করিলে, ইহার ভিতর হইতে আমাকে কিছু তোমাদের দিতে হইবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে ঐ রসায়নতত্ত্ববিৎ ও অর্থনীতিজ্ঞের পশ্চাতে বেলজিয়মে প্রবেশ করিব।

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—ঠাট্টা রাখ। বাস্তবিক বিষয়টা খুব গুরুতর।

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—আমি কি ঠাট্টা করিতেছি? তোমরা Libraryর পুস্তক-কীট। কেমন করিয়া বুঝিবে যে, বেলজিয়মের মত একটা দেশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় পক্ষিতত্ত্ববিৎ ও পক্ষিপালকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক? ভাবিতেছ, এই নিভৃত পক্ষিগৃহে আমার আলস্যমন্থর দিনগুলি বিচিত্র বর্ণচ্ছটাসমন্বিত পতত্রের উপর লঘুভর দিয়া, এক প্রকার জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় চলিয়া যাইতেছে। তোমাদের যেমন স্বভাব, রাজনীতি বল, ধর্ম্ম-নীতি বল, সমাজনীতিই বল—সকল বিষয়ের কেবলমাত্র উপরকার ভাসা-ভাসা খবরটুকু রাখিয়া নিজেকে ও অপরকে অস্থির করিয়া তোল; ভিতরকার গুরু তত্ত্বটুকু লইয়া দেখিবার অবসর তোমাদের হয় না—তোমরা যে আমাদের জীবনের উপরকার খোলসটুকু দেখিয়া আমাদিগকে মানব-সমাজ-বিচ্ছিন্ন বিলাসী বলিয়া মনে করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। মানবের সামাজিক জীবনের সহিত পাখীর যে কত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার খবর 'ত তোমরা রাখ না। এই দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন হইতে যে দিন বেলজিয়মের রাজলক্ষ্মী সমুত্থিতা হইবেন, সে দিন হয় 'ত সমগ্র সভ্য জগৎ সসম্ভ্রমে ও নতমস্তকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যে ও দীপ্তিতে বিমোহিত হইবেন। কিন্তু যে পক্ষীটী তাঁহার বাহন, তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি? আমি সেই দেশলক্ষ্মীর বাহনটীকে অত্যন্ত বাস্তব symbol বলিয়া মনে করি। বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন সত্য, কিন্তু দেশের সৌভাগ্য-শ্রীর অর্দ্ধেকটা 'ত কৃষিকর্ম্মে নিহিত রহিয়াছে। সেই কৃষি-

কর্ম্মে পেচক প্রভৃতি পক্ষীর সাহায্য যে কতটুকু আবশ্যক, সেই জ্ঞানটুকু লাভ করিবার জন্য ঐ indemnityর কিয়দংশ আমার মত পক্ষিতত্ত্ববিদের অথবা পক্ষিপালকের পাওয়া উচিত। আচ্ছা, indemnityর কথা না হয় আর নাই তুলিলাম, ও সব তোমাদের politicsএর বুলি। তোমরা হয় 'ত শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, বিধ্বস্ত বেলজিয়মের পক্ষ হইতে কি প্রকার আবেদন-পত্র ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি বেলজিয়মের জনৈক রাজকর্ম্মচারী Conseil Economique Du Gouvernement Belge ম্যানচেষ্টারের Avicultural Magazineএর সম্পাদককে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মাসিক পত্র বেলজিয়মের পুনর্গঠনে (industrial reconstruction) যথেষ্ট সাহায্য করিবে—"With a view to making a thorough investigation of the possibilities regarding the industrial reconstruction of Belgium, we solicit the regular service of your Periodical"(১)। পত্রান্তরে তিনি সম্পাদককে পুনরায় লিখিয়াছেন,—"Allow me to point out to you that a special agricultural and avicultural section has been formed among the Belgians temporarily living in England, for the sake of investigating the problems relating to the relief of these industries"(২)। সম্পাদকের সম্মতি পত্রিকায় এই মর্ম্মে প্রকাশিত হইল—"Poultry, pigeons, and canaries being outside the scope of the society, the assistance we can render the Belgian Committees will

১। Avicultural Magazine (June 1918) p. 238.

২। Ibid., p. 239.

obviously lie in the study of the food of birds, in relation to their harmfulness or otherwise to crops"(৩)।

এখন কেন একটা দেশের পুনর্গঠনে পাখী এতটা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে যদি তোমার কৌতুহল জন্মিয়া থাকে, তবে অল্প কথায় সমস্ত বিষয়ের কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি।

কথায় কথায় যে প্রসঙ্গে আমরা উপনীত হইলাম, তাহাকে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী Economic Ornithology আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় পাখী যে কত কাজে লাগে, তাহার খোঁজ আমরা সচরাচর রাখি না। আদিম মানব যে দিন মাতা বসুন্ধরাকে ধনধান্য-পুষ্পভরা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, যে দিন হইতে নবাবিষ্কৃত লৌহযন্ত্রের সাহায্যে বসুন্ধরার বুক চিরিয়া কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিবার প্রয়াস পাইল, সেই দূর অতীতে তামসঘন দিনে পাখী তাহাকে অযাচিতভাবে কতটা সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে এক একবার স্থিরচিত্তে তাহার হিসাব নিকাশ লইতে পারিলে, তোমার মত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরও মনে একটা নূতন আনন্দ সঞ্চারিত হইতে পারে। পাখী যে শুধু আমাদের বিলাসের সামগ্রী নয়, তাহাকে যে শুধু স্বরচিত পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, নীলাভ মণিমণ্ডিত দণ্ডে বসাইয়া, তাহার রূপে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া মানুষ দিন কাটাইবে, মানবের দৈনন্দিন জীবনে আর তাহার কোন আবশ্যকতা নাই, সে যে অনেকগুলি অনাবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে একটা অকেজো জিনিষ মাত্র, ইহা মনে করিলে তাহার প্রতি, অথবা যদি কোন বিশ্বনিয়ন্তা থাকেন, তাঁহার প্রতি মূঢ়ভাবে অত্যন্ত অবিচার করা হয়। কৃষিকর্ম্মে পাখীর উপযোগীতার কথা অবতারণা

৩। Ibid., pp. 239—240.

করিবার পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাযাবর মানব যখন গোধন লইয়া দলে দলে দেশ-দেশান্তরে বিচরণ করিত, আদিম মানব যখন কৃষি-বিদ্যার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ হয় নাই, যখন তাহাদের কেবল-মাত্র সম্পত্তি ছিল—কয়েকটি পালিত পশু, সেই pastoral যুগে উত্তরকুরু-প্রদেশস্থ আমু নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মধ্য-এসিয়ার মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর-দিকে গমনাগমনে কেমন করিয়া তাহারা তাহাদিগের পালিত পশুগুলিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত তাহার সন্তোষজনক উত্তর যদি চাও, তাহা হইলে শুধু Meteorologistএর কাছে গেলে চলিবে না, তোমাকে Ornithologistএর শরণাপন্ন হইতে হইবে। দেখিতে পাইবে যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া সমস্ত মানবের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকার্য্যে বিহঙ্গজাতি তাহার প্রধান সহায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্‌রিকার স্বনামধন্য Imperialist সার্ হ্যারি জনষ্টন্ এই পশুরক্ষা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"Birds are the greatest allies that man has possessed in his agelong warfare against insects and the more harmful forms of ticks, fresh-water crustacean, centipede, trematode, worm, and leech (৪)"। মানবপালিত পশুজীবনের সহিত এই চিরন্তন কীট-বিহঙ্গ-বিরোধের সম্পর্ক কি তাহা বোধ হয় আরও একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক।

* * * * * *

সমাজবদ্ধ মানবের অর্থনীতি বা বার্ত্তাশাস্ত্রের সহিত বিহঙ্গজীবনের একটা নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে

৪। The Asiatic Quarterly Review, April, 1913.

মতদ্বৈধ নাই। সর্ব্বত্রই কৃষিজীবিগণের ভূয়োদর্শন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের অনেক সাহায্য করিতেছে। তাহার ফলে Economic Ornithology নামে একটা নূতন শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্র প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া মানুষকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে; প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় অন্ধ-শক্তির নিকটে পরাভব স্বীকার করিতে সে কখনই রাজী হয় নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও সরীসৃপ আকারে দেখা দেয়; মানুষ অযাচিতভাবে পাখীর সাহায্য পাইয়া তাহাদিগের উপর জয়ী হয়। সর্প ও মুষিক পরস্পর জাতশত্রু, আবার উভয়েই কৃষিজীবী মানুষের পরম শত্রু; উহাদিগকেও নষ্ট করিতে পাখীর সাহায্য আবশ্যক হয়। অনেক সময়ে বনজ উদ্ভিদ চাষের বিষম অন্তরায় হইবার উপক্রম করে; চেষ্টা করিয়াও সেগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করা অনেক সময়ে সম্ভবপর হয় না; সহসা কয়েকটি পাখী আসিয়া সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেয়। কৃষকের পালিত পশুকে কীটাদির আক্রমণ জনিত অনিষ্ট হইতে পাখী যে কতটা রক্ষা করে, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। পুষ্পের পরাগ লইয়া পুষ্পান্তরে সঞ্চারিত করিয়া, ফলের বীজ দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া দিয়া, অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া, পাখীরা আমাদের অজ্ঞাতসারে মানবসমাজের কত উপকার করে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পক্ষিবিজ্ঞানের এমন একটা দিক্ আছে, যেখানে পাখী মানুষের কেবলমাত্র নয়নরঞ্জনের বা চিত্তবিনোদনের সামগ্রী নহে; আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সে অনেক সময়ে আমাদের উপকারী বন্ধুর কাজ করে। যদি তাহার সেই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাহার যথাযোগ্য পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

ইদানীং সমস্ত সভ্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের ঐক্য দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আজকাল যদিও পৃথিবীতে মহাকুরুক্ষেত্রাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তথাপি ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে বিধ্বস্ত দেশগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিবার জন্য এখনও সভ্য জগতে সমবেত মানবসমাজের সচেষ্ট উদ্যম দেখিতে পাইতেছি না; সকলেই কেবল মাত্র বড় বড় রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত। কোন্ দেশের সীমান্তরেখা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইবে, কাহার কতগুলা জাহাজ বা সৈন্য থাকিবে, কাহার সঙ্গে বাণিজ্যব্যবসায়ে অবাধ আদানপ্রদান চলিতে দেওয়া যাইতে পারে—এই সকল বিষয় লইয়া এত দিন ধরিয়া নানা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বেল্জিয়মের পুনর্গঠন ও তাহার লুপ্ত শ্রীর উদ্ধার একান্ত আবশ্যক—এ কথা সকলেই বলিতেছেন বটে; কিন্তু সকলেরই মনে মনে এই প্রকার একটা বিশ্বাস আছে, যেন পরাজিত শত্রুর নিকট হইতে কিছু বেশী টাকা খেসারত-স্বরূপ আদায় করিয়া লইতে পারিলেই মজুর ও মিস্ত্রী লাগাইয়া আবার যেমনটি ছিল, সেইরূপ গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে। যেন শুধু মানুষ, টাকা ও কতকগুলা মানুষের আবিষ্কৃত কল হইলেই, সর্ব্বতোভাবে দেশলক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়। এই প্রকার স্বদেশহিতচেষ্টার পশ্চাতে আমাদের প্রচণ্ড আত্মাভিমান প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে বোধ হয় কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকিয়া যায়।

কৃষির উন্নতি করিতে হইবে? রসায়ন-বিদ্যার সাহায্য লইলেই বোধ হয় কার্য্যটি সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নানা উপায়ে Intensive Cultivationএর ব্যবস্থা করিবার জন্য Nitrogen প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ যোগাইতে পারিলেই আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে যত দূর সম্ভব কার্য্যনির্ব্বাহের চেষ্টা করা গেল। কিন্তু রসায়নবিদ্যার পার্শ্বে যে এ ক্ষেত্রে বিহঙ্গতত্ত্বকে আসন দিতে হইবে, তাহা মনে রাখিয়া

কার্য্যারম্ভ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইতে পারে। জমিতে সার দিতে হইলে রাসায়নিক পণ্ডিতের সাহায্য যদি সকল সময়ে লইতে হয়, তাহা হইলে পয়সা খরচের অন্ত থাকে না। Economic হিসাবে অন্য ভাল উপায় থাকিলে, যদি তাহাতে বাস্তবিক অপেক্ষাকৃত কম খরচে ভাল ফল পাওয়া যায়, তবে কোনও কৃষিজীবী সেই অল্পব্যয়সাপেক্ষ উপায়টিকে উপেক্ষা করিয়া বহু ব্যয়সাধ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পন্থা অবলম্বন করিবে কেন? কি উপায়ে সহজে জমিতে সার দেওয়া যায়, কেমন করিয়া উপ্ত বীজকে রক্ষা করিতে পারা যায়, অঙ্কুরোদ্গমের পরেও কেমন করিয়া নানা নৈসর্গিক শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষক তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে পক্ষীকে বাদ দেওয়া চলে না। যদি রাজপুরুষেরা বৈজ্ঞানিক হিসাবে পাখী লইয়া কৃষককে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া দেন, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে একটা বড় রাষ্ট্রীয় সমস্যার-সমাধান হইয়া যায়। মাটির মধ্যে কীটপতঙ্গ শস্যের বীজ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাছিয়া বাছিয়া এমন কতকগুলি পাখীকে সেই খানে ছাড়িয়া দিতে হইবে, যাহারা স্বভাবতঃ সেই সমস্ত কীটপতঙ্গের জাতশত্রু। বাছিয়া বাছিয়া পাখী ছাড়িয়া দেওয়ার কথায় কেহ যেন না মনে করেন যে, যেখানে কীটের উৎপাত অত্যন্ত অধিক, সেখানে খাঁচা হইতে পাখী বাহির করিয়া দিয়া সেগুলিকে নষ্ট করার পর আবার তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া ফেলিতে হইবে। এ প্রকার ছেলেমানুষী ব্যবস্থা নিতান্তই হাস্যজনক। কথাটা এই যে, কতকটা প্রাকৃতিক নিয়মের বশে কতকটা বা মানুষের নিষ্ঠুরতার ফলে স্থানবিশেষে কোনও কোনও পাখী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষিকার্য্যের বাধা জন্মাইবার জন্য যে সকল কীটের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাদিগকে সহজে নষ্ট করা এক প্রকার দুঃসাধ্য

হইয়া উঠে। পাশ্চত্য সমাজ অনেক স্থলে ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, পতত্রের লোভে অথবা খেলার ছলে অথবা আহার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পাখীর প্রাণসংহার করিয়া মানুষকে economic হিসাবে এত ঠকিতে হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা ব্যতীত তাহা সামলাইবার উপায় থাকে না। নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্‌এর ভূতপূর্ব প্রধান সচিব স্যর যোসেফ্ ক্যারুথস্ পাখীর উপকারিতা সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার একখানি পত্রিকায় (৫) (১৯১৭ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে) মার্কিণ দেশের অভিজ্ঞতার বিষয় এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—মার্কিণের যুক্ত রাষ্ট্রে সরকারি বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, কীট এবং মূষিকের উৎপাতে বৎসরে তিন শত কোটি টাকার লোকসান হয়; সেই সকল কীট ও মূষিক কিন্তু পাখীর কাছে সাধারণতঃ জব্দ থাকে। কোনও কারণে একবার মার্কিণের ইণ্ডিয়ানা ও ওহাইয়ো প্রদেশে কীটবৈরী কয়েকটি পাখীর উচ্ছেদসাধন করা হয়; সেই বৎসরেই প্রায় ষাট লক্ষ বিঘা জমির সমস্ত গম কীটেরা নষ্ট করিয়া ফেলে। অবশ্যই ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, লক্ষ লক্ষ মণ গম নষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আটা ময়দারও দাম চড়িয়া গেল। পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া (Pennsylvania) প্রদেশে আইনের দ্বারা পেচক ও শ্যেনের প্রাণসংহারের ব্যবস্থা করা হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ প্যাঁচা ও বাজ মারা হইল; এ দিকে ইঁদুরের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, বহু লক্ষ টাকার শস্য তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলিল। তখন নূতন আইন করিয়া ঐ সকল পাখী মারা বন্ধ করিতে হইল। পানামা খালের কাছে এত বিষাক্ত কীট আছে যে, প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ হুকুম জারি করিয়াছেন, সেখানে কোনও বন্য বিহঙ্গের প্রাণসংহার করা যেন না হয়। লর্ড কিচ্‌নার যখন মিশরদেশ শাসন করিতেছিলেন, তখন খেদিভ্‌কে দিয়া একটা

৫। Sydney Daily Telegraph, 12th October, 1917.

আদেশ প্রচার করান যে, কোনও কীটভুক্ পাখীকে ধরিলে বা মারিলে কিম্বা তাহার ডিম্ব নষ্ট করিলে, শাস্তি পাইতে হইবে। এইখানে বলা আবশ্যক যে, বকজাতীয় পক্ষী তুলার পোকা (cotton worm) খাইয়া ফেলে; অথচ এই বকের পতত্রের লোভে মিশরের লোকে ইহার প্রাণসংহার করিত। আমাদের দেশে বড় বড় নদীর বাঁধ অনেক সময়ে শঙ্খশম্বুকাদির দ্বারা জখম হইবার সম্ভাবনা থাকে। এস্থলেও ঐ বকজাতীয় পাখী সেই সকল বাঁধগুলিকে শম্বুকাদির কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

কৃষিবিভাগের কিম্বা পূর্ত্তবিভাগের দিক্ দিয়া দেখিলে, পাখীর আবশ্যকতা যে কত বেশী, তাহা বোধ হয় কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু পক্ষী সম্বন্ধে ষ্টেটের দায়িত্ব যে এইখানেই পর্য্যবসিত হইল, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। বন জঙ্গল ভাল করিয়া রক্ষা করা ষ্টেটের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। নানা কারণে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, দেশের শুভাশুভ অনেকটা বনস্পতির উপর নির্ভর করে। অতএব ষ্টেটের দেখা উচিত যে, কোন রকমে দেশের বড় বড় বনগুলির অনিষ্ট না হয়। সেই জন্য বন জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরকারি কর্ত্তৃপক্ষকে লইতে হইয়াছে; দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে Forestry নিতান্ত নগণ্য বিভাগ নহে। ভূয়োদর্শনের ফলে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অযাচিতভাবে পাখীর সাহায্য পাইয়া বনগুলিকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। যখনই কোনও কারণে বিশেষ বিশেষ উপকারী পাখীর অভাব ঘটে, তখনই দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য অনর্থের মধ্যে বনস্পতির ক্ষয় বিষম মারাত্মক হইয়া উঠে। পাখীর সহিত বনস্পতির এই সম্পর্কের মূলে কতকগুলা দুষ্ট কীট রহিয়াছে; সেই কীটগুলাই অলক্ষ্যে গাছপালার শনি হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি, গাছের গুঁড়ি ফুটা করিয়া বৃহৎ কাণ্ডটাকে ফোঁপ্‌রা করিয়া ফেলে। আমাদের কথাসাহিত্যে সেই

সমস্ত তরুকোটরে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কেমন করিয়
কখন এই তরুকোটর দেখা দিল, তাহার কোনও ইতিহাস সে
সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, প্রকা
গাছের গুঁড়ি ফাঁপা হইয়া গেলে, গাছটাই অসার হইয়া পড়িল
তাহার বার্ত্তাশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে economic utilit
অনেক কমিয়া গেল। প্রকৃতির বিচিত্র বিধানে কীটভুক্ কাঠঠোক্র
পাখী গাছের গুঁড়ি হইতে চঞ্চুপুট সাহায্যে দুষ্ট কীটগুলিকে ন
করিয়া দিয়া গাছটিকে রক্ষা করে। যে পেচককে লোকে সাধারণত
এত ঘৃণা করে, সেই নিশাচর পাখীটি মুষিকাদির প্রাণসংহার করি
দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। কৃষিবিভাগে এবং জঙ্গল
বিভাগে এই মুষিকের উৎপাত এত বেশী যে, সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহাকে
ছয়টা প্রধান উৎপাতের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত কর
হইয়াছে,—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ মুষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ।
অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

এই মুষিকধ্বংসকারী পেচক অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়
মানুষের অজ্ঞাতসারে মানবসমাজের উপকার সাধন করে বটে, কিন্তু
আমরা মূঢ়তাবশতঃ আমাদের উপকারী বন্ধুগুলিকেই অনেক সময়ে
বিনষ্ট করিয়া ফেলি। আর যে শুক পাখীকে আমাদের দেশে একটা
ভয়ঙ্কর ঈতি বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে, যাহাকে বিদেশীয় পক্ষি-
তত্ত্ববিদ্গণ 'the greatest bird-pest we have in India'
বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, সে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। সকল প্রকার শস্য ও ফলমূল নষ্ট করিতে শুকের
সমকক্ষ কেহ নাই। অথচ সেই শুক আমাদের গানে ও গল্পে, ঘরে
ও বাহিরে, সমাজের সহিত প্রীতিবন্ধনে গ্রথিত হইয়া আছে।

দেশের আপামর সাধারণের খাদ্যের ব্যবস্থা করা ষ্টেটের প্রধান কর্ত্তব্য। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খাদ্য হিসাবে পক্ষিপালন করা ষ্টেটের কর্ত্তব্য। অন্ততঃ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ও চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশে মানুষের খাদ্যের জন্য পক্ষি-পালনের ব্যবস্থা আছে; ষ্টেট যে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষভাবে পাখী লইয়া farming আরম্ভ করিয়া দেয়, এমন কথা আমি বলিতেছি না; তবে অনেক প্রকারে ইহার সাহায্য করিয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত যতটুকু আলোচনা করিলাম, তাহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারিবে যে, কোনও বিধ্বস্ত দেশের পুনরুদ্ধারকল্পে সেই দেশবাসীর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে হইলে, যদি সম্পূর্ণরূপে সুফললাভের প্রত্যাশা করিতে হয়, তাহা হইলে মানবেতর বিহঙ্গকে বাদ দিলে চলিবে না। যদি স্বদেশের মাটি, স্বদেশের জল, স্বদেশের ফুল, স্বদেশের ফলকে ধন্য করিতে চান, তাহা হইলে মানুষকে নিজের সমাজবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পাখীর সহিত অনেক স্থলে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, আবার কোনও কোনও স্থলে বৈরি-ভাব স্থাপন করিতে হইবে। বেল্‌জিয়মের মত দলিত ভূখণ্ডকে সুজল, সুফল, শস্যশ্যামল করিতে হইলে, কেমন করিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে, তাহার সম্যক্ আলোচনার স্থান ও সময় আমাদের এখন নাই; তবে পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে কতকটা পথনির্দ্দেশের চেষ্টা করিলে, তাহা বোধ হয়, ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে না। তাই আজ যখন চারিদিকে Reconstruction ও Reparationএর কথা শুনিতে পাই, তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে যে, সাড়ে চার বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ গুলি-গোলা ও বোমায় যে সকল মানবসহায় পাখী বিনষ্ট ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া গেল, তাহার কোনও reparation হইবে কি?

পাখীর খাঁচা না পাখীর আশ্রম ?

বিধ্বস্ত বেলজিয়মের পুনর্গঠনপ্রসঙ্গে যে সকল মানব-সহায় বিহঙ্গের আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাদের সহিত বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা যে শুধু বিলাসবিভ্রমের অঙ্গ বলিয়া মনে করা উচিত, তাহা নহে। আমাদের সুখের সময় হয় 'ত তাহারা ভোগের নানা বিচিত্র সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র একটা উপকরণরূপে পরিগণিত হয়;—মানবাবাসে পিঞ্জরস্থ বিহঙ্গে অভ্যস্ত হইয়া আমাদের চিত্তবৃত্তি হয় 'ত কতকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যদি আমরা ভাল করিয়া জানিতে ও চিনিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অনেক সময়ে আমাদের দেশের ও মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারা বিপথগামী হইতে পারে না। এত বড় কথা যদি কোনও Ornithologist জোর করিয়া বলেন, তাহা হইলে ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্রোহী হইয়া মাথা নাড়িতে পারিবেন না। পক্ষী সম্বন্ধে আমি কোনও প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি না। সুদূর অতীতে কেমন করিয়া দুটি ভাই দুইটি গিরিশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া, উড্ডীয়মান পাখীর গতি দেখিয়া একটা ক্ষুদ্র নদীর তীরে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; কেমন করিয়া পরে রোমের পুরোহিতমণ্ডলী বিহঙ্গদেহের অংশ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বদেশের ভাবী শুভাশুভ গণনা করিয়া বলিয়া দিতেন (১);

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা, পি, আর, এস, মহাশয়ের The Religious Aspects of Ancient Hindu Polity নামক সুলিখিত প্রবন্ধে ইহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। (Modern Review, January 1918).

এই সমস্ত পৌরাণিক তথ্য আমাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত নহে; অথচ এই সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কালে রোমক সভ্যতার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মানুষের সঙ্গে পাখীর নিবিড় সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। পাখী যে মানবের সখা হইতে পারে তাহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। যে পাখীকে বলি দেওয়া হইত, তাহার অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া পুরোহিত stateকে কোনও কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত কি না—বলিয়া দিতে পারিতেন; অথবা আকাশমার্গে স্বাধীন পাখীর বিচরণ ও গতিভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ বিচার করিতে বসিতেন। সমগ্র রোমক সমাজ বহু দিন ইহা মানিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোনও নিগূঢ় রহস্য আছে কি না—বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে তাহার আলোচনা আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন।

সে কথা যা'ক্। য়ুরোপে মধ্যযুগে অভিজাত-সমাজের যুবকগণ অশ্বপৃষ্ঠে শিকার করিবার জন্য বাম বাহু-প্রকোষ্ঠের উপরে যে শ্যেন পক্ষী লইয়া বাহির হইত, তাহা তৎকালীন পাশ্চাত্য অভিজাত-সমাজের ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া গিয়াছে; সে প্রসঙ্গেরও উত্থাপন করিতে চাহি না।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাঁহার প্রতিভায় ও সমর-নৈপুণ্যে জগৎ চমকিত হইয়া গিয়াছিল, সেই বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ানের জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিতে বসিয়া ফরাসী ইতিহাস-রচয়িতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—হায়! যদি ১৮১১ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন! সারস জাতীয় পাখীগুলি দলে দলে য়ুরোপ-ভূখণ্ডে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রয়াণ করিতেছিল; তবুও তাঁহার চোখ ফুটিল না; তাহারা যে দারুণ শীতের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন

না; সম্রাটের নিকটে এই যাযাবর খেচরের দৌত্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহারা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দক্ষিণে আশ্রয়লাভ করিয়া বাঁচিল;—আর নেপোলিয়ন রহিলেন—মস্কো নগরীতে! * * * নেপোলিয়নের জীবনের করুণতম tragedy সম্ভাবিত হইত না, যদি তিনি একবার চোখ মেলিয়া পাখীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

নেপোলিয়নকে দোষ দিলে চলিবে না। পাখীর গতিবিধি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক এ কথা মানব-সমাজে কয়জন স্বীকার করিয়া থাকেন? এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানগৌরবের দিনে যাহারা এ কথা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন পর্য্যবেক্ষণের উৎকৃষ্ট রীতি অবগত আছেন? তবে একটু সুলক্ষণ এই যে, নানা কারণে স্বার্থপর মানবসমাজের মধ্যে অনেকে অনেক প্রকারে পাখীর জীবন-লীলা যথাসম্ভব আগাগোড়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রধানতঃ আমরা এ স্থলে দুই শ্রেণীর পর্য্যবেক্ষক দেখিতে পাই,—একদল লোক আছেন যাহারা বাড়ীতে পাখী পুষিয়া পিঞ্জরমধ্যে অথবা কৃত্রিম পক্ষিভবনে পক্ষিজীবনের ইতিহাস আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতে চেষ্টা করেন। আর এক শ্রেণীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু নিজের গৃহে বনবিহঙ্গকে না আনিয়া নিজ গৃহ ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে মুক্ত আকাশতলে স্বাধীন বিহঙ্গজীবন নিরীক্ষণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই গোড়া হইতে প্রথম শ্রেণী ভুক্ত হইয়া পড়ি। অনেকের মধ্যে এইরূপ ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, এই প্রকারে পাখীকে আমাদের অত্যন্ত নিকটে টানিয়া আনিতে পারিলে এবং যথারীতি পরিচর্য্যা করিয়া তাহাকে কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্যক্‌রূপে জানিবার যত সুবিধা হয়, তত আর কিছুতেই হয় না। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের এ ধারণা এখনও অনেকটা অটল রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে টলাইবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে। পুরাতন সংস্কারের ভিত্তি পাকা নহে, এই কথাই নব্যতন্ত্রের পর্য্যবেক্ষকসম্প্রদায় জোর করিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এমন ভাবে করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন বলিতে চাহেন যে, প্রাচীন মতাবলম্বী কুসংস্কারাপন্ন aviculturist তাঁহাদের করুণার পাত্র; অনেক খরচ পত্র করিয়াও তাঁহারা এতদিন বিহঙ্গ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় তাঁহাদিগকে অধিক দূর লইয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের কিংবা পালিত পাখীদের ইষ্টসাধন করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বিচার করিতে বসিলে তাঁহাদের বিচক্ষণতার বেশী প্রশংসা করা যায় কি না সন্দেহ। তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যেও তাঁহাদের সাধের খাঁচার পাখী অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু হইয়া যায়? রুগ্ন হইয়া পড়ে? বিবর্ণ অথবা হীনবর্ণ হইবার সম্ভাবনা তাহাদের থাকে? তবে কেন আমরা সেই পাখীকে উড়াইয়া দিয়া কাননে-কান্তারে তাহার অনুসরণ করিয়া, আসল পাখীটির স্বরূপ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করি না? তবে অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে যে, বনে জঙ্গলে স্বাধীন পাখীর গতিবিধি, উড়িবার ভঙ্গী ও নীড়রচনার পদ্ধতি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার ব্যবস্থা না করিলে, কেবল পাখীটিকে জঙ্গল হইতে ধরাইয়া আনিয়া মানবাবাসে নানা উপায়ে পোষ মানাইবার চেষ্টা করিয়া, তাহার গতিবিধি ও উড়িবার ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করায়, বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুফল লাভের প্রত্যাশা থাকিতে পারে না। নীড়রচনার কথা'ত আমাদের পক্ষিগৃহমধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে না তুলিলেই ভাল; কারণ, মানবরচিত নীড়গুলি যে সকল রকমে কৃত্রিম দাঁড়াইয়া যায়—ইহা মানিয়া লইতেই হইবে। যথাসম্ভব হিসাব করিয়া আমরা যে বাসাটি পাখীর উপযোগী বিবেচনা করিয়া সযত্নে নির্ম্মাণ করিলাম (এবং তাহা না করিলে নয়) তাহা

যে ঠিক বনে-জঙ্গলে গাছের পাতার অন্তরালে অথবা ঝোপের মধ্যে, তরুকোটরে, গুহাভ্যন্তরে অথবা গৃহবলভিতে বিভিন্ন শ্রেণীস্থ পক্ষীর স্বরচিত কুলায়ের অনুরূপ সর্ব্বতোভাবে হয়, এরূপ মনে করা চলে না। তবে যে আমাদের রচিত বাসাগুলির ভিতর পাখীরা অল্প সময়ের মধ্যে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, এই adaptability অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থার সহিত অনায়াসে অথবা অল্প আয়াসে মিলাইয়া চলিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া বিহঙ্গতত্ত্বজিজ্ঞাসু, এই প্রকার পক্ষিপালন-প্রথার ভিতর দিয়া বিহঙ্গতত্ত্বের অনুশীলন করা যে একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়—তাহা কেমন করিয়া বলিবেন? অতএব কি উপায়ে পাখীকে স্বাধীন অবস্থায় সম্যক্‌ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত করা যাইতে পারে, তাহার উদ্ভাবন করা আবশ্যক। নব্য সম্প্রদায়ের বিহঙ্গবিৎ বলেন যে, সে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ;—aviary পরিত্যাগ করিয়া sanctuaryর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই sanctuary শব্দে সহজেই অনুমিত হইবে, পাখীর জন্য যে স্থানটি বিশেষভাবে রক্ষিত হইবে, তাহা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করা চাই। প্রাচীন গ্রীস্‌ দেশে যেমন কোনও ব্যক্তি মন্দির-মধ্যে আশ্রয় লইলে কেহ তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না, সেই sanctuary তাহাকে রক্ষা করিত ; সেইরূপ এই অত্যন্ত আধুনিক bird-sanctuaryর মধ্যে যে কোনও পাখী আসে, কেহ তাহার হিংসা করিতে পাইবে না। একটা প্রকাণ্ড বাগান, নানা বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন ; বাগানের অধিকাংশ গাছের ফল পাখীর আহারের উপযোগী ; সবুজ বৃক্ষপত্রান্তরালে তাহারা যথেচ্ছ বিচরণ অথবা বিশ্রাম লাভ করিতে পারে ; যেখানে সুবিধা হয় সেখানে নিজ নিজ উপযোগী বাসা নির্ম্মাণ করে ; সেই বাগানের মধ্যে জলজ উদ্ভিদশোভিত সরোবর জলচর অথবা উভচর পাখীর জন্য বিরাজ

করে। পাখীকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয় না; সে আসে, যায়, থাকে, গৃহস্থালী করে;—কোনও বাধা দেওয়া হয় না, কিন্তু তাহার আসা যাওয়া, থাকা ও ঘরকন্না করা, আগাগোড়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করা হইয়া থাকে। পাখী যে যে খাদ্য খাইতে ভালবাসে তাহা বাগানের এমন স্থানে এমন ভাবে রাখা হয় যে তাহা অদূরবর্ত্তী বাতায়ন হইতে সহজেই মানুষের চোখে পড়িতে পারে। দূরবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে সমস্ত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যহ বিহঙ্গ-জীবনের ইতিহাস লিখিলে অনেক রহস্যের সদুত্তর পাওয়া যায়। দূরদেশ হইতে পাখী আসিয়া ইচ্ছামত যাহাতে বাসা করিতে পারে, তজ্জন্য ঝোপের মধ্যে অথবা বৃক্ষশাখায় কৃত্রিম মানবরচিত নীড়াধার বিলম্বিত অথবা সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। কোন্ যাযাবর পাখী বৎসরের কোন্ ঋতুতে বাগানে আসে, কিরূপে কতদিন সেখানে জীবন যাপন করিয়া কবে সেখান হইতে চলিয়া যায়; পরবৎসরে আবার সেই ঋতুতে সেই সময়ে বাগানে সে ফিরিয়া আসে কি না; পুরাতন অভ্যস্ত নীড়াধারের মধ্যে আবার নূতন করিয়া গৃহস্থালী পাতে কি না এবং ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সে দেশান্তরিত হয় কি না;—পক্ষিজীবনের এই সমস্ত ছোট ছোট রহস্যময় ঘটনা এ ক্ষেত্রে এমন ভাবে দেখিবার যত সুযোগ হয়, তত আর কিছুতেই হয় না। প্রতিবৎসর এই সব বাগানে উড়িয়া আসিবার ও কিছুদিন অবস্থান করিবার অভ্যাস জন্মাইয়া গেলে কোনও কোনও যাযাবর পাখী হয় 'ত ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর তাহার পুরাতন বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, কালক্রমে তাহার যাযাবরত্ব অনেকটা কমিয়া যায় এবং স্বেচ্ছায় এই সব নূতন জায়গায় শাবক উৎপাদনে সে সঙ্কোচ বোধ করে না।

নব্যতন্ত্রদিগের এই বিহঙ্গাশ্রম ব্যাপারটি তুচ্ছ মনে করিলে তাহাদের সমস্ত উদ্যমের উপর অবিচার করা হইবে। বিশেষতঃ

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এখন জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই মানবজীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রবল চেষ্টা হইতেছে। এ অবস্থায় মানবসহায় বিহঙ্গকে যে-উপায়ে ভাল করিয়া চিনিতে পারা যায় এবং আমাদের উপকারে লাগাইবার জন্য তাহাকে আপদ্ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা যত্ন সহকারে আলোচিত হওয়া উচিত। এই যে আশ্রমের কথা উঠিয়াছে, ইহা বিশেষভাবে মার্কিন দেশে সুন্দররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাখীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক, বিহঙ্গজাতি সম্বন্ধে এই Declaration of Independence মার্কিন দেশেই শোভা পায়। মার্কিন দেশের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজ্‌ভেল্ট হিংস্র জন্তু শিকার করিতে ভালবাসিতেন; তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি আফ্রিকায় মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আজীবন পাখীর পরিচর্য্যা যে ভাবে করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী অনেক বালক ও প্রৌঢ় যেমন করিয়া পক্ষিরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মার্কিন দেশ 'ত য়ুরোপের মত এই মহাসমরে বিধ্বস্ত হয় নাই; তাহার Reconstruction সমস্যা উৎকটভাবে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় নাই; কিন্তু তবুও তথায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য পাখীর সেবায় মানুষকে রত থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। যে দেশ এই মহাসমরান্তে ক্ষুধিত মধ্য-য়ুরোপকে প্রায় শত-কোটি মণ আহার্য্য সামগ্রী যোগাইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন করিবার জন্য সমস্ত প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে; এবং সেই শস্যাদিকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে যে পাখীর সাহায্য লইতে হইয়াছে তাহার সহিত নানা প্রকারে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। তাই দেখিতে পাইতেছি যে, রুজ্‌ভেল্টের মৃত্যুর পরে যখন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিবার চেষ্টা হইল,

তখন অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহার এই পক্ষিপরিচর্য্যার কথাটার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি যৌবনে বৈজ্ঞানিকের মত পক্ষিসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন; প্রেসিডেণ্ট-পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পক্ষিরক্ষা করা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য; এবং স্বাধীন বন্য বিহঙ্গের জন্য একান্নটি বিহঙ্গাশ্রম রচনা করিয়াছিলেন (২)। যে দেশের কর্ত্তৃপক্ষেরা পক্ষিপরিচর্য্যাকে এরূপভাবে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, সে দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে অথবা বিশিস্ট সমিতিতে যে, পাখীর সহিত মানবশিশুর প্রীতির সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করা হইবে তাহা বিচিত্র নহে! এক একটা ক্লবে সভ্যসংখ্যা ২০৷২২ হাজার। ওহিয়ো (Ohio) প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী একস্থানের কর্ত্তৃপক্ষেরা সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, সে স্থানের সমস্ত কোম্পানীর বাগান চিরকালের জন্য পাখীর আশ্রম বলিয়া বিবেচিত হইবে; এবং পাখীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পল্লীবাসী বালক-বালিকার উপর ন্যস্ত করা হইল (৩)। শুধু যে ছোটখাট বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া পাখীর চর্চ্চা করা হয় তাহা নহে; কোনও কোনও Universityতে বিহঙ্গতত্ত্ব অধ্যাপনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের

২। He was a scientific collector of birds in his youth and in manhood sought the fiercest animals of the jungle and brought his trophies to museums where the public might look upon them and learn. As President he established the principle of Government bird-reservation and created fifty-one of those national bird-life sanctuaries"—

—Bird-Lore, march-April 1919, p. 139.

৩। "Toledo's parks and boulevards are hereby declared to be permanent bird sanctuaries...... I hereby appoint the boys and girls of Toledo as guardians of the birds, to work with the city adminstration for their protection"—Extract from the Mayor of Toledo (Ohio)'s proclamation on April 2. 1919.

পুনর্গঠনের দিনে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও আমাদের দেশ কৃষিজীবীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তথাপি কৃষকের সঙ্গে পাখীর সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তাহা আমাদের কোনও রাষ্ট্রীয় অমাত্য অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুঝিবার অথবা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। মার্কিনদেশে এই যে বালকবালিকাগণকে লইয়া পাখীর আলোচনা করা হয়, ইহা কেবল museumরক্ষিত পাখীর শব লইয়া নাড়াচাড়া করা নহে;—খাঁচার পাখীকে লইয়াও তাঁহাদের কাজ চলে না; একেবারে স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিতে ও দেখাইতে হইবে—এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যাপারে দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, সে দিন শিমলা শৈলে, বড়লাট বাহাদুর আমাদের University Commission Report আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে শিল্পের উন্নতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, অতএব নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের ভাবী industryর উন্নতির কথা চিন্তা করিতে হইবে, কারণ এ যুগ industryর যুগ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে মুখ্যভাবে কৃষিবিদ্যার সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং কৃষিবিদ্যার উন্নতিকল্পে যে যে উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত, অন্ততঃ আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে ঐ উদ্দেশ্যে যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে, সে সমস্ত প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হইল না। শিল্পজীবী মার্কিন যখন কৃষিবিদ্যার উন্নতির কথা ভাবিতেছে, কৃষিজীবী ভারতবর্ষ কৃষিবিদ্যায় কোনও প্রকার উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিয়া শিল্পোন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছে।

কিন্তু আমরা বিহঙ্গাশ্রমের কথা বলিতেছিলাম। State পাখীর জন্য স্বতন্ত্র বাগানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; দেশের লোক নানাজাতীয় পাখীর আনাগোনা, চলাফেরা, স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি

নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ করিয়া লইল; দেশের ছেলেমেয়েরা পাখীদের জন্য নীড়াধার রচনা করিয়া গাছের ডালে অথবা ঝোপের মধ্যে উহা রাখিয়া আসে; পাখীর আহারসামগ্রী রাখিবার জন্য স্বহস্তে টেবিল তৈয়ারি করিয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার উপরে বন্য ফল ও শস্যাদি ছড়াইয়া দিয়া এমন স্থানে রাখিয়া আসে যে, অতি সহজেই এই খাদ্য-ব্যাপারের আগাগোড়া তাহাদের চোখে পড়ে।

নব্যতন্ত্রের অনুষ্ঠিত এই সকল ব্যাপারের উপকারিতা যথোচিত স্বীকার করিয়াও পুরাতন পক্ষিপালকগণ যে যে বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টার সার্থকতা এবং ইঁহাদের ত্রুটি ও বিচ্যুতি দেখা যায় তাহা খুব স্পষ্টভাবে প্রচার করিতে এখনও কুণ্ঠিত বোধ করেন না।

* * * * *

পাখীর আশ্রমের উপকারিতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল কথা বলা হয়, তাহা অবশ্যই এখনও বিচার করিয়া দেখা হয় নাই, কেবল সেই কথাগুলিই পাঠকবর্গকে সঙ্ক্ষেপে শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ যেন মনে না করেন যে, আশ্রম কিংবা খাঁচার দলের মধ্যে একটা বিরোধ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। উভয়েরই লক্ষ্য এক,—পাখীর সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান যথাসাধ্য প্রসারিত করা। আদিম যুগে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রথম অবস্থায়, বনে, জঙ্গলে, মাঠে, ঘাটে পাখীর সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমাদের এখন আলোচ্য বিষয় নহে। তবে সমাজবদ্ধ মানবের পৌর ভবনে সেই সকল পূর্ব্বপরিচিত বন্য বিহঙ্গের অনেকগুলি আশ্রয়লাভ করিয়া নানাপ্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তখন হইতে মানবাবাসে পাখীর জন্য খাঁচা ও বাসযষ্টির আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। যে-বন্য বিহঙ্গের সহিত মানুষ পূর্ব্বে সম্যক্‌রূপে পরিচিত

হইতে পারে নাই, খাঁচায় রাখিয়া তাহার রীতিনীতি, গতিবিধি, আহার, উৎপতনভঙ্গী প্রভৃতি দেখিবার যথেষ্ট সুযোগ করিয়া লইয়াছে। তাহারই ফলে এতদিনে খাঁচার পাখী লইয়া aviculture বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া মানবের আনন্দ ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবীন আশ্রমপন্থীরা ঠিক যে অস্বীকার করেন তাহা নহে; তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, আবার খাঁচার পাখীকে বনের পাখী করিয়া দিলে, আমাদের অধিকতর জ্ঞানলাভ হইতে পারে এবং পাখীদেরও পক্ষে অধিকতর হিতকর হইতে পারে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, বহু যুগ ধরিয়া মানবাবাসে পিঞ্জরস্থ বিহঙ্গকে চিনিয়া লইবার সুযোগ যদি আমাদের না হইত, তাহা হইলে আজ সেই বনের পাখীকে বনে উড়াইয়া দিয়া তাহার সম্বন্ধে কি কি বিষয়ে scientific observation হওয়া উচিত (যাহা আবদ্ধ অবস্থায় হয়'ত ঠিক হইতে পারিত না) তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিতেন? পিঞ্জর-মধ্যে কৃত্রিম পরিবেষ্টনীর ভিতরে পাখীর বর্ণ, কণ্ঠস্বর ও সাধারণতঃ জীবনের ইতিহাস—পুরুষানুক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে হয়'ত এ প্রশ্ন উঠিতে পারে,—স্বাধীন বন্য অবস্থায় প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত হইয়া ইহার বর্ণ, কণ্ঠস্বর প্রভৃতির কোনও তারতম্য হয় কি না? কোনও পক্ষিতত্ত্ববিৎ এই প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করেন না। তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উপর অবৈজ্ঞানিকতার দোষারোপ করা হইত। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের বহুযুগব্যাপী সাধনার ফলে পক্ষী সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ কিছু নূতন কথা বলেন, তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক; দেখিতে হইবে যে নূতন কিছু জোর করিয়া বলিলে টিকিবে কি না। এই যে একটা রব উঠিয়াছে,—খাঁচার পাখীকে

স্বাধীনতা দেওয়া হউক, তাহা হইলেই তাহার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে,—ইহার মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে ভাবিয়া দেখিলে এমন অনেক কথা আসিয়া পড়ে, যে সম্বন্ধে পাকাপাকি কোনও মন্তব্য করা কঠিন। কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়া যদি পাঠকের উপরে বিচারের ভার দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে :—(১) মানবাবাসে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া কোনও কোনও পাখী কি প্রকৃতিদত্ত স্বীয় বর্ণ হারাইয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন বা নূতনে পুরাতনে মিশ্রিত কোনও বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হয় ? (২) যদি কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থা বশতঃ এইরূপ হইতে দেখা গিয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় এই যে প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে এরূপ বর্ণবিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হয় কি না ? (৩) Melanism অথবা অসিত-বরণ-প্রাপ্তিপ্রবণতা এবং albinism অথবা সিতবরণ-প্রাপ্তিপ্রবণতা যে বন্য অবস্থায় পক্ষিজাতির মধ্যে আদৌ অপ্রতুল নহে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি ? (৪) Hybridism বা বর্ণসাঙ্কর্য্য যে খাঁচার পাখীর একচেটিয়া নহে, তাহা পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন কি ? (৫) খাঁচার পাখী অনেক সময়ে মানুষের গীতবাদ্য অথবা অন্য পক্ষীর কণ্ঠস্বর যেমন অনুকরণ করিয়া থাকে, স্বাধীন অবস্থায়ও সেইরূপ করিতে দেখা যায় না কি ?

এখন যদি বিচার করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, খাঁচার সাহায্যে মানবালয়ে পক্ষিপালন-প্রথা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহার বর্ণ, স্বর, বর্ণসাঙ্কর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে আমরা অবস্থান্তরে স্বাধীন বন্য বিহঙ্গের বর্ণ, স্বর ও বর্ণসাঙ্কর্য্যের বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি। পক্ষিবিজ্ঞান-শাস্ত্রে এইরূপ সাধনার ফলে সুধীগণ অনেকগুলি data লইয়া নানা দিক্

হইতে পাখীর জীবনরহস্য-যবনিকা উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেই সমস্ত dataর যাথার্থ্য বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার জন্য যদি একদল নবীন তত্ত্বজিজ্ঞাসু "আশ্রমের" কথা তুলিয়া থাকেন, তাহাতে aviculture এর—পিঞ্জরস্থ-পক্ষিপালনের—অগৌরব কিছুই নাই। কারণ, পিঞ্জরে পাখী পোষার ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের পক্ষে পাখীকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইত না। পাখীকে মানুষের আলয়ে রাখায় শুধু যে সে একটা আনন্দের উপাদান হইয়া আছে তাহা নহে; সে আমাদের অনেক অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিয়া আমাদের জ্ঞানের পথ এমন ভাবে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে যে, মানব-সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিপালন-প্রথা অথবা aviculture এর ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছে। এখন যদি এমন অবস্থা দাঁড়াইয়া থাকে যে পিঞ্জরের মধ্যে অথবা গৃহবলভিতে আশ্রিত পক্ষী সম্বন্ধে যত কিছু জানা সম্ভবপর তাহা জানা হইয়াছে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে ভাবে aviculture করিয়া আসা হইতেছে তাহার চরম পরিণতিতে আর কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা অবশ্যই একেবারে প্রতিহত হইয়া যে স্তব্ধ হইয়া পড়িবে এমন নহে;—নিশ্চয়ই কোনও নূতন পথ অবলম্বনে পক্ষিজীবনের বিচিত্র ইতিহাস অভিনব উপায়ে পর্য্যালোচনা করিবার চেষ্টা হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। এরূপ না হইলেই অন্যায় হইত; বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এই ভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; কেহ কোথাও কখনও নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায় না; সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন, নানা দিক্ হইতে তাহার উপর রশ্মিপাত করিতে পারিলে খাঁটি সত্য পাওয়া যাইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে যে, বিহঙ্গতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যে রেখা ধরিয়া এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, আজ কি তাহার এমন চরম সফলতা হইয়াছে, অথবা অত্যন্ত করুণ নিষ্ফলতা প্রকাশ পাইয়াছে

যে, সেই সফলতা অথবা ব্যর্থতার জন্য মানুষের চিন্তার ধারা অথবা পর্য্যবেক্ষণের রীতি রেখান্তরে বিন্যস্ত হইবে? এক কথায় ইহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন; অবশ্যই গোঁড়ামীর পক্ষে আদৌ কঠিন নহে, কারণ তখন জোর করিয়া হাঁ অথবা না বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এখন পর্য্যন্ত সফলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে খোলসা ভাবে শুধু হাঁ কিম্বা না বলা চলিবে না। কে বলিবে যে, অতীতের সমস্ত চেষ্টার পরিপূর্ণ পরিণতি হইয়াছে অথবা সবটাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে? হয়'ত পক্ষী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে, তাই বলিয়া তাহার যতটা পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে aviculturist-এর চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই—ইহা নিশ্চয়। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, তাহার বর্ণ, তাহার কণ্ঠস্বর, নীড়নির্ম্মাণে নিপুণতা অথবা অক্ষমতা, ঋতুবিশেষে পক্ষিদম্পতির গৃহস্থালী, বাসাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি যত কিছু খুঁটিনাটি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার সুযোগ খাঁচার ব্যবস্থা না থাকিলে কি পাওয়া যাইত? তাই অনেকের কাছে পাখীর জীবন-কাহিনীতে অনাবিষ্কৃত বিশেষ কোনও রহস্য নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তবে এই যে "আশ্রমের" কথা উঠিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু খাঁচায় পোষা পাখী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিলে বনের পাখীকে আবার বনে ছাড়িয়া দেওয়া হউক একথা উঠিতে পারিত না; অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে আবদ্ধাবস্থায় আমাদের সঞ্চিত জ্ঞান অভ্রান্ত সত্য কি না—তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার অবয়ব, বর্ণ-বৈচিত্র্য, কণ্ঠস্বর, নীড়রচনা, গৃহস্থালী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিবার চেষ্টা করা উচিত।

বেশ কথা। ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহাতে সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু এতদিনকার aviculture-এর কাছে শুধু এই নবীন সম্প্রদায় কেন,

সমস্ত মানবসভ্যতা কি অন্য কোনও প্রকারে ঋণী নহে? যে পাখী লইয়া এতদিন আমরা নাড়াচাড়া করিয়া আসিতেছি, তাহা সাধারণ Biology অথবা জীবতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কতটা প্রস্ফুট করিয়া সভ্যজগতের চিন্তার ধারাকে বহুধা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, সে কথা না হয় এখন নাই তুলিলাম; কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিহাস হইতে তাহা যদি বাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর এক কথা এই যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার সঙ্গে বিহঙ্গতত্ত্ব ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ। সম্প্রতি এক জন পাশ্চাত্য লেখক একখানি পক্ষিতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় (৪) এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—Our science is capable of indefinite expansion, and by no means limited to the mere keeping of live birds. The study of living creatures is of the greatest service not only to the arts ancillary to zoology (such as taxidermy) but also to remoter pursuits, such as agriculture and medicine.—পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে Science শব্দটী পরিষ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং লেখক মহাশয় বলিতে চাহেন যে, অন্যান্য exact science-এর সহিত aviculture সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছে; এমন ভাবে বসিয়াছে যে, পাখীকে ভাল করিয়া না জানিলে আরও কয়েকটী বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কথাটা খুব বড়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্ববিৎ অকুণ্ঠিতভাবে ইহা প্রচার করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে যে রীতিমত খাঁচায় পুরিয়া পক্ষিপালন প্রথা ধারাবাহিকভাবে এতদিন ধরিয়া উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে অগ্রসর হইয়া না চলিলে তিনি এত জোর করিয়া এ কথা বলিতে

৪। Dr. Graham Renshaw in Avicultural Magazine vol. ix. No. 4 (Feb. 1918), p 136.

পারিতেন না। বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভিতর দিয়া পক্ষিপালক যে নূতন নূতন তথ্যে উপনীত হইতেছেন, তাহা দেখিলে ধারণা করিতে পারা যায় কেমন করিয়া art সময়ে সময়ে natureকে ছাড়াইয়া নব নব সৌন্দর্য্যে প্রকটিত হইতে পারে। কতকটা কৃত্রিম বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তাহার জীবনের বহুযুগব্যাপী ইতিহাসে এইরূপ কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পাখীকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে; পক্ষিজাতির উদ্ভবের প্রথম অবস্থায় যখন সবে মাত্র তাহার অবয়বে পতত্রের সূচনা হইয়াছিল, তখন হইতে সেই পতত্রের ও তাহার বর্ণের নব নব উন্মেষ যে হইয়া আসিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না; এমন কি কোনও কোনও পণ্ডিত এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করিয়া বসিয়াছেন যে, পতত্রের গঠন ও বর্ণের বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন পরে পরে যুগযুগান্তরব্যাপী বিবর্ত্তনের ফলে কি ভাবে হইয়া আসিয়াছে, তাহা অনেকটা ঠিক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সেই সকল উক্তির মধ্যে যাহা কিছু ইতরবিশেষ আছে, তাহা লইয়া তাঁহারা বাগ্‌বিতণ্ডা করুন; যতদিন না পণ্ডিত-সমাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইতে পারেন, ততদিন এই কূট তর্ক চলিতে থাকুক; একদিন আমরা অবশ্যই অবিসংবাদী সত্যে উপনীত হইব। তবে এক বিষয়ে সকলেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—সেটি এই যে, যে কোনও কারণেই হউক বিহঙ্গজাতির ক্রমবিকাশে বহুল পরিমাণে বর্ণের ও অবয়বের variation হইয়া আসিয়াছে। আপাততঃ এইটুকু মাত্র স্বীকার করিয়া লইলে আমরা এই নবীন আশ্রমবাদীদিগের একটা সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পারি। ইহাঁদের অনেকের বিশ্বাস যে, কেবল আবদ্ধ অবস্থায় পাখীর বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে; প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গণে বনে জঙ্গলে, স্বাধীন অবস্থায় এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। আধুনিক-

তম পক্ষিবিজ্ঞান তারস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা সংকীর্ণতার ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন। এ'ত গেল একটা কথা। আবার কখনও বলা হয় যে, মানুষ জবরদস্তি করিয়া খাঁচার মধ্যে বিভিন্নজাতীয় পোষা পাখীর যৌনসম্মিলন ঘটাইয়া যে বর্ণসাঙ্কর্য্যের প্রশ্রয় দেয়, তাহা অপ্রাকৃত, অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত কৃত্রিম। কিন্তু যে পক্ষিপালক-দিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তাঁহারই এই নবীন আশ্রমপন্থীদিগের বহু পূর্ব্বে মুক্ত অবস্থায় স্বাধীন পাখীর আহার বিহার ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেখানেও বিভিন্নজাতীয় পাখীদের মধ্যে অবাধ যৌনসম্মিলনের ফলে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইতেছে। বরং এক্ষেত্রে পক্ষিপালক স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি সাবধান হইয়া যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া খাঁচার মধ্যে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির সহায়তা করেন, তাহা অনেক সময়ে অন্ধ instinct-প্রণোদিত হইয়া বনে জঙ্গলে যে সকল বর্ণসঙ্কর প্রসূত হয়, তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর উন্নত। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকার খাঁচার সাহায্যে hybrid culture বা বর্ণশাঙ্কর্য্যানুশীলন করিলে আমরা পাখীর আদিম প্রকৃতিগত দেহাবয়ব সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারি; প্রথমে তাহার কি প্রকার রং ছিল? সে রংটা একেবারে বিলুপ্ত হইল অথবা রূপান্তরিত হইল? নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া আবার কোনরূপে পুং স্ত্রী পক্ষিযুগলকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া আমরা সেই সমস্ত অতীত ইতিহাসের লুপ্ত কাহিনী পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে পারি, এ কথায় পণ্ডিতগণ দ্বিধা করিতেছেন না। অতএব এই hybrid culture লইয়া কেহ যদি তাঁহাদিগকে দোষ দিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে পাণ্ডিত্যের অথবা সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

খাঁচায় পুষিয়া পক্ষিপালন করার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ

আনা হয় ;—কৃত্রিম পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় না কি পাখীর পরমায়ু কমিয়া যায়। এরূপ মন্তব্য যে অনেকটা ভ্রমাত্মক—সে বিষয়ে পক্ষিপালকদিগের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ পাখীর সুস্থতা ও অসুস্থতার পরিমাপ করা সহজ নহে ; তবে অন্যান্য জীব-জন্তুর মত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বিহঙ্গ প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে রোগে ভুগিয়া থাকে ; শুধু আবদ্ধ অবস্থায় নহে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেও তাহারা রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না। জঙ্গলের মধ্যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মুমূর্ষু পাখী দেখা যায়। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন (৫) যে পাখীর ব্যায়রামের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া খাঁচার উপর দোষ দিলে চলিবে না ; বরং খাঁচার মধ্যে মানবাবাসে পাখীর রোগ হইলে নানা উপায়ে তাহাকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, অনেক সময়ে সে চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু বনের মধ্যে রুগ্ন পাখীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। খাঁচায় পুরিবার চেষ্টায় প্রথম প্রথম যে পাখীর প্রাণসংশয় হয় না—এ কথা বলিতেছি না। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পাখীকে হিমপ্রধান দেশের মধ্যে পোষ মানাইবার চেষ্টা য়ুরোপে কিছুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতবর্ষের এবং আফ্রিকার দুর্গা-টুনটুনি (Sunbird) কয়েক বৎসরের চেষ্টায় স্বনামখ্যাত মিঃ আলফ্রেড্ এজ্রার বুদ্ধিকৌশলে ইংলণ্ডে নিরাময় হইয়া পিঞ্জরমধ্যে বাস করিতেছে। অন্যান্য পাখীর সম্বন্ধেও এই প্রকার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়।

৫। "It must not be imagined that because birds are kept in cages or aviaries that that is the cause of disease attacking them at times. Oh dear no ! Birds in their wild state are also attacked. I have picked up occasionally birds suffering from 'going light' too weak to fly off the ground * * * and this in the months of May and June when their natural food was abundant. P. F. M. Galloway in the Avicultural Magazine Vol ix. No. 6, p. 195

আর একটা বড় কথা এই যে, পক্ষিপালক আছেন বলিয়া এমন কোনও কোনও পাখী রক্ষা পাইয়াছে, যাহা নানা নৈসর্গিক কারণে হয়' ত লুপ্ত হইয়া যাইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা Ostrichএর উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

এখন আমাদের গোড়ার প্রশ্নে আসিয়া যদি সদুত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়—পাখীর খাঁচা না পাখীর আশ্রম?—তাহা হইলে আমরা এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, পাখীর খাঁচা'ত বটেই আশ্রমের পন্থা অবলম্বন করিলেও ক্ষতি নাই;—কারণ খাঁচায় যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, আশ্রমে তাহার পরিণতি পাওয়া যাইবে কি না—কে বলিতে পারে?

তৃতীয় ভাগ

কালিদাস-সাহিত্যে বিহঙ্গপরিচয়

মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব

কালিদাসের যে কাব্যের রসে বিভোর হইয়া রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত ? মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে' ।"

সেই বিশ্বের বিরহীর পুঞ্জীভূত বিরহব্যথার মধ্যে যদি কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মানুষের জীবনরহস্য ছাড়িয়া পাখী প্রভৃতি ইতর জন্তুর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন তথ্য অবগত হইবার জন্য প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" প্রভৃতি কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সাহিত্যরসিক সমালোচকবর্গ হয়ত কৃপার চক্ষে দেখিবেন। আমি কিন্তু সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। গয়টে হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিশ্বসাহিত্যের মহারথগণ যে রসসাগরে ডুব দিয়া অমূল্য রত্নরাজিতে মানবসাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আমি সেখানে তাঁহাদের পশ্চাতে সন্তরণ করিবার স্পর্দ্ধা করি না ; রস-সমুদ্রের উপকূলে উপবেশন করিয়া পারাবত, রাজহংস, চক্রবাকের আনন্দমুখর জীবনলীলা উপভোগ করিবার চেষ্টা করিব।

মেঘদূত কবে রচিত হইয়াছিল, সে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যকতা নাই,—খৃষ্টপূর্ব্ব অর্দ্ধশতাব্দী অথবা খৃষ্টের জন্মের চার পাঁচশত বৎসর পরে মহাকবি উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সে প্রসঙ্গ এখানে তুলিতে চাই না। যে বিস্মৃত বরষে মেঘদূত রচিত হইয়া থাকুক, সে সময়ে মহাকবির তুলিকায় পাখীর ছবি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যক্ষেশ্বরের বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা অলকায় গৃহীতালকান্তা পথিকবনিতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমি বুঝিতে চেষ্টা করিব কেমন করিয়া

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং,
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।

দিবসগণনতৎপরা একপত্নী মেঘভ্রাতৃজায়াকে সসম্ভ্রমে দূর হইতে নমস্কার করিয়া আমি দেখিব, কিরূপে বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বান রাজহংস মানসসরোবরে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া, কৈলাস পর্য্যন্ত আকাশপথে মেঘের সহযাত্রী হইতেছে।

.... মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ।

হরিতকপিশ নীপকুসুম ও আবির্ভূতপ্রথমমুকুল কন্দলী দর্শন করিয়া সানন্দরবে চাতকপক্ষী মেঘদূতের পথনির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর চাতককে সিদ্ধপুরুষগণ দেখিতেছেন এবং শ্রেণীবদ্ধ বলাকাপঙ্‌ক্তি অবলোকন করিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিগণনা করিতেছেন; ককুভসৌরভে আমোদিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে সজল-নয়ন, শুক্লাপাঙ্গ ময়ূরের কেকাধ্বনি মেঘসম্বর্দ্ধনায় তৎপর

রহিয়াছে; মেঘাগমে দশার্ণগ্রামের চৈত্যগুলিতে গৃহবলিভুক্ পক্ষী নীড় রচনা করিতে থাকিবে এবং কতিপয়দিনস্থায়ী হংস উপস্থিত হইয়া দশার্ণভূমি অলঙ্কৃত করিবে ;—মহাকবির অতুল তুলিকায় এই সমস্ত চিত্র প্রকৃতির রহস্য যবনিকার অন্তরাল হইতে রূপে ও রসে, গন্ধে ও শব্দে সত্য হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত না হইয়া কাব্যমধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

"কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঃ", "মানসোৎকা রাজহংসাঃ" প্রভৃতি শব্দগুলি পক্ষিজীবনের এক নিগূঢ় তথ্যকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যাযাবরতা বা migration পাখীর জীবনকাহিনীর মধ্যে একটি অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার। প্রব্রজনশীল পাখীগুলি এক অব্যক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এক ঋতুতে যেমন এক দেশ হইতে অপর দেশে গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আবার নিয়মিত ঋতুতে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় পুরাতন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর্ষার প্রাক্কালে দশার্ণগ্রামসমূহে যে সকল হংস দৃষ্ট হইতেছে, তাহারা যাযাবর; শীঘ্রই তাহাদিগকে এই সকল গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইহাই স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন—

পাখীর প্রব্রজন-রহস্য

> ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
> সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।

যক্ষের কারাবাসভূমিতে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহে যে সকল রাজহংস লক্ষিত হইতেছে, বর্ষাগমে তাহারা সকলেই মানসসরোবরে যাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দে বুক বাঁধিয়া তাহারা পাথেয়স্বরূপ বিসকিসলয় আহরণে তৎপর রহিয়াছে। অলকামধ্যবর্ত্তী যক্ষের স্বকীয় উদ্যানে কিন্তু হংসগণের কিছু বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়—

> বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলা-বদ্ধ-সোপানমার্গা
> হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।

যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্তামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥

মরকতশিলাবদ্ধ-সোপানমার্গ বাপীসমূহে অপর্য্যাপ্ত আহার পাইতেছে বলিয়া স্বচ্ছন্দবিচরণশীল হংসগণের মানসসরোবরে প্রস্থান করিবার বাসনা ক্ষীণ হইলেও একেবারে যে নাই, তাহা বলা যায় না। তবে গ্রীষ্মাতিশয্যে শুষ্কপ্রায় বাপীগুলি বর্ষারম্ভে বর্দ্ধিততোয় হইলে মানস-সরোবরে যাইবার তত আবশ্যকতা নাই। এই নিমিত্ত বোধ হয় কবিবর লিখিয়াছেন—"হংসগণ আনন্দিত চিত্তে অবস্থান করিতেছে; মানসসরোবর সন্নিকৃষ্ট হইলেও তথায় যাইতে তাহারা প্রয়াসী নহে।"

বৎসরের যে ঋতুতে আহার্য্যের অভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ঋতুর প্রাক্কালেই যাযাবর বিহঙ্গগণ যে স্থলে আপনাদিগের অভ্যস্ত উপাদেয় খাদ্যের স্বচ্ছলতা বর্ত্তমান আছে, তথায় প্রয়াণ করিয়া থাকে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ মিঃ ফ্রাঙ্ক ফিন্ লিখিয়াছেন—

"Want of food is obviously the chief reason why birds of high elevations or high latitudes have to leave their haunts" (১)

আরও একটা বড় কথা আছে। বৎসরের মধ্যে ঋতুবিশেষে যদি কোনও স্থানের জলবায়ু আহার্য্য প্রভৃতি সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোনও পাখীর শাবকোৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুকূল হয়, তাহা হইলে সেই পাখীর সহজ সংস্কারলব্ধ জ্ঞান তাহাকে সেই স্থানে উপনীত করাইবে। আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণ ইহা সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন যে যদি কোনও উপায়ে পাখীর আহার বিহার প্রভৃতির প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা কোথাও করা যায়, তাহা হইলে কতিপয়দিনস্থায়ী যাযাবর পাখীও হয়ত তথায় দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া যায়;—অর্থাৎ migratory পাখীর কালক্রমে

১। Bird Behaviour by Frank Finn, p. 208.

resident হইয়া যাইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। মিঃ ফ্রাঙ্ক ফিন্ স্পষ্টই বলিয়াছেন (২)—

"There is a strong tendency for migrants to settle down and form non-migratory local races."

এই আহার্য্য ও শাবকোৎপাদন-সমস্যা তাহাকে চঞ্চল করিলেও পরিচিত জনপদস্থ আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া, গিরিদরী লঙ্ঘন করিয়া, অপরিচিত সুদূর প্রান্তর, সরোবর অথবা জলাভূমিসমূহ আহার্য্যবহুল হইলেও তথায় যাত্রা করিবার আয়াস স্বীকার করিতে পাখীকে কখন কখন পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়। (৩)

বিসকিসলয় পাথেয়স্বরূপ করিয়া রাজহংসগণ কি নিমিত্ত কৈলাস পর্য্যন্ত সানন্দে মেঘদূতের সহযাত্রী হইবে, তাহা পাঠকবর্গ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বর্ষার বারিধারায় যখন আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত নদনদী উভয় কূল প্লাবিত করিয়া এই সমস্ত পক্ষীর আহার্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, তখন মানসসরোবরে ও তন্নিকটস্থ কৈলাস ও অন্যান্য পর্ব্বতমালায় তাহারা উড়িয়া গিয়া নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। হিমালয়ের উত্তরে এই কৈলাসপর্ব্বত অবস্থিত; আর কৈলাসের পাদদেশে অগ্নিকোণে মানসসরোবর বিদ্যমান। এই কৈলাস ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ যে হংসজাতীয় পক্ষীর পক্ষে অন্ততঃ বৎসরের কয়েক মাস সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত আবাসস্থান, তাহা হিমালয়পর্য্যটনকারিগণের অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানে তাহারা স্বচ্ছন্দে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার

২। Ibid, p. 219

৩। স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক F. W. Headley পক্ষীর যাযাবরত্ব প্রসঙ্গে তাঁহার Structure and Life of Birds নামক পুস্তকের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর হইতে পাখীগুলি বৎসরে বৎসরে স্থানান্তরে উড়িয়া যায়, শুধু যেগুলি মানুষঘেঁসা হইয়া পড়ে, তাহারা স্থান পরিত্যাগ করিতে চায় না—"Only those that are fed by their human friends remain." Chapter XIV. p. 366.

মধ্যে নিরুপদ্রবে শাবকোৎপাদন করিয়া থাকে। বাস্তবিক বর্ষাগমে মানসসরোবর যে বন্য শ্বেত হংসগণের বিশিষ্ট আবাসভূমি, তাহা মিঃ মুর্‌ক্রফ্‌ট্‌ (Mr. William Moorcroft) মানসপর্য্যটনকালে স্বয়ং অবলোকন করিয়া এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"That the water's edge was bordered by a line of wrack grass, mixed with the quills and feathers of the large grey wild goose which in large flocks of old ones with young broods hastened into the lake at my approach. * * * These birds from the numbers I saw and the quantity of their dung appear to frequent this lake in vast bodies, breed in the surrounding rocks, and find an agreeable and safe asylum when the swell of the rivers of Hindustan in the rains, and the inundation of the plains conceal their usual food."৪

যে সুখের রজনী মানসবক্ষে তরণী বাহিয়া ডাক্তার স্বেন্‌ হেডিন্‌ (Sven Hedin) অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে রজনীর প্রভাতোন্মুখ ক্ষণেও হংসকাকলী তাঁহার শ্রুতিপথবর্ত্তী হওয়ায় তিনি লিখিয়াছেন—

"The wild geese have wakened up, and they are heard cackling on their joyous flights"(৫)

হংসজীবনের এই বিচিত্র কাহিনীর স্পষ্ট উল্লেখ মিঃ হ্যামিল্‌টন-প্রণীত East India Gazetteer নামক গ্রন্থে মানসসরোবর বর্ণনপ্রসঙ্গে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই,—

"Wild geese are observed to quit the plains of India on the approach of the rainy season, during which Lake Manasarovara is covered with them. * * * Grey goose, which breed in vast

৪। A journey to Lake Manasarovara in Un-des by William Moorcroft. Asiatic Researches, Vol. XII (1816). p. 466

৫। Trans-Himalaya by Sven Hedin, Vol. II, chapter XLIV. p. 119.

numbers among the surrounding rocks, and here find food when Bengal is concealed by the inundation."(৬)

হতভাগ্য যক্ষের কারাবাসভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন গিরি, উপত্যকা, সরোবর, নদ, নদী অতিক্রম পূর্ব্বক প্রব্রজনশীল হংসগণকে মানসসরোবরে প্রয়াণ করিতে হইলে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কবিবর ইহাকে হংসদ্বার বলিয়া জানাইয়াছেন,—

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।

তিনটি স্বতন্ত্র গিরিবর্ত্ম দিয়া ভারতবর্ষ হইতে সাধারণতঃ হিমালয় অতিক্রম করিয়া মানসসরোবর এবং কৈলাসপর্ব্বতে যাওয়া যায়,—লিপুলেখ (Lipu Lekh) বর্ত্ম, উন্তধুর (Untadhura) বর্ত্ম, এবং নিতি (Niti) বর্ত্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই শেষোক্ত নিতিবর্ত্মই ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিগণের নিকটে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র নামে পরিচিত (৭)। এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বা হংসদ্বার কেবলমাত্র কবি-কল্পিত নহে; বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ মিঃ ডেওয়ার লিখিতেছেন (৮),—

"Migratory birds that pass the winter in India have to fly over the Himalaya Mountains to their breeding grounds in Tibet, China and Russia. They do not fly over the highest mountains, but cross them by what are known as passes in the mountains, that is to say, spaces between the higher hills."

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে আমরা হংসগণের যাহা কিছু

৬। Hamilton's East India Gazetteer (Second Edition), Vol. II, pp. 202, 203.

৭। "Kraucha-Randhra—The Niti pass in the district of Kumaun which affords a passage to Tibet from India."—Mr. Nanda Lall Dey's Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.

৮। Birds of an Indian Village by D. Dewar, p. 56

বিবরণ পাইলাম, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, আসন্ন বর্ষায় ঐ সকল যাযাবর পাখী ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজপুতানায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কেবলমাত্র কতিপয় দিনের নিমিত্ত অবস্থান করিবে, শীঘ্রই তাহাদিগকে কৈলাস এবং মানসরোবরাভিমুখে ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রস্থান করিতে হইবে। বিসকিসলয় তাহাদিগের একটি প্রধান ও প্রিয় খাদ্য।

রাজহংস

বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে এই হংসগুলি, বিশেষতঃ রাজহংসগুলি, ঠিক কোন জাতীয় বিহঙ্গ বলিয়া পরিচিত, এইখানে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। মিঃ মুর্‌ক্রফ্‌ট্ মানসপর্য্যটনকালে সরোবরমধ্যে স্বচক্ষে যে সমস্ত হংস অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাদের তিনি বৃহৎ বন্য grey goose বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ডের (W. T. Blandford) প্রসিদ্ধ পুস্তকে (৯) Grey goose বা Grey Lag Goose সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহারা যাযাবর Anserinae জাতির অন্তর্ভুক্ত; অক্টোবর মাসের শেষ হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাহারা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়; চিল্কাহ্রদে এবং নর্ম্মদাসলিলে ক্রীড়া করিতে ইহাদিগকে প্রায় দেখা যায়। ইহাদিগের পুচ্ছ শুভ্র; পৃষ্ঠদেশে শ্বেতবর্ণের সহিত ভস্মবর্ণের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। বক্ষঃস্থলে ও নিম্নদেশে সামান্য ধূসরবর্ণের সহিত শ্বেতবর্ণের মিশ্রণাধিক্য আছে। চঞ্চু ও পা সিত, কচিৎ মাংসবর্ণ বা লাল। ইহাদের দেহে সামান্য ভস্ম বা ধূসরবর্ণের ছায়া বিদ্যমান থাকিলেও দূর হইতে তাহাদিগকে শুভ্রকায় দেখায়। ইহারা হিন্দুস্থানে রাজহংস নামে পরিচিত; তৃণ

৯। Fauna of British India, Birds, Vol. IV, pp. 416-417.

এবং সবুজ শস্য ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। জলাভূমি, সরোবর এবং বড় বড় নদীর ধারে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করে। ভারতবর্ষের বহির্দেশে, হিমালয়ের পরপারে, মধ্য এসিয়ায় এবং দক্ষিণ সাইবিরিয়ায় ইহাদিগকে সন্তানোৎপাদন করিতে দেখা যায়। মিঃ মুর্‌ক্রফ্‌ট্‌ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, হিমাচলস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশের জলাভূমিতে ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে।

আর এক জাতীয় হংসের বিবরণ আমরা মিঃ ব্লান্‌ফোর্ডের উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম (১০)। ইহারাও রাজহংস নামে পরিচিত; Flamingo ইহাদিগের ইংরেজি নাম। দলবদ্ধ হইয়া জলাভূমি এবং সরোবরতটে ইহারা অবস্থান করে; উদ্ভিজ্জ পদার্থ ইহাদিগের অপরাপর খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ড লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই সকল যাযাবর পক্ষী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসাবধি অবস্থান করিয়া পরে উড়িয়া যায়। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট ও রাজপুতানার স্থানে স্থানে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জলাভূমি এবং সরোবরতটে ইহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বর্ণ মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত শুভ্র, ঈষৎ গোলাপী আভার সমন্বয়ও লক্ষিত হয়; কিন্তু শাবকগণের বর্ণে গোলাপী আভার পরিবর্ত্তে ঈসৎ ধূম্র-মালিন্য দৃষ্ট হয়। পদদ্বয় লাল; চঞ্চু আরক্তবর্ণ (fleshcoloured)। মোটের উপর, ইহাদিগের দেহও Grey gooseএর ন্যায় দূর হইতে সাদা দেখায়; কিন্তু Grey goose অপেক্ষা আরও অধিক কাল ইহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করে, কারণ, ইহাদিগের প্রব্রজন বা migration প্রায় জুন মাস হইতেই আরম্ভ হয়।

অমরকোষে রাজহংসের পরিচয় এইরূপ,—"রাজহংসাস্তু তে চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ," অর্থাৎ যাহাদিগের দেহ শুক্ল, কিন্তু চঞ্চু

১০। Fauna of British India, Birds, Vol. IV, pp. 408-409.

এবং চরণ লোহিতবর্ণ তাহারা রাজহংস। উক্ত গ্রন্থে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, হংসগণকে 'মানসৌকস' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে,— "হংসাস্তু শ্বেতগরুতঃ চক্রাঙ্গা মানসৌকসঃ", অর্থাৎ হংসগণ শ্বেতপক্ষ, চক্রাঙ্গ ও মানসসরোবরবাসী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মিঃ মুরক্রফ্‌ট্‌ মানস-পর্য্যটন-সময়ে grey goose পক্ষীকে সরোবরতটে গার্হস্থ্যব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়াছেন; এমন কি, নিকটবর্ত্তী রাবণহ্রদেও (১১) তিনি স্বচক্ষে ঐ জাতীয় পক্ষিগণকে অণ্ডপ্রসব এবং শাবক প্রতিপালনে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছেন। বাস্তবিকই সহজে বুঝা যায় যে, হংসগণের কৈলাসপর্ব্বতে বা মানসসান্নিধ্যে যাইবার প্রয়োজন মুখ্যতঃ খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় হইয়া থাকে বটে; সন্তানজনন ব্যাপারটিও ইহার অন্যতম কারণ। অমরকোষবর্ণিত রাজহংসের সহিত Grey goose এবং Flamingo এই উভয়জাতীয় হংসের বর্ণসাদৃশ্য রহিয়াছে। কালিদাসবর্ণিত হংসগুলির সহিতও ইহাদিগের খাদ্য এবং মানস-প্রয়াণ ব্যাপার লইয়া তুলনা করিলে যথেষ্ট সাম্য লক্ষিত হয়। তবে যখন কবিবর্ণিত প্রদেশসমূহে Grey goose পাখীগুলি কেবলমাত্র বসন্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করে, গ্রীষ্মাগমে উড়িয়া যায়, তখন কেমন করিয়া আষাঢ় মাসে তাহারা মেঘদূতের সহযাত্রী হইতে পারে? এই সময় তাহারা মানসসরোবরে গার্হস্থ্যজীবন অতিবাহিত করিতেছে, ইহাই মিঃ মুরক্রফ্‌ট্‌ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Flamingo জাতীয় হংসগুলিকে কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ কবিবর্ণিত স্থানসমূহে জ্যৈষ্ঠমাসাবধি অবস্থান করিতে দেখা যায় বলিয়া মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিয়া গিয়াছেন। আষাঢ় মাসেও ইহাদিগকে স্বল্প সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া সম্ভব, কারণ, কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর সকল যাযাবর পাখীই যে এক সময়ে প্রস্থান করে, তাহা

১১। A journey to Lake Manasarovara in Undes by William Moorcroft Asiatick Researches Vol. XII (1816), p. 473.

নহে। সচরাচর উহাদিগের প্রস্থানের রীতি এই যে, যাহাদিগের শাবকোৎপাদনাদি ব্যাপার সাইবিরিয়া প্রভৃতি সুদূর দেশে সম্পাদিত হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু যাহারা হিমাচলস্থ সরোবর-সান্নিধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহাদিগের অত শীঘ্র যাইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহারা বিলম্বে প্রস্থান করে। Anserinae জাতীয় হংসগণের প্রব্রজন (migration) রীতির বর্ণনপ্রসঙ্গে Raoul তাঁহার গ্রন্থে (১২) এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"By the end of February a good many of them have left India, probably those that have their homes in the Tian Shan and other Trans-Himalayan resorts. Those that still remain, do so till the end of the following month, and these are probably birds that nest among the Thibetan lakes."

অন্যান্য হংসশ্রেণীমধ্যেও এই পদ্ধতি আদৌ অপরিচিত নহে।

কালিদাসের "মানসোৎক রাজহংসগণ" যে উল্লিখিত Flamingo শ্রেণীর পক্ষী, এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি। ইহারা যে তিব্বতের জলাশয়ে এবং মধ্যএসিয়ায় ভারতবর্ষ হইতে উড়িয়া গিয়া কিছুকাল অবস্থান করে, তাহা পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণের নিকট সুপরিচিত। হংসজাতীয় বিভিন্ন পক্ষিশ্রেণীগুলির সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকিন্‌টশ্ (L. J. Mackintosh) তাঁহার Birds of Darjeeling and India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"Most of the species belonging to this tribe migrate to Central Asia and lakes in Thibet."

উল্লিখিত species গুলি সংখ্যায় পাঁচটি, যথা—(১) Flamingoes, (২) Swans, (৩) Geese, (৪) Ducks, (৫) Mergansers।

১২। Small Game Shooting in Bengal by "Raoul," p. 77.

তবে যে মিঃ মুরক্রফ্‌ট্‌ এবং অন্যান্য হিমালয়পর্য্যটক মানসসরোবরে কেবলমাত্র Grey goose অথবা wild gooseএর উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষভাবে Flamingoর নির্দ্দেশ করেন নাই, তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, তাঁহারা পক্ষিতত্ত্ববিদের মত সূক্ষ্মভাবে পাখীগুলির শারীরিক বৈষম্য এবং অবয়বের তারতম্য বোধ হয় লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। এই Grey goose বা wild goose শব্দ তাঁহারা সাধারণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। দশার্ণ জনপদে "কতিপয়দিনস্থায়ী" হংস বলিয়া কবিবর যে পাখীগুলির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই যে এই Flamingo জাতীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অনেকে রাজহংসকে Swan বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমতঃ যে দুই শ্রেণীর Swan ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় বলিয়া মিঃ ব্লানফোর্ড তাঁহার পুস্তকে (১৩) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের উভয়েরই পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, এমন কি, একশ্রেণীর চঞ্চুও কৃষ্ণবর্ণ; দ্বিতীয়তঃ কবি-বর্ণিত রামগিরি এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে উহারা কখনও দৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের বিদিত নাই। কেবলমাত্র পেশোয়ারের সমীপস্থ উত্তরপশ্চিম পাঞ্জাবে, নেপাল উপত্যকায়, কদাচিৎ বা সিন্ধুদেশে তাহাদের বিরলদর্শন পাওয়া যায়।

শব্দার্ণব গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, হংস অর্থে সারসপক্ষীও বুঝায়,—"চক্রাঙ্গঃ সারসো হংসঃ"। ভারতবর্ষে যে সমস্ত যাযাবর

সারস

সারস দৃষ্ট হয়, তাহারা তথায় শীতঋতুতে অবস্থান করিয়া বসন্তাবসানে, অর্থাৎ মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে উড়িয়া যায়। আষাঢ় মাসে তাহাদিগকে কখনই দেখিতে পাওয়া

১৩। Fauna of British India, Birds. Vol. IV, pp. 414-415.

সম্ভবপর নহে। কেবল এক শ্রেণীর সারস পক্ষীকে সকল ঋতুতে পশ্চিমভারতে অবস্থান করিতে দেখা যায়; তাহারা যাযাবর নহে। অতএব কখনই তাহাদিগকে "কতিপয়দিনস্থায়ী হংস" বলা যায় না।

সারসের অপর অভিধানার্থ এইরূপ,—"সারসো মৈথুনী কামী গোনর্দ্দো পুষ্করাহ্বয়ঃ" (১৪)। "পুষ্করাহ্বস্তু সারসঃ" (১৫)। ইহারা যথার্থ সারসপদবাচ্য, Grus পরিবারভুক্ত; হংস নহে। ইহাদিগের অবয়ব বৃহৎ, চঞ্চু অতিশয় দীর্ঘ। উল্লিখিত অভিধানার্থ হইতে ইহাদিগের প্রকৃতি বেশ বুঝা যায়। আধুনিক যুগের বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণের পরিদর্শন এবং পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই আভিধানিক অর্থ যে সারসজাতির বৈজ্ঞানিক পরিচয়, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষিদম্পতি সর্ব্বদা একত্রে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে মৈথুনী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে অনুরাগাধিক্যবশতঃ উহারা কামী। উহাদিগের কণ্ঠস্বর বৃষবৎ কর্কশ বলিয়া তাহা গোনর্দ্দ। সরোবরের সহিত উহারা এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, উহাদিগকে অভিধানকার পদ্মের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া যেন আখ্যা দিয়াছেন, পুষ্করাহ্বয়ঃ বা পুষ্করাহ্বঃ। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ড লিখিয়াছেন,—

"The Sarus is usually seen in pairs, each pair often accompanied by a young bird or occasionally by two, in open marshy ground or the borders of swamps or large tanks. * * * * They have a loud trumpet-like call. * * * * The Sarus pairs for life, and if one of a pair is killed, the survivor is said not unfrequently to pine and die" (১৬).

সচরাচর যুগ্মাবস্থায় ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহারা দল বাঁধিয়াও থাকে। সরোবরতটে বা জলাভূমির

১৪। ইতি যাদবঃ।
১৫। ইত্যমরঃ।
১৬। Fauna of British India, Birds, Vol. IV, p. 188.

সান্নিধ্যে খোলা জায়গা ইহাদিগের বিহারভূমি। বর্ষাঋতুই ইহাদিগের গর্ভাধানকাল। বাস্তবিক ইহাদিগের দাম্পত্য প্রেম পক্ষিজগতে অতুলনীয়; পক্ষিদম্পতির মধ্যে হঠাৎ একটির মৃত্যু হইলে অপরটিকে বিরহজর্জ্জরিত হইয়া প্রায়ই প্রাণত্যাগ করিতে দেখা যায় (১৭)।

কালিদাস মেঘদূতে এই সারসগণের যৎসামান্য পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
* * * *
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ।

সারসদিগের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ তীব্র এবং সুদূরপ্রসারী। অবন্তী-জনপদস্থ বিশালা-পুরীমধ্যে প্রভাত সময়ে শিপ্রাতটে বিচরণশীল সারসগণের মদকলকূজিত যে সমীরণ কর্ত্তৃক বহুদূরে নীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন যে, জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে ইহারা অণ্ডপ্রসব এবং শাবকোৎপাদন করিয়া থাকে। মেঘাগমে সারসগণের মদকলকূজিত যে গর্ভাধান-সময়োপযোগী, তাহাতে সংশয় নাই।

১৭। বিশপ্ ষ্টান্‌লি তাঁহার "Familiar History of Birds" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—একটি ভদ্রলোক অনেক দিন একজোড়া সারস পুষিয়াছিলেন; কালক্রমে পক্ষিণীর মৃত্যু হইল। পক্ষিপালক দেখিলেন যে, জীবিত পক্ষীটি ভগ্নহৃদয় হইয়া যেন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছে। তখন তিনি একটি বড় আয়না পক্ষিগৃহমধ্যে স্থাপিত করিলেন। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিরহী পক্ষী তাহার সঙ্গিনীকে ফিরাইয়া পাইল মনে করিয়া, আয়নার সম্মুখে নিজের পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক হর্ষপ্রকাশ করিল। শীঘ্রই সে সুস্থ হইয়া উঠিল। অধিকাংশ সময় সে সেই কাঁচের সম্মুখে অতিবাহিত করিত। এমনি করিয়া সেই সারস অনেক বৎসর বাঁচিয়া ছিল। পৃঃ ৩১২।

মেঘদূতে যে চক্রবাকের উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা যে হংসশ্রেণী-ভুক্ত, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ইহারা "চকাচকী" নামে খ্যাত। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম casarca rutila; ইংলণ্ডে Brahminy Duck বা Ruddy Goose নামে ইহারা পরিচিত। চক্রবাকের অপর তিনটি পর্য্যায় আমরা অমরকোষে পাই,—"কোকশ্চক্রশ্চক্রবাকো রথাঙ্গাহ্বয়নামকঃ"। প্রবাদ আছে যে, চক্রবাক-মিথুন সারাদিন একত্র অবস্থান করিয়া দিবাবসানে পৃথক্ হইয়া যায়। পক্ষী রহিল নদীর এপারে, পক্ষিণী পরপারে; এই অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে ডাকাডাকি করিতে থাকে। বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিদ্ অনেকে স্বকর্ণে নদীর উভয় পার্শ্ব হইতে নিশীথে এই প্রকার অবিরাম পক্ষিকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ব্যাপারটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (১৮)। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে এবং বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক্ হইতে দেখিলে এই চকাচকীর বিরহপ্রসঙ্গ কতদূর সত্য, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ যে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এমন মনে হয় না। দিবাভাগে উহারা যে যুগ্মাবস্থায় নদীতটে একত্র অবস্থান করে, তাহা মিঃ ব্লানফোর্ড লক্ষ্য করিয়াছেন;—

চক্রবাক

"In India this species is very common on all rivers of any size, generally sitting in pairs on the land by the riverside during the day."

কিন্তু দিবাবসানে তাহারা একত্র বাস করে কি না, তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাই না (১৯)।

১৮। "Who is there, when travelling by river during the winter months, has not heard at night the warning call of *Kwanko, Kwanko*, repeated at intervals?—this call seeming often to come and being answered from opposite banks."—Small Game Shooting in Bengal by "Raoul," p. 93.

১৯। হিউম্ ও মার্শাল রচিত Game Birds of India, Burmah and Ceylon

সন্ধ্যাগমে অনাথা চক্রবাকীর প্রতি বিরহাতুর কামিনীর সমবেদনা আরোপ করিতে এতদ্দেশীয় কবিগণ কুণ্ঠিত হন নাই। কালিদাসও এই চিরন্তন পদ্ধতির ব্যতিক্রম না করিয়া যক্ষপত্নীকে বিরহ-জর্জ্জরিতা অসহায়া চক্রবাকীর সহিত তুলনা করিয়াছেন,—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।

রাজহংসের ন্যায় চক্রবাকও "কতিপয়দিনস্থায়ী"; কিন্তু আসন্ন বর্ষায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, সমগ্র শীতকাল ভারতবর্ষে যাপন করিয়া বসন্তসময়ে উহারা হিমালয়ের পরপারে, তিব্বত প্রভৃতি স্থানসমূহে প্রয়াণ করিয়া থাকে।

বর্ষাঋতু কতিপয় বিহঙ্গের গর্ভাধানকাল বলিয়া যে কেবলমাত্র বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিকটে পরিচিত ছিল, তাহা নহে। ইহা মহাকবি কালিদাসেরও সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই; সর্ব্বদা ভাবরাজ্যে বিচরণ করিলেও তিনি ছন্দোবন্ধের মধ্য দিয়া পক্ষিজীবনের এই বাস্তব ঘটনার কিছু পরিচয় মেঘদূতে দিয়াছেন।

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ,
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।

মেঘাগমে আপনাদিগের গর্ভাধানকাল উপস্থিত হইতেছে মনে করিয়া বলাকাগণ উৎফুল্লচিত্তে আকাশমার্গে শ্রেণীবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান হইয়া যেন মেঘের অভিনন্দন করিতে থাকিবে।

(Vol. III) পুস্তকে বরং উল্টা রকম বর্ণনা দেখিতে পাই। তাঁহারা বলেন যে, চকাচকী দিনরাত নদীর একই পারে অবস্থান করে; নদী যদি খুব সরু হয় তাহা হইলে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয় পারে রাত্রিযাপন করে (except in the case of very narrow rivers like the Hindou in Meerut, alike by day and night, chakwa and chakwi are to be found both on the same side of the water—p. 129)

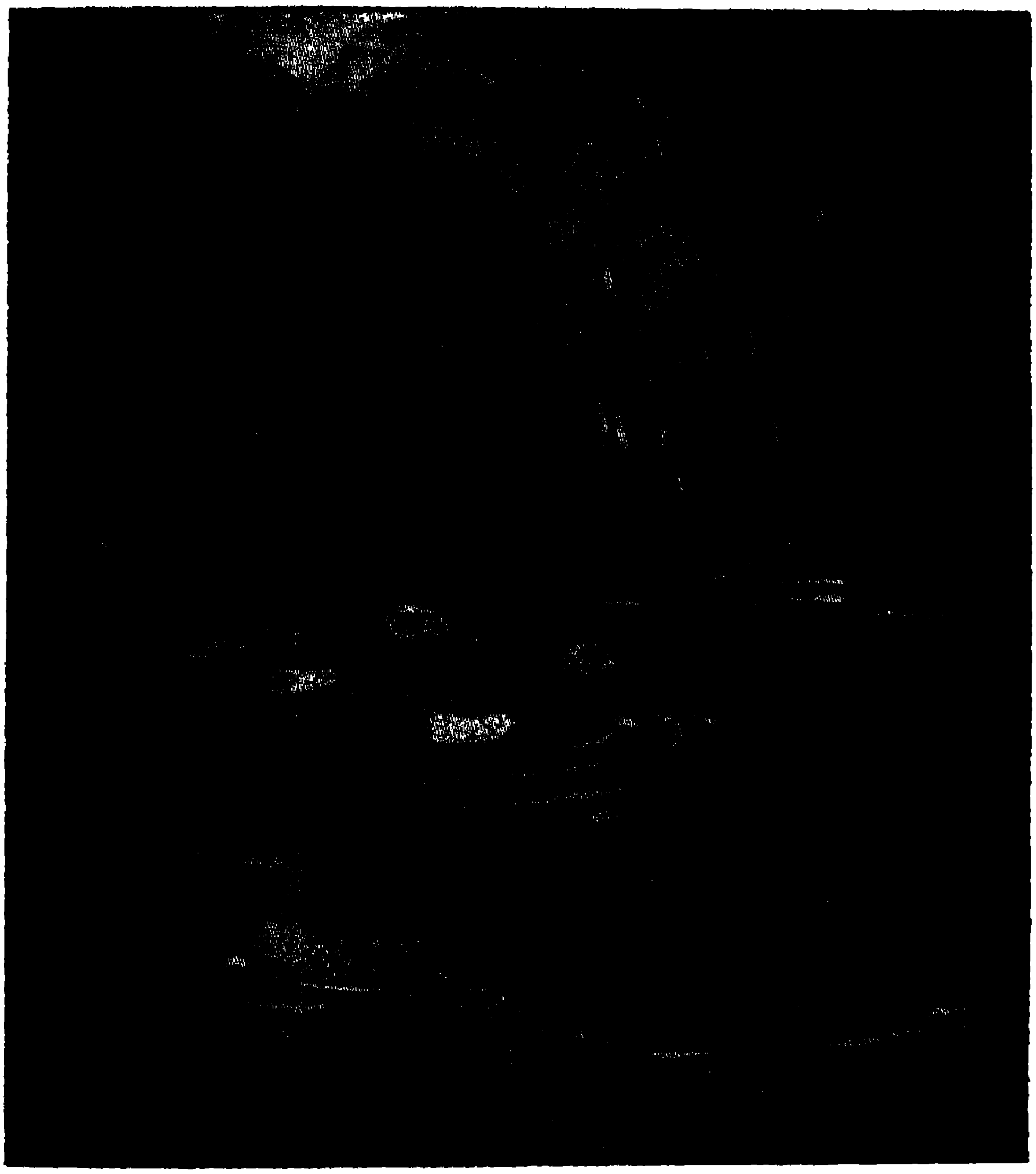

চক্রবাক, কাদম্ব

[পৃঃ ১৩৮

U. RAY & SONS, CALCUTTA

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ
নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
....দশার্ণাঃ ॥

তোমার (মেঘের) আগমনে দশার্ণজনপদের জম্বূকাননপ্রদেশ পরিপক্ক ফল দ্বারা শ্যামবর্ণ হইবে, উপবনবৃতিসকল প্রস্ফুটিত কেতকপুষ্পের দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ হইবে; গৃহবলিভুক্ পক্ষিগণের নীড়নির্ম্মাণ-ব্যাপারে গ্রামের রথ্যাবৃক্ষগুলি আকুলিত হইবে।

উল্লিখিত বলাকাপঙ্ক্তি এবং গৃহবলিভুক্ পক্ষিগণ কোন্ জাতীয় বিহঙ্গ, উহাদিগের প্রকৃতি এবং সন্তানজননকাল প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা কবিবরের তুলিকায় পাখীর উৎ-পতন এবং অবস্থানভঙ্গী কিরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার দিকে তাকাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলাকা-পঙ্ক্তির শ্রেণীবদ্ধ অবস্থান এমন সুসম্বদ্ধ যে কবি দেখাইতেছেন—অনায়াসে তাহাদিগকে গণনা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে,—

শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ

মেঘদূতকে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর বিহগরচিত কাঞ্চীদাম অবলোকন করাইয়া কবি যে বিহঙ্গগণের সুশৃঙ্খল অবস্থানভঙ্গীর নির্দ্দেশ করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ..... ....।

আবার অলকায় দেখিতে পাই—

হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।

মেঘালোকে 'আবদ্ধমালা' হইয়া বলাকাগণের উড্ডীনগতি যে বাস্ত-

বিকই 'নয়নসুভগ', তাহাতে আর সংশয় কি? বিশেষতঃ এখন ইহাদিগের গর্ভাধানকাল উপস্থিত এবং এই সময়ে উহাদিগের অঙ্গ ভঙ্গীর বিকাশপ্রাচুর্য্য বিশেষরূপে প্রদর্শিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এখন যে সমস্ত 'গৃহবলিভুক্' পক্ষী দশার্ণজনপদের রথ্যাবৃক্ষ মধ্যে নীড়নির্ম্মাণে রত হইয়াছে, তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক।

গৃহবলিভুক্

মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় "গৃহবলিভুজাং" অর্থে 'কাকাদিগ্রামপক্ষিণাং' এইরূপ লিখিয়াছেন; অমরকোষে কাকপক্ষীকে বলিপুষ্ট এবং বলিভুক্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থপ্রদত্ত বলি ভোজন করে বলিয়া কাকাদি কতিপয় গ্রাম্যপক্ষী গৃহবলিভুক্ পদবাচ্য হইয়া থাকে। অভিধানচিন্তামণিতে উক্ত পদটিতে চটকপক্ষীকে বুঝায়। বাচস্পত্য অভিধানে বলিভুজ্ অর্থে "বলিং বৈশ্বদেবদ্রব্যং গৃহস্থদত্তবলিং ভুঙ্‌ক্তে; কাকে অমরঃ" এইরূপ লিখিত আছে। কোন কোন অভিধানকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহা বক পক্ষীকেও বুঝায়। আমরা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারি যে, কাক এবং চটকপক্ষী মানবাবাসে অথবা তৎসান্নিধ্যে আশ্রয় লইয়া জীবনযাপন করে, মানব-প্রদত্ত বলি বকপক্ষী অপেক্ষা তাহাদিগের অধিকতর সুলভ। জনপল্লী মধ্যে পথের ধারে বৃক্ষশাখায় তাহাদের নীড়ারম্ভকার্য্য সহজেই পথিকের নয়নগোচর হয়। মিঃ উইল্‌সন্ মেঘদূতের টীকায় গৃহবলিভুজ্ পদের এইরূপ অর্থ করেন,—

"গৃহ অর্থে গৃহিণী, তৎপ্রদত্ত বলি ভোজন করে এই নিমিত্ত গৃহবলিভুক্। কথিত আছে, ডিম্ব প্রসবের পর স্ত্রীপক্ষী পুং পক্ষীকে ভোজনে সহায়তা করে; কাক, চটক এবং বক পক্ষিগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।" (২০)

২০। "The term signifies 'who eats the food of his female'; গৃহ commonly a house, meaning in this compound, a wife. At the season of

বিহঙ্গতত্ত্ব হিসাবে এই ঘটনার যাথার্থ্য আদৌ আছে বলিয়া মনে হয় না; পরন্তু পুংপক্ষীটিই অনেক স্থলে স্ত্রীপক্ষীকে সন্তানজননকালে আহার যোগাইয়া থাকে। পাছে আহার অন্বেষণের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইলে ডিম্বর অনিষ্ট হয়, এই জন্য বিশ্ব-প্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় পুংপক্ষীই সাধারণতঃ পক্ষিণীকে চঞ্চুপুটের সাহায্যে আহার যোগাইয়া দিয়া তাহাকে খাদ্যাহরণ-চেষ্টা হইতে কিছু দিনের নিমিত্ত অবসর প্রদান করিয়া থাকে।

বলাকা

এইবার দেখা যাক্, বলাকা কোন্ জাতীয় পক্ষী! মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় বলাকার্থে একস্থলে "বক-পঙ্‌ক্তি" এবং অপরস্থলে "বলাকাঙ্গনা" লিখিয়াছেন। অমরকোষে বলাকা পর্য্যায়ে লিখিত আছে,—"বলাকা বিসকণ্ঠিকা" অর্থাৎ মৃণালের ন্যায় কণ্ঠ যাহার। ডাক্তার আর, জি, ভাণ্ডারকর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত উক্ত অভিধানের টীকায় টীকাকার বলাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"বলাকা বিসকণ্ঠিকা দ্বে বালচৌঙ্ক বগচ্চা ইতি খ্যাতস্য বকভেদস্য। বিসমিব দীর্ঘঃ কণ্ঠোঽস্য বিসকণ্ঠিকা।" এই টীকাকারগণের মতে বলাকা শব্দ বকের ভেদ বা পর্য্যায়সূচক এবং স্ত্রীপক্ষীটীকেও বুঝায়। মিঃ মনিয়ার উইলিয়মস্ কৃত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে বলাকা শব্দের অর্থ দেওয়া আছে—a crane; এবং বক অর্থে—a kind of heron or crane, Ardea Nivea। মিঃ কোলব্রুকপ্রদত্ত অমরকোষের ইংরেজি টীকায় বককে crane এবং বলাকাকে ক্ষুদ্র বা small crane বলা হইয়াছে। এখন, crane এবং

---

pairing, it is said that the female of this bird assists in feeding the male; and the same circumstance is stated with respect to the crow and the sparrow, whence the same epithet is applied to them also."—Megha Duta by H. H Wilson, p. 24.

heron একই পক্ষী কি না, অথবা ভিন্নজাতীয় স্বতন্ত্র পক্ষী, তাহার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ মিঃ মণ্টেগিউর অভিধানে (২১) স্পষ্টই লেখা আছে যে, চলিত ভাষায় heron পক্ষীকে crane বলা হইয়া থাকে; তদ্রূপ আরও কয়েকটি গ্রাম্য শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—heron, heronshaw, hegrie, heronswegh প্রভৃতি। বিহঙ্গতত্ত্বহিসাবে কিন্তু crane এবং heron সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর পক্ষী;—crane বা সারস পক্ষী Grus পরিবারভুক্ত এবং heron পক্ষী Ardea পরিবারভুক্ত। সারসের সবিশেষ পরিচয় আমরা পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। অমরকোষে ইহাকে বলাকাপর্য্যায়-ভুক্ত না করিয়া অভিধানকার লিখিয়াছেন—"পুষ্করাহ্বস্তু সারসঃ।" অপর অভিধানে ইহাকে "মৈথুনী", "কামী", "গোনর্দ্দ" ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বলাকা বা বিসকণ্ঠিকা হইতে ইহা যে স্বতন্ত্র, তাহাতে সংশয় নাই। বক অর্থে heron বা crane এই শব্দ দুইটির প্রয়োগ করিলেও মিঃ মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ যে কেবল একই জাতীয় (অর্থাৎ heron জাতীয়, যাহা গ্রাম্যভাষায় crane নামে পরিচিত) বিহঙ্গকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা আমরা Latin প্রতিশব্দ Ardea Nivea দ্বারা বেশ বুঝিতে পারি, কারণ বৈজ্ঞানিকের নিকটে heron বা বকপক্ষী Ardea জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহারা আদৌ যাযাবর নহে; সকল ঋতুতে ইহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুবিধামত অবস্থান করে। সারস বা crane জাতীয় পক্ষিগণের অধিকাংশই কিন্তু যাযাবর; সারা শীতকাল ভারতবর্ষে যাপন করিয়া বসন্তাগমে উহারা উড়িয়া যায়। Milton রচিত Paradise Lost গ্রন্থ হইতে যাযাবর crane পক্ষীর বাৎসরিক প্রয়াণ-বর্ণনার পদ উদ্ধৃত করিয়া মেঘদূতের টিপ্পনী-প্রসঙ্গে যখন মিঃ উইল্‌সন বলাকা-

২১। Ornithological Dictionary of British Birds by Colonel G. Montague (second edition).

গণের উৎপতনভঙ্গীর তুলনা করিয়াছেন তখন যে তিনি বলাকার যথার্থ পরিচয় পাইয়াছেন, এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। অনেকেই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মিঃ নিউটন তাঁহার Dictionary of Birds নামক পুস্তকে পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"Heron, a long-necked, long winged, and long-legged bird, the representative of a very natural group, the Ardeidae which through the neglect or ignorance of ornithologists has been for many years encumbered by a considerable number of alien forms belonging truly to the Gruidae (crane) and Ciconiidae (stork), whose structure and characteristics are wholly distinct, however much external resemblance some of them may possess to the Herons."

অভিধানোক্ত long-necked শব্দটি অমরকোষের বিসকণ্ঠিকা পদকে স্মরণ করাইয়া দেয়; বিস বা মৃণালের ন্যায় দীর্ঘ কণ্ঠ আছে বলিয়া ইহারা বিসকণ্ঠিকা। মৃণালের সহিত তুলনা করায় বককণ্ঠের যে কেবল দীর্ঘত্ব সূচিত হয়, তাহা নহে, নমনীয়তাও (flexibility) সূচিত হইয়া থাকে। The World's Birds নামক গ্রন্থে পক্ষি-তত্ত্ববিদ্ Frank Finn সাহেব heron বা বককণ্ঠের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—"Neck long with an S-like curvature in repose" অর্থাৎ ইহার কণ্ঠ দীর্ঘ; পাখীটি যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন গতিবিহীন অবস্থায় ইহার গলদেশ ইংরেজি S অক্ষরের ন্যায় বক্রভাবে থাকে। তখন অনেক সময়ে ইহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হওয়াও সম্ভব। ডাক্তার ব্যট্‌লার তাঁহার British Birds নামক পুস্তকে Purple Heronএর বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"In India the brown head of a closely allied species has been taken for a snake.* The bird will trust greatly to this deception to escape notice." (২২)

২২। British Birds with their Nests and Eggs, Vol. IV, p. 11.

বলাকা বা বকজাতীয় পক্ষীর কণ্ঠস্বর কর্কশ। সাধারণতঃ আকাশমার্গে উড্ডীয়মান বকের কণ্ঠস্বরই শ্রুত হয়; জলাভূমিতেও বিচরণকালে ইহাদের কণ্ঠধ্বনি প্রায়ই প্রদোষে ও প্রাতে শ্রুত হইয়া থাকে। এই জলচর বিহঙ্গের কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয়, অভিধানকার বকপর্য্যায়ে ইহার "কহ্ব" আখ্যা দিয়াছেন (কে অর্থাৎ জলে হ্বয়তে শব্দং কুরুতে ইতি)। মজা এই যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও সাধারণতঃ ইহার উক্তপ্রকার নামকরণ পাওয়া যায়;—ওয়েল্‌সের লোকে ইহাকে Boom of the marsh বলে; ইংলণ্ডের নানাস্থানে ইহা Bog-Bumper নামে পরিচিত। মার্কিনদেশে অনেকে ইহাকে Bog-Bull বলিয়া অভিহিত করে। এই মার্কিন Bitternএর স্বর শুনিলে মনে হয় যেন ইহার গলা জলে ভরা; সেই জলের ভিতর দিয়া ইহার স্বর নির্গত হইতেছে।

বর্ষাঋতু বলাকাগণের গর্ভাধানের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে বকজাতীয় নানা পক্ষী নানা স্থান হইতে একত্র সমবেত হইয়া সাধারণতঃ একই বৃক্ষের নানা শাখাপ্রশাখায় নীড় রচনা করে। Egret, bittern, night heron, common heron, purple heron প্রভৃতি Ardea বা heron জাতীয় নানা পক্ষী স্বভাবতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতের নানা স্থানে সঙ্গিহীন অবস্থায় বিচরণ করে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্ষাগমে কোথা হইতে যে তাহারা উড়িয়া আসিয়া এক বা ততোধিক গাছের সমস্ত শাখাপ্রশাখা জুড়িয়া বসে, এমন কি, অচিরে একটি পক্ষিপল্লী সৃজন করিয়া ফেলে, তাহা বলা যায় না। ইহারাই দলবদ্ধ হইয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হয়। মেঘমেদুরাম্বরাভিমুখে ইহাদিগের নয়নসুভগ উদ্দামগতি এখনও পাশ্চাত্য পথিকের মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। মিঃ সিভুমের (H. Seebohm) গ্রন্থে common heronএর উড্ডীনগতির যে চিত্র লিপিবদ্ধ আছে, তাহা মিঃ ব্যট্‌লারসম্পাদিত British

Birds with their nests and eggs নামক পুস্তকে এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"The flight of the Heron is slow and steady with deliberate and regular beats of the long wings. * * * * Although the flight appears to be laboured it is really very rapid. * * * * When flying, its long legs are carried straight out behind, and serve to balance and guide it in its course, whilst the head is drawn up almost to the shoulders."

বৃহৎ শুভ্র বক বা Large Egretএর উৎপতনভঙ্গী সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"Its flight is moderately slow, performed by a series of regular flappings of the wings. It seems more buoyant in the air than the common Heron and looks more graceful—due to its standing erect and drawing in its neck less."

মেঘদূতের বিহঙ্গপরিচয় এখনও সম্পূর্ণ হইল না। সজলনয়ন, শুক্লাপাঙ্গ, নীলকণ্ঠ ময়ূর, অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর চাতক, পিঞ্জরস্থা মধুরবচনা শারিকা, আর "নিশিদ্বিপ্রহরে সুপ্ত" পারাবাত লইয়া কতকটা বৈজ্ঞানিকভাবে Ornithologyর দিক্ হইতে আলোচনা করিতে হইবে।

মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব

(২)

হংস-সারস-বলাকা-চক্রবাকের কথা কতকটা বলা হইয়াছে, কিন্তু মেঘদূতের কবি ময়ূরকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। অন্য পাখীর বিলাসসুভগ লাস্যলীলা মনোহারিণী বটে, কিন্তু শুক্লাপাঙ্গ শিখীর জলভরা আঁখি দুটি ও বিচিত্র কেকাধ্বনি হয়'ত দৌত্যকার্য্য-সম্পাদনতৎপর মেঘকে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত করাইয়া অভিশপ্ত প্রবাসী যক্ষের বিরহবেদনার কিছুমাত্র উপশম না করিয়া বিরহিণী যক্ষপত্নীর নিকটে পঁহুছাইতে বিলম্ব ঘটাইতে পারে, এই দুশ্চিন্তা রামগিরি পর্ব্বতের যক্ষটিকে পীড়িত করিতেছে। অন্য বিহঙ্গ'ত আকাশপথে মেঘদূতের সহযাত্রী হইতে পারে, কিন্তু ককুভ-সৌরভামোদিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ময়ূরগণ তাহাদিগের সজল আঁখি তুলিয়া জলভরা মেঘকে যদি কিছুক্ষণের নিমিত্ত আট্‌কাইয়া ফেলে, সেই ভয়ে যক্ষ তাঁহার দূতটিকে আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিতেছেন—

শিখী

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে ! মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ,
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ,
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥

যে পাখীর অপাঙ্গ শুক্ল, নয়ন সজল, বর্হ স্ফূরিতরুচি ও উজ্জ্বল রেখাবলয়সমন্বিত, কণ্ঠ নীল এবং কেকারবচেষ্টায় উন্নমিত; সেই মেঘসুহৃৎকে কেমন করিয়া বিরহী যক্ষের দূত এড়াইয়া যাইতে পারে? অলকায় গিয়াও মেঘদূত নীলকণ্ঠ ভবনশিখীর দর্শনলাভ করিতে

পারে! দিবসাপগমে যিনি কাঞ্চনবাসযষ্টির উপরে সেই ময়ূরকে নাচাইয়া একদিন আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাঁহার কাছেই যাইবার জন্য'ত মেঘকে দৌত্যকার্য্যে ব্রতী করা হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, কালিদাসের মেঘদূতে ময়ূর কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি কবিবরের বর্ণনায় কেবলমাত্র বর্ণ ও শব্দ-প্রাচুর্য্যে পাখীটিকে তাহার বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত করিয়া কবির খেয়াল-প্রসূত একটা অবাস্তব জিনিষে পরিণত করা হইয়াছে? রোমান্সের কুহেলিকায় আমরা কি আসল পাখীটির খাঁটি পরিচয় পাইব না? তাহার নয়ন কি সজল নয়, অপাঙ্গ শুক্ল নয়? আসন্ন বর্ষায় উত্তরপশ্চিম ভারতের পর্ব্বতে তাহার কেকাধ্বনি কি শ্রুত হয় না? মেঘের সহিত তাহার সম্বন্ধ দেখিয়া সাধারণ লোকে কি তাহাকে মেঘসুহৃৎ বলিতে পারে না? পুত্রবৎসলা ভবানী ইন্দীবরদলশোভিতকর্ণে যে বর্হটি স্থাপিত করেন, যে ময়ূরপুচ্ছ গোপবেশধারী বিষ্ণুর শিরোভূষণ, তাহা কি উজ্জ্বলরেখাবলয়ি নহে? আবার কবি যে তাহাকে গলিত অর্থাৎ স্বয়ংছিন্ন বর্হ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও কি বৈজ্ঞানিক হিসাবে সত্য নহে? এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মেঘদূত হইতে ময়ূরের রূপ ও স্বর-বর্ণনাসূচক কয়েকটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

> জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী,
> পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
> ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
> পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ॥

যাহার উজ্জ্বল রেখাবলয়সমন্বিত বর্হটি স্বতঃ স্খলিত হইলে পর যাহাকে পুত্রবৎসলা ভবানী ইন্দীবরদল-শোভিত কর্ণে ভূষণার্থ স্থাপিত করেন, হরশশিকিরণ কর্ত্তৃক ধৌতাপাঙ্গ সেই ময়ূরকে মেঘ অদ্রিগ্রহণ-গুরু গর্জ্জন দ্বারা সহজে নৃত্য করাইতে সমর্থ হইবে।

* * *

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে,
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥

গোপবেশধারী বিষ্ণুর তনু স্ফুরিতরুচি ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা মণ্ডিত হইলে যেমন অপরূপ শোভা হয়, হে মেঘ! তোমার শ্যামবর্ণ দেহ রত্নচ্ছায়াব্যতিকরের ন্যায় দর্শনীয় বল্মীকস্তূপাগ্র হইতে উদীয়মান ইন্দ্রধনুঃখণ্ডের সংসর্গে অত্যন্ত শোভা ধারণ করিবে।

* * * *

কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ

অলকায় ভবনশিখিগণ নিত্যই সমুজ্জ্বল কলাপ বিস্তার করিয়া কেকারবে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

* * * *

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং।
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি * * * *

প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার গাত্রসৌকুমার্য্য, চকিত হরিণীনয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে আননশোভা, ময়ূরপুচ্ছে তোমার কেশভার অবলোকন করিতেছি।

* * * *

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।

গবাক্ষবিনির্গত নারীগণের কেশসংস্কারধূপের দ্বারা বর্দ্ধিতাবয়ব হইলে হে মেঘ! তোমাকে গৃহপালিত ময়ূরগণ স্বকীয় বন্ধুপ্রীতিবশতঃ নৃত্যোপহার প্রদান করিবে।

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥

দিবসাপগমে যখন তোমাদের (মেঘের) সুহৃৎ নীলকণ্ঠ ময়ূর বাঁসযষ্টির উপর উপবেশন করে, তখন যক্ষপ্রিয়া বলয়াদিশিঞ্জনের তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া থাকেন।

শ্লোকোক্ত নীলকণ্ঠ, শুক্লাপাঙ্গ, ধৌতাপাঙ্গ, সজলনয়ন প্রভৃতি শব্দগুলি বৈজ্ঞনিকের নিকটে মেঘসুহৃৎ ময়ূরগণের সবিশেষ পরিচয় করাইয়া দেয়। কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর ময়ূর ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় বলিয়া আধুনিক যুগের পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে Pavo cristatus পক্ষী যে কবিবর্ণিত ময়ূর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার গলদেশ নীলবর্ণ, মস্তকে শিখা, অপাঙ্গ শুক্ল, পুচ্ছ জ্যোতির্লেখাবলয়ি। মিঃ ব্লানফোর্ডের গ্রন্থ (১) হইতে আমরা ইহার কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

"Neck all round rich blue (নীলকণ্ঠ), crest (শিখা) of long almost naked shafts terminated by fanshaped tips that are black at the base, bluish green at the ends ; * * the longest plumes (পুচ্ছ) ending in an 'eye' or ocellus consisting of a purplish-black heartshaped nucleus surrounded by blue within a coppery disk, with an outer rim of alternating green and bronze (জ্যোতির্লেখাবলয়ি)"।

ময়ূরের অপাঙ্গবর্ণনা আমরা ডাক্তার ব্রেমের (Dr. Brehm) পুস্তকে (২) এইরূপ দেখিতে পাই—"The eye is dark brown, and the bare ring that surrounds it whitish." গুজরাট্, কচ্, রাজপুতনা, সিন্ধু প্রভৃতি ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এই জাতীয় ময়ূর অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বর্ষাঋতু ইহাদের গর্ভাধান-

১। Fauna of British India, Birds, Vol. IV, p. 68.

২। Book of Birds from the text of Dr. Brehm by Thomas Rymer Jones, Vol. III, p. 254.

কাল। মেঘদর্শনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহাদিগের নৃত্য এবং স্বাগত কেকাধ্বনি শিখিদম্পতির কেবলমাত্র অহেতুক আনন্দের পরিচায়ক নহে ; ইহা তাহাদিগের পরস্পরের প্রীতির উচ্ছাসসূচকও বটে। যখন 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' তখন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ময়ূর ময়ূরীর দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময় ;—মেঘের সহিত ময়ূরের এই নিবিড় সম্পর্ক কোনও পক্ষিতত্ত্ববিৎ অস্বীকার করিতে পারেন না। মিঃ ব্লানফোর্ড এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"Several males with their tails and trains raised vertically and expanded, may be seen strutting about and 'showing off' before the hens. The latter lay......*for the most part in the rainy season from June to September.*" (৩)

এই জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোটামুটি আমাদের দেশের বর্ষাকাল। তাই যদি বিরহী যক্ষ মেঘসুহৃদের প্রতি মেঘের বন্ধুপ্রীতির কথা তুলিয়া তাঁহার দূতটিকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার আশঙ্কা যে কেবলমাত্র বিরহীর বুভুক্ষু হৃদয়ের অমূলক দুশ্চিন্তাপ্রসূত তাহা নহে ; তাহার পশ্চাতে একটা বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এখন দেখা যাক্, গলিত বর্হের তাৎপর্য্য কি? মল্লিনাথ ইহার টীকা করিয়াছেন—"গলিতং ভ্রষ্টং, ন তু লৌল্যাৎ, স্বয়ং ছিন্নমিতি ভাবঃ" অর্থাৎ যে পালক আপনা আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। বাস্তবিক বর্ষাঋতুর শেষে এই পতত্রস্খলন ব্যাপার দৃষ্ট হয় ; এই সময়ে পুংপক্ষিগণের পুরাতন সুদীর্ঘ পুচ্ছ খসিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে যে নূতন পুচ্ছের আবির্ভাব হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে গজাইয়া উঠিতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস সময় লাগে (৪)। মেঘদূতে দেবদেবীর মস্তক বা কর্ণাভরণ

৩। Fauna of British India, Birds, Vol. IV, p. 70.

৪। "The males moult their long trains after the breeding season with

রূপে ময়ূরের গলিতবর্হের ব্যবহারের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার ব্যবহার বড় কম দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ময়ূরপুচ্ছের আদর এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু এই পুচ্ছ আহরণের নিমিত্ত জীবহিংসা না করিয়া কেবলমাত্র স্বয়ং স্খলিত বর্হের ব্যবহারই অনুমোদিত হয়। এখনও আর্য্যাবর্ত্তে ময়ূর পবিত্র জীব বলিয়া পরিগণিত। জার্ডন (Jerdon) তাঁহার Birds of India নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন (৫)—

"It is venerated in many districts. Many Hindoo temples have large flocks of them; indeed, shooting it is forbidden in some Hindoo States."

কচ্, রাজপুতনা প্রভৃতি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ প্রদেশ সমূহে বন্য ময়ূর অধিক সংখ্যায় দেখা যায় বটে; কিন্তু গৃহপালিত ভবন-শিখীর সংখ্যাও বড় কম নয়। এমন কি, যেখানে স্বাধীন বন্য অবস্থায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর নহে, সেখানেও গৃহস্থেরা তাহাদিগকে পোষ মানাইয়া রাখে; কখনও কখনও বা তাহারা কোন বিশিষ্ট গৃহস্থ কর্ত্তৃক পালিত না হইয়া দলে দলে নগর মধ্যে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিতে পায়। এই গৃহপালিত ময়ূরগণ প্রায়ই মেঘদূতের নেত্রপথবর্ত্তী হইতেছে। অলকায় অশোকবকুল-তলে ভবনশিখীর জন্য বাসযষ্টি রচিত রহিয়াছে—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ ॥

অশোক ও বকুল বৃক্ষের মধ্যে এক সুবর্ণনির্ম্মিত বাসযষ্টি আছে, যাহার তলদেশ তরুণ বংশের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিদ্বারা বদ্ধ এবং যাহার উপরিভাগে একটি স্ফটিক-ফলক স্থাপিত আছে।

---

the other feathers about September in Northern India, and the new train is not fully grown up till March or April."—Blanford.

৫। Vol. III., p 507.

কৃত্রিমতার মধ্যে প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া বাসযষ্টিটি নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য যে শুধু নীলকণ্ঠ ময়ূরকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত, তাহা বেশ বুঝা যায়। তরুণ বংশের নীল আভাবিশিষ্ট মরকতমণি দ্বারা রচিত হইলেও বাসযষ্টিটি প্রকৃত বংশখণ্ডের সবুজ শোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যাগমে বংশভ্রমে নীলকণ্ঠ ইহার উপরে উপবেশন করিয়া রাত্রিযাপন করে। ময়ূরের স্বভাব (৬) এই যে, সে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত একটি উপযোগী বাসযষ্টি বাছিয়া লয়; প্রতি সন্ধ্যায় সেই নির্দ্দিষ্টস্থানে আশ্রয় লইবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়;—বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহপালিত ময়ূরগণের বাসযষ্টির ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া কবি তাৎকালিক পক্ষিপালন-প্রথার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে গৃহপালিত ময়ূরটিকে গৃহস্থ কুলবধূ কেমন করিয়া বলয়শিঞ্জিতে নাচাইয়া থাকেন, তাহার জন্য সাক্ষ্য লইতে আমাদের পাঠকপাঠিকাকে পাশ্চাত্য ornithologist এর নিকটে যাইতে হইবে না, কিন্তু গৃহের বাহিরে ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূর কলাপবিস্তার করিয়া কেমন নৃত্য করে, তাহা দেখিয়া অনেক বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিৎ মুগ্ধ হইয়ছেন। Living animals of the world নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে (৭) মিঃ পাইক্রাফট্ রচিত পক্ষিপ্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"Watch the bird trying to do his best to persuade his chosen what a handsome fellow he is. He first places himself more or less in front of her, but at some little distance off; and then watching his opportunity walks rapidly backwards, going faster and faster till arrived within a foot, he suddenly, like a flash, turns round and displays to the full his truly gorgeous vestments.

৬। "Peafowl roost on trees and they are in the habit, like most Pheasants, of returning to the same perch night after night"—Blanford.

৭। পৃষ্ঠা—৪০১।

This turning movement is accompanied by a violent shaking of the train, the quills of which rattle like the pattering of rain upon leaves. Often this movement is followed by a loud scream."

সারিকা

এইরূপে ভবনশিখীকে নাচাইয়া যক্ষপত্নী যেমন কতকটা সময় অতিবাহিত করিতেন, তেমনই আবার আর একটি পোষা পাখী তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাসিত স্বামীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। সেটি একটি সারিকা। এই সারিকা যক্ষের অতিশয় প্রিয় ছিল। দূতকে বিদায় দিবার সময় যক্ষ এই সারিকার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা,
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্‌ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥

আর্য্যাবর্ত্তে অতি প্রাচীনকাল হইতে গৃহস্থ সারিকা পালন করিতে ভালবাসিতেন, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতাকার লিখিতেছেন,—

সরস্বত্যৈ শারিঃ শ্যেতা পুরুষবাক্ সরস্বতে শুকঃ শ্যেতঃ
পুরুষবাক্।—৫ ৫ ১২

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে —

গৃহে পারাবতা ধন্যা শুকাশ্চ সহ সারিকাঃ
গৃহেষ্বেতে ন পাপায়।—অধ্যায় ১০৪, শ্লোক ১১৪।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে সারিকাকে স্রক্, চন্দনমালা, দর্পণ প্রভৃতির ন্যায় নারীদিগের অত্যাবশ্যক বিলাসের সামগ্রী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সতী দক্ষযজ্ঞ-সভায় যাইতেছেন,—

তাং সারিকা-কন্দুকদর্পণাম্বুজৈঃ
শ্বেতাতপত্র-ব্যজন-স্রগাদিভিঃ
* * * *
বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ।—৪র্থ অধ্যায়, ৬ম শ্লোক।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই সারিকা কোন্ জাতীয় পক্ষী? উপরে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় সংহিতার শারিঃ শ্যেতা শব্দদ্বয়ের সায়নাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—শারিঃ শুকস্ত্রী, কীদৃশী? শ্যেতা অরক্তবর্ণা। আমাদের মনে হয় যে, সায়ন এস্থলে একটা বিষম ভুল করিয়াছেন। সারিকা এবং শুক দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় পক্ষী;—একটি ময়না জাতীয়,অপরটি আমাদের সর্ব্বজন পরিচিত টিয়া পাখী; উভয়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক প্রকৃতির বিধিবিরুদ্ধ, অথচ সাধারণতঃ আমরা শুক সারি শব্দ দুইটি যেরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে বোধ হয়, যেন উভয়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ আছে এবং উভয়েই এক জাতীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। হিন্দুস্থানে সালিক পাখীকে ময়না নামে অভিহিত করা হয়। অধিকাংশ বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণের রচিত প্রবন্ধে ও পুস্তকে এই নাম বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক যে শ্রেণীর পক্ষী পার্ব্বত্য ময়না বলিয়া পরিচিত, তাহা যে সালিক জাতীয় পক্ষী নহে এবং বৈদেশিক গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ময়না হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা সম্প্রতি মিঃ ওটস্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন (৮)। তাঁহারা এই পার্ব্বত্য ময়নাকে Eulabes পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। ইহার ইংরাজি নাম Grackle। মানুষের বুলি অনুকরণ করিতে ইহারা বড় পটু; এই নিমিত্ত ইহারা গৃহস্থের

৮। "I exclude from this (Sturnidae) family the Grackles (Eulabes) and the Glossy starlings (Calornis) which have hitherto been associated with the true starlings by nearly all writers. These two genera differ in so many important matters .... that I cannot look upon them as in any way closely allied to the Sturnidae"—Oates, Fauna of British India, Vol I, p. 517

নিকটে অন্য পোষাপাখী অপেক্ষা অধিক আদর পায়। সালিক পাখীকে এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ Sturnidae পরিবারভুক্ত করিয়া পার্ব্বত্য ময়না হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয় মনে করেন। ইহারাও কিছু কিছু মানুষের বুলি বলিতে শিখে (৯) এবং সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে পালিত হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় যে, গৃহস্থপালিত এই দুই পাখীই সংস্কৃত সাহিত্যে সারিকা নামে পরিচিত (১০)। এতদিন পর্য্যন্ত সালিক এবং পার্ব্বত্য ময়না উভয়েই বিহঙ্গতত্ত্ববিদের নিকটে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেছিল। সাধারণ লোকের নিকটে ও ভারতবর্ষের অধিকাংশস্থলে উহারা উভয়েই ময়না নামে চলিয়া আসিতেছে।

একটা কথা বোধ হয় এখানে বলা আবশ্যক যে, তৈত্তিরীয় সংহিতার শারি শ্যেতা ও উপরে উদ্ধৃত মহাভারত এবং ভাগবতের সারিকা আভিধানিক হিসাবে একই পক্ষীকে বুঝায়। সারি শব্দের বানানে "স" কিম্বা "শ" দুইই ব্যবহৃত হয়। আর একটি প্রশ্ন এই, তৈত্তিরীয় সংহিতায় যে শ্যেতা শারির উল্লেখ আছে, তাহা বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথার্থ কি না? অর্থাৎ সারিকার বর্ণ শুভ্র হয় কি না? আমরা কিন্তু সাধারণতঃ সারিকার অঙ্গে কৃষ্ণধূসর বর্ণের

৯। "Like the European starling, it (the House-Mynah of India—Acridotheres tristis) will learn to talk, but the true talking mynahs (Eulabes) are very different birds."—Frank Finn, The World's Birds, p. 114.

১০। মিঃ উইলসন্ মেঘদূতের টীকায় সালিক পাখীকে Gracula religiosa বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই Gracula শব্দটি এখনকার Grackle শব্দের রূপান্তর মাত্র। মনিয়ার উইলিয়ামস্ কিন্তু সারিকার্থে ময়না ও সালিক (Gracula religiosa ও Turdus Salica) এই দুইটার মধ্যে যেটা হউক একটাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পার্ব্বত্য ময়না বুঝাইতে ওট্স্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ Gracula religiosaর পরিবর্ত্তে Eulabes religiosa শব্দের ব্যবহার প্রশস্ত মনে করেন এবং সালিক পক্ষী বুঝাইতে তাঁহারা Turdus Salicaর পরিবর্ত্তে Acridotheres tristis শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করেন। Acridotheres শ্রেণীর পক্ষিগণ Sturnidae পরিবারভুক্ত। এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ Thrush জাতীয় পক্ষী বুঝাইতে Turdus শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

প্রাধান্যই লক্ষ্য করিয়া থাকি। শুভ্রতা বা albinism যে অনেক সময়ে সালিক জাতীয় পক্ষীর বর্ণে প্রতিফলিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিহঙ্গ-তত্ত্ববিৎ মিঃ ফ্রাঙ্ক ফিন্ লিখিয়াছেন—"Albinism is not very uncommon in this (House or common) Mynah (১১)"। এই House-Mynah বা Common mynah পার্ব্বত্য ময়নাকে বুঝাইতেছে না; ইহা সালিক পাখী।

এইবার পথিমধ্যে গৃহবলভিতে সুপ্ত পারাবত ও অম্ভোবিন্দুগ্রহণ-চতুর চাতকের উপর কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোকরশ্মি নিপাতিত করিয়া সঞ্চরমাণ মেঘদূতকে অলকার পথে বিদায় দিয়া, আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। মেঘকে সম্বোধন করিয়া যক্ষ বলিতেছেন—

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং,
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং,
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ॥

যে গৃহবলভিতে পারাবত সুখে নিদ্রিত, সেই স্থানে চিরবিলসনক্লান্ত বিদ্যুৎপত্নীর সহিত রাত্রিযাপন করিয়া সূর্য্য উদিত হইলে তুমি অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। বন্ধুগণের কার্য্যসম্পাদন করিতে অঙ্গীকার করিয়া কেহ বিলম্ব করে না।

পারাবত

এই যে পারাবত গৃহবলভিতে আশ্রয় লইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যায়, ইহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করিতে পারেন,—এই পাখী সাধারণ গৃহকপোত, না ঘুঘু? মল্লিনাথ অমরকোষ হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "পারাবতঃ কলরবঃ কপোতঃ"; কপোত কিন্তু পায়রা এবং অন্য বিহগকেও বুঝায়—'পারাবতঃ কপোতঃ স্যাৎ কপোতো

১১। Garden and Aviary Birds of India, page 47.

বিহগান্তরে' ইতি বিশ্ব। এই বিহগান্তর অবশ্যই ঘুঘুপাখীকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন মেঘদূতের পারাবত ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি? বৈজ্ঞানিকের নিকটে পায়রা এবং ঘুঘু একই জাতীয় পাখী। মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন (১২)—

"There is no doubt that Pigeons and Doves must be regarded as forming an Order by themselves."

মানবাবাসে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করা উভয়েরই অভ্যাস। গোলা-পায়রার (Rock Pigeon) এবম্বিধ অভ্যাস সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার লিখিতেছেন (১৩)—

A bird haunting rocky cliffs, old buildings, walls, and when encouraged, human habitations generally, nesting in all the places named."

অবশ্যই এ বিষয়ে পায়রা ও ঘুঘুর স্বভাবগত সাদৃশ্য থাকিলেও, যক্ষ যে শুভকার্য্যসাধনতৎপর মেঘদূতকে পারাবতের পরিবর্ত্তে ঘুঘুপক্ষীর সহিত একত্র রাত্রিযাপন করিতে উপদেশ দিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, ঘুঘু অশুভশংসী;—ইহা 'গৃহনাশন,' 'ভীষণ', 'অগ্নিসহায়', 'দহন,' ইত্যাদি নামে আখ্যাত। মেঘদূতের পারাবত যে ঘুঘুকে না বুঝাইয়া 'বাগ্‌বিলাসী,' 'ঘরপ্রিয়', 'মদন', 'মদনমোহন,' 'গৃহকপোত' বা পায়রাকে বুঝাইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই ভারতীয় Rock-Pigeonকে (Columba intermedia) সমগ্র ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এইবার চাতকের কথা। মেঘদূতের কবি পাখীটির উল্লেখ চারবার করিয়াছেন; প্রতিবারেই ইহার সহিত মেঘের

চাতক

নিবিড় সম্পর্কের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৌত্য-

১২। Fauna of British India. Birds. Vol. IV, p. I.
১৩। Ibid, p. 30.

কার্য্যে ব্রতী হইতে না হইতেই মেঘের বামভাগে মধুরভাষী চাতক কূজন করিতেছে—

বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্বঃ।

পুনশ্চ, সিদ্ধপুরুষগণ অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর চাতককে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে আসন্ন মেঘের গর্জ্জন শুনা গেল—

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ,

* * * *

ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ,
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি।

অন্যত্র যক্ষ তাঁহার দূতটির বদান্যতার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ

শুধু মেঘদূতে নয়, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘের সহিত এই পাখীটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আমরা দেখিতে পাই। অভিধানকারগণও চাতকের পরিচয় দিতে গিয়া মেঘের আকর্ষণী শক্তির কথাটাই বড় করিয়া বলিয়াছেন :—"চততি যাচতে সততম্ভোমেঘং" ইতি শব্দস্তোমমহানিধিঃ। বাচস্পত্য অভিধানে চাতকার্থে এইরূপ লিখিত আছে—"যাচনে কর্ত্তরি খুল্। সারঙ্গে স্বনামখ্যাতে খগভেদে"। অভিধানোক্ত সারঙ্গ শব্দটি চাতকের নামান্তর মাত্র; তদ্রূপ স্তোকক ইহার আর একটি নাম। "সারঙ্গস্তোককশ্চাতকঃ সমাঃ ইত্যমরঃ।" মেঘদূতে এই সারঙ্গের উল্লেখ আছে—

সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্।

যদিও সারঙ্গ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে স্থানবিশেষে ব্যবহৃত হয় (সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে কুরঙ্গে চ মতঙ্গজে ইতি বিশ্বঃ), তথাপি আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, এস্থলে ইহা চাতকপক্ষীকেই বুঝাইতেছে। এই সারঙ্গ অথবা চাতক জললবমুচের অর্থাৎ মেঘের মার্গ সূচনা করিবে।

দেয়। মেঘ ভিন্ন চাতকের গত্যন্তর নাই। চাতকাষ্টক কাব্যের কবি মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

বাতৈর্বিধূনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ।
ত্বদ্‌বারিবিন্দু-পরিপালিতজীবিতস্য
নান্যাগতির্ভবতি বারিদ! চাতকস্য॥

এই সারঙ্গ অথবা চাতক পাখীটির বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি? এই যে "মেঘদরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে," ইহা কি বৈজ্ঞানিক হিসাবে সত্য? জার্ডনপ্রমুখ বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ চাতককে Cuckoo বা কোকিল-পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Coccystes melanoleucus (১৪)। বর্ষাগমে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই পাখী অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়; ইহার কাকলী পথিকের শ্রুতিপথবর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু পাখীটির কবি-বর্ণিত প্রকৃতি—উহার অম্বোবিন্দুগ্রহণের নিমিত্ত অস্থিরতা—আজ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, প্রত্যূষে এই পাখী আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া গান করিতে থাকে; কিন্তু সেই গান শুনিয়া কোন কবি 'নদতি মধুরং' বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। কারণ, ইঁহারা বলিতেছেন—বর্ষাঋতুতে এই পাখী অতিশয় কলরব করিয়া থাকে এবং ইহার কণ্ঠস্বর খুব চড়া,—"a high-pitched wild metallic note"। তাঁহারা আরও বলেন যে,

১৪। This bird makes a great figure in Hindu poetry under the name of chatak,—Rev. T. Philipps-Notes on the Habits of some Birds observed in the plains of N. W. India, published in the Proceedings, Zoological Society of London, 1857, pp. 100-101; cf. also Jerdon's Birds of India, Vol. I, p. 341.

এই বর্ষা ঋতুই ইহাদের গর্ভাধান-কাল। বর্ষার সহিত Coccystes melanoleucus পাখীর এইটুকু সাধারণ সম্বন্ধ ব্যতীত ইঁহাদিগের পুস্তকাবলীতে আর কোনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের কবিগণ যদি ময়ূরের মত চাতকের রূপ বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে সে বাস্তবিক কোন্ জাতীয় পক্ষী তাহার নির্দ্ধারণ করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কোথাও এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে পাখীটিকে বিদেশীয়েরা চাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা Cuckoo পরিবারভুক্ত। এই পরিবারস্থ কয়েকটি পাখী আমাদের দেশে পাপিয়া, বৌ-কথা-কও, কোকিল বা শা-বুলবুল ইত্যাদি নামে পরিচিত। ইহাদের কেহই অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর নহে। অবশ্যই একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন পাখীর স্বভাব বিভিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই কি কোনটিরই সম্বন্ধে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলেন না? তাই বোধ হয়, বেগতিক বুঝিয়া অধ্যাপক কোল্‌ব্রুক্ এই সনাক্ত করাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (১৫)। মিঃ ওট্‌স্ তাঁহার গ্রন্থে (১৬) Iora পরিবারভুক্ত পক্ষিগণের নাম করিতে বসিয়া Aegithina tiphia পাখীর সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ইহা বঙ্গদেশে চাতক, তফিক্, ফটিক-জল ইত্যাদি নামে পরিচিত। এস্থলে এটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, বঙ্গের বাহিরেও এই পাখীকে তফিক্ বলে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ইহাদের সন্তানসন্ততি হয়। এই সময়ে পুংপক্ষীটি মধুর ধ্বনি করিতে থাকে। ইহার কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে জার্ডন তাঁহার গ্রন্থে বার্জেসের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ইহার কণ্ঠস্বর অপূর্ব্ব; কখন বা অতিশয় মন্দ ও করুণ, পরক্ষণেই

১৫। অমরকোষে চাতকের টীকাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক কোলব্রুক বলিতেছেন—"Pipiha. Cubulus Radiatus. But it is not certain whether the chataca be not a different bird."

১৬। Fauna of British India, Birds, Vol. I, p. 230.

আবার সপ্তমে চড়া (১৭)। বৃষ্টির পূর্ব্বে ইহারা যে শব্দ করে, তাহা যেন ঠিক 'শোভিগ' অথবা কোথাও 'তফিক'এর মত শুনা যায়। বোধ হয় এইরূপ ধ্বনি করে বলিয়া উহা তফিক্ নামে পরিচিত। হইতে পারে যে, আসন্ন বর্ষায় কোমল করুণ তীব্র কণ্ঠস্বরে চাতকের এই স্বাগতধ্বনি শুনিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান উন্নমিত-চঞ্চু চাতককে অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

অতএব কবি-বর্ণিত চাতক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগকে আমরা যেটি চাই, ঠিক সেইটি দিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, এই পাখী ভারতবর্ষের কাব্য-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। এইখানে পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকটে ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষিগৃহমধ্যে এই Iora জাতীয় বিহঙ্গের আচরণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণের ফল জ্ঞাপন করিতে চাই। প্রাতঃকালে aviary মধ্যস্থিত গাছের ডালপালাগুলি পিচকারির সাহায্যে ধৌত করা হইত। পাখীটা তখন বৃক্ষান্তরে উড়িয়া যাইত। আবার যখন সেই গাছটার উপর জল বর্ষণ করা হইত, তখন প্রথমোক্ত গাছে ফিরিয়া আসিয়া বৃক্ষপত্র হইতে পতনোন্মুখ জলবিন্দুগুলি সুকৌশলে চঞ্চুপুটে গ্রহণ করতঃ সে শাখাপ্রশাখায় বিচরণ করিত। কৃত্রিম পক্ষিগৃহে এমনভাবে জল-বিন্দু গ্রহণের চেষ্টা আর কোন পালিত পক্ষীর দেখি নাই। কোনও কোনও পাখী কৃত্রিম গৃহমধ্যে গলদচ্ছবিন্দু পত্রান্তরালে স্নান করিতে ভালবাসে বটে, কিন্তু এইরূপ shower bath বা ধারাস্নানের সময়ে তাহারা চঞ্চুপুটে জলবিন্দু গ্রহণ করে না। এই Iora জাতীয় পাখীকে বঙ্গদেশে আমরা চাতক অথবা ফটিকজল বলিয়া জানি।

১৭। "Burgess, speaking of its notes says "truly, it has a wonderful power of voice: at one moment uttering a low plaintive cry (দধিমধুরং এর সহিত মিলে না কি?), at the next, a shrill whistle."—Birds of India, Vol. II, p. 103.

ঋতুসংহার

যখন ভারতবর্ষের 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা', তখন সাধারণতঃ যে যে পাখী আমাদের নয়নগোচর হয়, এবং বর্ষার সহিত যাহাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের দেশে কবি-প্রসিদ্ধি, তাহাদের কয়েকটির যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পরিচয় আমি 'মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব' প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের সঙ্গে পাখীর এই যে আনন্দ-সম্পর্ক, সুখে, দুঃখে, বিরহে, মিলনে, কতকটা সজ্ঞানে কতকটা অজ্ঞানে, এই যে পরস্পরের প্রীতিবন্ধন, ইহা যে কেবল বর্ষাঋতুতেই প্রকটিত, তাহা নহে; সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ইহা তাহাদের উভয়ের জীবন-নাট্যের সহিত বিচিত্র রহস্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলির হাবভাব-ভঙ্গীর বিচিত্র পরিবর্ত্তন আলোচনা করিবার সুযোগ কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যে আমরা কতকটা পাই। বিহঙ্গ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা যদি প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলাকুঞ্জে মানব-সম্পর্কবিরহিত স্বাধীন পাখীর গতিবিধি প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে চান, তাহা হইলেও ঋতুসংহারের যৌবনভারনিপীড়িতা নায়িকাকে স্বচ্ছন্দে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে মহাকবিবর্ণিত পাখীগুলিকে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। রসসাহিত্যে, বিশেষতঃ ঋতুসংহারের মত কাব্যে, নায়কনায়িকা একান্ত আবশ্যক বটে; কিন্তু আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই রসসাহিত্যের কেন্দ্রস্থ মানুষ দুটিকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে

রাখিয়া, মুখ্যতঃ পাখীগুলিকে লইয়া, এই আতপতপ্ত নিদাঘের অবসাদক্লিষ্ট অবসরটুকু অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রীষ্মবর্ণন

প্রচণ্ডসূর্য্য-স্পৃহনীয়চন্দ্রমা (১) নিদাঘকাল সমুপস্থিত; সুবাসিত হর্ম্ম্যতল মনোহর বোধ হইতেছে (২)। চন্দ্রোদয়ে সুরম্য নিশায় সুতন্ত্রী গীত নিতান্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয় (৩)—এইখানে এমনি সময় সীমন্তিনীদিগের নিতান্ত লাক্ষারসরাগরঞ্জিত সনূপুর চরণধ্বনিতে পদে পদে হংসধ্বনিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে (৪)। মেঘদূতের কালিদাস ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম বর্ণনায় সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অত্যন্ত পরিচিত পাখীগুলিকে মানবজীবন হইতে স্বতন্ত্র ও বিশ্লিষ্ট করিতে কিছুতেই রাজি হইতেছেন না। প্রকৃতি মূর্চ্ছিতা; নায়কনায়িকা ক্লান্ত ও অবসন্ন; তথাপি নায়িকার চরণের নূপুরনিক্কণ হংসরুতানুকারী বলিয়া মনে হইতেছে। ভূচর মানবের সঙ্গে খেচর পাখীগুলিকে ঋতুবিশেষে এমন করিয়া ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ না করিলে যেন বিশ্বশিল্পী কালিদাসের তুলিকায় সমগ্র চিত্রটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিত না। এই যে আল্‌তাপরা রাঙা চরণে নূপুর বাজিতেছে,—কেমন করিয়া ইহা পদে পদে হংসকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে?—পাঠকপাঠিকার হয়'ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমি এক জাতীয়

হংসকাকলী

হংসের রূপবর্ণনা করিয়াছিলাম—চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈর্সিতা, অর্থাৎ চঞ্চু ও চরণ লোহিত, দেহটি সাদা। অতএব নায়িকার অলক্তাক্ত চরণের নূপুর-শিঞ্জিতে

১। ১ম সর্গ, ১ম শ্লোক।

২। ঐ ২য় শ্লোক।

৩। ঐ ৩য় শ্লোক।

৪। ১ম সর্গ, ১ম শ্লোক

লোহিতচঞ্চুচরণ শ্বেতাবয়ব হংসের গীত স্বতঃই কবিকল্পনায় জাগিয়া উঠিতে পারে।

যে হংসকে প্রচণ্ড রবিকরোদ্দীপ্ত নিদাঘকালে আমরা ক্বচিৎ দেখিতে পাই; ঋতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় যাহার প্রতি কেবল একটু ইঙ্গিত করিয়া কামিনীর কমনীয় চরণকমলের মঞ্জীরধ্বনির আভাসের মধ্য দিয়া কবি যাহাকে বিদায় দিয়াছেন; যাহাকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই; বর্ষাঋতুবর্ণনার মধ্যে যাহার দর্শনলাভ আমাদের ঘটিয়া উঠিল না; হঠাৎ শরৎবর্ণনার মধ্যে সেই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কতিপয়দিন-স্থায়ী যাযাবর হংসটি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া শরৎলক্ষ্মীর নূপুরধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিতেছে! মৌনা প্রকৃতি আজ হংস-কাকলীতে মুখরিতা।

শরদ্বর্ণন

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা

সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।

আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ

প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥

কাশপুষ্প যাহার অংশুক, বিকচ কমল যাহার বদন, উন্মত্ত হংস-কাকলী যাহার নূপুরশিঞ্জিত, ঈষৎপক্বশালিধান্য যাহার দেহযষ্টি, সেই শরৎকাল রমণীয় নববধূবেশে আসিয়া উপস্থিত।

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো

হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।

সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ

শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥

মহী কাশকুসুমে শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে, রজনী চন্দ্রকরদীপ্তিতে শুক্লা, শ্বেত হংস নদীর জলকে সাদা করিয়াছে; সরোবর কুমুদপুষ্প-

শোভায়, বনান্ত সপ্তপর্ণীবিকাশে, এবং উপবন মালতীকুসুমে শুভ্র হইয়া রহিয়াছে।

নিদাঘপ্রকৃতির অন্তরালে যে হংস প্রচ্ছন্ন ছিল; বর্ষাগমে মেঘদূতের কবি যাহাকে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মানসসরোবরাভিমুখে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন; শরৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের নদীবক্ষে সন্তরণশীল সেই হংস বর্ষাশেষে ঈষন্মলিন নদীজলকে শুভ্র করিয়া, হিল্লোলিতকমলদলরাগরঞ্জিত বীচিমালাকে মুখরিত করিয়া, সিতা শরৎলক্ষ্মীর বাহনরূপে আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসচয়াকুলতীরদেশাঃ।
কুর্ব্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য
প্রীতিং সরোরুহরজোরুণিতাস্তটিন্যঃ॥

যে তটিনীর বীচিমালা কারণ্ডবচঞ্চু কর্ত্তৃক সঙ্ক্ষোভিত; যাহার তীরদেশ কাদম্বসারসসমাকীর্ণ; পদ্মরেণুরাগরঞ্জিত সেই নদী হংসকাকলীতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া মানবের আনন্দ সঞ্চার করিতেছে।

সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি
স্বচ্ছপ্রফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্গতবীচিমালা-
ন্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি॥

যে সকল সরোবরে হংসমিথুন উন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে; তাহাদের জল স্বচ্ছ এবং প্রফুল্লকমলোৎপলশোভিত; মন্দ প্রভাতপবনহিল্লোলে তাহাদের বক্ষ আন্দোলিত; ইহারাই হৃদয়কে সহসা ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায়
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্।

শিখিগণ এখন আর নৃত্য করে না ; কামদেব তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কলকণ্ঠ হংসগণকে আশ্রয় করিয়াছেন।

সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি
স্বস্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি।
হংসৈঃ সসারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি
সীমান্তরাণি জনয়ন্তি নৃণাং প্রমোদম্॥

ভূতল জলসিক্ত শালিধান্যে আবৃত ; গো-কুল সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে ; সারসহংসনাদে সীমান্তর ধ্বনিত হইতেছে।

প্রস্ফুটিত কুমুদপুষ্পশোভিত, মরকতমণির ন্যায় দীপ্ত জলাশয়ে রাজহংস রহিয়াছে—

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।

মত্তহংসস্বনে অসিতনয়না লক্ষ্মীর ক্বণিতকনককাঞ্চীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া শরৎ-শ্রী বিদায় লইতেছেন। বিদায়ের প্রাক্কালে নারীর বদনে শশাঙ্কশোভা রাখিয়া এবং মণিনূপুরে হংসকাকলী অর্পণ করিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন,—

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং
কামং চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু
... ...
কাপি প্রযাতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ।

শরৎ চলিয়া গেল ; হেমন্ত আসিল, তুষারপাত আরম্ভ হইল।

হেমন্ত

হংসকাকলীকে অনুকরণ করিয়া রমণীর নূপুর-নিক্বণ এখন আর শ্রুত হয় না। কিন্তু প্রফুল্ল-নীলোৎপল-শোভিত প্রসন্নতোয় সুশীতল সরোবরবক্ষে কাদম্বের উন্মত্ত প্রলাপ শোনা যাইতেছে।

অবশেষে ঋতুসংহারের পঞ্চম সর্গে শিশিরবর্ণনায় আর আমরা আমাদিগের পরিচিত হংসটিকে দেখিতে পাই না। ষষ্ঠ সর্গে সহচর কোকিলকে সঙ্গে লইয়া বসন্ত আসিল,—কিন্তু হংস কোথায় গেল?

* * * * *

হংসজাতীয় প্রায় সমুদয় পাখীর যাযাবরত্বের কথা লইয়া আমি মেঘদূতপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মনে রাখিতে হইবে যে, কতকগুলি হংস বৎসরের মধ্যে কেবল চারি মাস এবং অপরগুলি প্রায় ছয় মাসকাল ভারতবর্ষে যাপন করিয়া মধ্য এসিয়ার এবং তিব্বতের হ্রদতড়াগাভিমুখে উড়িয়া যায়। বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন; এমন কি, কেহ কেহ হংসকে ভারতবর্ষে ঋতুবিশেষে নবীন আগন্তুক হিসাবে দেখিয়া থাকেন। একজন লিখিতেছেন (৫)—

হংসের প্রব্রজন

"Some of our web-footed visitors, such as the pintail, Dafila acuta, red-crested pochard, Branta rufina, gadwall, Chaulelasmus streperus, pearl-eye, Filigula nyroca and the grey goose, Anser cinerus, remain in India for some four months only, arriving in November, to depart again in February; while others, such as the bar-headed goose, Anser indicus, the grey teal, Karkedula creca, blue-winged teal, Kerkedula circia, remain with us fully six months—from October to the end of March."

এই বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শরদাগমে অথবা শিশিরের পূর্ব্ব হইতেই হংসগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; সমস্ত শীত ঋতু তাহারা এদেশে অতিবাহিত করিয়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে অর্থাৎ বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরে উড়িয়া যায়। কেবলমাত্র দুই এক জাতীয় হংস বর্ষার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এদেশে

৫ Raoul—Small Game Shooting in Bengal, Ch. 1, p. 1.

থাকিয়া যায়। মেঘদূতে কবি ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রব্রজনশীল এইরূপ হংসের ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঋতুসংহারে কিন্তু মহাকবি নানা ঋতুতে বিভিন্ন-জাতীয় হংসকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যে হংসগুলি সহজে আমাদের নয়নগোচর হয় না; কোথায় তাহারা বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত আমাদের প্রায় থাকে না; কবি তাহাদিগকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে না আনিয়া কেবলমাত্র কামিনীর নূপুরধ্বনির আভাসের মধ্য দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব স্মরণ করাইতেছেন। অতএব গ্রীষ্মবর্ণনায় হংসকে আমরা সম্মুখে পাইলাম না। গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কেমন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তাহা আমরা মেঘদূত-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বর্ষা-বর্ণনায় কবি তাহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়াছেন;—ইহার মধ্যে আমরা হংসের অস্তিত্বের আভাসমাত্রও পাই না। বর্ষাপগমে ইহারা যখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এদেশের নদ-নদী-হ্রদ-তড়াগসমূহ পুনরায় অধিকার করিয়া বসে,—শ্বেতা শরৎলক্ষ্মীর সেই দৃশ্যটুকুই বারম্বার আমরা ঋতুসংহারের শরৎবর্ণনায় দেখিতে পাই। তখন ইহাদের কলগীতি শরৎ-শ্রীর নূপুরশিঞ্জিত বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের শুভ্র পতত্রে নদীর জল সাদা হইয়া উঠে। বিচিত্র-লীলাভঙ্গে চঞ্চুপুটে সাহায্যে ইহারা তটিনীর ক্ষুদ্র বীচিমালাকে সংক্ষোভিত করিয়া তুলে। কাদম্বসারসের কলধ্বনি তটিনীর তীর-দেশকে আকুলিত করে। সরোবরে হংসমিথুনের উন্মত্ত ক্রীড়া ও উদ্দাম চাপল্য পথিকের চিত্তহরণ করে। সীমান্তর ঘন ঘন হংসনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। কুমুদশোভিত জলাশয়ে রাজহংস প্রকৃতির

ও
গতিবিধি

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিত প্রসন্নতোয় সুশীতল সরোবরে কাদম্বজাতীয় হংসের কলোচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের তটমূলে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশিরবর্ণনায় আর আমরা আমাদের পরিচিত হংস-জাতীয় বিহঙ্গগুলিকে দেখিতে পাই না। কেন কবির শিশিরবর্ণনার মধ্যে হংসের স্থান রহিল না, ইহার উত্তর কবিবর নিজেই যেন কতকটা দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ;—

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং
হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ। ইত্যাদি

দারুণ শীতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে ; হুতাশন এবং সূর্য্যরশ্মি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। চন্দন ভাল লাগে না ; চন্দ্রকিরণ ভাল লাগে না ; হর্ম্ম্যতল সুখকর নয় ; সান্দ্রতুষার-শীতল বায়ুও সহ্য হয় না। সেই নিরুদ্ধবাতায়ন মন্দিরমধ্যে থাকিয়া পূর্ব্বের মত বহিঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা অত্যন্ত সুকঠিন। প্রকৃতিবর্ণনায় এখন কেবলমাত্র তুষারসংঘাতনিপাত শীতলা রাত্রিকে কবিবর তাঁহার নায়কনায়িকার backgroundরূপে বড় করিয়া দেখিতেছেন ; আর পশুপক্ষী নদী-হ্রদ-তড়াগ প্রভৃতি অন্য সমস্তই যেন তাঁহার উপেক্ষণীয়। এ অবস্থায় কবিবরের তুলিকায় শিশিরচিত্রে হাঁসের চেহারার রেখাটি পর্য্যন্ত যে কোথাও ফুটিয়া উঠিল না, ইহা আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক কিন্তু শীতকালে হংস-জাতীয় অনেক পাখী এদেশে থাকে, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। হয়ত' শীতের পাণ্ডুরতার মধ্যে আমাদের Grey Gooseএর পাণ্ডুরতা কোনও বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে না বলিয়া সৌন্দর্য্যের কবি তাহাকে আমলে আনেন নাই। এস্থলে আমি শুধু নিছক সৌন্দর্য্য তত্ত্বের দিক্ হইতে এইটুকু ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। কিন্তু যাঁহারা

পক্ষী শিকার করিয়া আনন্দ পান, তাঁহারা গভীর শীতের মধ্যে হাঁসের রূপবর্ণনা শতমুখে করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে যে কয় মাস হাঁসেরা নদী-হ্রদ-সরোবর-সীমান্তে বিচরণ করে, তাহার অধিকাংশই শিশিরের প্রাক্কাল হইতে অবসান পর্য্যন্ত, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দূর দেশান্তর হইতে আর্য্যাবর্ত্তে উড়িয়া আসিয়া মাঘ ফাল্গুনে তাহারা চলিয়া যায়।

এখন বোধ হয় সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে বুঝাইতে হইবে না যে, যখন পিকসহচর বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, হংসজাতীয় পাখীগুলির দেখা পাই না কেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রব্রজনশীল কতিপয়দিনস্থায়ী হংস আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে, হিমালয়ের পরপারে, তিব্বতীয় হ্রদসান্নিধ্যে, উত্তর-মেরু প্রদেশস্থ জলাশয়-তটদেশে তাহার গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিবার জন্য ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া উড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই যখন নবীন বসন্তে কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুহুধ্বনি বসন্ত ঋতুর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখন আর কাদম্ব, কারণ্ডব রাজহংসের কলধ্বনি শ্রুত হয় না।

এখন এই ঋতুসংহারের হংসজাতীয় পাখীগুলির কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক পরিচয় আবশ্যক। ইহাদিগের মধ্যে একটির সহিত আমাদের পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়া গিয়াছে—সেটি রাজহংস। পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের নিকটে ইহা Phoenicopterus বা Flamingo নামে পরিচিত। এই পক্ষীটি যাযাবর; ইহার চঞ্চু ও চরণ লোহিত। শরতের সুনীল আকাশতলে কুমুদশোভিত সরোবরমধ্যে বিরাজমান Flamingoকে ঋতুসংহারের কবি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থ ইহার প্রিয় খাদ্য;—সেই খাদ্য সরোবর-মধ্যে অথবা সরোবর-সান্নিধ্যে সে প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকে; তাই আমরা তাহাকে মহাকবির শরদ্বর্ণনায়

রাজহংস

অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে চিত্রিত দেখিতেছি। আশ্বিন কার্ত্তিক হইতে আসন্ন বর্ষা পর্য্যন্ত ইহাকে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিচরণ করিতে দেখা যায়। অতএব প্রচণ্ড নিদাঘে কামিনীর নূপুরনিক্কণ যদি "হংসরুতানুকারী" বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; এবং তাহা অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

যে হংসটি কাদম্ব নামে পরিচিত, তাহার আর একটি আখ্যা কলহংস। অমরকোষে দেখিতে পাই—"কাদম্বঃ কলহংসঃ স্যাৎ"। অভিধানরত্নমালায় এইরূপ লেখা আছে—

কাদম্ব

"পক্ষৈরাধূসরৈর্হংসাঃ কলহংসা ইতি স্মৃতাঃ"। অর্থাৎ ইহার পক্ষ ধূসরবর্ণ এবং ইহা কলহংস নামে পরিচিত। মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমরা পাঠকপাঠিকার সহিত একজাতীয় হংসের পরিচয় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার ইংরাজি নাম Grey goose;—ইহার অঙ্গে ভস্মবর্ণের বা ধূসরবর্ণের ছায়া স্বল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহা রাজহাঁস বা কড়হাঁস নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। পাখী শিকার করিতে গিয়া শ্বেতাঙ্গেরা ইহার কণ্ঠধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। মার্শ্যাল ও হিউম প্রণীত Game Birds of India, Burmah and Ceylon নামক পুস্তকে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে(৬)—

"The cackle of a large flock flying overhead at night, high in air, is most sonorous and musical, and there are few sportsmen through whose hearts it does not send a pleasant thrill."

এই ansirinæ জাতিভুক্ত হাঁসটি ঐ কবিবর্ণিত কলহংস বা কাদম্ব। শরৎঋতুতে ভারতবর্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহারা উড়িয়া আসে।

৬। Vol. III, p. 60.

বসন্তাগমে এদেশ হইতে চলিয়া যায়। ইহাই এই জাতীয় যাযাবর হাঁসের রীতি।

এস্থলে বলা আবশ্যক মনে করি যে, আমি মেঘদূতপ্রসঙ্গে রাজহংসকে কতকটা Grey goose জাতীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ আভাস দিয়াছি; কিন্তু তাহাকে Flamingo পরিবারভুক্ত করিবার বিশেষ কারণ দেখাইবার চেষ্টাও করিয়াছি। এখনকার সহিত সে উক্তির কোনও বিরোধ নাই। মেঘদূতে কাদম্ব শব্দটি পাওয়া যায় না বলিয়া যে এ সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ তর্ক উঠিতে পারে, তাহা মনে হয় না। পরন্তু Grey gooseএর পতত্রের ও অঙ্গের বর্ণ এত পরিবর্ত্তনশীল, যে একই speciesকে কখনও লোহিতচঞ্চুচরণ শ্বেতাবয়ব রাজহংস ও লোহিত চঞ্চুচরণ কৃষ্ণধূসরাবয়ব কাদম্ব বলিয়া পরিচিত করিলে আভিধানিক হিসাবে কোনও ভুল হয় না। ইহাদের বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন (৭)—

"Generally the tone of plumage varies much more than it usually does in wild birds, or than it does in any other Goose with which I am acquainted."

ধূসরবর্ণ পক্ষের দ্বারা কাদম্বের বিশেষভাবে পরিচয় পাওয়া যায়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অভিধানচিন্তামণিকার বলিতেছেন—
"কাদম্বাস্তু কলহংসাঃ পক্ষৈঃ স্ফুরতি ধূসরৈঃ।"

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে রামচন্দ্র গঙ্গাযমুনাসঙ্গম দেখিয়া জানকীকে বলিতেছেন—হে অনবদ্যাঙ্গি! ঐ দেখ, যমুনাতরঙ্গের সহিত গঙ্গাপ্রবাহ মিশিয়া কেমন শোভা পাইতেছে! ঠিক যেন মানসসরোবরপ্রিয় রাজহংসের সহিত কাদম্বপঙ্ক্তি মিলিত হইয়াছে,—"ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্ক্তিঃ"। এই কাদম্ব রাজহংস শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তটিনীতে, নদীতটে,

(৭) Game Birds of India, Burmah and Ceylon by Hume and Mars Vol. III, p. 64.

সরোবরে ও সীমান্তরে বিচরণ করে। যেখানে প্রচুর শালিধান্য রহিয়াছে, সেখানে ইহাদের উন্মত্ত প্রলাপ. শোনা যায়; যেখানে কুমুদপুষ্প বীচিবিক্ষোভিত হইয়া দুলিতে থাকে, সেখানে ইহারাও তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়; যেখানে জলাশয়, সেখানে ইহাদের কলকণ্ঠ শরৎলক্ষ্মীর জয় ঘোষণা করিতে থাকে;—প্রকৃতির চিত্রপটে হংসের ছবির সহিত কবিবর্ণিত এই কাদম্বরাজহংসের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বাস্তবিক তাহারা জলচর ও স্থলচর; শালিধান্য ও বিসকিসলয় তাহাদের আহার্য্যের মধ্যে অন্যতম।

ঋতুসংহার

(২)

কাদম্বরাজহংসের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছি। এইবার কারণ্ডব-সমস্যা ধৈর্য্যশীল পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সমস্যাটি একেবারে জাতি-বিচার লইয়া। প্রশ্ন এই যে, ইহাকে প্রকৃতির বিরাট সভায় কোন্ পঙ্‌ক্তিতে বসাইব;—হাঁস, সারস, পানকৌড়ী, না জলপিপি?

কারণ্ডব

কারণ্ডবকে হংসশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে কি না, তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখুন। দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত অভিধানগুলি এ বিষয়ে আমাদিগকে বড় বেশী সাহায্য করিতে পারে না। "কারণ্ডবকাদম্বক্রকরাদ্যাঃ পক্ষিজাতয়ো জ্ঞেয়াঃ" এইমাত্র হলায়ুধে পাওয়া যায়। এখানে কেবল এইটুকু বলা হইল যে, কাদম্ব ও কারণ্ডব পক্ষিজাতিবিশেষ;—কোন্ জাতি, কি বর্ণ, তাহা কিছুই বুঝা গেল না। অমরকোষেও সাধারণ পক্ষিজাতির মধ্যে কয়েকটি পাখীর নাম করা হইয়াছে। কারণ্ডব তাহাদিগের অন্যতম। এখানেও তাহার জাতি, গোত্র ও বর্ণের পরিচয় পাইলাম না। তবে টীকাকার এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। অভিধানরত্নমালার পাশ্চাত্য টীকাকার Aufrecht সুধু টিপ্পনী করিলেন,—'a sort of duck' অর্থাৎ হংসবিশেষ। উইল্‌সন্ (১), মনিয়ার উইলিয়মস্ (২), ও অধ্যাপক কোলব্রুক্ (৩) প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুস্তকে ঐ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন—'a sort of duck'।

১। A Dictionary in Sanskrit and English (1874) by H. H. Wilson.
২। Sanskrit-English Dictionary by Monier Williams.
৩। Colebrook's Amarkosha.

বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই উক্তির সাহায্যে আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এতগুলি অভিধান দেখিয়া আমাদের স্বতঃই একটা প্রবৃত্তি জন্মে যে,কারণ্ডব হংসবিশেষ; তাহাতে সন্দেহের কারণ থাকা উচিত নহে। প্রায়ই 'ত তাহাকে কাদম্বের সঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে একত্র দেখা যায়; অভিধানগুলিতেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, কারণ্ডব হংসবিশেষ, তাহা হইলে সেই হংসের প্রকারভেদ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? সুশ্রুতসংহিতার টীকাকার ডল্লনাচার্য্য মিশ্র কারণ্ডবের দুই প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন,—কারণ্ডবঃ শুক্লহংসভেদোঽল্পঃ অর্থাৎ কারণ্ডব শুক্লহংস হইতে ঈষৎ ভিন্ন। এস্থলে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, এই ভেদটুকু কেবলমাত্র দেহের বর্ণসম্বন্ধে; শুক্লহংস নয়, অল্প ভেদ আছে। তবে কি Grey Goose পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে? অথবা ইহাকে কি শুক্লহংসভেদোঽল্প anser indicus শ্রেণীর মধ্যে দাঁড় করাইব? ইহারা উভয়েই সাদা রংএর কাছাকাছি যায়;—grey goose বা anser cinereus প্রায় ধূসরত্বে উপনীত হইয়াছে, আর anser indicusএর পতত্র ও মাথার দিক্‌টা খুব সাদা, বাকি দেহের বর্ণে কিছু লাল্‌চে ও কাল রংয়ের ভাব দেখা যায়। এইরূপ বর্ণনা করিয়া আচার্য্য ডল্লনমিশ্র ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এই বিবরণটি কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন জানি না, কিন্তু লিখিতেছেন—উক্তঞ্চ "কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্" ইতি; অর্থাৎ ইহার কাকের স্থায় মুখ, পা দীর্ঘ, বর্ণ কালো। অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বরও লিখিয়াছেন—অয়ং কাকতুণ্ডো দীর্ঘপাদঃ কৃষ্ণবর্ণঃ। এখন প্রশ্ন এই যে, এই কাকের মত মুখ, লম্বা লম্বা পা ও কালো রং হংসজাতীয় কোনও পাখীর মধ্যে দেখা যায় কি? Anseres পরিবারভুক্ত কোনও হংসের পা ও ঠোঁট উক্ত বর্ণনার সহিত মিলিতে পারে না। তবে কি

হংস অর্থে সারসকেও বুঝিব। 'চক্রাঙ্গঃ সারসো হংসঃ' এই সংজ্ঞা শব্দার্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সারস বা Gruidae পরিবারের মধ্যে এক শ্রেণীর পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কতকটা কাকতুণ্ড দীর্ঘাঙ্ঘ্রি ও কৃষ্ণবর্ণভাক্। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহার সাধারণ নাম করকড়। এই করকড়ের সহিত ডল্লনমিশ্রের "করহরের" কোনও সম্পর্ক আছে কি? তিনি বলিতেছেন—"অন্যে করহরমাহুঃ"। চরকসংহিতার টীকাকার গঙ্গাধর কবিরাজের মতে কারণ্ডব আর কিছু নয়, পানকৌড়ী। পক্ষিতত্ত্বহিসাবে পানকৌড়ী Phalacrocorax javanicus নামে বিশেষজ্ঞের নিকট পরিচিত। ইহার রং কালো বটে, কিন্তু আর কিছুই উপরে উদ্ধৃত বর্ণনার সহিত মিলে না। ইহা কাকতুণ্ডও নয়, দীর্ঘপদও নয়। "বৈদ্যকশব্দসিন্ধু" গ্রন্থে (৪) কারণ্ডব অর্থে জলপিপি বলা হইয়াছে। এইবার কিছু মুস্কিলে পড়া গেল। এই জলপিপি বা Metopidius indicusএর রং কালো, কাকের মত তুণ্ড, দীর্ঘ অঙ্ঘ্রি; কিন্তু ইহা হংসও নয়, সারসও নয় অথচ ইহা জলাশয়ে পদ্মপত্রের (৫) উপর দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া যায়। তবে ইহাকে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কুত্রাপি দেখা যায় কি? হিউম বলিতেছেন (৬)—

"As a matter of fact it is almost absolutely confined to the moister portions of the country. and is very rarely, if ever, seen in the drier portions of the North West Provinces, in the Punjab, Rajputana and Sindh."

৪। কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক সংশোধিত (১৯১৪)।

৫। "The floating lotus-leaves on which it walks."—Cassell's Book of Birds IV, p. 103. "This Jacana runs with wonderful facilitty over the Birds, edited by floating weeds, lotus leaves etc."—Hume's Nests and Eggs of Indian Birds, vol. III, p. 357.

৬। "Nests and Eggs of Indian Birds by Allan O. Hume, Second Edition, Vol. III, p. 356.

বাঙ্গালীর পরিচিত জলপিপি পাখী কি সংস্কৃত-সাহিত্যের কারণ্ডবের সহিত অভিন্ন? কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কাদম্বরাজহংসের সহিত কোনও ঋতুতে ইহাকে দেখা যায় কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ আমাদের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে শরৎ-বর্ণনায় কারণ্ডবকে কাদম্ব-রাজহংস-সারসের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত দেখা যায়।

এই সারস পাখীটিকে সাধারণতঃ আমাদিগের কাব্য-সাহিত্যমধ্যে হংসজাতীয় জলচর ও স্থলচর বিহঙ্গগণের সহচররূপে পাইয়া থাকি। অন্যত্র আমরা ইহার কতকটা বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের নিকটে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নূতন তথ্য এখানে আর উপস্থিত করিতেছি না; তবে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, পদ্ম-সমাকুল সরোবরের সহিত ইহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়া অভিধানকারগণ ইহাকে পুষ্করাহ্বয় বা পুষ্করাহ্ব আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ঋতুসংহারের কবি ইহার নিমিত্ত যে background রচনা করিয়াছেন, তাহা একটি তটিনী;—তাহার সলিল সরোরুহরজের দ্বারা অরুণীকৃত হইয়াছে। এই তটিনীতে সারসকে দেখা গেল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শুনাইবার জন্য মহাকবিকে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে নূতন যবনিকার উত্তোলন করিতে হইল;—ইহার স্বভাবসুলভ সুদূরপ্রসারী তীব্র কণ্ঠস্বর সীমান্তরকে প্রতিনিনাদিত করিয়া

সারস

তুলিতেছে। এই যাযাবর পাখীটি সমস্ত শরৎ ঋতু ভারতবর্ষে অতিবাহিত করে, এই জন্য শরৎ ঋতুর বর্ণনায় মহাকবি ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই শরৎ ঋতুতে বক ও ময়ূরের স্বভাবে পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সূক্ষ্মদর্শী নিপুণ কবির দৃষ্টিকে তাহা এড়াইতে পারে নাই।

ধুনন্তি পক্ষপবনৈর্ন নভো বলাকাঃ
পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ।

বলাকাগণ পক্ষপবনের দ্বারা নভোমণ্ডল কম্পিত করে না ; ময়ূরগণ উন্নতমুখ হইয়া গগনকে নিরীক্ষণ করে না ।

শিখিগণ এখন আর নৃত্য করে না,—"নৃত্যপ্রয়োগরহিতাশ্চি-খিনঃ।"

বর্ষাপগমে ইহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে কিন্তু ইহারা যাযাবর নহে ; সমস্ত বৎসর ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গিহীন অবস্থায় বকজাতীয় পাখীগুলি নানা স্থানে বিচরণ করিতে থাকে ; বর্ষাকালে তাহারা কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হয়, মেঘদূতের কবি তাহা দেখাইয়াছেন। শরৎকালে আর তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতে চায় না। হেমন্তে ও শিশিরে বকপরিবারস্থ ক্রৌঞ্চের কণ্ঠস্বর সীমান্তরকে ধ্বনিত করিয়া তুলে। সাধারণ বকের বৈজ্ঞানিক পরিচয় অন্যত্র দিয়াছি, কিন্তু এই ক্রৌঞ্চটি বিহঙ্গতত্ত্বজ্ঞের নিকটে ardeola grayi বা Pond heron নামে পরিজ্ঞাত। বাঙ্গালায় ইহা কোঁচবক বলিয়া খ্যাত। সুশ্রুত-সংহিতার টীকাকার ডল্লনাচার্য্য মিশ্র ক্রৌঞ্চ অর্থে লিখিতেছেন—ক্রৌঞ্চির কোঁচ-বক ইতি লোকে। হেমন্তে শস্যবহুল প্রান্তরে ইহার মধুর নাদ শ্রুত হইয়া থাকে—

ক্রৌঞ্চ

প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি
মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি।
মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি
সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ॥

শিশিরে প্রভুত শালিধান্যের মধ্য হইতে ইহার কণ্ঠস্বর ক্বচিৎ নির্গত হইয়া যেন শীতঋতুর আগমনবার্ত্তা প্রচার করিতেছে। তাই ঋতু-

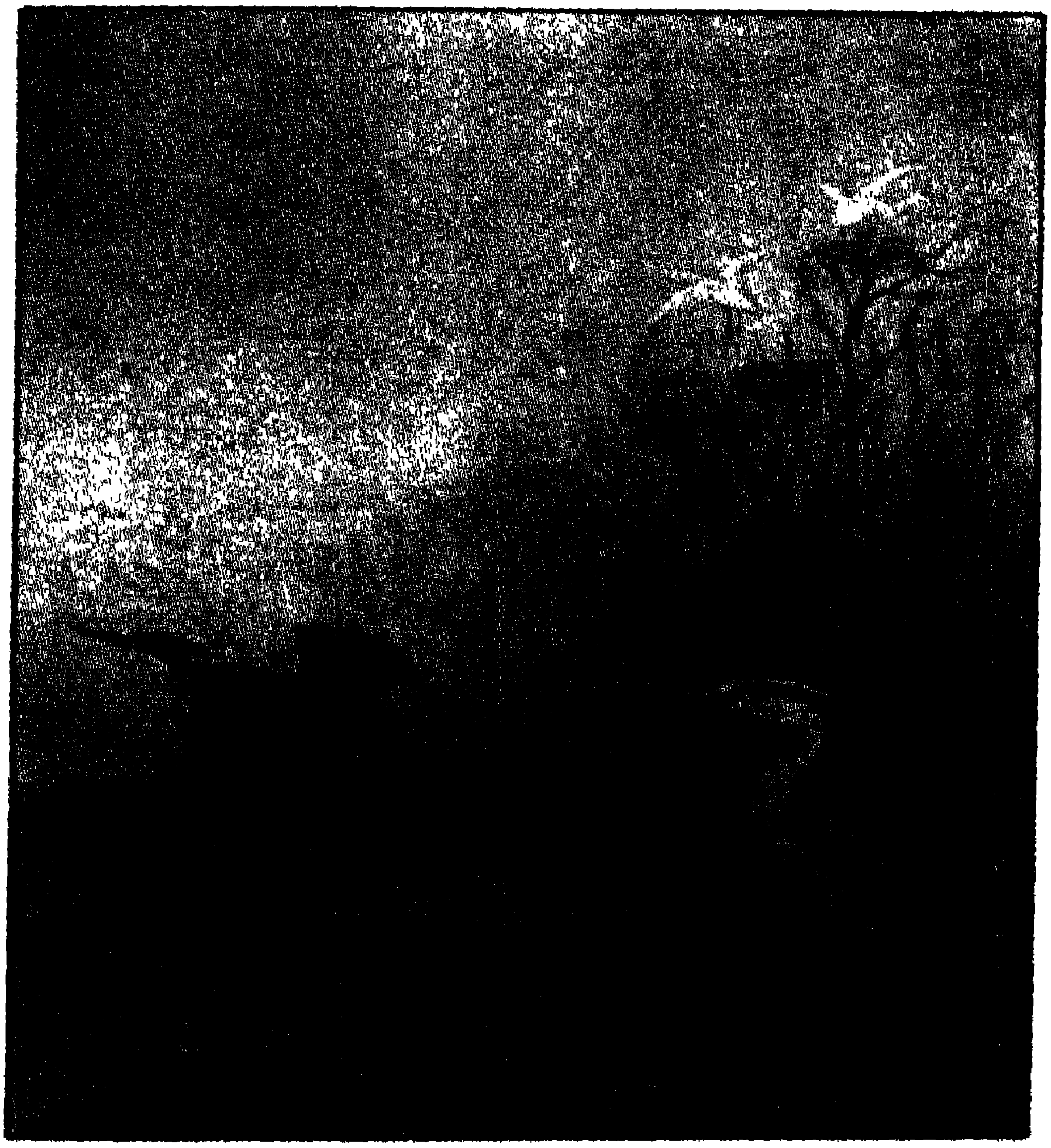

কঙ্ক, ক্রৌঞ্চ, বলাকা

[পৃঃ ১৭৮

U. RAY & SONS, CALCUTTA

সংহারের পঞ্চম সর্গের প্রথম শ্লোকেই নবাগত শিশিরের পরিচয় দিতে গিয়া সুপক্ক শালিধান্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পাখীটির কণ্ঠস্বরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিতেছেন—

প্ররূঢ়শাল্যংশুচয়ৈর্মনোহরং
ক্বচিৎস্থিত-ক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং
বরোরু কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥

এই ক্রৌঞ্চ সাধারণ heron জাতীয় পাখী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, তাই সে অত সহজে সুপক্ক ধানের ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারে। ব্লানফোর্ডের পুস্তকে (৭) ইহার সম্বন্ধে এই প্রকার লেখা আছে—

"The Pond Herons, or as they are often called by British ornithologists, Squacco Herons, are smaller than the true Herons and Egrets, and are somewhat intermediate in plumage between Egrets and Herons. * * * * * often found about paddy fields, ditches, village tanks, and similar places, not easily seen when sitting."

উপরে উদ্ধৃত "ক্বচিৎস্থিত" শব্দটির প্রতি সহৃদয় পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কবি যেন স্পষ্টই বলিতেছেন যে শীতকালে ক্রৌঞ্চজাতীয় বকেরা দল না বাঁধিয়া বিক্ষিপ্তভাবে মাঠে ঘাটে বিচরণ করে। এই যে বকজাতীয় পাখী বিশেষ বিশেষ ঋতুতে একা থাকিতে ভালবাসে, পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে unsociable সংজ্ঞা দিয়াছেন। বর্ষাকালে ইহারা দল বাঁধিয়া একত্র একস্থানে নীড় রচনা করে একথা মেঘদূত প্রসঙ্গে বলিয়াছি। একজন ইংরাজ লিখিতেছেন (৮)—

"The heron is gregarious during the breeding season."

৭। Fauna of British India, Birds, Vol. IV, p 392.
৮। Charles Waterton in Natural History Essays, p, 382.

আর একজন লিখিয়াছেন (৯)—

"In the breeding season they congregate, and make their nests very near each other."

বর্ষাঋতুই ইহাদের গর্ভাধানকাল। অন্য ঋতুতেও ইহাদিগকে মাঝে মাঝে ছোট খাটো দল বাঁধিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতে দেখা যায় না, এমন নহে,—তাই হেমন্ত বর্ণনার শেষ শ্লোকে হিমঋতুর প্রভৃত শালিধান্যের মধ্যে ক্রৌঞ্চমালার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই।

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কালঃ এষঃ সুখং বঃ॥

এখন এই ক্রৌঞ্চ পাখীটীর সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। মনিয়ার উইলিয়মস্, ম্যাক্‌ডোনেল, কোলব্রুকপ্রমুখ বিদেশীয় অভিধানকারগণ ক্রৌঞ্চকে Ardea বা heron পর্য্যায়ভুক্ত না করিয়া তাহাকে Curlewর সহিত সগোত্র করিয়াছেন। এই শেষোক্ত পাখীটির কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ; ইহাকে ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শীতকালে দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর জল যেখানে সমুদ্রের সহিত মিশিতেছে, সেখানে ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় বিচরণ করিতে ও দিগন্তপ্রসারিত নদীসৈকতে কীটাদি খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় (১০)। শস্যবহুল ক্ষেত্রে বা শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তরে ইহাদের বিলাপধ্বনি শ্রুত হয় না। এস্থলে প্রধানতঃ পাখীর জাতিতত্ত্বনির্ণয় করিবার জন্য কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

৯। Montagu's Ornithological Dictionary, Second Edition.

১০। Curlew পাখীর সম্বন্ধে ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন—"In India Curlews are most abundant on the seacoast and on the banks of tidal rivers. * * * A winter visitor to India * * * Seen singly or in twos or threes, but flocks are not uncommon * * * has a peculiar, very plaintive cry."

প্রথমতঃ Curlew আগন্তুক মাত্র ; দ্বিতীয়তঃ সে শীতকালে এদেশে আসে ও শীতাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কোথায় চলিয়া যায়, সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যকতা এখন নাই। তৃতীয়তঃ, যতদিন তাহাকে দেখা যায়, সমুদ্রতীরে অথবা বড় বড় নদীর সৈকতে, ক্বচিৎ বড় বড় জলাভূমিতে তাহাকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই। বাঙ্গালাদেশে সে ত rara avis। ধানক্ষেতের সঙ্গে অথবা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের সঙ্গে যে তাহার কোন সম্পর্ক আছে তাহা মনে হয় না। চতুর্থতঃ, সে কৃমিকীটশম্বুকভুক্; কখনও শস্য অথবা কিসলয় আহার্য্যরূপে ব্যবহার করে না। পঞ্চমতঃ, তাহার কণ্ঠস্বর এত সকরুণ যে, নদীসৈকতে তাহা বিলাপধ্বনির মত মনে হয়।

এইবার কবি-বর্ণিত ক্রৌঞ্চের সহিত এই পাখীটির চরিত্রগত সাম্য আছে কি না, তাহা একবার যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ঋতু-সংহারের কবি যতবার ক্রৌঞ্চের উল্লেখ করিয়াছেন, ততবারই শালি-ধান্যবহুল সীমান্তরের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ভুলেন নাই। বাস্তবিক যদি সমুদ্রসৈকতে বিচরণ করাই ইহার স্বভাব হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া ইহাকে শস্যবহুল সীমান্তরে দেখা যাইতে পারে? শিশিরের নবীন আগন্তুক Curlew দল বাঁধিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে যখন বড় বড় নদীসৈকতগুলি অধিকার করে, তখন তাহাকে "ক্বচিৎস্থিত" আখ্যা কিছুতেই দেওয়া যায় না ; অথচ আমাদের পরিচিত ক্রৌঞ্চ প্ররূঢ়শালিধান্যের মধ্যে ক্বচিৎস্থিত ; তাহার নিনাদে আমরা বুঝিতে পারি যে সে সেখানে আছে। এই "নিনাদ" কথাটি কখনই করুণ বিলাপধ্বনির অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আমরা দেখিতেছি যে, ক্রৌঞ্চ-নিনাদ সমস্ত সীমান্তরকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। কাতরতার লেশমাত্র কোথাও ইহার সহিত জড়িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শীতের প্রারম্ভে যে পাখী এদেশে দলে দলে আসে, এবং যাহাকে বিশেষ বিশেষ স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, কেমন

করিয়া তাহাকে হেমন্তের অবসানে শিশিরের প্রারম্ভে কেবল তাহার কণ্ঠধ্বনির পরিচয়ে নিশ্চয়ই সে কোথাও আছে স্থির করিয়া, তাহাকে ক্বচিৎ-স্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ? তর্কের খাতিরে না হয় মানিয়া লইলাম যে, মোটামুটী হেমন্তকে winter এর মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে ; তাহা হইলে কবিবর্ণিত হেমন্তে ক্রৌঞ্চ-মালার সহিত ব্লানফোর্ডের Flocks are not uncommon এই উক্তি মিলাইয়া দিতে পারা যায় ; আবার শিশির-বর্ণনায় "ক্বচিৎ-স্থিত" ক্রৌঞ্চের সহিত ব্লানফোর্ডে-বর্ণিত একাকি-বিচরণশীল Curlew পাখীর মিল হইতে পারে ; কিন্তু কোনও পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিৎ ধানের ক্ষেতে সীমান্তরে নদীহীনস্থানে Curlew পাখীকে অবস্থান করিতে দেখিয়াছেন কি ? এবং যে কণ্ঠনিনাদ সীমান্তরকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে কখন কি plaintive শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে ?

আবার সংস্কৃত অভিধানের শরণ লওয়া যাউক। ক্রৌঞ্চ যে বক জাতির অন্তর্গত, তাহা অমরকোষে স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও, যাদবের বৈজয়ন্তী অভিধানে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

বকো বকোটঃ কহ্বোঽথ বলাকা বিসকণ্ঠিকা।
বকজাতির্বিতুণ্ডো দর্বিঃ ক্রৌঞ্চশ্চ দর্বিদা॥

Gustav Oppert এই ক্রৌঞ্চের টীকা করিয়াছেন "Kind of crane"। সাধারণতঃ heron বা বককে বিলাতে গ্রাম্য ভাষায় crane বলা হয়,—মেঘদূত-প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

বাচস্পত্য অভিধানে আছে "ক্রৌঞ্চঃ—(কোঁচবক) বকভেদে"। শব্দার্থচিন্তামণিতে (১১) ক্রৌঞ্চ অর্থে লেখা আছে—"কোঁচবক ইতি গৌড়ভাষাপ্রসিদ্ধে পক্ষিণি"।

১১। ব্রহ্মাবধূত শ্রীসুখানন্দ নাথেন বিনির্ম্মিতঃ (Udaypur Sambat 1982) Vol. I. p. 711.

এখন ক্রৌঞ্চকে বিদায় দিয়া ময়ূরের কথা পাড়িব। একবার মহাকবির মেঘদূতখানি অবলম্বন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি সজল-নয়ন শুক্লাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ময়ূরকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় সেই ময়ূরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে নব নব ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণতপ্ত বিদহ্যমান ফণী অধোমুখে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রায় নিশ্চল হইয়া ময়ূরের তলে শয়ান রহিয়াছে ;—ক্লান্তদেহ কলাপী কলাপচক্র-মধ্যে নিবেশিতানন সর্পকে হনন করিতেছে না।—যাহাদের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ তাহাদের এইরূপ অবসাদ, ক্লান্তি ও শান্তির ছবি জগতের কোনও সাহিত্যে অন্য কোনও কবি এমন করিয়া দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু এই সাপ ও ময়ূরটিকে অবলম্বন করিয়া যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ছবি আমাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে জাগিয়া উঠিল, তেমনটি আর কিছুতে ফুটিয়া উঠিত কি না সন্দেহ। উৎকট বস্তুতন্ত্রতার দিক্ হইতে দেখিলে হয়'ত সমালোচক বলিবেন যে, কবিবর এখানে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবতত্ত্ব-হিসাবে উহাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই ময়ূরটি আমাদের পুরাতন পরিচিত বন্ধু pavo Cristatus। তাহার বিহারের কথা বলিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিলাম ; কিন্তু আহারের কথা এপর্য্যন্ত বলা হয় নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের প্রকাশিত নিবন্ধে (১২) ভারতবর্ষীয় পক্ষীর আহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে শিখীর (pavo Cristatus) আহার্য্য-প্রসঙ্গে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

ময়ূর

১২। "The Food of Birds in India (January 1912) by C. W. Mason" ...d H. Maxwell Lefroy, p. 225.

They feed on grain, buds, shoots of grass, insects, small lizards and snakes.

উক্ত নিবন্ধে এই প্রসঙ্গে মিঃ রিড-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

They live for the most part on grain when procurable but do not object to insects, and—sorry I am to say it—Snakes ! Years ago—my cook took a small snake, about 8 inches long, from the stomach of one I had given him to clean.

এখন প্রখর সূর্য্যাতপে উহারা উভয়েই কোনও রূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে আদৌ রাজী নহে ;—একটি খাদ্যাহরণচেষ্টা হইতে একেবারেই বিরত, অপরটি এতই মুহ্যমান যে পলাইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, হিংস্র শত্রুর বর্হভারশীতল তলদেশকে উপাদেয় মনে করিয়া তথায় নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করিতেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এই আলস্যমন্থর নিস্প্রভ নির্জীবপ্রায় ময়ূরটি কিন্তু গ্রীষ্মাপগমে আসন্ন বর্ষায় তাহার সমস্ত আলস্য ও অবসাদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণকলাপশোভায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে—

সদা মনোজ্ঞং স্বনদুৎসবোৎসুকং
বিকীর্ণবিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্ ।
সসম্ভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং
প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্ ॥

এই স্ফুরিত বর্হমণ্ডলীর চিত্তহারিণী শোভায় মুগ্ধ হইয়া উৎপলভ্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপ আসিয়া তদুপরি পতিত হইতেছে—

বিপত্রপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা
বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং
কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া ॥

পর্ব্বতে পর্ব্বতে ময়ূরের নৃত্যের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। ভূধরকে কেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ইহারা মণ্ডিত করিতে পারে, তাহার একটি চিত্র ঋতুসংহারের কবি দিয়াছেন। পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে, শ্বেত উৎপলের আভায় মণ্ডিত হইয়া মেঘ উপলখণ্ডগুলিকে চুম্বন করিতেছে, নৃত্যপরায়ণ শিখীদিগের আনন্দনর্ত্তনে আকুল হইয়া ভূধরগুলি প্রকৃতিকে সমুৎসুক করিয়া তুলিতেছে—

সিতোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ
সমাচিতাঃ প্রসবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ
সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ॥

বর্ষার এই নৃত্যপরায়ণ ময়ূর শরদাগমে আর উন্নতমুখ হইয়া গগন নিরীক্ষণ করে না,—পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ। মেঘদূত প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে বর্ষাকালই ময়ূরের গর্ভাধানকাল। ঋতুসংহারে দেখিতে পাইতেছি যে, শরৎকালে মদন নৃত্যপ্রয়োগরহিত শিখীদিগকে ত্যাগ করিয়া কলকণ্ঠ হংসকে আশ্রয় করিতেছেন—

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায়।
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্।

আমরাও এই নৃত্যপ্রয়োগরহিত ময়ূরকে ত্যাগ করিয়া বিহগান্তরকে আশ্রয় করিব। নীহারপাতবিগমে শিশিরাবসানে যাহার কণ্ঠধ্বনি প্রিয়াবদননিহিত যুবকের চিত্ত ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলে; গৃহকর্ম্মরতা লজ্জাবনতা কুলবধূর হৃদয় ক্ষণেকের নিমিত্ত পর্য্যাকুল করিয়া তুলে; যাহা বায়ুভরে কম্পমান কুসুমিত সহকারশাখার মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া দিগ্‌বিদিকে

কোকিল

বসন্তের আগমন বার্ত্তা ঘোষিত করে ; সেই কোকিলের ছবি ঋতু-সংহারের ষষ্ঠ সর্গে নিপুণভাবে চিত্রিত রহিয়াছে—

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন
মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ

আম্ররসাস্বাদনে মত্ত হইয়া কোকিল অনুরাগভরে প্রিয়াকে চুম্বন করিতেছে।

পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ
কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ ইত্যাদি।

কোকিল ও ভ্রমরের সানন্দ কূজনগঞ্জনে কুলবধূগণ বিচলিত হইতেছেন। কবি এই কথাই বারম্বার আমাদিগকে শুনাইতেছেন,—মধুমাসে মধুর কোকিলভৃঙ্গনাদ নরনারীর হৃদয় হরণ করিতেছে,—

মাসে মধৌ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈ—
র্নার্য্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্।

* * * *

সমদমধুভরাণাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ
কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ'
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্ম্মানসং মানিনীনাং
তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায়॥

এস্থলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কবি পুংস্কোকিলের ডাকের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। ডারউইন-তত্ত্বপন্থিগণ অবশ্যই সকলকে একটা কথা মানিয়া লইতে বলেন যে, সাধারণতঃ পক্ষিজাতির মধ্যে পুরুষটাই গান করে,—স্ত্রীটা নহে। তাঁহাদের মতে বিহঙ্গজাতির যৌন-নির্ব্বাচন ও নৈসর্গিক নির্ব্বাচনতত্ত্বের সহিত এই সাধারণ সত্যটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে, কোনও

ornithologist ইহা অমূলক বলিবেন না। অতএব সে হিসাবে ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনায় যে পুংস্কোকিলের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইবে, ইহা স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য। স্ত্রীকোকিলেরও ডাক শোনা যায়, কিন্তু যে পঞ্চম স্বর চিরদিন ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতাকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই ঐ পুংস্কোকিলেরই কণ্ঠধ্বনি। বসন্তাগমে কোকিলেরা ঘরকন্না পাতিয়া বসে না, অথচ এই সময়েই তাহাদের গর্ভাধান কাল। তাহাদের জীবনের পরভৃৎরহস্যের প্রসঙ্গ এস্থলে তুলিতেছি না;—পরভৃৎরহস্যের কতকটা বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে করিয়াছি। এই গর্ভাধান কালে কিন্তু কোকিল-দম্পতির কলকণ্ঠ, বিশেষতঃ পুং-স্কোকিলের কণ্ঠস্বর বিদেশীয়দিগের মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মায়; নহিলে তাহারা কোকিলকে Brain-fever Bird বলিবে কেন? ইহাদের স্বরের তারতম্য বিষয়ে জার্ডন লিখিতেছেন (১৩)—

About the breeding season the koel is very noisy * * * * the male bird has also another note * * *. When it takes flight, it has yet another somewhat melodious and rich liquid call.

এই melodious rich liquid call না থাকিলে কি "পরভৃত", "অন্যপুষ্ট" কোকিলকে বিতনুর বন্দী আখ্যা দেওয়া যায়? যাহার কণ্ঠস্বর মদনের বৈতালিক গীত, তাহাকে পরপুষ্ট পরভৃত বলিয়া ঘৃণা করা চলে না; তাই ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনায় সমস্ত ষষ্ঠ সর্গ ব্যাপিয়া সে এতখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে। কেমন করিয়া পরের বাসায় ডিম ফুটিয়া কোকিলের ছানা বাহির হয়, কি উপায়ে এতকাল ধরিয়া শত্রুপুরীতে তাহার জীবন রক্ষা হইয়া আসিতেছে, প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলারহস্যের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। কোনও বিহঙ্গতত্ত্বজিজ্ঞাসু এই রহস্য এড়াইয়া

১৩। The Birds of India, Vol. I p. 343.

যাইতে পারেন না। মহাকবি কালিদাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও ইহার উপরে পতিত হইয়াছে। চূতরসাসবে কোকিল পরিপুষ্ট হইয়া থাকে; নানা মনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিত পর্ব্বতের সানুদেশে "অন্যপুষ্টের" হৃষ্ট কলধ্বনি শ্রুত হয় ;—কোকিলের আহার ও আবাস সম্বন্ধে কবিবর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। জার্ডন বলেন—

It frequents gardens, avenues and open jungles ; and feeds almost exclusively, I believe, on fruits of various kinds.

ফ্র্যান্ক্ ফিন্‌ও ঠিক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

Unlike most Cuckoos, the koel feeds on fruit entirely or almost so.

এই ফলভুক্ পিকটির সম্বন্ধে স্বতঃই একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে;—ঋতুসংহারের কবি কেবলমাত্র বসন্ত বর্ণনায় কোকিলকে আসরে নামাইলেন কেন? অন্যান্য ঋতুতে সে কি প্রকৃতির জীবননাট্যে যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে? তবে কি সে যাযাবর? Messenger of springএর মত মধুমাসের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য সহসা ফাগুন চৈতে সে তাহার পঞ্চম স্বরে দিগঙ্গনাগণকে চঞ্চল করিয়া তুলে? ইহার উত্তরে বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ বলিবেন যে, ভারতবর্ষের কোকিল যাযাবর নহে; অর্থাৎ ঋতুবিশেষে সে অন্য কোনও পাখীর ন্যায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। তবে সে ভারতবর্ষের মধ্যেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দিকে দিকে স্বেচ্ছায় উড়িয়া বেড়ায়; বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় বৃক্ষপত্রান্তরালে অথবা ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে ভালবাসে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার মৌনব্রত প্রায় ভঙ্গ হয় না। এই মৌনী পিক কিন্তু বসন্তাগমে মুখর হইয়া উঠে এবং যতই দিন যায় ততই তাহার কাকলী ভারতবর্ষের কুঞ্জে কুঞ্জে বনবীথিকায় পথিককে উন্মনা করিয়া দেয়। ম্যাকিণ্টসের পুস্তকে (১৪) দেখিতে পাই—

১৪। Birds of Darjeeling and India by L. J. Mackintosh.

Indian koel is found in the plains where its clear melodious voice is heard in hot balmy days in early spring.

নবীন বসন্তে পিকবধূর গর্ভাধান কাল; তখন পিকদম্পতির কলকূজনের বিরাম থাকে না। কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরের চারিদিকে কোমল মলয়সমীর বহিতে থাকে। জার্ডন বলিতেছেন—

About the breeding Season the koel is very noisy, and may be then heard at all times, even during the night, frequently uttering its wellknown cry.

এখন অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যদিও কোকিল, হংসের মত, যাযাবর নহে, তবুও সে এমন ভাবে কিছুকালের জন্য প্রকৃতির চিত্রপট হইতে আপনাকে লুপ্ত করিয়া ফেলে যে, কবি কিম্বা অকবি, কেহই তাহার সন্ধান পান না। তাই ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির—বর্ণনার মধ্যে এই Eudynamis honorata বা কোকিলকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা।

এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় পিককে বিদায় করা যাক্। —"তুমি বসন্তের কোকিল, শীতবর্ষার কেহ নও।" যে বর্ষায় ময়ূরের আনন্দনৃত্য ও বলাকার উড্ডীনগতি পথিকের চিত্তহরণ করে, সেই বর্ষার আর একটি পাখীর তৃষাকুলধ্বনি অনবরত তাহার শ্রবণমূলে আঘাত করে। মেঘদূতপ্রসঙ্গে তাহার কথা ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই চাতকপাখীর মেঘের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনায় মহাকবি তাহাকে কিছুতেই বর্জ্জন করিতে পারিলেন না,—

চাতক

তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ
প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রযান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো
বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ॥

বহুধারবর্ষী মেঘ শ্রবণমধুর শব্দ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। পিপাসাকুল চাতক তোয়ভারাবলম্বী মেঘের নিকট বারিবিন্দু যাচ্ঞা করিতেছে। এই চাতক ও আমাদের 'ফটিকজল' পাখী এক কি না, সে সম্বন্ধে মেঘদূতপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত আপাততঃ আমার কিছু বলিবার নাই।

এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া আমি বলিতেছিলাম আমার কথাটি ফুরালো। কিন্তু কিংশুক পুষ্পের আড়াল হইতে বসন্তঋতুতে ছদ্মবেশে শুকপাখীকে দেখিতে পাইতেছি ;—একেবারে তাহার কথা কিছুই না বলিয়া কেমন করিয়া ঋতুসংহারের পাখীর কথা শেষ করা যায়। কবি প্রশ্ন করিতেছেন—কিং কিংশুকৈঃ শুক-মুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং, অর্থাৎ টিয়া পাখীর মুখের ছবির মত পলাশকুসুম কি (নারীগতচিত্ত যুবকের মনকে) বিদীর্ণ করিতে

শুক

সমর্থ হইতেছে না ? এখানে সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের চক্ষে পাখীর রূপের সঙ্গে ফুলের কান্তির বিচিত্র সম্মিলন হইল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সমক্ষে ornithologyর সঙ্গে Botany আসিয়া মিশিল। এই ফুলের ও পাখীর কথা, উদ্ভিদ্-বিদ্যার ও বিহঙ্গতত্ত্বের অপরূপ সংঘর্ষ, ইহা যে কেবল কবির মস্তিষ্ক-প্রসূত তাহা নহে। প্রকৃতির চিত্রপটে ফুল ও পাখী যে সৌন্দর্য্যের রেখা টানিয়া যায়, রূপে ও রসে, গন্ধে ও স্পর্শে যে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহা কবির রসসাহিত্যের অত্যাবশ্যক উপাদান বটে ; কিন্তু Botanist ও ornithologist পাশাপাশি বসিয়া বৈজ্ঞানিক চসমা চোখে আঁটিয়া পাখীর ও ফুলের লীলা দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আমি পরাগকেশর ও গর্ভকেশর এবং চঞ্চুপুটসাহায্যে উভয়ের মধ্যে বিহঙ্গের দৌত্যের কাহিনী বিবৃত করিতে চাহি না। পক্ষিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বের দিক্ হইতে economic ornithologyর অবতারণা করিতেছি না; কিন্তু এ অবস্থায় ঐ টিয়া-

পাখীর মুখোসপরা কিংশুককে লইয়া কি করিব? শুধু মোটামুটি অবৈজ্ঞানিক ভাবে বোধ হয় এখানে উভয়ের বর্ণসাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। পলাশফুলের রং লাল; আর, বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের ছড়ার ভাষায় বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল।

নাটকাবলী

(বিক্রমোর্ব্বশী)

মহাকবি কালিদাসের দুই একখানি কাব্যে যে সকল পাখীর কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইদানীং কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া, কেবলমাত্র পাখীগুলিকে তুলিয়া লইয়া, তাহাদিগকে Ornithologyর দিক হইতে আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া আমি যে শুধু পাশ্চাত্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পথ অনুসরণ করিতেছি, তাহা নহে; আমি পদে পদে অনুভব করিতেছি যে, বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে মহাকবি-বর্ণিত ভারতবর্ষের এই পাখীগুলিকে আমাদের আজকালের পরিচিত পাখী-গুলির সহিত মিলাইয়া তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মত যথাযথ শ্রেণীবদ্ধ করা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের উপর চারি দিক্ হইতে রশ্মিপাত হওয়া উচিত, নহিলে আলোকে-আঁধারে কাব্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে পারে না; তাই ব্যাপারটা যতই কষ্টসাধ্য হউক, এক বার ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের রস-সাহিত্যে এই পাখীগুলির বর্ণনা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে কি না। কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রই হংস, পারাবত, পিক, চাতক, শিখী, কাদম্ব, কারণ্ডব, শুক প্রভৃতি পাখীগুলির ছবি সাহিত্যের স্তরে স্তরে দেখিতে পান। মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস যেন গ্রথিত হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, যে বিহঙ্গ-জাতি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকুঞ্জে মানবের এত নিকটে আসিয়া

দেখা দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে সাহিত্যের বাহির সমাজবদ্ধ সাধারণ ভারতবাসীর অজ্ঞতা বড় কম নহে। সেই অজ্ঞতা দূরীকরণের চেষ্টা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অনেক দিন হইতে দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের মনীষিগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য, আমি কালিদাসের তিনখানি নাটক হইতে কয়েকটী পাখীর বর্ণনা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই ধরিয়া লইলাম যে, 'বিক্রমোর্ব্বশী,' 'মালবীকাগ্নিমিত্র' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকত্রয়ের রচয়িতা একই ব্যক্তি; এবং তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং কালিদাস। এসম্বন্ধে এস্থলে কোনও তর্ক-বিতর্কের অথবা সমালোচনার আবশ্যকতা নাই। এইটুকু মানিয়া লইয়া আমরা উক্ত নাটকগুলির ভিতরে পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমেই 'বিক্রমোর্ব্বশী'র কথা পাড়া যাউক। অসুরগণ বলপূর্ব্বক উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। চিত্রলেখাসমভিব্যাহারে কুবের-ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অর্দ্ধপথে তাঁহার এই বিপদ ঘটিল। রাজা পুরুরবা দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আততায়ীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া উর্ব্বশী চঞ্চুপুটে মৃণালসূত্রাবলম্বিনী **রাজহংসী**র ন্যায়, রাজার দেহ হইতে মনটিকে কাড়িয়া লইয়া আকাশমার্গে অদৃশ্য হইলেন।

উর্ব্বশী দানবের হস্তে বন্দী হইতেছেন কি না, এ সংবাদ যখন কেহই অবগত ছিলেন না, তখন সহসা আকাশ হইতে **কুররীর** কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যেন কাহার করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে, এইটুকু আমরা সূত্রধার প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম। সূত্রধারের সংশয় উপস্থিত হইল,—শব্দটা কি কুসুমরসমত্ত ভ্রমরগুঞ্জন? অথবা ধীর **পরভৃত**নাদ?

মত্তানাং কুসুমরসেন ষট্‌পদানাং
শব্দোঽয়ং পরভৃতনাদ এষ ধীরঃ।

নাটকের প্রথম অঙ্কে উর্ব্বশী-পুরুরবা-ঘটিত ব্যাপারটি লইয়া মহাকবি যে রসের অবতারণা করিলেন, পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে রসভঙ্গ করিয়া আমি যদি ঐ মৃণালসূত্রাবলম্বিনী হংসী, ঐ আর্ত্ত কুররী ও ধীর পরভৃতকে লইয়া এস্থলে তাহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাকে অরসিক বলিয়া কৃপার চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে, সহৃদয় পাঠক যেন মনে রাখেন যে মহাকবিরচিত নাটকের মধ্যে বর্ণিত পাখীগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য ও বাস্তব জীবন হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। এখন কিন্তু নাটক হইতে আরও একটু ঘন কাব্যরস পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন। রাজার বিষম চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। পাগলের ন্যায় তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। বনের ফুল, বনের ফল দেখিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উর্ব্বশীর রূপলাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছে; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। উর্ব্বশী কোথায় গেল, কে বলিয়া দিবে? তাহার সঙ্গলিপ্সু রসপিপাসু পুরুরবা, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে "চাতকব্রত" অবলম্বন করিয়াছেন; চাতক যেমন একনিষ্ঠভাবে মেঘস্খলিত বারিবিন্দুর জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, রাজাও তেমনি একনিষ্ঠভাবে উর্ব্বশীর সঙ্গরূপ "দিব্যরসপিপাসু" হইয়াছেন। ক্ষণেকের জন্য রাজার পিপাসা মিটিল। রঙ্গিনী উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া রাজার সহিত মিলিতা হইলেন। তাহার পর অপ্সরাদ্বয়ের তিরোভাব ও রাজ্ঞী ঔশীনরীর হঠাৎ আগমন। রাজা তখন বয়স্যের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। উর্ব্বশী অদৃশ্য থাকিয়া যে ভূর্জ্জপত্র রাজার নিকটে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বয়স্য নানা কথা পাড়িল,—দেখুন, মহারাজ! এই ময়ূরপুচ্ছ

আমার ম্লায়মান কেশর বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এমন সময় রাণী আসিয়া বলিলেন কষ্ট করিবেন না মহারাজ! এই নিন্ আপনার ভূর্জ্জপত্র। কি বাক্যালাপ হইল, সে কথার প্রয়োজন নাই। কুপিতা রাণী লঘুহৃদয় পতির অনুনয় গ্রহন না করিয়া, সখীপরিবৃতা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বিদূষক রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে স্নান ভোজনের সময় হইয়াছে। রাজা উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন, তাই ত' অর্দ্ধ দিবস অতীত হইয়া গিয়াছে। আতপতপ্ত শিখী তরুমূলে স্নিগ্ধ আলবালে অবস্থান করিতেছে; ভ্রমরগণ কর্ণিকার কোরকে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; কারণ্ডব তপ্ত বারি ত্যাগ করিয়া তীরনলিনীকে আশ্রয় করিয়াছে; এবং ক্রীড়াভবনে পঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া বারিবিন্দু যাচ্ঞা করিতেছে।

উষ্মার্ত্তঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকার মুকুলান্যাশেরতে ষট্‌পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে ॥

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশীর আসক্তি অতি নিপুণভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুরসভাতলে সরস্বতীরচিত লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়কালে বারুণী-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মেনকা লক্ষ্মীরূপিণী উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সমাগত সকেশব ত্রৈলোক্য-পুরুষ লোকপালদিগের মধ্যে তুমি কাহাকে ভজনা কর? ইহার উত্তরে "পুরুষোত্তমকে" বলিতে গিয়া উর্ব্বশী বলিয়া ফেলিলেন—"পুরুরবাকে"। উত্তর শুনিয়া কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র লজ্জাবনতমুখী উর্ব্বশীকে বলিলেন—তুমি পুরুরবার কাছে যাও, এবং যতদিন না তিনি পুত্রমুখ দর্শন করেন, ততদিন তুমি তাঁহার সহিত অবস্থান কর।

একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় রাজ্ঞী কাশীরাজ-তনয়ার নিকট হইতে বার্ত্তা বহন করিয়া কঞ্চুকী রাজসমীপে আসিতেছেন ; রাজপ্রাসাদ দিবাবসানে রমণীয় বোধ হইতেছে ; বাসযষ্টিগুলির উপরে নিশানিদ্রালস বর্হী চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতেছে ; গৃহবলভিতে পারাবতগুলি গবাক্ষজাল-বিনিঃসৃত ধূপে সন্দিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে।

উৎকীর্ণা ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো।
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ ॥

রাজাকে ডাকাইয়া আনিয়া রাণী বলিলেন—"আর্য্যপুত্রকে পুরঃসর করিয়া আমি চন্দ্ররোহিণীসংযোগ ঘটিত যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহার উদ্‌যাপনের জন্য আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, আর্য্য পুত্র যে রমণীকে লইয়া সুখী হইবেন এবং যে রমণী আর্য্যপুত্র-সমাগম প্রণয়িনী, তাঁহাদের উভয়ের মিলনে যেন কোনও বাধা না হয়"।

তাহাই হইল। উর্ব্বশী-পুরুরবার মিলনের উপর তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতিত হইল।

চতুর্থ অঙ্কে খণ্ডিতা উর্ব্বশী পুরুরবার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কুমার বনে প্রবেশ করিতে গিয়া লতায় পরিণত হইয়া গেলেন। তাঁহার দুর্গতিতে সহজন্যা ও চিত্রলেখা সখীদ্বয় সরোবরে সহচরীদুঃখালীঢ় বাষ্পাপবল্‌গিতনয়ন হংসীযুগলের দশা প্রাপ্ত হইল। উন্মাদগ্রস্ত রাজার চক্ষু অশ্রুপরিপ্লুত ; সঙ্গিনীবিরহে কম্পিতপক্ষ হংসযুবার ন্যায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন—

হিঅআহিঅপিঅদুক্‌খও সরবরএ ধুদপক্‌খও
বাহোবগ্‌গিঅণঅণও তম্মই হংসজুআণও।

পরক্ষণে তিনি স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন, আমি রাজা, কালের নিয়ামক। এই বর্ষাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরভৃত-সহচর বসন্তের

আগমন কল্পনা করিতে পারি। এমন সময়ে নেপথ্যে বসন্তের একটি আবাহন-সঙ্গীত শ্রুত হইল।

গন্ধোন্মাদিতমধুকরগীতৈ-
বাঁদ্যমানৈঃ পরভৃতভূর্য্যৈঃ।
প্রসৃতপবনোদ্বেল্লিতপল্লবনিকরঃ
সুললিতবিবিধপ্রকারৈর্নৃত্যতি কল্পতরুঃ॥

রাজা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—না, না, বর্ষাকে প্রত্যাখ্যান করিব না, সে আমাকে যথোপচারে পরিচর্য্যা করিতেছে;—আকাশের বিদ্যুল্লেখা-সমন্বিত কনকরুচির মেঘ আমার মাথার উপরে রাজছত্রের মত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে; কম্পমান নিচুল তরুর মঞ্জরী চামরব্যজন করিতেছে; **নীলকণ্ঠ** ময়ূর সুস্বরে আমার বন্দনা গান করিতেছে।

বিদ্যুল্লেখাকনকরুচিরং শ্রীবিতানং মমাভ্রং
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।
ঘর্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ॥

নবীন শাদ্বল দেখিয়া উর্ব্বশীর শুকোদরশ্যাম অশ্রুসিক্ত স্তনাংশুক বলিয়া ভ্রম হইতেছে! এই যে ময়ূরটি আকাশ পানে তাকাইয়া উন্নতকণ্ঠে কেকারব করিতেছে, ইহাকে আমার প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি—

আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবলপুরোবাতনর্ত্তিতশিখণ্ডঃ।
কেকাগর্ভেণ শিখী দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন॥

ময়ূরটি বারিধারাবর্ষণের মধ্যে শৈলতটস্থলীর পাষাণের উপরে অধিরূঢ় রহিয়াছে। পুরোবাতে ইহার পুচ্ছ কম্পিত হইতেছে। হে শিখী! এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি কি আমার প্রিয়াকে

দেখিয়াছ? এই সকল লক্ষণে তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে:—তাহার চাঁদের মত মুখ, **হংসের** ন্যায় গতি—

> পিসম্মই মিঅঙ্কসরিসে বঅণে হংসগই
> এ চিণ্‌হে জাণীহিসি আঅকৃখিউ তুজ্‌ঝ মই।

হে শুক্লাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ময়ূর! তুমি কি আমার দীর্ঘাপাঙ্গা, আমার মূর্ত্তিমতী উৎকণ্ঠা-স্বরূপা বনিতাকে দেখিয়াছ—

> নীলকণ্ঠ মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বনিতা ত্বয়া।
> দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ॥

কৈ, আমাকে উত্তর না দিয়া তুমি নৃত্য করিতেছ কেন? এই আনন্দের কারণ কি? ওঃ বুঝিয়াছি—আমার প্রিয়ার বিনাশ হেতু ইহার ঘনরুচির মৃদুপবনবিভিন্ন কলাপ নিঃসপত্ন হইয়াছে। নহিলে, উর্ব্বশীর করধৃত কুসুম-সনাথ রতিবিগলিতবন্ধ কেশপাশ বিদ্যমান থাকিলে, এই ময়ূর-কলাপের স্পর্দ্ধা কোথায় থাকিত? যাক্; পরব্যসনে যে আমোদ পায়, তাহাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। এই যে, জম্বুবিটপমধ্যে **পরভৃতা** আতপান্তে সংধুক্ষিতমদা হইয়া বসিয়া আছে, ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। এ 'ত পাখীদিগের মধ্যে পণ্ডিত—বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ। হে মধুরপ্রলাপিনি পরভৃতে, পরপুষ্টে! তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? * * * রাজা তাহাকে "মদনদূতী" সম্বোধনে অভিহিত করিয়া অনেক অনুনয় করিলেন; কিন্তু সেই বিজ্ঞ পাখীটি নিশ্চিন্ত মনে জম্বুবৃক্ষ-ফল ভক্ষণ করিয়া উড়িয়া গেল। * * * * * * নূপুর-শিঞ্জিতের মত ও কি শুনা যায়? হা ধিক! এ ত' মঞ্জীরধ্বনি নয়। দিঙ্মণ্ডল মেঘশ্যাম দেখিয়া মানসোৎসুকচিত্ত **রাজহংস** কূজন করিতেছে। এই সমস্ত মানসোৎসুক রাজহংস এই সরোবর হইতে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে আমার প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি।—হে জলবিহঙ্গরাজ!

তুমি মানস সরোবরে কিছু পরে যাইও ; একবার তোমার বিসকিসলয় পাথেয়টুকু রাখ ; আবার তুমি তুলিয়া লইও। আমার দয়িতার সংবাদ-টুকু দিয়া আমাকে শোকমুক্ত কর। রে হংস! তুই যদি সরোবর-তটে আমার নতভ্রূ প্রিয়াকে না দেখিয়া থাকিস্, তাহা হইলে কেমন করিয়া তুই তাহার কলগুঞ্জিত গতিভঙ্গিটুকু চোরের মত অপহরণ করিলি। তুই আমার প্রিয়াকে ফিরাইয়া দে। জঘনভারমন্থরা প্রিয়ার গতি দেখিয়া তুই নিশ্চয়ই তাহা চুরি করিয়াছিস। * * * * * * একি! চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে রাজার নিকট হইতে এ যে পলায়ন করিল! আচ্ছা, আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি। এই যে প্রিয়াসহায় **চক্রবাক** রহিয়াছে ; ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। হে গোরোচনা-কুঙ্কমবর্ণ চক্রবাক! আমাকে বল, মধুবাসরের রঙ্গিণী আমার প্রিয়াকে তুমি কি দেখ নাই? হে রথাঙ্গ-নামধেয় বিহঙ্গ! রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বা স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই রথী তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, তুমি উত্তর দাও। চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমার অনুমান হয় যে, তোমারও অবস্থা আমারই মত। সরোবর-বক্ষে তোমার ও তোমার পত্নীর মধ্যে সামান্য নলিনীপত্রের ব্যবধান থাকিলেও তুমি তোমার জায়া বহুদূরে আছে মনে করিয়া সমুৎসুক হইয়া বিলাপ করিতে থাক। জায়াস্নেহবশতঃ এই যে তোমার পৃথক্-স্থিতিভীরুতা, কেন তবে আমার মত প্রিয়াজনবিরহবিধুরের প্রতি তুমি এমন প্রবৃত্তিপরাঙ্মুখ?

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহাং
নমু সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।
ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎ পৃথক্স্থিতিভীরুতা
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোঽয়ং প্রবৃত্তিপরাঙ্মুখঃ॥

উন্মাদগ্রস্ত রাজা ধীরভাবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি-

লেন না ; তাঁহার চঞ্চল চিত্তে সরোবরে প্রেমরসাভিষিক্ত ক্রীড়াশীল হংসযুবার চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তিনি গাহিলেন—

একক্কম-বড্‌ঢিঅ-গুরুঅর-পেম্মরসে।
সরে হংস জুআণও কীলই কামবসে ॥

তাহার পর তিনি ভোম্‌রা, হাতী, পাহাড়, নদী যাহা কিছু সম্মুখে দেখিতে পান, তাহাকেই কাতর ভাবে নিজের বেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, উর্ব্বশী নদীরূপে পরিণতা হইয়াছেন ;—তরঙ্গভঙ্গী প্রিয়ার ভ্রূভঙ্গী, তরঙ্গবেগে চঞ্চল বিহগশ্রেণী তাঁহার কাঞ্চীদামস্বরূপ, ফেনপুঞ্জ কোপবশে শিথিলীভূত বসনস্বরূপ। * * * * হে প্রিয়তমে, সুন্দরি, নদীরূপিণি উর্ব্বশি! তুমি আমার এই নমস্কার দ্বারা প্রসন্না হও। নদীরূপিণী তোমাতে হংসাদি পক্ষীরা চঞ্চল হইয়া করুণস্বরে কূজন করিতেছে। * * * জলনিধি স্খলিত ভাবে নৃত্য করিতেছে। হংস, চক্রবাক্, শঙ্খ, কুঙ্কুম প্রভৃতি তাহার আভরণ। * * * কিংবা এ প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নহে। নচেৎ পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া সাগরাভিমুখে অভিসারিণী হইবে কেন?

এইরূপে কোকিল-কূজিত নন্দন-বনে গজাধিপ ঐরাবতের মত বিরহসন্তপ্ত রাজা বিচরণ করিতে লাগিলেন—

অভিনব কুসুমস্তবকিত-তরুবরস্য পরিসরে
মদকল-কোকিল-কুজিত-মধুপ-ঝঙ্কার-মনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকরিণীবিরহানলেন সন্তপ্তো
বিচরতি গজাধিপতিরৈরাবতনাম্না ॥

কৃষ্ণসারকে দেখিয়া রাজা মৃগলোচনা, হংসগতি সুরসুন্দরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহাকে সে দেখিয়াছে কি?

সহসা পাষাণের মধ্যে রক্তাশোক-স্তবকসম রাগবিশিষ্ট মণি দেখিয়া বলিলেন, "এটা কি?" নেপথ্যে দৈববাণী হইল—"বৎস!

এই শৈলসুতাচরণ-রাগজাত মণিটিকে তুলিয়া লও। ইহা প্রিয়-জনের সহিত আশু সঙ্গম ঘটাইবে।"

রাজা মণিটিকে লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, কুসুম-রহিতা একটি লতাকে দেখিয়া অধীর ভাবে তাহাকে যেমন আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, অমনি উর্ব্বশী তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিলেন। রাজা বলিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া আমার স-বাহ্যান্তরাত্মা প্রসন্ন হইল। আচ্ছা, বল দেখি, আমার বিরহে তুমি এতকাল কেমন ছিলে? আমি ত' ময়ূর, পরভৃত, হংস, রথাঙ্গ, অলি, গজ, পর্ব্বত, কুরঙ্গ, সরিৎকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

এইরূপে উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া, সহচরী-সঙ্গত হংসযুবার ন্যায় রাজা বিমানবিহারী নবীন মেঘের উপর ভর দিয়া প্রতিষ্ঠানাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে একটা গৃধ্র আসিয়া গোল বাধাইল। আমিষভ্রমে সেই অশোকস্তবকের মত লাল মণিটিকে চঞ্চুপুটে লইয়া গৃধ্র অদৃশ্য হইল। রাজা অস্থির হইয়া নাগরিকদিগকে আদেশ দিলেন—কোথায় বৃক্ষাগ্রে ইহার বাসা আছে, অনুসন্ধান করা হউক। সহসা শরবিদ্ধ হইয়া বিহগাধম ভূমিতে নিপতিত হইল। শর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উর্ব্বশী-পুরুরবার পুত্র কর্ত্তৃক ইহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুরুরবার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। উর্ব্বশী যে জননী হইয়াছেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত। এমন সময়ে চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে একজন তাপসী, কুমারের হাত ধরিয়া রাজার নিকটে আসিলেন। পরিচয়ান্তে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালকটি আশ্রমপাদপ-শিখরে নিলীয়মান গৃধ্রকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া তাহাকে রাজসমীপে প্রেরণ করা হইয়াছে। ছেলেটিকে কনকপীঠে উপবেশন করাইয়া উর্ব্বশীকে ডাকান হইল। উর্ব্বশী কুমার আয়ুকে দেখিয়া

চিনিলেন। দুই একটি কথার পর তাপসী সত্যবতী প্রস্থানোদ্যতা হইলে, বালকটিও তাহার অনুগামী হইতে চাহিল। রাজা তাহাতে বাধা দিলেন। ছেলেটি বলিল, "তবে যে ময়ূরটি আমার অঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নে সুখবোধ করিয়া আরামে নিদ্রা যাইত, সেই জাতকলাপ শিতিকণ্ঠ শিখীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।" তাপসী বলিলেন —আচ্ছা, তাহাই করিতেছি। তাপসী চলিয়া গেলেন। পুরুরবার আনন্দে বিষাদের কালিমা আসিয়া প'ড়িল। ইন্দ্রের আদেশ স্মরণ করিয়া জননী উর্ব্বশী, পুত্র ও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দেবরাজ সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উর্ব্বশীর আসন্ন বিরহে ম্রিয়মাণ রাজা পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমনের ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্র-সন্দেশ শুনাইলেন—"সুরাসুরের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী; আপনি সেই যুদ্ধে আমার সহায় হউন; শস্ত্র ত্যাগ করিবেন না। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, এই উর্ব্বশী আপনার সহধর্ম্মচারিণী থাকিবেন।"

কুমারের যৌবরাজ্যাভিষেকের সময় সমস্ত চরাচরের কল্যাণ-কামনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকের পরিসমাপ্তি হইল।

এখন বক্তব্য এই যে, নাটকের গল্পাংশের প্রতি প্রধানতঃ পাঠকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি না। কাব্য হিসাবে বা চরিত্রাঙ্কনের দিক্ হইতে ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য পণ্ডিত-সমাজের অগোচর নাই। আমি বিশেষ ভাবে এইটি বলিতে চাই যে, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের বর্ণিত জীবন-কাহিনীর সঙ্গে মুখ্যভাবে অথবা গৌণভাবে বিবিধ বিহঙ্গজাতি অত্যন্ত সহজে মিশিয়া গিয়াছে; এবং সেই মিশ্রণে উভয়েরই চিত্র সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে,—অথচ সমস্তটা বাস্তব সত্য হইতে রেখামাত্র বিচলিত হয় নাই। বিহঙ্গ-তত্ত্বের উপর কবির

বর্ণনা হইতে কোনও আলোকরশ্মি নিপতিত হইতেছে কিনা, তাহাই আমাদের আলোচ্য ;—উর্ব্বশী-পুরুরবার উপাখ্যান একটা উপলক্ষ মাত্র। পাঠকের চিত্তে এমন কোনও কৌতূহল হয় না কি, যাহা Ornithologist ব্যতীত আর কেহ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না? ঐ যে সুদূর ব্যোমপথে করুণ আর্ত্তনাদের মত কি যেন শোনা যাইতেছে, উহা কি কুররীর কণ্ঠধ্বনি? কতকটা ভ্রমর-গুঞ্জন বলিয়া ভ্রম হইতেছে; আবার পরক্ষণেই ধীর পরভৃতনাদ বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ পাখীটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। সখী-পরিবৃতা উর্ব্বশী যখন রাজার মনটি কাড়িয়া লইয়া আকাশপথে উড়িয়া গেলেন, তখন কবিবরের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে চঞ্চুপুটে মৃণালসূত্রাবলম্বিনী রাজ-হংসীর ছবিটি স্বতঃই জাগিয়া উঠিল কেন? রূপে ও শব্দে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কতদূর আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আবার কোন্ হিসাবে বিরহক্লিষ্ট রাজাকে চাতকব্রতাবলম্বী বলা হইয়াছে? আতপতপ্ত মধ্যাহ্নে যে শিখী তরুমূলে স্নিগ্ধ আলবালে অবস্থান করিয়া থাকে, যে কারণ্ডব তপ্তবারি পরিত্যাগ করিয়া তীরনলিনীকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং ক্রীড়াভবনে যে পঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া বারিবিন্দু যাচ্ঞা করিতেছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় লইবার সময় আসিয়াছে। আসন্ন সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের গৃহ-বলভিতে যে পারাবতগুলি আশ্রয় লইয়াছে, বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত করিবেন? উন্মাদগ্রস্ত রাজাকে দেখিয়া কেমন করিয়া কম্পিতপক্ষ হংসযুবার সহিত তাঁহাকে তুলনা করা যাইতে পারে? পরভৃত-সহচর বসন্ত, নীলকণ্ঠ ময়ূর, শুকোদরশ্যাম অংশুক, প্রিয়া-সহায় চক্রবাকের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচারসাপেক্ষ। পরভৃতকে কবি কেন 'বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ' বলিয়া বর্ণনা করিলেন? এই পর-ভৃত পরপুষ্ট পাখীটি বাস্তবিকই কি ফল খাইতে এত ভালবাসে যে, একাগ্রচিত্তে জম্বুবৃক্ষফলাস্বাদনে মত্ত হইয়া রাজাকে গ্রাহ্যই করিল

না ? ময়ূর কি মানুষের কাছে এত পোষ মানে যে, সে মানবশিশুর সহিত অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায় ? মাংসাশী গৃধ্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট "নিবাস-বৃক্ষ" থাকে কি ?

এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আমরা মহাকবিরচিত মালবিকাগ্নিমিত্রে ও অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে, উল্লিখিত পাখীগুলির নূতন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় কি না, তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিব। পরে সবগুলি মিলাইয়া, বিহঙ্গ-তত্ত্বের দিক্ হইতে পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে তাহাদের জীবন-রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইলে দেখা যাইবে যে, কবিবরের তুলিকায় পাখীগুলির যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর ত' বটেই, পরন্তু তাহা অনেকাংশে সত্য।

মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তল

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাই যে, রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্র দেখিয়া তাহার দর্শনলাভ করিবার জন্ম বয়স্তের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন। রাজসভায় গণদাস ও হরদত্ত নামক দুইজন নাট্যবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। গণদাসের শিষ্যা মালবিকা। হরদত্তেরও শিষ্য ছিল। আদেশ হইল যে, রাজা ও রাণীর সমক্ষে শিষ্যদিগের নর্ত্তননৈপুণ্য দেখিয়া শিক্ষকদিগের বাহাদুরির পরিচয় লওয়া হইবে। নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুত হইল। রাজা অস্থির হইয়া উঠিলেন; মৃদঙ্গবাদ্য শুনিবার জন্মই যেন তিনি সভায় যাইতেছেন, এই প্রকার ভাণ করিলেন; কিন্তু সুচতুরা রাণী বুঝিতে পারিলেন আসল ব্যাপারটা কি,—রাজা অন্য নায়িকা দর্শন করিতে ইচ্ছুক। স্বগত বলিলেন—আর্য্যপুত্রের কি অশিষ্ট ব্যবহার! এদিকে মৃদঙ্গের শব্দ শুনিয়া পরিব্রাজিকা বলিলেন,—

জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈ-
রুদ্গ্রীবৈরনুরসিতস্য পুষ্করস্য।
নির্হ্রাদিন্যুপচিতমধ্যস্বরোত্থা
মায়ূরী মদয়তি মার্জ্জনা মনাংসি॥

কি মধুর সঙ্গীত! ঐ শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জ্জনভ্রমে ময়ূরগণ আনন্দে উদ্গ্রীব হইয়া শব্দ করাতে মৃদঙ্গধ্বনির সহিত উহা মিশ্রিত হইতেছে; সুতরাং মধ্যম স্বরজাত মূর্চ্ছনা উত্থিত হইয়া হৃদয়কে উল্লসিত করিতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে গণদাস-শিষ্যা মালবিকা ছলিত নামক একখানি নাটকের অভিনয়ে নর্ত্তকীর ভূমিকায় আসরে অবতীর্ণা হইলেন। মুগ্ধ

রাজা তাহার নাচের ভঙ্গী দেখিয়া তদ্‌গতচিত্ত হইয়া নর্ত্তকীর দেহের চারুতা সম্বন্ধে এইরূপ স্বগতোক্তি করিলেন,—

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্॥

পরিব্রাজিকা বলিলেন—যাহা দেখিলাম, সমস্তই অনিন্দনীয়। গণদাস উৎকৃষ্ট নর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদূষক ব্রাহ্মণ-হিসাবে কিছু দক্ষিণা চাহিলেন; বলিলেন—"আমি শুষ্ক মেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে জলপানের ইচ্ছা করিয়া **চাতক**বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" আচার্য্য গণদাসের সহিত মালবিকা প্রস্থান করিল। হরদত্ত অভিনয় প্রদর্শন করিতে চাহিল। রাজা ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে শোনা গেল—"মহারাজের জয় হউক। মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত,

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।
বিন্দুৎক্ষেপান্ পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং
সর্ব্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রস্ত্বমিব নৃপগুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ॥

হংসগণ দীর্ঘিকাস্থিত পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ায় মুকুলিত নয়নে অবস্থান করিতেছে; রবিকর প্রখরতর হওয়াতে **পারাবত**গণ আর পূর্ব্ববৎ সৌধবলভিতে বিচরণ করিতেছে না। ঘূর্ণ্যমান জলযন্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বারিকণা দেখিয়া পিপাসার্ত্ত **ময়ূরেরা** সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। হে রাজন্! আপনি যেমন সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ, সপ্তাশ্ব সূর্য্যদেবও সেই-রূপ সমগ্র রশ্মিতে দীপ্যমান"।

ভোজন-বেলা উপস্থিত হইয়াছে; হরদত্তকে বিদায় করা হইল। দেবীর সহিত পরিব্রাজিকাও প্রস্থান করিলেন। বিদূষক রাজাকে বলিলেন—"আপনার কার্য্য-সাধনার্থ অবসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

জ্যোৎস্না যেমন মেঘরাজিতে অবরুদ্ধ হয়, মালবিকা এখন সেইরূপ হইয়াছেন ; তাঁহার দর্শনলাভ এখন রাণী ধারিণীর অনুমতি-সাপেক্ষ। শ্যেন পক্ষী যেমন প্রাণিবধস্থানের নিকটে আমিষলোভে বিচরণ করে, মালবিকারূপ আমিষলোভে লুব্ধ হইয়া আপনিও সেইরূপ করিতেছেন।”

তৃতীয় অঙ্কে রাজা ও বিদূষক একটি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই প্রমোদবন যেন বায়ুভরে ঈষৎ বিকম্পিত পল্লবরূপ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে উৎকণ্ঠিত রাজাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। বায়ুস্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া তিনি বলিলেন—“নিশ্চয়ই বসন্তঋতু আবির্ভূত হইয়াছে। সখে! দেখ,

> আমত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
> সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।

উন্মত্ত কোকিলেরা শ্রবণসুখকর রব করাতে বোধ হইতেছে যেন বসন্ত সদয়ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ইত্যাদি * * *”।

এমন সময়ে মালবিকা সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। রাজা বয়স্যকে বলিলেন,—এখন আমি জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব। সারস পক্ষীর উচ্চধ্বনি শ্রবণ করিয়া তরুরাজি-সমাবৃত নদী নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া পথিকের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তোমার মুখে প্রিয়তমা সমীপগতা শুনিয়া আমার অবসন্ন চিত্তও সেইরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মালবিকার সখী বকুলাবলিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ও মালবিকার আলাপ পরিচয়ের মাঝখানে সহসা কুপিতা রাণী ইরাবতীর আবির্ভাব ; একটা মহা গোলমালের মধ্যে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়িয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে রাজা দুই একটি কথার পর বয়স্যকে মালবিকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক উত্তর দিলেন, ‘বিড়ালে

ধরিলে **কোকিলার** যে অবস্থা হয়, মালবিকারও সেই অবস্থা।' মালবিকা দেবীর পরিচারিকা কর্ত্তৃক বকুলাবলিকার সহিত ভূগর্ভস্থ কোষাগার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে। রাণীর দাসী মালবিকা যে রাজার প্রণয়পাত্রী হইবে ইহাই রাণীর ক্রোধের কারণ। বিষণ্ণ রাজা বলিলেন,—হায়!

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে॥

মধুরকণ্ঠী **কোকিলা** ও ভ্রমরী উভয়ে যেমন বিকসিত সহকারকুসুমের সংসর্গে থাকে, উহারা উভয়েও সেইরূপ একত্র বাস করিত। এখন প্রবল পুরোবাতের সঙ্গে অকালবৃষ্টি তাহাদিগকে কোটরগত করাইল।

কিন্তু সুচতুর বয়স্য কৌশল করিয়া স-সখী মালবিকার উদ্ধার-সাধন করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রগৃহে রাখিয়া আসিয়া রাজাকে তথায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্রম্ভালাপের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদূষক দ্বাররক্ষক হইয়া রহিলেন। সহসা সখী নিপুণিকাকে সঙ্গে লইয়া রাণী ইরাবতী সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিছুই গোপন রহিল না। বয়স্য আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হায়! কি অনর্থ উপস্থিত! বন্ধনভ্রষ্ট গৃহপালিত **কপোত** বিড়ালীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল।" কিন্তু একটা তুচ্ছ ঘটনায় রাজা আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন। রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী একটা বানরের ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাণী অনুনয় করিয়া বলিলেন—কুমারীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আর্য্যপুত্র ত্বরান্বিত হউন।

পঞ্চম অঙ্কে বৈতালিক বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের যশোগান করিতেছে—

পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং
নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষ্বনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।

যেমন রতি-সহচর মন্মথ পরভৃত কলকূজনে বসন্তের আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন—অঙ্গবান্ অনঙ্গের মত আপনিও সেইরূপ বিদিশাতীরস্থ উদ্যানে শোভা বিস্তার করিতেছেন।

এদিকে দৈবক্রমে যে মালবিকার চরণস্পর্শে অশোক তরু প্রস্ফুটিতপুষ্পভারনম্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আর বন্দিনী করিয়া রাখা চলে না; রাণী তাহাকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়াছেন; এবং পরিব্রাজিকা ও পরিজন সমভিব্যাহারে তাহাকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা মালবিকাকে দেখিয়া আপনাআপনি বলিতেছেন—

অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীব মে।
অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নো॥

আমি **চক্রবাক** এবং প্রিয় মালবিকা সহচরী চক্রবাকী; দেবী ধারিণী যেন রাত্রি স্বরূপিণী--যাহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমাদের উভয়ের মিলন হইতে পারে না।

অতঃপর মহাকবি সুকৌশলে রাজার নিকটে মালবিকার বংশপরিচয় করাইলেন;—কেমন করিয়া মালব-রাজকুমারী মালবিকা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়া, অবশেষে বিদিশারাজ-ভবনে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, তদ্দেশীয় দস্যুরা পৃষ্ঠদেশে ময়ূরপুচ্ছ আভরণরূপে ব্যবহার করিত।

তূণীরপট্টপরিণদ্ধভুজান্তরাল-
মাপার্ষ্ণিলম্বিশিখিপিচ্ছকলাপধারি।

ইহার পর রাত্রিস্বরূপিণী রাণী ধারিণী, চক্রবাকমিথুনরূপ মালবিকাগ্নিমিত্রের মিলনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইরাবতীর কোপ প্রশমিত হইল।

ইহাই মালবিকাগ্নিমিত্রের গল্পাংশ। পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, নায়ক-নায়িকাবর্ণনা প্রসঙ্গে কেমন সহজে ময়ূর, চাতক,

কোকিল, সারস, গৃহকপোত, রথাঙ্গ প্রভৃতি পাখীগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিকেই আমরা উর্ব্বশীপুরুরবার সম্পর্কে পাইয়াছি। আবার নবীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে শকুন্তলার উপাখ্যানে উহাদিগের দর্শনলাভ করিবার আশা আছে। অতএব অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বিহঙ্গগুলির সম্যক্ পরিচয়-লাভের চেষ্টা করিব।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে দ্রুত পলায়মান মৃগের অনুসরণে তপোবন-সান্নিধ্যে সমাগত রাজা দুষ্মন্ত ঋষিগণ কর্ত্তৃক সহসা আশ্রমমৃগের হননে বাধা পাইয়া, কুলপতির আশ্রমদর্শনের অভিলাষে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সারথিকে বলিলেন—"সূত! কেহ না বলিলেও, এটি যে তপোবন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।" সারথি জিজ্ঞাসা করিল—"কিরূপ?" রাজা বলিলেন—"তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এখানে—

> নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
> প্রস্নিগ্ধাঃ কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
> বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
> স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

—যে বৃক্ষকোটরের মধ্যে শুকপক্ষী নীড় রচনা করিয়াছে, তাহার মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীবার শস্যগুলি তরুমূলে পতিত রহিয়াছে; যে সকল উপল সাহায্যে ইঙ্গুদীফল ভগ্ন করা হয়, তাহাতে সংলগ্ন ফলনির্য্যাস তপোবনের সূচনা করিয়া দিতেছে। বিশ্বাস উপগম হেতু নিশ্চল হইয়া মৃগগণ রথশব্দ সহ্য করিতেছে; আশ্রমবৃক্ষের বল্কলশিখা হইতে জলক্ষরণে রেখাঙ্কিত তোয়াধারপথগুলিও তপোবনের সূচনা করিতেছে"।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে মৃগয়াশীল রাজার সহচর বিদূষক

মৃগয়ার কঠোরতায় অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া বিরক্তভাবে আপনা-আপনি বলিতেছে—"হা অদৃষ্ট! এই রাজার বয়স্য হয়ে আমি মারা গেলাম। একে ঐ মৃগ, ঐ বরাহ, ঐ শার্দ্দূল এই ভাবে দৌড়াদৌড়িতে হায়রান; খাদ্য পানীয় জোটে না, গায়ের ব্যথায় রাত্রে ঘুম হয় না; তাতে আবার প্রভাত হতে না হতেই শকুনিলুব্ধকগণের অরণ্যময় ভীষণ চীৎকারে জেগে উঠি।"

তৃতীয় অঙ্কে প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া, সখী শকুন্তলার মনোভাব রাজা দুষ্মন্তের নিকট জ্ঞাপনার্থ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রিয়ং-বদা শকুন্তলাকে প্রণয়পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঐ পত্রকে পুষ্পে ঢাকিয়া দেবতাপ্রসাদচ্ছলে রাজার হাতে দিবেন। প্রত্যুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন যে, তিনি কি লিখিবেন, তাহা স্থির করিয়াছেন; লেখার উপকরণ পাইলে লিখিতে পারেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন—"এই শুকোদর সুকুমার নলিনীপত্রে আপনার নখ দ্বারা লিখিয়া ফেল।" পত্র লেখা হইল, কিন্তু প্রেরণের প্রয়োজন হইল না। বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন রাজা অতঃপর আত্মগোপন অনাবশ্যকবোধে দেখা দিলেন। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পরস্পর প্রণয়ালাপের আনুকূল্যার্থ সখীদ্বয় ছল করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ স্থায়ী হইল না। সহসা নেপথ্যধ্বনি শ্রুত হইল—"**চক্কবাকবহুএ** আমন্তেহি সহঅরং। উবট্‌ঠিদা রঅণী।" চক্রবাকবধূ! আপনার সহচরকে আমন্ত্রণ কর, রাত্রি উপস্থিত।

চতুর্থ অঙ্কে কুলপতি কণ্ব শকুন্তলার অনুরূপ বরলাভে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতেছেন, এমন সময়ে শিষ্য শার্ঙ্গরব মুনিকে বলিলেন—ভগবন! শকুন্তলার এই বনবাস-বন্ধু তরু-সকল তাহার গমনে অনুমোদন করিতেছে, কারণ, **পরভৃতকূজনছলে** উহারা প্রত্যুত্তর দিতেছে—

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্ ॥

সখী প্রিয়ম্বদা বলিলেন—শকুন্তলাই যে কেবল আসন্ন বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে; সমস্ত তপোবনব্যাপী বিরহ পরিলক্ষিত হইতেছে, যেহেতু

উগ্‌গলিঅদব্‌ভকবলা মিআ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও।—

—মৃগগণ মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিতেছে, **ময়ূরেরা** নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে; লতা-সকল স্বকীয় পাণ্ডুপত্র ত্যাগচ্ছলে যেন অশ্রুমোচন করিতেছে।—কিয়ৎকাল পরে শকুন্তলা অনসূয়াকে বলিলেন—"সখি! দেখ নলিনীপত্রান্তরালে অন্তর্হিত সহচরকে দেখিতে না পাইয়া আতুরা **চক্রবাকী** যেন এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, 'দুষ্করমহং করোমি—এতক্ষণ যে আমার প্রিয়-বিরহে অতিবাহিত হইল, ইহা কি কঠোর! অনসূয়া উত্তর দিলেন—এরকম মনে ক'রো না, সই! যেহেতু

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরং।
গরুঅং পি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি ॥

—এও প্রিয়বিরহে বিষাদ-দীর্ঘতরা রজনী আশায় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়।

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে লইয়া গৌতমী ও শার্ঙ্গরব রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। শকুন্তলার পরিচয় পাইয়াও রাজা দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলা অগত্যা সমভিব্যাহারী গুরুজনের অনুরোধে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রাজার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য যে সকল পুরাতন কাহিনীর উত্থাপন করিলেন, রাজা

তাহাতে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"হে গৌতমি! তপোবনে লালিত হইয়াছেন বলিয়া যে ইনি ছলনা জানেন না, তাহা না হইতেও পারে; কারণ, মানুষেতর জীবের স্ত্রীজাতির মধ্যে যখন অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়, তখন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্না নারীর মধ্যে যে তাহা প্রকটিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত-
মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি॥

—এই নিমিত্তই আকাশমার্গে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে পরভৃতা স্বীয় অপত্যগুলি অন্য পক্ষীর দ্বারা পোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে"।

নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের সূচনায় রাজপুরুষেরা ধীবরের নিকটে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তাহার প্রতি ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিল—"অরে চোর! তোর দণ্ডবিধানার্থ রাজ-আজ্ঞা বহন করিয়া আমাদের স্বামী আসিতেছেন। এখন তুই গৃধ্র-বলিই হইবি অথবা কুক্কুরের মুখে যাইবি।" এদিকে চূতমুকুল অবলোকন করিয়া পরভৃতিকা ও মধুকরিকা পরিচারিকাদ্বয় বসন্তের আগমনে উৎফুল্ল হইয়াছে। মধুকরিকা জিজ্ঞাসা করিল—"লো পরভৃতিকে! তুই আপনাআপনি কি গুনগুন্ করিতেছিস্?" সে উত্তর করিল—"চূতমুকুল দেখিয়া পরভৃতিকা উন্মত্তাই হইয়া থাকে।" উভয়ের কথোপকথনের মাঝখানে সহসা কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিল—"রাজা বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাসন্তিক তরুগুলি এবং সেই তরুগুলিকে আশ্রয় করিয়া যে পাখী-গুলি থাকে, তাহারা পর্য্যন্ত রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছে, আর তোরা দুইজন ইহার কিছুই জানিস্ না?—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্ ॥

—চূতকুলিকা বহুদিন নির্গত হইয়াছে, কিন্তু পরাগ জন্মে নাই; কুরুবক-পুষ্প বৃন্ত হইতে বহির্গত হইয়াও কোরকাবস্থাতেই আছে; শিশির ঋতু চলিয়া গেলেও **পুংস্কোকিলের** কণ্ঠস্বর কণ্ঠমধ্যেই বিলীন হইয়া রহিয়াছে * * *"।

অঙ্গুরীয়ক দর্শনে রাজা দুষ্মন্তের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি শকুন্তলার প্রতি আপনার অন্যায় ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। দিন দিন তিনি এত উন্মনা হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য বয়স্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল।

রাজার স্বহস্ত-লিখিত শকুন্তলার প্রতিকৃতির বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বয়স্য রাজাকে মাধবীমণ্ডপে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, এখনই চতুরিকা তথায় প্রতিকৃতিটি লইয়া আসিবে। এমন সময়ে চিত্রপট হস্তে চতুরিকা রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি ব্যগ্রভাবে চেটীর হস্ত হইতে ছবিখানি লইয়া, বয়স্যকে ছবির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন—সৈকতলীন-হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী নদী এইখানে অঙ্কিত হওয়া উচিত * * *। রাণী বসুমতী আসিতেছেন, ইহা চতুরিকার মুখে শুনিয়া বিদূষক বলিল —আমি মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের এমন জায়গায় এই চিত্রপট লুকাইয়া রাখিব, যেখানে **পারাবত** ব্যতীত (১) আর কেহই জানিতে পারিবে না। কিন্তু বেচারা মাধব্য কার্য্যকালে বিপন্ন হইয়া পড়িল। কোনও

১। এই পাঠ বোম্বাই-সংস্করণে আদৌ দৃষ্ট হয় না। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন-সঙ্কলিত নাটকে দেখা যায়।

অদৃশ্য প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সহসা সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কি বিপদ্ ঘটিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত কঞ্চুকীর উপর ভার পড়িল, সে দেখিয়া আসিয়া রাজসমীপে কাঁপিতে কাঁপিতে জানাইল—যে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদশিখরে **গৃহনীলকণ্ঠ** অনেকবার বিশ্রাম করিয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তথা হইতে কোনও অপ্রকাশিত মূর্ত্তি আপনার বয়স্যকে পীড়ন করিতে করিতে কোথায় লইয়া গিয়াছে—

তস্যাগ্রভাগাদ্ গৃহনীলকণ্ঠৈ-
রনেকবিশ্রামবিলঙ্ঘ্যশৃঙ্গাৎ।
সখা প্রকাশেতরমূর্ত্তিনা তে
কেনাপি সত্ত্বেন নিগৃহ্য নীতঃ॥ (২)

রাজা ভয় নাই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণহস্তে বয়স্যকে অদৃশ্য শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—শত্রু যেই হউক, আমার শস্ত্র তাহাকে সংহার করিয়া মাধব্যকে রক্ষা করিবে, **হংস** যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সলিলাংশ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধকে গ্রহণ করে।

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥

তৎক্ষণাৎ মাধব্যকে ছাড়িয়া দিয়া মাতলি রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং দেবরাজের সন্দেশ জ্ঞাপন করিয়া রাজা দুষ্মন্তকে সুরলোকে লইয়া গেলেন।

নাটকের সপ্তম অঙ্কে, দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা পালন করিয়া রাজা মাতলির সহিত রথাধিরূঢ় হইয়া আকাশপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; রথচক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা বলিলেন—আমরা মেঘমণ্ডলে অবতরণ করিয়াছি। ঐ দেখ—

২। ন্যায়পঞ্চানন-সঙ্কলিত নাটকেই এই শ্লোক দেখা যায়।

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥

—রথচক্রের বিবর হইতে নিষ্পতনশীল চাতককুল এবং বিদ্যুৎ-প্রভামণ্ডিত রথাশ্বগণ সহজেই সূচনা করিয়া দিতেছে যে, আমাদের রথ বারিগর্ভ মেঘের উপর দিয়া আগমন করিতেছে এবং তন্নিমিত্ত ইহার চক্রপ্রান্ত শীকরসংসিক্ত হইয়াছে।

অধঃ-প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিভিন্ন প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাজা মাতলিকে মারীচাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উহা দেখাইয়া মাতলি বলিতে লাগিলেন—"ঐ দেখুন, মহর্ষি কশ্যপ সূর্য্যবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি বল্মীকাগ্রে নিমগ্ন রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে সর্পত্বক্ বিজড়িত; কণ্ঠদেশ জীর্ণ লতাপ্রতান-বলয়ের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে; স্কন্ধলগ্ন জটা-মণ্ডলীর মধ্যে শকুন্ত-নীড় রচিত হইয়াছে।—

বল্মীকাগ্রনিমগ্নমূর্ত্তিরুরসা সংদষ্টসর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসংপীড়িতঃ।
অংসব্যাপিশকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥

অতঃপর নাটকমধ্যে আর কোনও বাস্তব পক্ষীর উল্লেখ আমরা পাই না। কেবলমাত্র একটি মৃত্তিকাময়ূরের কথা আছে যাহার প্রলোভনে শকুন্তলাতনয় সিংহ-শিশুর উৎপীড়নক্রীড়া হইতে বিরত হইল। বর্ণচিত্রিত মৃন্ময়ূরটিকে তাপসীর উটজ হইতে আনা হইল। —তাপসী কহিলেন—সর্ব্বদমন! শকুন্তলাবণ্য দর্শন কর। শব্দ-সাদৃশ্যে বালক বলিয়া উঠিল—মা কোথায়? তাপসী উত্তর দিলেন—আমি এই মৃত্তিকা ময়ূরের সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। বালক বলিল

—এই ময়ূরটি আমার পছন্দ হয়। অতঃপর উহা গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল।

এখন বোধ হয়, পাঠক বুঝিতে পারিবেন, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র নায়কনায়িকার background রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অনেকগুলি পাখীর সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেমন নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তপোবনের বৃক্ষকোটরে শুকপক্ষীর গৃহস্থালীর যে আভাস এখানে পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য কি না, দেখিতে হইবে। কোটরমধ্যে নীবারধান্য আনয়নের আবশ্যকতা কি এবং আহারান্তে তাহার হেয়াংশ বর্জ্জন করা শুকের অভ্যাস কি না? তাহার উদর সুকুমার পদ্মপত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয় কি না, তাহাও বিচার্য্য। কোকিলরব অথবা পরভৃত-বিরুত, কোথাও বা কণ্ঠমধ্যে বিলীন পুংস্কোকিলস্বর, কোকিলবধূর অশিক্ষিতপটুত্ব—অন্তরীক্ষগমনের পূর্ব্বে অপর পক্ষী কর্ত্তৃক আপন সন্তান প্রতিপালনের নিপুণ ব্যবস্থা প্রভৃতি পরভৃৎরহস্যের জটিল কথাগুলি বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রের রথাঙ্গ এখানে চক্রবাক-বধূ অথবা চক্রবাকীরূপে দেখা দিয়াছে —"এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদদীর্ঘতরাম্"। চাতকের সঙ্গে মেঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ নাটকেও আছে। এখানে নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে ময়ূরগণ "পরিত্যক্তনর্ত্তনঃ"। যে পারাবতকে আমরা মেঘদূতে গৃহবলভিতে আশ্রয় লইতে দেখিয়াছি, সেই পারাবত গৃহনীলকণ্ঠের সহিত প্রাসাদ-শিখরাগ্রভাগে বিরাজ করিতেছে। স্রোতোবহা মালিনী-তটে সৈকত-লীন হংসমিথুনের ছবি আমাদিগকে মুগ্ধ করে; নাটকবর্ণিত হংসের নীরমিশ্রিত দুগ্ধপানভঙ্গী স্বতন্ত্রভাবে বিচার-সাপেক্ষ। এই সমস্ত ছোট বড় সুন্দর পাখী মহাকবি-রচিত তিনখানি নাটকের মধ্যেই তাহাদের রূপে, মাধুর্য্যে ও লীলাভঙ্গীতে মানবাবাস, রাজপ্রাসাদ অথবা

তপোবন-চিত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেবল যে হিংস্র ও অসুন্দর পাখীর চৌর্য্যবৃত্তির কথা বিক্রমোর্ব্বশীতে পাওয়া যায় এবং যাহার নামোল্লেখ করিয়া নগররক্ষক শকুন্তলা-নাটকে ধীবরকে ভয় দেখাইতেছে,—সেই গৃধ্রের কথাও বিহঙ্গতত্ত্বহিসাবে বাদ দেওয়া চলিবে না। এইবার আমরা একে একে কবিবর্ণিত পাখীগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব।

নাটকে পাখীর পরিচয়

কালিদাসের তিনখানি নাটকে আমরা মোটামুটি যে সকল পাখীর উল্লেখ দেখিতে পাই, নাম হিসাবে সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য তালিকাটি বৈজ্ঞানিক হিসাবে না দিয়া আপাততঃ নাম হিসাবে নিম্নে প্রদান করিতেছি।

১। রাজহংস (মানসোৎসুকচিত্ত), রাজহংসী (মৃণালসূত্রাবলম্বিনী) ২। হংস (পত্রচ্ছায়াসু মুকুলিতনয়ন ইত্যাদি), হংসমিথুন (সৈকতলীন ইত্যাদি), হংসযুবা (সহচরী-সঙ্গত) ৩। চক্রবাক (প্রিয়াসহায়, গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ), রথাঙ্গনামা (অহং প্রিয়াসহচরীব মে ইত্যাদি), চক্রবাকবধূ, চক্রবাকী (প্রিয়বিরহে বিষাদদীর্ঘতরা রজনী আশায় অতিবাহিত করিতেছে ইত্যাদি) ৪। সারস ৫। কারণ্ডব (তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং সেবতে) ৬। ময়ূর ৭। শুক ৮। পারাবত, কপোত (বন্ধনভ্রষ্ট গৃহপালিত ইত্যাদি) ৯। চাতক ১০। গৃধ্র ১১। শ্যেন ১২। কুররী ১৩। পরভৃত, পুংস্কোকিল, কোকিলা।

রাজহংস

যে রাজহংস রাজহংসী লইয়া আমরা তালিকাটি আরম্ভ করিয়াছি তাহাদের কথা লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করা যাক্। মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংস ও মৃণালসূত্রাবলম্বিনী রাজহংসী—ইহার তাৎপর্য্য কি? এই রাজহংস-জাতীয় পাখী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকটে flamingo (Phœnicopterus) নামে পরিচিত, এ কথা আমি পূর্ব্বে মেঘদূত-প্রসঙ্গে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণ পাঠকবর্গেরও এই পাখীটিকে চিনিবার সহজ উপায় এই যে, অমরকোষোক্ত "রাজহংসাস্তুতে চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতা" এই শারীরিক লক্ষণ

পাখীটিকে grey goose বা কাদম্বজাতীয় হংস হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইহারা যাযাবর। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে—গুজরাত, পঞ্জাব সিন্ধু, রাজপুতানা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জলাভূমি-সন্নিধানে ইহাদিগকে বর্ষার প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে দেখা যায়। বর্ষাগমে ইহারা মানসসরোবরাভিমুখে প্রয়াণ করে। যাইবার সময় ইহারা যে পাথেয়স্বরূপ চঞ্চুপুটে কোমল মৃণালসূত্র অথবা বিসকিসলয় লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইবে, তাহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় অথবা অবাস্তব কবিকল্পনামাত্র নহে; কারণ এই জলচর বিহঙ্গ উদ্ভিজ্জাশী। প্রধানতঃ জলজ উদ্ভিদই ইহাদের আহার্য্য। এখন সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, রাজা পুরুরবার হৃদয়-পদ্ম ছিন্ন করিয়া অপ্সরা উর্ব্বশীকে আকাশমার্গে উড্ডীয়মানা দেখিয়া যদি কবির মনে লোহিতচঞ্চুচরণা সিতাবয়বা চঞ্চুপুটে ছিন্নবিসকিসলয়ধৃতা মানসোৎসুকচিত্তা রাজহংসীর ছবি জাগিয়া থাকে, তাহা কাব্য-সৌন্দর্য্যকে বাড়াইতে গিয়া তিলমাত্র সত্যের অপলাপ করে নাই।

এই flamingo জাতীয় পাখীর যাযাবরত্বের কারণ আমি মেঘদূতের পক্ষীতত্ত্ব প্রসঙ্গে এইরূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি—"আহার্য্যের অভাব বৎসরের যে ঋতুতে হইবার সম্ভাবনা থাকে সেই ঋতুর প্রাক্কালেই যাযাবর বিহঙ্গগণ যে স্থলে আপনাদিগের অভ্যস্ত উপাদেয় খাদ্যের স্বচ্ছলতা বর্ত্তমান আছে, তথায় প্রয়াণ করিয়া থাকে। পক্ষিজাতির যাযাবরত্বের অন্যান্য গৌণ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু এই আহার্য্যের অভাবের আশঙ্কাই যে মুখ্য কারণ এ সম্বন্ধে বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই।" এ সম্বন্ধে এ স্থলে ইহার অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আর বর্ষাসমাগমে যে মানসসরোবর হংসকাকলীতে মুখরিত হইয়া উঠে, তাহা মুরক্রফ্‌ট্, স্বেন্ হেডিন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মানসসরোবর কৈলাসের পাদদেশে অগ্নিকোণে অবস্থিত।

রাজহংস

[পৃঃ

J. RAY & SONS, CALCUTTA

বিক্রমোর্ব্বশীর মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংস এবং মৃণালসূত্রাবলম্বিনী রাজহংসী দেখিয়া আমাদের মনে স্বতঃই মেঘদূতের "মানসোৎক আকৈলাসাৎ বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বান্" রাজহংসের চিত্র জাগিয়া উঠে।

আর বিক্রমোর্ব্বশীর রাজহংসচিত্রটি কি সেই সঙ্গে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না? উন্মত্ত রাজার প্রলাপবাক্য স্মরণ করুন; রাজহংস তাহার সমস্ত রূপ ও সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে সরোবরতট ও কাননতল উচ্ছ্বসিত করিয়া এখনই 'ত উড়িয়া যাইবে:—"নূপুরশিঞ্জিতের মত ও কি শুনা যায়? হা ধিক! এ ত মঞ্জীরধ্বনি নয়। দিঙ্মণ্ডল মেঘশ্যাম দেখিয়া মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংস কূজন করিতেছে; এই সমস্ত মানসোৎসুক রাজহংস এই সরোবর হইতে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে আমার প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি।—হে জলবিহঙ্গরাজ! তুমি মানসসরোবরে কিছু পরে যাইও; একবার তোমার বিসকিসলয় পাথেয়টুকু রাখ; আবার তুমি তুলিয়া লইও। আমার দয়িতার সংবাদটুকু দিয়া আমাকে শোকমুক্ত কর। রে হংস! তুই যদি সরোবর-তটে আমার নতভ্রূ প্রিয়াকে না দেখিয়া থাকিস্, তাহা হইলে কেমন করিয়া তুই তাহার কলগুঞ্জিত গতিভঙ্গিটুকু চোরের মত অপহরণ করিলি? তুই আমার প্রিয়াকে ফিরাইয়া দে। জঘনভারমন্থরা প্রিয়ার গতি দেখিয়া তুই নিশ্চয়ই তাহা চুরি করিয়াছিস। * * * এ কি! চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে রাজার নিকট হইতে এ যে পলায়ন করিল!"

ইহার মধ্যে আমাদের পরিচিত flamingo পাখীটির সম্বন্ধে একত্র মোটামুটি অনেক কথা পাওয়া গেল; তাহার কণ্ঠস্বর মঞ্জীরধ্বনির ন্যায়; তাহার কলগুঞ্জিত গতিভঙ্গিটুকু জঘনভারমন্থরা নারীর গতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; সে জলবিহঙ্গরাজ; মানসসরোবরে যাইবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক হয়, যখন দিঙ্মণ্ডল মেঘশ্যাম দেখা যায়; প্রয়াণ-কালে সে পাথেয়স্বরূপ বিসকিসলয় চঞ্চুপুটে গ্রহণ করে।

Flamingo সিতাবয়ব কি না, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইলে কবি-বর্ণিত রাজহংসের সহিত ইহার জাতিগত ঐক্য সংস্থাপনের কোনও অন্তরায় থাকে না। কারণ flamingo যে লোহিতচঞ্চুচরণ, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। যাঁহারা সতর্কভাবে এই পাখীটিকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ইহার দেহের বর্ণ প্রধানতঃ শাদা, তবে বর্ণে ঈষৎ গোলাপী আভা বিদ্যমান আছে। শাবকদিগের দেহের বর্ণে কিন্তু এই গোলাপী আভা নাই বলিলেই চলে। সাধারণ পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই পর্য্যন্ত সকলেই বলিতে পারেন। এখন প্রশ্ন এই যে, তাহা হইলে ইহাকে সিতাবয়ব বলা চলে কি না?

"সিত" শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, ইহা শুক্ল কিংবা শ্বেতের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াও, শুক্ল ও শ্বেত বলিলে যাহা বুঝায়, ইহাতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম আছে। শুক্ল ও শ্বেত একেবারে শাদা;—অভিধানকার বলিতেছেন 'রক্তেতর'। শব্দার্ণব-রচয়িতা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, সিত রংটি—কদলীকুসুমোপম, কলার ফুলের মত। এই কলার ফুল যে একেবারে সম্পূর্ণ শাদা নয়, একথা বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে অবশ্যই বুঝাইতে হইবে না; শাদার সঙ্গে অন্য রঙের সংমিশ্রন আছে। 'সিত' শব্দের আভিধানিক তাৎপর্য্যেও এই বিভিন্ন বর্ণ-সংমিশ্রণের আভাস পাওয়া যায়; কোথাও শ্বেতের সহিত পীত, কোথাও বা শ্বেতের সহিত কৃষ্ণের সম্পর্ক থাকিলেও, 'সিত' শব্দ বা তৎপর্য্যায়ক কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যখন শ্বেতের সহিত কৃষ্ণ মিলিল, তখন সেই সিতকে অর্জ্জুন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যখন শাদার সহিত লাল মিশিল, তখন তাহা সিত-পর্য্যায়ভুক্ত শ্যেত দাঁড়াইল;—এই শ্যেত শব্দটি আমরা "খাঁচার পাখী" প্রসঙ্গে বৈদিক সারিঃশ্যেতায় পাইয়াছি। ম্যাক্‌ডোনেলের অভিধানে

(১) ইহাকে reddish white বলা হইয়াছে। আবার দেখুন, 'গৌর' শব্দটি সিতপর্য্যায়ভুক্ত বটে, কিন্তু ইহা নিরবচ্ছিন্ন শুক্ল নহে,—'পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ' (২) ;—শাদা এখানে হরিদ্রাভ হইয়া গিয়াছে। শব্দার্ণব বলিতেছেন—সিতঃ শ্যাবঃ কদলীকুসুমোপমঃ ;—অমরকোষ বলিতেছেন, 'শ্যাবঃ (স্যাৎ) কপিশঃ,' ম্যাক্‌ডোনেল ব্যাখ্যা করিলেন —dark brown। যে কৃষ্ণলেশবান্ সিতকে অর্জ্জুন বলা হইয়াছে, অভিধানকার (৩) তাহাকে কুমুদচ্ছবি বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অমরকোষ এই কুমুদফুলের রং বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন—'সিতে কুমুদকৈরবে'। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যদিও সিত প্রভৃতি তেরটি শব্দ (৪) শুক্লপর্য্যায়ভুক্ত, ইহাদিগের অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণপরিচায়ক নহে ;—শাদার সহিত কৃষ্ণপীতরক্তাভার অল্পবিস্তর বিমিশ্রণ আছে। মিঃ কোলব্রুক্-সম্পাদিত অমরকোষে দেখিতে পাই যে, 'পাণ্ডুর' শব্দ শুক্লপর্য্যায়ভুক্ত রহিয়াছে,—টীকাকার ব্যাখ্যা করিলেন, 'white'; কিন্তু পরশ্লোকেই দেখা যায়—হরিণঃ পাণ্ডুরঃ পাণ্ডুঃ—ব্যাখ্যা, 'yellowish white'।

অতএব সিতাবয়ব নিরবচ্ছিন্ন শুক্লতার পরিচায়ক হইবে, এমন কোনও কথা নাই। Flamingo পাখীকে অসঙ্কোচে সিতাবয়ব বলা যায়। তাহার শাদা রঙের সঙ্গে গোলাপী রক্তিম আভা অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকিতে পারে ; তাহাতে কিন্তু সে সিতপর্য্যায়ভুক্তই রহিয়া গেল। জার্ডন (৫) ইহার এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,—Throu-

১। Sanskrit English Dictionary (1893)

২। অমরকোষ।

৩। "অর্জ্জুনস্তু সিতঃ কৃষ্ণলেশবান্ কুমুদচ্ছবিঃ"—রামকৃষ্ণ-গোপালভাণ্ডারকর সম্পাদিত অমরকোষ-টীকা ৩৩পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। শুক্লশুভ্রশুচিশ্বেতবিশদশ্যেত পাণ্ডরাঃ
অবদাতঃ সিতো গৌরোঽবলক্ষো ধবলোঽর্জুনঃ। ইত্যমরঃ

৫। The Birds of India by T. C. Jerdon, Vol. III.

ghout of a rosy white, অর্থাৎ আগাগোড়া গোলাপী শুভ্রতা-মণ্ডিত। ব্লানফোর্ড বলিতেছেন (৬)—Head, neck, body and tail white, more or less suffused with rosy pink, অর্থাৎ মাথা, ঘাড়, দেহ এবং পুচ্ছ শাদা, অল্পবিস্তর গোলাপিবর্ণচ্ছটাসমন্বিত। আবার ইহার শাবকের গায়ের রঙে ঐ গোলাপিভাব নাই; আছে কেবল শাদার সঙ্গে ধূসরতা;—body whitish, tinged with greyish brown (ব্লানফোর্ড)। এ ক্ষেত্রেও সিতাবয়ব আখ্যা সম্যক্‌রূপে প্রযোজ্য। পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীপক্ষীটির বর্ণ পুংপক্ষীর অপেক্ষা হীনাভ,—The colouring of the females is generally subdued; ইহাকেও পুংপক্ষীর সহিত সিতাবয়ব-পংক্তিতে বসাইতে হইবে।

এই রাজহংসী প্রতি বৎসর আসন্ন বর্ষায় মৃণালসূত্রাবলম্বিনী হইয়া মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংসের সহিত আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হয়, ইহা মাত্র কবিবর্ণনা নহে। ইহার যাযাবরত্বের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এই রাজহংস-মিথুন সম্বন্ধে পাঠককে একটু সতর্ক হইতে হইবে। ইহাদিগকে সাধারণ হংসপর্য্যায়ভুক্ত করা চলে কি না, সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক উঠিতে পারে। এতদিন তাহাদিগকে মোটামুটি হংস-(Duck) শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা হইতেছিল; কিন্তু সম্প্রতি হক্সলিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বিশিষ্টলক্ষণাক্রান্ত রাজহংসকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কণ্ঠস্বর হংসজাতীয় পাখীর মত। যে গতিভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া কবিবরের মনে জঘনভারমন্থরা নারীর পদক্ষেপ বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অকবি বৈজ্ঞানিক সুধু walk বা পদচারণ (৭) বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; কতকটা বিশদ বর্ণনা করিয়া

৬। Fauna of British India, Birds, Vol. IV.

৭। Frank Finn in World's Birds, p. 36.

এইরূপ বলা হইয়াছে (৮)—Its steps are longer, more regular, and more vacillating, as might be expected from the extraordinary length of its legs, but at the same time its movements are easy। এস্থলে সাধারণ হংসজাতীয় পাখীর চলনভঙ্গির সহিত Flamingo বা রাজহংসজাতির গতিবিধির তুলনা করা হইয়াছে। এই anatidæ পরিবারভুক্ত কোনও কোনও হংসকে আমরা অন্যত্র anserinæ পর্যায়ভুক্ত করিয়া কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই জলবিহঙ্গ বোধ করি পাঠকের নিকটে এত পরিচিত যে, মালবিকাগ্নিমিত্র-বর্ণিত দীর্ঘিকায় প্রখর দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পদ্মপত্রচ্ছায়ায় তাহাকে মুকুলিতনয়ন দেখিয়া অথবা অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় স্রোতোবহা মালিনীর সৈকতে হংসমিথুনের চিত্রে তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হইবেন না।

চক্রবাক

এই anatidæ পরিবারভুক্ত আর একটি পাখীকে আমরা কালিদাসের নাটকে দেখিতে পাই,—সেটি চক্রবাক। সেই গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ প্রিয়াসহায় বিহঙ্গের সহিত বৈজ্ঞানিক পরিচয়-স্থাপনের একটু চেষ্টা করা যাক্। অধ্যায়ান্তরে আমরা এ সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা করিয়াছি; আমরা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিয়াছি যে, আমাদের চকাচকী ইংরেজের নিকটে Ruddy Sheldrake বা Brahminy Duck নামে পরিচিত; তাহাদের দাম্পত্য-লীলা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের চক্ষু এড়ায় নাই;—সে সকলের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পাঠক বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কালিদাসের সমস্ত নাটকগুলিতে চকাচকী ছড়াইয়া রহিয়াছে। শুধু

৮। Dr. Brehm's text. Translated by Thomas Rymer Jones (Cassell's Book of Birds), Vol. IV. p. 117.

তাহাই নহে ; এক স্থলে তাহার রূপবর্ণনা পাওয়া যাইতেছে ; ইহা আমাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। চক্রবাক যে "প্রিয়াসহায়," তাহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে ; কিন্তু সে যে গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ, তাহা কি সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন? ব্লানফোর্ডের পুস্তকে (১) চক্রবাক বা Casarca rutila পাখীর বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—Head and neck buff (গোরোচনাবর্ণ), generally rather darker on the crown, cheeks, chin and throat, and passing on the neck into the orange brown or ruddy ochreous (কুঙ্কুমবর্ণ) of the body above and below। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চক্রবাক প্রিয়া-সহচর ইহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে ;—কেবল যে আমাদের দেশে এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়া আমরা অবিচারে ইহা মানিয়া লইব, তাহা নহে। বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা এ বিষয়ে অনেকটা অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছেন। এই জাতীয় বিহঙ্গ মিথুনাবস্থায় তাঁহাদের নয়নগোচর হইয়াছে। তবে এ কথা তাঁহারা জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই যে, রজনী চক্রবাক মিথুনের মধ্যে বিরহ ঘটাইয়া দেয় ; কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, দিবাভাগে চক্রবাক সহচরী-সঙ্গত হইয়া বিচরণ করে। ধারিণী যে রজনীর মত নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিরহের ব্যবচ্ছেদ আনিয়া তাহাদিগকে চক্রবাক-মিথুনের নৈশ অভিশাপগ্রস্ত করিয়াছে, মহাকবিবর্ণিত এই বিরহব্যাপার বাস্তবপক্ষে কতটা সত্য, তাহা বিচারসাপেক্ষ। নিশীথে শীতকালে নদীবক্ষে বিচরণ করিবার সময় চক্রবাক চক্রবাকীর করুণ কণ্ঠধ্বনি পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিদের কর্ণগোচর হইয়াছে,—This call seeming often to come and being answered from opposite

১। Fauna of British India, Birds Vol IV.

banks (১০), অর্থাৎ মনে হয়, যেন এই আহ্বানধ্বনি নদীর এক তীর হইতে উত্থিত হয় এবং অপর তীর হইতে তাহার প্রত্যুত্তর আসে। নদীর দুই তীর হইতে এই ডাকাডাকি, উত্তর প্রত্যুত্তর, ইহা যেন বিরহক্লিষ্ট নিশীথের অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন বিহগ-বিহগীর করুণ আলাপ অথবা বিলাপ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ চকাচকীকে নদীর উভয় পারে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাত্রি-যাপন করিতে দেখিয়াছেন;—তবে তাঁহারা বলেন যে, নদী যদি অপ্রশস্ত হয়, তাহা হইলেই এই বিহগমিথুনের বিরহাভিনয় প্রায়ই দেখা যায় (১১)। অমরকোষে এই পাখীর যে কয়টি আভিধানিক আখ্যা পাওয়া যায়—"কোকশ্চক্রশ্চক্রবাকো রথাঙ্গাহ্বয়নামকঃ" —তাহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি; এস্থলে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না। শুধু এই রথাঙ্গনামা বা চক্রবাকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য অমরকোষ হইতে উক্ত সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিলাম। ইহার যাযাবরত্ব সম্বন্ধেও মেঘদূত-প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; বাহুল্য ভয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আপাততঃ সে আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

সারস

হংসজাতীয় পাখীগুলিকে ছাড়িয়া এখন Grus পরিবারভুক্ত সারসের পরিচয় লওয়া যাক্। নাটকের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে, রাজা অনুমান করিতেছেন, সারসের উচ্চ কণ্ঠস্বর যখন শোনা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই জলাশয় সন্নিকটে আছে;—রাজার এই অনুমান কতটা সত্য, অর্থাৎ সারসের সঙ্গে জলাশয়ের সম্পর্ক এতটা

১০। Small game shooting in Bengal by "Raoul", p. 93.

১১। হিউম ও মার্শাল রচিত Game Birds of India, Burmah and Ceylon Vol. III. p. 129.

নিবিড় কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। এ স্থলেও বিদেশীয় পর্য্যবেক্ষণকারীর সাক্ষ্য লওয়া যাক্।

মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিতেছেন—"The sarus is usually seen in pairs, each pair often accompanied by a young bird or occasionally by two, in open marshy ground or on the borders of swamps or large tanks * * They have a loud trumpet-like call. * * Pairs for life, and if one of a pair is killed, the survivor is said not unfrequently to pine aud die."

ইহারা যে জলাশয়ে বিচরণ করিতে ভালবাসে, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। জলাশয়ের সহিত ইহাদের এতই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, পাখীটির অন্য আভিধানিক আখ্যা—"পুষ্করাহ্বঃ" সার্থক বলিয়া মনে হয়। যে loud trumpet-like call পথিককে সচকিত করে, তাহা শুনিলে অভিধানকারের আর একটি আখ্যা "গোনর্দ্দঃ" শব্দের মর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এখন সারসের আভিধানিক আখ্যাগুলি একত্র করিয়া ব্লানফোর্ডের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে।—সারসো মৈথুনী কামী (Seen in pairs) গোনর্দ্দঃ পুষ্করাহ্বয়ঃ। উপরে উদ্ধৃত সারস-বর্ণনার সহিত আভিধানিক সংজ্ঞাগুলি আগাগোড়া মিলিয়া গেল। মেঘদূতে সারসের যে ইঙ্গিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, সে শিপ্রাতটে বিচরণ করে, এবং তাহার মদকলকূজন শিপ্রাবাতকর্ত্তৃক বহুদূরে নীত হইতেছে।—ঋতুসংহারের কাদম্বসারসচয়াকুলতীরদেশ-চিত্রে সারস ও নদী অবিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে।

কারণ্ডব

নাটকের মধ্যে যে কারণ্ডবকে আমরা দেখিতেছি, যে দ্বিপ্রহরে সরোবরের তপ্তবারি ত্যাগ করিয়া তীরনলিনীকে আশ্রয় করিয়াছে,

তাহাকে আমরা পূর্ব্বে ঋতুসংহারে যখন পাইয়াছিলাম, তখন তাহার সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার অধিক কিছু বলিবার মত এমন কিছু নূতন উপকরণ নাটকগুলির মধ্য হইতে পাওয়া গেল না, যাহাতে আমরা পাকাপাকি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। চক্রবাক সম্বন্ধে নাটকের বর্ণনা যেমন পাখীটিকে আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার ভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, এক্ষেত্রে তাহার কিছুই হইল না। প্রথম আলোচনায় যে কয়টি মুখ্য প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহা এই :—(ক) কারণ্ডব হংসজাতীয় কি না? (খ) ডল্লনাচার্য্যের বর্ণনানুসারে সে কাকতুণ্ড, দীর্ঘাঙ্ঘ্রি, কৃষ্ণ-বর্ণভাক্ হওয়া উচিত; এই বর্ণনা হংসজাতীয় কোনও পাখীর প্রতি প্রযোজ্য কি না? (গ) যদি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হয়, তবে অস্মদ্দেশীয় আর কোনও পাখীর সহিত এই বর্ণনা মিলে কি না? (ঘ) কারণ্ডব কি সারসের নামান্তর? (ঙ) অথবা ডল্লনাচার্য্যের করহরের নামান্তর? (চ) না বৈদ্যকশব্দসিন্ধুর জলপিপির সহিত ইহা অভিন্ন?

যে যে কারণে আমরা উল্লিখিত কোনও পাখীর সহিত ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে পারি নাই, তাহা আমরা ঋতুসংহারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তব্য প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পরে, উক্ত পত্রিকায় (১২) কারণ্ডবকে "কোড়া" পাখীর সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার যখন চেষ্টা হইয়াছিল, তখন আমি সেই মত খণ্ডন করিবার জন্য পক্ষিবিজ্ঞানের দিক্ হইতে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ তাহাতেও আমরা একপদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আগাগোড়া আমরা নেতি নেতি করিয়া আসিতেছি; যখন ভাল করিয়া ইহার

১২। প্রবাসী, শ্রাবণ—ভাদ্র ১৩২৬।

স্বরূপ পরিচয় দিতে পারা যাইবে, তখন একটা কূট বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান হইবে।

ময়ূর

কালিদাসের কাব্য-সাহিত্যে ময়ূরকে এত বেশী দেখিতে পাওয়া যায় যে, মেঘদূতেই বলুন আর মালবিকাগ্নিমিত্রেই বলুন, কোথাও তাহাকে অন্বেষণ করিবার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। একটা বিষয় বোধ করি পাঠকগণ কালিদাসের নাটকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—ময়ূরকে গৃহপালিত অবস্থায় মানবাবাসে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আসন্ন বর্ষায় মেঘদূতে যে ভবন-শিখীকে দেখিয়াছি, তাহাকে স্বাধীন ভাবে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিতেও দেখা গিয়াছে। এখানে ময়ূরকে শুধু বর্ষায় দেখিতেছি না, প্রখর রৌদ্রে সে আলবালে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; দিবাবসানে বাসযষ্টির উপর চিত্রার্পিতের মত সে বসিয়া থাকে; মাতৃরূপিণী শকুন্তলার আসন্ন বিরহে সে নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে; রাজপ্রাসাদে মধ্যাহ্নকালে ঘূর্ণ্যমান জলযন্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বারিকণা দেখিয়া পিপাসা নিবৃত্তির জন্য সে সেই দিকে ধাবিত হইতেছে; সে আবার রাজপুত্রের অঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নে সুখবোধ করিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে—মানুষের সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়! এস্থলে এই domesticationটাই বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য। এই pavo cristatus পাখিটির সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্বহিসাবে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় লইয়া অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এই নীলকণ্ঠ বিহঙ্গ আমাদের গৃহের সহিত এমন অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, গৃহনীলকণ্ঠ শব্দটি ময়ূরের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্যই আমাদের গৃহে তাহাকে কখনও খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয় নাই। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিব্রুরাজা সলোমনের সময়ে বিদেশ হইতে ময়ূরকে আমদানি

করিয়া রাজ-উদ্যানে রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাকে যে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত করা হইত, এমন আভাস পাওয়া যায় না। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ—পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক্ সাহিত্যে ময়ূরের পরিচয় পাওয়া যায়। আ্যরিষ্টোফেনিসের নাটক ইহার প্রমাণ। রোমে ধনী গৃহস্থ ও কোন কোন সম্রাট্ শিখীকে ভোজ্যদ্রব্য না করিলে আনন্দবোধ করিতেন না। প্লিনির পুস্তকে দেখা যায় যে, কেহ কেহ ময়ূরকে বাড়ীতে অতি যত্ন করিয়া পুষিত এবং কিছুদিন পরে তাহারা সেই সকল গৃহ-পালিত হৃষ্টপুষ্ট শিখী ভক্ষ্যহিসাবে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ময়ূর বহুকাল হইতে মানবগৃহে পালিত হইয়া আসিতেছে। আবার ময়ূরের পুচ্ছ ডাকাতের আভরণ বলিয়া নাটকের মধ্যে উল্লেখ দেখিয়াছি। পাখীর পালক যে মানুষের আভরণ-রূপে অনেক দিন হইতে মানব-সমাজে কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সে সম্বন্ধে অবশ্যই সন্দেহ নাই। যাহারা ময়ূরের মাংস ভক্ষণ করিতে চায় না, তাহারা ময়ূরপুচ্ছের লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। বর্ষাঋতুর সঙ্গে ময়ূরের আনন্দসম্পর্কের কথা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; বাহুল্যভয়ে এস্থলে প্রলোভন সত্ত্বেও তাহার অবতারণা করিলাম না; শুধু উল্লেখমাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

শুক

এইবার আর একটি পাখীর কথা আসিয়া পড়িতেছে,—সেটি শুক; মহাকবির পুষ্পবাণবিলাসে এই মধুরবচন গৃহপালিত পাখীটির এইরূপ বর্ণনা আছে—"মন্দিরকীর-সুন্দরগিরঃ"। এই কীর অবশ্যই শুকের নামান্তর,—"কীরশুকৌ" সমৌ ইত্যমরঃ। প্রচণ্ড নিদাঘে এই পিঞ্জরস্থ শুক পিপাসার্ত্ত হইয়া বারিবিন্দু যাচ্ঞা করিতেছে। এই শুকপক্ষীর উদর শ্যামবর্ণ;—শ্যামল শাদ্বল দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত

রাজার মনে শুকপক্ষীর উদরের মত শ্যামবর্ণ উর্ব্বশীর সিক্ত স্তনাংশুক বলিয়া ভ্রম হইল। সখী প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলিতেছেন, শুকের উদরের মত সুকুমার নলিনীপত্রে তিনি নিজ নখদ্বারা চিঠি লিখিয়া ফেলুন। নাটকের মধ্যে আরও দেখিতে পাই যে, শুকপক্ষী তরুকোটরে নীড় রচনা করে; নীবার শস্যগুলি তাহার মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তরুমূলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শুকের (Psittacidae শ্রেণীভুক্ত parrot) বর্ণ সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্ববিৎ ফ্র্যাঙ্ক ফিন্ (১৩) দুইটি কথায় সহজে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ;—the prevailing colour is grass or leaf-green অর্থাৎ প্রধানতঃ বর্ণ তৃণের মত কিংবা পত্রের মত সবুজ। এখন কবির বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে বোধ করি পাঠকের কষ্ট হইবে না। এই grass-green আর শ্যামল শাদ্বলে কিছু প্রভেদ নাই। আবার সুকুমার নলিনীপত্র যে leaf-green পাখীটির উদরকে স্মরণ করাইয়া দিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ইহার নীড় সম্বন্ধে ফ্র্যাঙ্ক ফিন্ বলিতেছেন (১৪) যে ইহার বাসা নাই বলিলেই হয়, সাধারণতঃ তরুকোটরই নীড়রূপে ব্যবহৃত হয়—"usually none, a hole being dug out in a tree"। নীবার শস্যগুলি পাখীর মুখ হইতে পড়িয়া গিয়া গাছতলায় ছড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া পাখীটার স্বভাব সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। সে কি ধান সমেত গাছ মুখে করিয়া আনিয়াছিল—তাহার নীড় রচনার জন্য? বাসা করা হইল বটে, কিন্তু ধানগুলি ছড়াইয়া পড়িল? কখনও কখনও সে nests of twigs (ফ্র্যাঙ্ক ফিন্) তৈয়ার করে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বৃক্ষকোটর তাহার নীড়াধার নয়; বৃক্ষ-কোটরই নীড়-রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে ঐ নীবারধান্য আহার মুখ হইতে পড়িয়া যায়

১৩। The World's Birds, p. 89.
১৪। Ibid, p. 90.

কেন ? এইখানে তাহার দুষ্ট প্রকৃতির প্রতি কটাক্ষ না করিয়া থাকা যায় না। যে শুককে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া মানুষের বুলি শিখাইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে আমরা পালন করিয়া আসিতেছি, তাহার মত শত্রু কৃষিজীবী মানবের খুব কমই আছে। মানুষের—সমাজবদ্ধ কৃষিজীবী মানুষের—যে কয়টি পরম শত্রু বলিয়া পরিগণিত, এই শুক তাহাদের অন্যতম—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

শস্য নষ্ট করিতে যে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক প্রভৃতির সমকক্ষ, তাহার নীড়সমীপে যে নীবারশস্য চঞ্চুপুট-ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিবে, ইহা আদৌ বিস্ময়কর নহে। ফ্রাঙ্ক ফিন্ বলেন—They are often extremely destructive to grain and fruit crops ; এবং অন্যত্র লিখিয়াছেন—Parrots are usually not only non-provident but, like monkeys, wantonly wasteful,......with......suicidal tendency to squander their supplies। এই ব্যাপারটি কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই।

এই শুক ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবের গৃহে পালিত হইয়া আসিতেছে ; তাহার যতই দোষ থাকুক, সে মানুষের বুলি অনুকরণ করিতে পারে বলিয়াই এতাবৎ গৃহস্থের কাছে আদর পাইয়া থাকে। ইহাও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, তাহার এই অনুকরণ-পটুত্ব স্বাধীন বন্য অবস্থায় প্রকটিত হয় না। বনে জঙ্গলে সে ত অন্য পাখীর কিংবা পশুর কণ্ঠস্বর অথবা বিশ্বপ্রকৃতির অন্য কোনও বিচিত্র শব্দের অনুকরণ করিতে পারিত ; কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে, সে তাহা করে না। ফ্রাঙ্ক ফিন্ বলেন—In captivity many, if not most species, display a great imitative capacity,

and their fame as talkers is very ancient; but they do not seem to be mimics in a wild state, curiously enough.

প্রাচীন মিসরে কিম্বা যুডিয়ায় এই পাখী যে মানুষের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল, এমন বোধ হয় না ; কারণ, মিসরবাসীদিগের চিত্র-লিপিতে (hieroglyphics) অথবা বাইবেলে শুকের প্রতিকৃতি বা নামোল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত এই যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক শুক-পক্ষী গ্রীসদেশে প্রথম আনীত হয়। পরবর্ত্তীকালে রোমকেরা অতি যত্ন সহকারে রৌপ্যনির্ম্মিত অথবা কূর্ম্মপৃষ্ঠ-রচিত পিঞ্জরমধ্যে পাখীটিকে রক্ষা করিয়া তাহাকে মানুষের বুলি শিখাইবার জন্য ভাল লোক নিযুক্ত করিত। বাইবেলে অথবা hieroglyphicsএ ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বেদে ইহার উল্লেখ আছে। অন্যত্র বৈদিক বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি।

কপোত

এখন এই পোষা পাখীটির কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা কপোত, পারাবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাদিগকে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় Columbæ বলা হয়। বন্য কপোতকে ইংরাজিতে dove বলে ; কিন্তু গৃহপালিত কপোত পারাবত বা পায়রার (ইংরাজী pigeon) নামান্তর মাত্র। এই dove এবং pigeon গৃহ-বলভিতে বাস করিতে অভ্যস্ত। শুকের মত, পারাবতও অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষের ঘরে অল্প-বিস্তর সমাদর পাইয়া আসিতেছে। যখন মিসরবাসীরা টিয়া পাখীর সঙ্গে পরিচিত ছিল না, সেই অতি প্রাচীন যুগেও তাহারা পায়রা পুষিত। নাটক-বর্ণিত পারাবত মার্জ্জার সম্বন্ধ অনেকেরই নিকটে সুপরিচিত। একটু মজা আছে।

পাখীর শত্রু মূষিক, আবার মূষিকের শত্রু বিড়াল; তাই বলিয়া যে বিড়াল পাখীর মিত্র হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং বিপরীতই হইয়াছে। কাজেই মূষিকমার্জ্জাররূপ উভয় সঙ্কট হইতে পোষা পাঁখীকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষিপালককে চেষ্টা করিতে হয়, আবার কতকটা বিনা চেষ্টায়ও একটা বিপদ্ হইতে পাখীটা নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে,—যখন মূষিককে গৃহপালিত মার্জ্জার বিনষ্ট করে। মূষিকের অপকারিতা সম্বন্ধে কৃষিজীবী (agriculturist) ও পক্ষিপালকের (aviculturist) মতদ্বৈধ নাই; উভয়েই ইহাকে একটা উৎকট ঈতি বলিয়া গণ্য করে। পাশ্চাত্য পক্ষিপালক মূষিকধ্বংসের জন্য বিড়াল পুষিবার পরামর্শ দেন।

Columbæ জাতীয় পাখীগুলির মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত কপোত ও পারাবত (dove এবং pigeon)—এই দুইটিকে লইয়া একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবার বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৈজ্ঞানিক এই যে ক্ষুদ্র পরিবার গড়িয়া তুলেন, তাহার মধ্যে অন্য কোনও পাখীর প্রবেশ নিষেধ,—যতই কেন তার জ্ঞাতিত্বের দাবী থাকুক না। এই হেতু ইহাদিগের Columbidæ জ্ঞাতিবর্গ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাদিগকে Columbinæ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তবে কি dove ও pigeon সর্ব্বতোভাবে এক? অবশ্যই নহে। তবে যাঁহারা উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে অমিল দেখিয়া উভয়কে বিভিন্ন কোটারমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক নাম দিয়া ফেলিতে চাহেন, তাঁহারা যদি আর একটু মনোযোগ সহকারে ইহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনপ্রণালীর প্রতি প্রধানতঃ দৃক্পাত করেন, তাহা হইলে এই জাতি-গত বিরোধের সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নাটকগুলির মধ্যে পারাবত বা গৃহকপোত কখনও বা প্রখর মধ্যাহ্নে সৌধবলভিতে বিচরণ ত্যাগ করিতেছে; কখনও বা আসন্ন সন্ধ্যায় গবাক্ষজালবিনিঃসৃত ধূপে সন্দিগ্ধ-

ভাব ধারণ করিতেছে ; সাধারণতঃ প্রাসাদের এমন দুর্গম স্থানে সে বাস করে, যে স্থান সে ব্যতীত আর সকলের দুরধিগম্য। বাস্তবিক ইহারা আমাদের দেশে অট্টালিকায়, মন্দিরচূড়ায়, প্রাচীরগাত্রে সাধারণতঃ বাস করে। ইহা বিদেশীয় পণ্ডিতগণও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। নাটকগুলির মধ্যে কোথাও আমরা বন্য কপোতের সাক্ষাৎ পাইলাম না। অতএব এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

চাতক

পারাবত সম্বন্ধে আপাততঃ আর কিছু না বলিয়া, চাতকের কথা আলোচনা করা যাক্। মেঘদূতে আমরা ইহার অম্ভোবিন্দুগ্রহণ চতুরতার পরিচয় পাইয়াছি। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দেখিতেছি যে, রাজা পুরুরবা "চাতক-ব্রত" অবলম্বন করিয়াছেন ; এস্থলে বুঝিতে হইবে যে মহাকবি এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে রাজার তাৎকালীন অবস্থা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না ; এই চাতকব্রতটা কি, এ প্রশ্ন যেন আদৌ উঠিতে পারে না, ইহা এতই অত্যন্তপরিচিত। আমরা কিন্তু কালিদাস-সাহিত্যের মধ্য হইতে মহাকবির ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বিদূষক পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দক্ষিণা চাহিয়া বলিলেন—"আমি শুষ্ক মেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে জলপানের ইচ্ছা করিয়া চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" এখানেও যেন মহাকবির মনে কোনও সংশয় নাই যে, আপামর সাধারণে এই বৃত্তিটি অতি সহজে বুঝিয়া লইবে। যেন চাতক পাখীর স্বভাবই এই যে—সে মেঘের নিকট হইতে বারিবিন্দু বাঞ্ছা করে। আবার অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে রাজা স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রথচক্রবিবরের মধ্য দিয়া নিষ্পতনশীল চাতককুল দেখিয়া স্থির করিলেন যে রথ বারিগর্ভোদর মেঘের ভিতর দিয়া চলিতেছে। এই পাখীটি যেন জলের জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত ; জলবিন্দু

গ্রহণ করিবার চেষ্টাই যেন ইহার একমাত্র ব্রত। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোনও পাখীকে এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। অতএব মানুষের চিত্ত রসপিপাসায় যখন অস্থির হইয়া উঠে, যদি সেই পিপাসানিবৃত্তির জন্য সে একাগ্রভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে চাতকব্রতাবলম্বী বলিলে, অন্ততঃ সাহিত্যহিসাবে কোনও ভুল হয় না।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইহা ভুল কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ। এই পাখীটির জাতি লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে মতদ্বৈধ আছে। যাঁহারা ইহাকে Cuckoo শ্রেণীভুক্ত করিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল আর যাহাই হউক, এই জলবিন্দুগ্রহণচতুরতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কবি-বর্ণিত বিহঙ্গের চরিত্রে যেটি অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, সেটি যে কোনও বৈজ্ঞানিক দ্রষ্টার নজরে পড়িল না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কাজেই তাঁহাদের এই জাতিবিচারে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। অধ্যাপক কোলব্রুক্ও বেগতিক দেখিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন (১৬)—"but it is not certain whether the chatack be not a different bird"—অর্থাৎ নিশ্চয়ই বলা যায় না যে চাতক ভিন্নজাতীয় (Cuculus Radiatus হইতে) পাখী নহে। কোনও কোনও অনুসন্ধিৎসু বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ চাতককে Iora পরিবারভুক্ত করিবার স্বপক্ষে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন, তাহা অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ আমার পক্ষিগৃহ-মধ্যে (aviary) এই Iora জাতীয় পাখীর জলবিন্দুলালসা লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে, একথা মেঘদূত-প্রসঙ্গে আমি বিশদভাবে বলিয়াছি। মহাকবিবর্ণিত চাতক মেঘলোকে রথচক্রনেমির ভিতর দিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শুধু যে Cuckooজাতীয় কোনও কোনও পাখী ভূমি হইতে বহু উর্দ্ধে উড়িয়া থাকে তাহা নহে Iora জাতীয়

১৬। অধ্যাপক কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ।

পাখীকেও তিন চার হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে অবস্থান করিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন; ঠিক যে তাহারা দল বাঁধিয়া আকাশ-মার্গে মেঘের ভিতর দিয়া উড়িতে থাকে, এমন নহে। ইহার অধিক চাতক সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলা চলে না।

গৃধ্র, শ্যেন

যে গৃধ্র আমিষভ্রমে অশোকস্তবকের মত লাল মণিটিকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, যাহার নিবাস-বৃক্ষের অনুসন্ধানে রাজার অনুচর-বর্গ সচেষ্ট হইল, তাহার প্রকৃত পরিচয় লইতে কোনও বৈজ্ঞানিক ঘৃণা বোধ করিবেন না। বৈজ্ঞানিকের পরিচিত Vulturidæ পরিবার-ভুক্ত গৃধ্রের কথা যখন আসিয়া পড়িল, তখন তাহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় শ্যেন (Falconidæ) ও কুররের (Pandionidæ) কথা না উঠিয়া পারে না। এই জন্য মহাকবি-বর্ণিত এই তিনটি পাখীকে আমরা একত্র করিয়া আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। উহাদের পরস্পরের সম্পর্ক খুব দূরের কি নিকটের, সে বিচারও অতিসহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ইহারা সকলেই যে Accipitres পর্য্যায়ভুক্ত সে বিষয়ে সংশয় নাই; আরও, ইহাদের দেহাবয়বের বিশিষ্ট লক্ষণ-গুলি অনুধাবন করিলে, অর্থাৎ সাম্য ও বৈষম্যের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে, একেবারে নিঃসংশয়ভাবে বলা যাইতে পারে যে, এই তিনটী পাখী শ্রেণী সম্বন্ধে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। শারীরিক বৈলক্ষণ্য প্রথমেই চোখে পড়ে; গৃধ্রের মাথায় ও ঘাড়ে লোম নাই বলিলেই হয়; এই লোম-শূন্যতা ইহাকে শ্যেন হইতে পৃথক করিতেছে (১৭)। আরও যে সব

১৭। "Head and neck more or less bare or only clothed with short stubby down; never any true feathers on crown of head—the above appears the only really distinctive character by which vultures are distinguished from Falcons, Eagles, and Hawks."—Blanford, Fauna of British India, Birds, Vol. III.

লক্ষণ এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য, বিজ্ঞানশাস্ত্রের দিক হইতে দেখিলে সেই সমস্ত খুঁটিনাটি তুচ্ছ নহে ; কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গের নিকটে সে সমস্ত উপস্থাপিত করা নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই তিনটি Accipitres পর্য্যায়ভুক্ত পাখী আমাদের চরক ও সুশ্রুতকারের মতে "প্রসহ" শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই প্রসহ শব্দের তাৎপর্য্য—প্রসহ্য ভক্ষয়ন্তীতি, অর্থাৎ যাহারা ছোঁ মারিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করে। ইহাতে সহজে বুঝা যায় যে, এই প্রসহ জাতীয় বিহঙ্গ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের Accipitres অথবা diurnal birds of prey। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেমন হিংস্র বিহঙ্গগুলিকে মোটামুটি তিনটি স্বতন্ত্র পরিবারে বিভক্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমাদের দেশের সুধীগণও উহাদিগকে তিনটি স্বতন্ত্র *পরিবারভুক্ত করিয়াছেন*। Vulturidæ, falconidæ, এবং pandionidæ যথাক্রমে গৃধ্র, শ্যেন ও কুরর রূপে দেখা দিতেছে।

সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনাচার্য্য মিশ্র গৃধ্রের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন—গৃধ্রঃ মাংসাশী যোজনদৃষ্টিঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন (১৮)—"They feed on dead animals, and congregate in an extraordinary manner wherever a carcass is exposed * * * * the vultures are dependent for the discovery of their food upon their eyesight." বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেও মহাকবি এই "বিহগতস্কর"কে "ক্রব্যভোজন" (অর্থাৎ মাংসাশী) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ক্রব্যভোজী শবভুক্ পাখীর উল্লেখ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রাজপুরুষের মুখে এইরূপ পাওয়া যায় ; চোরসন্দেহে ধীবরকে গ্রেপ্তার করিয়া ভয় দেখান হইতেছে—"তুই গৃধ্রবলি হইবি অথবা কুকুরের মুখে যাইবি।" শুধু পাখীটার এই হেয় খাদ্যের এবং স্থলবিশেষে ইহার এই চৌর্য্য-

১৮। Fauna of Br. India, Birds, Vol. III.

বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে ইহাকে "বিহগাধম", "শকুনিহতাশ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এমন মনে হয় না; এইরূপ আখ্যাপ্রদানের তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি, যখন পাখীটার শারীরিক গঠন এবং ইহার দেহবিনির্গত সহজ একটা দুর্গন্ধ আমাদের নেত্র এবং ঘ্রাণ-পথবর্ত্তী হয়। তাই ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন (১৯)—On the ground vultures are clumsy, heavy and ungainly, as foul in aspect as in smell। প্রায়ই শৈলশিখরে ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; তবে কতকগুলা জাতি বৃক্ষশাখায় আপনাদের গৃহস্থালী পাতিয়া লয়। পার্ব্বত্য গৃধ্রেরা সুদূর ভূভাগ হইতে আপনাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উড়িয়া গিয়া আহার-ক্রিয়া সমাপন করে। তাহাদের বিশ্রামস্থানও পর্ব্বতশিখর। মহা-কবিবর্ণিত গৃধ্রের কিন্তু "নিবাসবৃক্ষে"র উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে পক্ষীটা ঠিক পার্ব্বত্যজাতীয় (mountain vulture) নহে। গৃধ্রজাতীয় পাখীরা সাধারণতঃ কোনও বৃক্ষে যে বাসা নির্ম্মাণ করে এমন নহে; প্রায়ই তাহারা পার্ব্বত্য স্থানে গিরিশিখরের সমীপবর্ত্তী উচ্চ স্থানে থাকিতে ভালবাসে। নিবাস-বৃক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, ইহারা বৃক্ষের উপর নীড় নির্ম্মাণ না করিলেও, অভ্যাস মত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া প্রায়ই কোনও না কোনও গাছে বসিয়া তাহা উদরস্থ করিয়া থাকে। কোনও কোনও বিশিষ্ট বৃক্ষের উপরে তাহাদিগকে এইরূপ পুনঃ পুনঃ বসিতে দেখিলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে সেই সকল গাছ ইহাদের নিবাসবৃক্ষ। পার্ব্বত্য গৃধ্রগণের এইরূপ roosting place পর্ব্বতশৃঙ্গ; কিন্তু যে সকল গৃধ্র ঠিক পার্ব্বত্য জাতীয় নয়, তাহাদের roosting place প্রায়ই বৃক্ষাগ্র (২০)। সাধারণতঃ

১৯। Ibid.

২০। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে কোনও কোনও গ্রামে বৃক্ষাগ্রে গৃধ্ররচিত নীড় যখন দেখা যায়, তখন নিবাসবৃক্ষ কেবলমাত্র roosting place বলিয়া লইব কেন? গাছের উপর

খাদ্যাহরণকালে গৃধ্রেরা আকাশে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়ায়। মহাকবিও এই উৎপতনভঙ্গীর এইরূপ আভাস দিয়াছেন,

---

যে শকুনির বাসা হয় না এমন নহে। মহাকবির নাটকের মধ্যে যখন সহসা গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষের কথা আসিয়া পড়িল, তখন উক্ত বৃক্ষকে গৃধ্রের নীড়াধার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দিক হইতে এই প্রশ্ন প্রথমেই আসিয়া পড়ে যে, যে ঋতুকে background করিয়া নাটকবর্ণিত কোনও বিশিষ্ট ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে সে ঋতুতে Vulturidæ শ্রেণীর কোনও পাখীর বৃক্ষাগ্রে nidification বা নীড়রচনা সম্ভবপর কি না? দেখা যাইতেছে যে গৃধ্রনিবাসবৃক্ষপ্রসঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব,—বিকৃতমস্তিষ্ক রাজা পুরুরবা মাথার উপরে ঘনঘটা দেখিয়া মনে করিতেছেন যে বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার মাথার উপরে রাজছত্র ধরিয়াছেন,—

> বিদ্যুল্লেখা কনকরুচিরং শ্রীবিতানং মমাভ্রং
>
> ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।
>
> ঘর্ম্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
>
> ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ॥

আকাশের বিদ্যুল্লেখাসমন্বিত কনকরুচির মেঘ আমার মাথার উপরে রাজছত্রের মত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, কম্পমান নিচুলতরুর মঞ্জরী চামর ব্যজন করিতেছে, নীলকণ্ঠ ময়ূর সুস্বরে আমার বন্দনা গান করিতেছে।

এখন ইহারই কিছু পরে যদি গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষের অন্বেষণে বাহির হইতে হয়, তাহা হইলে গৃধ্রের roosting place ব্যতীত আমরা আর কিছু দেখিতে পাইব কি? Vulturidæ শ্রেণীর প্রায় সকল পাখী শীতকালে অর্থাৎ পৌষ মাসের মধ্যে আরম্ভ করিয়া, নাগাইৎ চৈত্রের শেষ অথবা কোন কোন স্থলে বৈশাখের প্রারম্ভের মধ্যে স্বরচিত নীড়ে ডিম্বপ্রসব, শাবকোৎপাদন ইত্যাদি গৃহস্থলীর যাবতীয় কর্ম্ম শেষ করিয়া থাকে। তাহার পর বর্ষাকালে কোনও বৃক্ষ শকুনির nesting place হইতে পারে না, কিন্তু roosting place হইতে পারে। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাব করিয়া আমি নিবাসবৃক্ষ অর্থে roosting place সমীচীন বিবেচনা করি। কেহ যেন মনে না করেন যে কাউয়েল (E. B. Cowell) সাহেবের অনুবাদে roosting place আছে বলিয়া আমি তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ঋতুবিশেষে গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষ বা nesting place থাকিলেও, কবিবর্ণিত ব্যাপারের সময় নিশ্চয়ই গ্রামপ্রান্তে কোনও বৃক্ষ হয়'ত দলবদ্ধ শকুনির roosting place ছিল। তাহাই কবিবর্ণিত নিবাসবৃক্ষ। এই নিবাসবৃক্ষের নিকটে যে ভাগাড় থাকা চাই, নহিলে ইহার উপর শকুনির নিত্য আসিয়া বসা সম্ভবপর নয়, এরূপ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। এই যোজনদৃষ্টি বিহঙ্গ যেখানেই মৃত পশু দেখিতে পায়, প্রান্তরেই হউক, অথবা

—"মণ্ডলশীঘ্রচার"। ব্লানফোর্ড বলেন (২১)—"When in search of food, vultures and some other Accipitrine birds soar and wheel slowly in large circles, very often at an elevation far beyond the reach of human vision."

Falconidæ অথবা শ্যেন পরিবারকে কিন্তু এক হিসাবে আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যে প্রায়ই কিছু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে; এমন কি ইহার মধ্যে বাজ 'ত আছেই, গৃধ্রও আসিয়া পড়ে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে (২২) শ্যেনের এই ব্যাপক অর্থ পাওয়া যায়; সেখানেও গৃধ্র অর্থে শ্যেন ব্যবহৃত হইয়াছে। কালিদাসের নাটকেও শ্যেনের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,—অর্থাৎ "শ্যেন যেমন প্রাণিবধস্থানের নিকটে আমিষলোভে বিচরণ করে,"

নদীবক্ষেই হউক, মানবাবাসের সন্নিকটে অথবা দূরে হইলেও কিছু আসিয়া যায় না, সেইখানেই সে ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক বালুতটে পক্ষ বিস্তার করিয়া কিছুকণ রৌদ্রে বিশ্রামের পর তাহার অভ্যস্ত নিবাসবৃক্ষের উপর নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন করিয়া খাদ্য পরিপাক করে ও নিদ্রা যায়। এ সময়ে সে মোটেই পক্ষ বিস্তার করিয়া থাকে না; তাহার শিরোদেশ সঙ্কুচিত ও পুচ্ছ শিথিল ভাবে নত হইয়া পড়ে, মোটের উপর সে তাহার সমস্ত দেহ কোঁকড়াইয়া গুটিয়া শুটিয়া সুদীর্ঘকাল (প্রায় ১৭।১৮ ঘণ্টা) নিদ্রায় অতিবাহিত করে। জনৈক বিদেশী পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ ভারতবর্ষের শকুনিপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"The toils of the day completed, they go in search of water, and, after preening themselves, lie down to roll in the sand and bask in the sunshine; this performance over, they retire to THEIR SLEEPING PLACE IN A TREE, where they perch bolt upright, with head drawn in, and tail hanging loosely down, until a late hour in the following morning. So large an amount of rest do these Vultures require, that they do not commence the duties of the day until about ten o'clock, and seldom SEEK FOR FOOD after about four or five in the afternoon."

যে বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া গৃধ্র প্রায় দিনরাত roost করে, তাহাকে নিবাসবৃক্ষ বলিলে roosting place বুঝিতে হইবে বৈকি।

২১। Fauna of Br. India, Birds, Vol. III

২২। Macdonell and Keith's Vedic Index I. p. 229; II. 401.

রাজার বয়স্যপ্রমুখাৎ এই বাক্যে দেখা যায় যে পাখীটা গৃধ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু গৃধ্র এবং শ্যেন এই দুই পক্ষীকে কখনই এক শ্রেণীভুক্ত করিতে রাজী নহেন। যদিও উহাদিগের চরিত্রগত কতকটা সাম্য লক্ষিত হয়, তথাপি উভয়ের অবয়বসংক্রান্ত বৈষম্য, বিশেষতঃ মাথায় ও ঘাড়ে লোমের প্রাচুর্য্য অথবা বিরলতা এত সহজেই আমাদের চ'খে পড়ে যে, এই একটা লক্ষণ দেখিয়াই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করা যাইতে পারে।

এই হিংস্র পাখীগুলার শারীরিক লক্ষণের কথা যখন আসিয়া পড়িল, তখন কুররীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পূর্ব্বে আমরা কুরর পক্ষীকে Pandiondæ পরিবারভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; ইংলণ্ডপ্রদেশে ইহা osprey নামে পরিজ্ঞাত। Osprey পাখীর পক্ষ এবং পদাঙ্গুলির এমন কিছু বৈচিত্র্য আছে যাহাতে তাহাকে শ্যেন পক্ষী হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য কিন্তু গৃধ্রপরিবারে আদৌ লক্ষিত হয় না বলিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন (২৩)—It (the osprey) differs from the Falconidæ much more than the vultures do. Osprey পক্ষী জলাশয়সমীপে নদীতটে বৃক্ষাগ্রে থাকিতে ভালবাসে; প্রধানতঃ মৎস্যই ইহাদের খাদ্য। ইহাদের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ অব্যর্থ সন্ধানে পদাঙ্গুলির সাহায্যে প্রবলবেগে ছোঁ মারিয়া অনায়াসে জলমধ্য হইতে মাছ ধরিয়া থাকে। মৎস্যের সন্ধানে প্রায়ই ইহাদিগকে জলাশয় হইতে কিছু উর্দ্ধে শূন্যে দ্রুতপক্ষ-সঞ্চালনে সামান্য ক্ষণের নিমিত্ত এক জায়গায় স্থির থাকিতে দেখা

২৩। ব্লানফোর্ড।

যায়; হয় পরক্ষণেই জলে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরে, নতুবা মৎস্য সরিয়া গেলে, অন্যত্র উড়িয়া বসে।

সংস্কৃতসাহিত্যে কুররের যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমরা আর একটি জাতির উল্লেখ করিব—মৎস্যাশী ঈগল (Fishing Eagle)। ইহাদের স্বভাব osprey পাখীর ন্যায়; মৎস্য ইহাদের প্রধান আহার। জলাভূমি এবং নদী-সান্নিধ্য ইহাদিগের বিহারভূমি। ইহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং কর্কশ।

ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর মাংসাশী ঈগল দেখা যায়; Haliætus এবং polioætus ইহাদের বৈজ্ঞানিক আখ্যা। উভয়েই শ্যেন জাতির অন্তর্ভুক্ত; তবে polioætus শ্রেণীর পাখীগুলার পদাঙ্গুলির গঠন কতকটা ospreyর মতন এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও ইহা-দিগকে osprey পাখীর সহিত একত্র করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Osprey, haliætus এবং polioætus—ইহারা সকলেই হিংস্র পাখী; ছোঁ মারিয়া শিকার ধরে। Osprey যখন আয়াস স্বীকার করিয়া অব্যর্থ সন্ধানে নখরসাহায্যে মাছ ধরিয়া আনে, মৎস্যাশী ঈগলকে তখন প্রায়ই চোরের উপর বাটপাড়ী করিতে দেখা যায় (২৪)। জলাশয় হইতে মাছ গাঁথিয়া যখন osprey আকাশে উঠিতে থাকে, ঈগল তখন কোথা হইতে তাহার উপর আসিয়া পড়ে; নিরুপায় দেখিয়া চীৎকার শব্দে osprey মৎস্য ফেলিয়া দেয়, জলে মাছ পতিত হইতে না হইতে, ঈগল তাহা দ্রুতপক্ষক্ষেপে ধরিয়া লয়। Osprey পাখীর এইরূপ করুণ আর্ত্তধ্বনি বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরও (২৫) কর্ণ এড়ায় নাই। সাধারণের নিকটে এই osprey অনেক সময় fishing eagle, fish-hawk ইত্যাদি নামে পরিচিত।

২৪। It (the white-bellied sea-eagle) not unfrequently robs the osprey of its prey.—Fauna of British India, Birds, Vol. III, p. 369.

২৫। Rev. C. A. John's British Birds in their Haunts, edited by J. A. Owen. p. 155.

কুররী

এখন বিক্রমোর্ব্বশীনাটকে যে কুররীর কণ্ঠধ্বনির উল্লেখ আছে, তাহা সহসা ঈগলবিতাড়িত উল্লিখিত ospreyর চীৎকারের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? নেপথ্যে সহসা আর্ত্তনাদ শুনিয়া সূত্রধার বলিয়া উঠিলেন "কিং নু খলু মদ্বিজ্ঞাপনানন্তরম্ আর্ত্তানাং কুররীণামিব আকাশে শব্দঃ শ্রূয়তে।" সাধারণতঃ Accipitres পর্য্যায়ভুক্ত পাখীগুলার কণ্ঠধ্বনি তীব্র হইলেও, ospreyর স্বরে (২৬) যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে; কিন্তু যখন ঈগলপক্ষীর তাড়নায় ইহাকে মৎস্যের গ্রাস পরিত্যাগ করিতে হয়, তখন ইহার স্বর কর্কশ আর্ত্তনাদে পরিণত হয়। বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ মিঃ উইলসন্ ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"A sudden scream, probably of despair and honest execration" (২৭)। এখন অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত বন্দিনী উর্ব্বশীর আর্ত্তস্বর যে কুররীর কণ্ঠস্বরের অনুরূপ হইবে, অর্থাৎ ঈগলতাড়িত ospreyর কণ্ঠস্বরের মত হইবে, ইহা বিচিত্র কি ?

এইবার সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে কুররের স্বরূপ পরিচয় লইতে হইবে। অমরকোষে এইটুকু আছে,—"উৎক্রোশকুররৌ সমৌ" অর্থাৎ উৎক্রোশ ও কুরর একই পাখী। এখানে কেবল নামান্তর পাওয়া গেল, আর কোনও বিশেষ পরিচয় পাইলাম না। অতএব অন্যত্র অন্বেষণ করা যাক্। বৈদ্যকশাস্ত্রে কুররের সাক্ষাৎ পাইতেছি। সুশ্রুতসংহিতায় দেখিতে পাই যে, কুরর গৃধ্র-শ্যেন-চিল্লি প্রভৃতি প্রসহজাতীয় বিহঙ্গের অন্যতম। আবার উক্ত গ্রন্থেই প্লবজাতীয় হংস-সারস-কাদম্ব-কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গগুলির মধ্যে উৎক্রোশ বিরাজ করিতেছে। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই:—অভিধানকার

২৬। Butler's British Birds with their nests and eggs, Vol. 3, p. 158.

২৭। Quoted in Rev. C. A. John's British Birds in their Haunts, p. 155.

বলিতেছেন যে, কুরর ও উৎক্রোশ একই পাখী ; কুরর কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রসহ-বিহঙ্গপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া দেখা দিতেছে; আর উৎক্রোশ প্লবজাতির মধ্যে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া গিয়াছে। সোজাসুজি দাঁড়াইল এই যে, কুরর = উৎক্রোশ = প্লব ও প্রসহ। প্লব পাখীগুলি web-footed হংসাদির ন্যায় জলচর ; আর প্রসহ পাখীগুলি বলপূর্ব্বক চঞ্চুপুটে অথবা নখরসাহায্যে আততায়ীর মত আমিষের উপর আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে এই কুরর অথবা উৎক্রোশের প্রকৃতিতে এই উভয়বিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় কি না? Osprey পাখীর সম্বন্ধে বিদেশীয় জনসাধারণের ধারণা এতাবৎ এই ছিল যে, সে প্লবও বটে, প্রসহও বটে। ফ্র্যাঙ্ক ফিন্ সেকেলে বিহঙ্গতত্ত্ববিদের আপেক্ষিক অবৈজ্ঞানিকতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন (২৮)—We laugh at the error of the old naturalists who credited the osprey, as a fishing bird of prey (প্রসহ) with one taloned foot and one webbed one (প্লব)। এরূপভাবে বিষয়টাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিষ নহে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দুইটি পরস্পর বিরোধী বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে, এই জন্য মিঃ ফিন্ ইহাদিগকে "odd extremities" বলিয়াছেন। কিন্তু, তাই বলিয়া যদি পুরাতন পাশ্চাত্য বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ এই বিরুদ্ধ লক্ষণগুলির সামঞ্জস্য যথাযথ বিবেচনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ একটা পাখীর প্রকৃতিতে যে প্লবের ও প্রসহের স্বভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ সম্ভবপর হইতে পারে একথা যদি তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অবশ্যই একটা পা web-footed আর একটা taloned এরকম বর্ণনা হাস্যকর বটে, কিন্তু, বস্তুগত্যা যদি উক্ত পাখীর স্বভাবে web-footed পাখীর ও taloned পাখীর

২৮। Bird Behaviour, by Frank Finn, p. 10.

বিশিষ্টতা প্রকট হয়, তাহা হইলে পক্ষিবিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনাটা স্থূলভাবে গ্রহণ না করিলেও উহার সার মর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? কুরর পাখীকে প্লব বলা যাইতে পারে এই হিসাবে যে, সে জলাশয়প্রিয়, মৎস্যই তাহার প্রধান খাদ্য; সুতরাং তাহাকে জলসন্নিকটে ঘুরিতে ফিরিতে হয়। টীকাকার ডল্লনমিশ্র তাহার পরিচয় দিয়াছেন এইরূপ—"নদোত্থাপিতমৎস্য" অর্থাৎ নদী হইতে মাছ উঠাইয়া খায়। আবার প্লবান্তর্গত উৎক্রোশের পরিচয় তিনি দেন—"উৎক্রোশঃ কুররভেদঃ মৎস্যাশী"। কুরর সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন—"কুররঃ (প্লবান্তর্গতঃ) তস্য প্রসহেষ্বপি পাঠঃ তত উভয়েষামপি গুণা বোধব্যাঃ", অর্থাৎ প্লব এবং প্রসহ এই উভয়বিধ গুণ কুররে দৃষ্ট হয়।

শকুনি

নাটকগুলির মধ্যে শকুনি ও শকুন্তের উল্লেখ দেখিয়া পাঠক যেন মনে না করেন যে উহারা শবভুক্ গৃধ্রের নামান্তর মাত্র। সংস্কৃতসাহিত্যে শকুন, শকুনি ও শকুন্ত খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই তিনটি শব্দের অর্থ পাখী মাত্র; তবে একটু প্রকারভেদ আছে। কোনওটা অপেক্ষাকৃত বড় পাখীকে বুঝায়, কোনটা বা কেবলমাত্র হিংস্র গৃধ্র বা শ্যেনের পরিচায়ক; আবার কোনটা শ্যেন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিহঙ্গও বুঝায় (২৯)। নাটকের মধ্যে "শকুনিহতাশ" এবং "শকুনিলুব্ধক" এই দুইটি শব্দ বুঝিতে এখন পাঠকের বোধ হয় ভুল হইবে না; উভয়ত্রই শকুনি শব্দের অর্থ পাখী। তবেই অর্থ দাঁড়াইল,—যথাক্রমে বিহগাধম এবং পক্ষিশিকারী (ব্যাধ)। আর শকুন্ত শব্দের অর্থ যে পাখী, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

(২৯) Macdonel and Keith's Vedic Index, Vol. II, p 347.

কোকিল

এখন পাঠকের অত্যন্ত পরিচিত কোকিলের কথা পাড়া যাক্। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার দূরে আকাশমার্গে কি একটা আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, উহা আর্ত্ত কুররীর শব্দ, না কুসুম-রসে মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন অথবা ধীর পরভৃত-নাদ। অসুরকর্ত্তৃক অপহৃতা উর্ব্বশীর আর্ত্তনাদে কেমন করিয়া কুররী, ভ্রমর ও পরভৃতের স্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ইহা বিচার্য্য;—শুধু কাব্যের দিক হইতে নহে, বিজ্ঞানের দিক হইতেও ইহার কৈফিয়ৎ লওয়া আবশ্যক। কুররীর সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুদূর গগনপথে তাহার কণ্ঠধ্বনি কেমন করিয়া করুণ shriekএ পরিণত হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই মিষ্ট, তীব্র অথচ আর্ত্ত কণ্ঠস্বর, পরক্ষণেই কিন্তু কোমল মধুর ভ্রমর-গুঞ্জন বলিয়া মনে হইতে না হইতেই, উহা ধীর পরভৃতনাদ কি না এইরূপ সংশয় উপস্থিত কেমন করিয়া হইতে পারে? দেখা যাইতেছে যে,—শব্দটা প্রথমে খুব তীব্র, পরে অপেক্ষাকৃত কোমল অথচ করুণ; কিন্তু সেই ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে একটা মত্ত প্রবাহ আছে; তার পরেই ধীর কোকিলের কুহুরবের মত,—করুণ আর্ত্তনাদ নয়, মত্ত গুঞ্জনও নয়। এই পরভৃতনাদ যে ধীর অথবা ইংরাজিতে যাহাকে বলে mellow note হইতে পারে সে সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও সন্দেহ নাই; যদিও কোকিলের পঞ্চম স্বর পাশ্চাত্য শ্রোতার কাণে অনেক সময়ে অধীর বা shrill বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ফ্রান্‌কফিন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ পরভৃতনাদ আলোচনা করিতে বসিয়া ইহার "fine mellow call" এর উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উর্ব্বশীর আর্ত্তনাদেও যেন এই mellow call বা সকরুণ আহ্বানের ভাব সূচিত হইতেছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে কোকিলের কণ্ঠস্বর সাধারণতঃ পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে থাকে,—এমন কি বিদেশীয়েরা এই

জন্য ইহাকে Brain-fever bird আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। কোকিলের গলার সেই আওয়াজটার প্রতি মহাকবি মোটেই লক্ষ্য করিতেছেন না; প্রায়ই যখন পাখীটা আকাশমার্গে উড়িতে উড়িতে ডাকে, তাঁহার এই অবস্থার ডাক ঐ পূর্ব্ববর্ণিত "melodious and rich liquid call"। এখন এই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় বোধ হয় সকল কথাই পরিষ্কার করিয়া বলা হইল; বিশেষ করিয়া আর বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, কেমন করিয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিতা উর্ব্বশীর কাতরোক্তি ভীত কুররীর আর্ত্তস্বর, অথবা উড্ডীয়মান পরভৃতের ধীর নাদ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে কাব্যের মধ্যে পরভৃতের উচ্চ তীব্র কণ্ঠস্বরের উল্লেখ একেবারে নাই এ কথা বলা চলে না। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে আমরা বাদ্যমান পরভৃত-তূর্য্যের ধ্বনি কিছুতেই ধীর পরভৃতনাদ বলিয়া ভুল করিব না। আবার পুংস্কোকিল ও স্ত্রীকোকিলের কণ্ঠস্বর যে স্বতন্ত্র, তাহা কোকিলার প্রলাপে এবং "কণ্ঠেষু স্খলিতং পুংস্কোকিলানাং রুতম্"এ সহজেই ধরা পড়ে। ইংরাজ-লেখকও বলিতেছেন— "The male bird has also another note" (৩০)। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে পক্ষিজাতির মধ্যে স্ত্রী-পক্ষী গান করে না। কিন্তু কোকিলার সম্বন্ধে এ কথা একেবারেই খাটে না। হয়ত, তাহার কণ্ঠধ্বনি বিলাপের মত শোনায়; কিন্তু তাহার মধ্যে সঙ্গীতের note আছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

তবেই দেখা গেল যে, পরভৃতনাদ তিন প্রকার হইয়া থাকে;— ধীর, অধীর বা shrill, এবং কোকিলার বিলাপ। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরাও এই বিহঙ্গের কণ্ঠ-স্বরে এই রকম তিনটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩০। Jerdon's Birds of India, Vol. I, p 343.

এখন দেখিতে হইবে যে ইহাকে "পরভৃত", "পরপুষ্ট" আখ্যা দেওয়া হয় কেন? ইহার আলোচনায় এই বিহঙ্গের জন্ম-কাহিনী বিবৃত করিতে হইবে। তবেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উপর্য্যুক্ত আখ্যাগুলি বিশেষভাবে এই জাতীয় পাখীর প্রতি প্রযোজ্য কি না, অথবা ইহা অলীক অপবাদমাত্র। কাহার নীড়ে ইহার প্রথম আবির্ভাব, পিতৃ-মাতৃপরিত্যক্ত ডিম্বটিকে আর কেহ ফুটাইয়া তোলে কি না, জীবনারম্ভে কে ইহাকে পোষণ করে এবং কেমন করিয়াই বা করে, এই সমস্ত ব্যাপার কম রহস্যময় নহে। কেন ইহাকে বলা হইল—'বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ?' রাজা তাহাকে 'মদনদূতী' সম্বোধনে অভিহিত করিলেন কেন?

আমরা শেষের প্রশ্নটা লইয়া এই আলোচনার সূত্রপাত করিব। বসন্ত সখা মদনের দূতী বলিয়া কোকিলাকে পরিচিত করিবার কারণ অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতে হইবে না। শিশিরাপগমে বসন্ত ঋতুর আগমন-বার্ত্তা নবপুষ্পকিসলয়-শোভিত ভারতের কুঞ্জে কুঞ্জে এই পরভৃত পরপুষ্ট পাখীটি যেমন করিয়া ঘোষণা করে, তেমন আর কেহ করে না। মালবিকাগ্নিমিত্রে "আমত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাম্" বসন্তের আগমন সূচিত করিতেছে। আবার নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখা যাইতেছে যে "রতি-সহচর মন্মথ পরভৃত-কল-কূজনে বসন্তের আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।" এই সকল বর্ণনা কিছুমাত্র অপ্রাকৃত বা অতিরঞ্জিত নহে। ইংরাজ লেখক বলিতেছেন—"In the breeding season, from March or April till July, its cry of ku-il, ku-il, repeated several times, increasing in intensity and ascending in the scale, is to be heard in almost every grove"(৩১)। মিথুনাবস্থায় বিহঙ্গদম্পতির এই যে আনন্দো-

৩১। ব্লানফোর্ড (Fauna of Br. India, Birds, Vol. III.)

চ্ছ্বাস, ইহার পরিণতি ডিম্বপ্রসবে হয়; কিন্তু এই ডিম্বের ইতিহাস বিহঙ্গদম্পতির জীবনের একটি অত্যন্ত অভিনব রহস্যময় অধ্যায়। আমরা সে কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ইহাদের কলস্বর সম্বন্ধে যে কথাটি বলিতে চাই, সেটি এই যে কোকিল যাযাবর বিহঙ্গ নহে; অর্থাৎ ঘূর্ণ্যমান ঋতুচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে যে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা নহে; দেশের মধ্যেই অন্য ঋতুতে সে যখন অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার কোন সন্ধান আমরা সহজে পাই না। ফাল্গুন চৈত্রে যখন দখিণে বাতাস প্রকৃতিকে চঞ্চল করিয়া তোলে, তখন সেই বায়ুবিকম্পিত পত্রান্তরালে ইহার আবাহন-সঙ্গীত পথিকের কর্ণগোচর হয়। এতদিন যে পাখী প্রকৃতির অন্তরালে মূক ও মৌন অবস্থায় প্রচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ সে আসন্ন বসন্তে আমাদের দেশের বন উপবনকে সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তোলে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার পরিষ্কারভাবে লিখিয়াছেন—"In March it practises its voice and gets its throat into working order, and in September its voice breaks, gradually ceases, and the world has rest for a few cold weather months." (৩২)

এখন ইহার জীবনের যে অধ্যায়টি আলোচনা করিব সেটি রহস্যবিজড়িত এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথমতঃ ইহারা ডিম্ব-প্রসবের অথবা ডিম্বরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়া কোনও নীড় রচনা করে না। অথচ ইহাদের প্রসূত ডিম্ব ফুটাইয়া শাবকোৎপাদনের জন্য যে আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইতেও ইহারা পরের নীড়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। ডিম্ব সুকৌশলে অন্য পাখীর নীড়ে যখন উপনীত করা হয়, তখন সেই নীড়াভ্যন্তরস্থ বিজাতীয়া স্ত্রীপক্ষী—অসংশয়ে এই ডিমগুলিকে স্বীয়

৩২। "The Oology of Indian Parasitic cuckoos" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—Bombay Natural History Society Journal, Vol. XVII p. 695

ডিম্বের মত ফুটাইয়া তোলে। আবহমান কাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে; কখনও কোথাও এমন কোন বিষম বাধা বিপত্তি ঘটিল না যে প্রকৃতির বিপুল প্রাঙ্গণ হইতে এই কৃষ্ণবর্ণ পরনির্ভর পাখীটির জীবনেতিহাস একেবারে লুপ্ত হইয়া Dodo প্রভৃতির ন্যায় কেবলমাত্র নামটুকুতে পর্য্যবসিত হইয়া জীববিদ্যাগারের একটা biologic curiosity দাঁড়াইয়া যায়। কেমন করিয়া এ বাঁচিয়া গেল এবং এখনও উপায়ান্তর অবলম্বন না করিয়া সে বাঁচিয়া যাইতেছে, এইটাই কৌতুকময়ী প্রকৃতির বিস্ময়কর রহস্য। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু কার্য্যকারণের আলোচনা করিতে গিয়া কতকগুলি প্রত্যক্ষ সত্য ব্যতীত আর কোনও গভীর তথ্যে এখন পর্য্যন্ত এমন করিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই যাহাতে সাধারণ মানবের নিকটে সমস্তটা পরিষ্কার হইয়া যায়। তাহাকে বাঁচিতেই হইবে এই জন্যই বোধ হয় স্ত্রী-পক্ষীর অদ্ভুত অশিক্ষিতপটুত্ব—"স্ত্রীনাম্ অশিক্ষিত-পটুত্বম্"—অন্যান্য পাখীর তুলনায় এত বেশী যে বায়স প্রভৃতি যে সকল পাখী কোকিলের ডিম নিজ নিজ নীড়ে ফুটাইয়া তোলে, তাহাদের সহজ প্রখরবুদ্ধিও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। কাক স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুচতুর; কিন্তু পরম কৌতুকের বিষয় এই যে, যখনই সে নীড়রচনা করিয়া তন্মধ্যে ডিম্বপ্রসব করে, তখন হইতেই সে এমন নির্ব্বোধ হইয়া যায় যে, সে আর কোন কিছুরই হিসাব রাখিতে সমর্থ হয় না; দুটা একটা ডিম বাড়িল কি না এবং সেই নবীন ডিম্বগুলার বর্ণ এবং পরিমাণ বিষয়ে তারতম্য আছে কি না এ সকল সে আদৌ লক্ষ্য করে না। এই যে অন্ধভাব, সব ডিমগুলাকেই যন্ত্রচালিতের মত তা' দেওয়ার অভ্যাস, ইহা না থাকিলে পরভৃত টিকিয়া যাইত না। তবেই দাঁড়াইল এই যে, একদিকে মহাকবি-বর্ণিত "বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতি"র "অশিক্ষিতপটুত্ব," আর একদিকে তাহার প্রসূত ডিম্বের

আশ্রয়দাতা বায়সাদির নির্বুদ্ধি ও যন্ত্রচালিতের ন্যায় ব্যবহার, এই উভয়ে মিলিয়া সমগ্র জাতিটার প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছে। কি ছলে পুংস্কোকিল নীড়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র ক্রুদ্ধ বায়স কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়নের ভান করিয়া বায়সকে নীড় হইতে বহু দূরে লইয়া যায়; সেই অবসরে সুচতুরা কোকিলা কি কৌশলে স্বীয় ডিম্বকে কাকডিম্বগুলার মাঝখানে সযত্নে প্রসব করিয়া অথবা প্রসূত ডিম্বকে রক্ষা করিয়া চলিয়া আসে; কোকিলের অনুসরণকারী পূর্ব্বোক্ত বায়স প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে সব ডিমগুলিকে সমানভাবে তা' দিতে থাকে, অণ্ড হইতে কোকিলশাবক নির্গত হইলে তাহার প্রতি কাকের কোনও আক্রোশের লক্ষণ দেখা যায় কি না;—এই সমস্ত জটিল রহস্যময় ব্যাপার আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখন পরভৃত ও পরপুষ্ট শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য ও সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। বায়সের তুলনায় কোকিলের বিচারবুদ্ধি অথবা instinct—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত প্রবল, সেই Reason ও Instinctএর প্রসঙ্গ এস্থলে উত্থাপিত করিতে চাই না। তবে এই কোকিল যে বিহগদিগের মধ্যে "পণ্ডিত" তাহা তাহার কার্য্যপ্রণালী হইতে বুঝা যায়;—সে যেভাবে কাককে বোকা বানায়, এবং কাকের নিকট হইতে কাজ আদায় করে, শুধু সেইটুকু অনুধাবন করিলেই ইহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য অথবা ইহার "পাণ্ডিত্য" স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। বায়সরচিত নীড়ের মধ্যে নিজের ডিম্বটিকে রাখিয়া আসিবার জন্য কোকিলের চাতুরি ও লুকোচুরি বিস্ময়জনক 'ত বটেই; কিন্তু এইখানেই তাহার কাজ শেষ হইল না। যদি সে মনে করে যে নীড়স্থ কাকডিম্বগুলি থাকিলে তাহার ডিম্ব ফুটিয়া শাবকোৎপাদনের বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সে নির্দ্দয়ভাবে আশ্রয়দাতা কাকের ডিম্বগুলি নীড়চ্যুত করিয়া নষ্ট করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কৌতুকের বিষয় এই যে,

কাক আদৌ বুঝিতে পারে না যে তাহার নিজের ডিম সেখানে নাই; সে অভ্যাস মত কোকিলের ডিমের উপর বসিতে থাকে। হয়'ত, কাকের সব ডিমগুলি কোকিল নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই; প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোকিলশাবক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম্ব হইতে নির্গত হয়; কিছুদিন পরে যখন কাকের ছানা অণ্ড হইতে বাহির হইল, তখন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ অতএব বলিষ্ঠতর কোকিলশাবক কাকের ছানাগুলিকে নীড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করে। এই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার হিংস্র ও নিষ্ঠুর বটে; কিন্তু এই হিংসাপ্রবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতা কোকিল জাতীয় পাখীর জীবনরক্ষার যে সহায়তা করিয়া আসিতেছে ইহাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি প্রশ্ন উঠে যে কাকের ডিম নষ্ট করিবার কি দরকার ছিল; কোকিলশাবকের অশিক্ষিতপটুত্ব অথবা instinct কেন তাহাকে হিংস্র করিয়া তুলিল, তদুত্তরে আমরা বলিব যে—হয়'ত, কোকিলেতর ডিম্বগুলি থাকিলে যদিই অল্প সময়ের মধ্যে তন্মধ্য হইতে কাকশিশু নির্গত হয় (কারণ কাকের ডিমগুলা অনেক পূর্ব্বে প্রসূত হইয়া থাকিলে এতদিনে তন্মধ্য হইতে ছানা বাহির হইবার সম্ভাবনা) তাহা হইলে ধাড়িকাক আর কোনও ডিম্বের উপর না বসিতেও পারে, এবং তাহা হইলে কোকিলডিম্ব ফুটাইয়া তুলিবে কে? বায়সকোকিলের জীবন-নাট্যে এই প্রথম tragedy। পরে যখন কোকিলশাবক সদ্যঃপ্রসূত কাকের ছানাকে নীড়চ্যুত করিয়া কাকের বাসার ষোলআনা অংশ দখল করিয়া বসে, তখন যে করুণ tragedyর অঙ্ক অভিনীত হয় তাহাতেও তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টাই উৎকটরূপে দেখা দেয় মাত্র।

এই পরভৃতকে শুধু কি বায়সের উপর নির্ভর করিতে দেখা যায়? আর কেহ কি ইহাকে পোষণ করে না? অবশ্যই বিভিন্ন জাতীয় কাকের বাসায় ইহার ডিম্ব পাওয়া যায়। কিন্তু "অন্যৈঃ

খলু পোষয়ন্তি"—এই যে অন্য পক্ষিগণের দ্বারা কোকিলশাবক পালিত হয়, ইহার মধ্যে নানা রকম কাক 'ত আছেই—corvus splendens (House crow), corvus insolens (Burmese crow), corvus macrorhynchus (Jungle crow) ইত্যাদি—অন্য পাখীর বাসা হইতেও কোকিলের ডিম্ব পাওয়া গিয়া থাকে। কাপ্তেন হ্যারিংটন্ বলেন যে তিনি Magpie (Pica ructica) পাখীর বাসায় দুইবার কোকিলের ডিম পাইয়াছেন (৩৩)।

এইখানে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃত অভিধানগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় "পরভৃত" শব্দটি সর্ব্বত্রই কোকিলকে বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু "পরভৃৎ" বলিতে বলিভুক্ বায়সকে বুঝায়। এখন দাঁড়াইল এই যে কাক কোকিলকে পোষণ করে বলিয়া সে "পরভৃৎ", কোকিল বায়স কর্ত্তৃক পুষ্ট হয় বলিয়া সে "পরভৃত"। তাই বলিয়া কোকিল-শাবক কাকেতর বিহঙ্গ কর্ত্তৃক পুষ্ট হইবে না এমন কোনও কথা নাই; বরং অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনা বিহঙ্গতত্ত্ববিদের নজরে আসিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। "পরভৃৎ" এবং "পরভৃত" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায় যে, যে পাখী অপর পাখীর শিশুকে পোষণ করে সে পরভৃৎ এবং যে পাখী অপরের দ্বারা পুষ্ট হয় সে পরভৃত। কাকের বাসায় কোকিলশিশু প্রায়ই পুষ্ট হয়, এই জন্য পরভৃৎ কাকের নামান্তর দাঁড়াইয়াছে এবং কোকিল পরভৃত সজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে পরভৃৎ শুধু কাক নয়, কাকেতর বিহঙ্গ (যথা Pica ructica) যাহার নীড়ে কোকিলের ডিম্ব রক্ষিত হয়, তদ্রূপ পরভৃত শুধু কোকিল নয়, কোকিলের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় পক্ষিকুল, যাহারা বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কোকিলের সহিত এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত। এই সমগ্র পরভৃতপরিবার বৈজ্ঞানিকের নিকট cuc-

---

৩৩ Jour Bom Nat Hist Soc, Vol. XVII, p. 695.

ulinæ family বলিয়া পরিচিত। এই পরিবারকে মোটামুটি দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—Cuculinæ এবং phœnicophainae। পরভৃতের সমস্ত লক্ষণগুলি cuculinæ শ্রেণীতে বিশেষভাবে প্রকট; পাপিয়া, বউ-কথা-কও প্রভৃতি বাঙ্গালার পরিচিত পাখীগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। আমাদের কোকিল (বা Eudynamis honorata) কিন্তু Phœnicophainæ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোকিল ব্যতীত এই শ্রেণীর আর কোনও পাখীতে পরভৃতলক্ষণ আদৌ দেখা যায় না, কারণ সকলেই ইহারা নিজ নিজ নীড় রচনা করিয়া তথায় অপর পক্ষীর ন্যায় ডিম্বপ্রসব ও শাবক প্রতিপালনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। Cuculinæ পাখীরা সর্ব্বতোভাবে পরনির্ভর, অন্যভৃত। শুধু যে কাকের বাসায় তাহাদের শাবক প্রসূত ও পালিত হয়, তাহা নহে; অন্য পক্ষীদিগের নীড়েও তাহাদের শাবক আজন্ম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বাস্তবিক ইহারা বায়স ব্যতীত অন্য বিহঙ্গ কর্ত্তৃক সাধারণতঃ এমন ভাবে প্রতিপালিত হয় যে বিশেষভাবে এই শ্রেণীর পাখীগুলির কথা আলোচনা করিবার সময় "অন্যৈঃ খলু পোষয়ন্তি" উক্তির সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই "অন্যৈঃ" এর মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখী (Orthotomus sutorius) থাকিবে ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে; কারণ টুনটুনি বড়জোর দৈর্ঘ্যে দেড় কিম্বা দুই ইঞ্চির অধিক হইবে না, তাহার ডিম্বও তদনুপাতে অতিশয় ক্ষুদ্র; আর cuculinæ শ্রেণীর পাখীরা সাধারণতঃ এক ফুট দেড় ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং তাহাদের অণ্ড টুনটুনি পাখীর অণ্ড অপেক্ষা অনেক বড় এবং সাধারণতঃ বর্ণ, আকার ও পরিধি এত বিসদৃশ যে কেমন করিয়া ঐ ছোট পাখীটি নিজের ছোট ডিমগুলির মাঝে ঐ বৃহৎ ডিমগুলির উপর বসিয়া ফুটাইয়া তোলে, ইহা না দেখিলে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। ছাতারে পাখীর বাসায় পাপিয়ার জন্মকাহিনীও এইরূপ রহস্যময়।

এই সব স্থলে স্বতঃই এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে যে, এত ক্ষুদ্র নীড়ে সঞ্চিত অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ উপকরণগুলির মধ্যে বৃহৎকায় আগন্তুক বিহঙ্গ বসিয়া ডিম পাড়িয়া যাইবে ইহা কি সম্ভবপর? তাই বিহঙ্গতত্ত্বজ্ঞেরা অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিশ্চয়ই অন্যত্র প্রসূত ডিম্বটিকে cuculinæ তাহাদের বিশালায়ত চঞ্চুপুটে ধারণ করতঃ অতি সন্তর্পণে এই সকল নীড়ের মধ্যে রাখিবার জন্য সুকৌশলে নানা উপায় উদ্ভাবিত করে। এইরূপ অন্যান্য অনেক পাখী আছে যাহাদের সাহায্যে পরভৃতপরিবার বাঁচিয়া আসিতেছে।

যে কোকিলাকে নাটকের মধ্যে আমরা সহকার কুসুমের কাছে ভ্রমরীর সহিত দেখিতে পাই; কোথাও বা চূত-মুকুল দেখিয়া সে উন্মত্তা হইয়া থাকে, এই আভাস পাওয়া যায়। আবার কোথাও বা সেই বিজ্ঞ পাখীটিকে জম্বুফল খাইয়া উড়িয়া যাইতে দেখা গেল; তাহার খাদ্যাদি সম্বন্ধে একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, এই পরভৃত বিহঙ্গটি তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণভাবে ফলভুক্। পাশ্চাত্য দর্শয়িতাও তাহাকে frugivorous, এমন কি "most frugivorous of all the cuculinæ" এই আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছেন।

পরিশেষে একটি বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিতমাত্র করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বিদূষক "বিড়ালে ধরিলে কোকিলার যে অবস্থা হয়" তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পোষাপাখী না হইলে যে মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে এইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। মহাকবি উপমার ছলে যে এই পাখীর গৃহপালিত অবস্থার প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব

মহাকবি কালিদাসের রচিত কাব্যসাহিত্য অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের পাখীগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে যখন প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন রঘুবংশ কুমারসম্ভব বাদ দিলে চলিবে না। যে সকল পাখীর পরিচয় আমরা পূর্বে পাইয়াছি, এখানেও তাহাদের সহিত নূতন পরিচয়-লাভে আনন্দ পাওয়া যাইবে। সেই সারস-কলহংস-শিখী, সেই কপোত-পারাবত-শুক, সেই চক্রবাক-রাজহংস-পরভৃত, সেই গৃধ্র শ্যেন কুররী পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হয়। আমরা মনে করি না যে, তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহার তুলিকার ছবির পর ছবি পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি যখন বারম্বার বিহঙ্গ-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই, নূতন নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া সেই পাখীগুলিকে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তখন তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই সমস্ত চিত্রের পরিচয় দিতে হইলে, আমাদেরও বারম্বার নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া পাখীগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। হয়'ত এইরূপ নাড়াচাড়া করিবার ফলে কিছু কিছু নূতন তথ্যে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

যে সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশমার্গে "অস্তম্ভাং তোরণস্রজম্" সৃষ্টি করিতেছে, রঘুবংশের মধ্যেই অন্যত্র তাহাদিগকে পম্পা-সরোবরে এবং গোদাবরীবক্ষে দেখিতে পাই। এই জলচর ও খেচর বিহঙ্গের পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এমন করিয়া শূন্যে মালাগাঁথার ছবি আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? কলহংসের

গতি ও নিনাদ পুনরায় আমাদের সুখোৎপাদন করে। দ্বন্দ্বচর, অবিযুক্ত চক্রবাক-মিথুন, পম্পাসরোবরে উৎপলকেশর লইয়া ক্রীড় করিতেছে। রামচন্দ্র যখন যমুনা নদী দেখিতে পাইলেন, তখন দেখিলেন—যমুনা চক্রবাকবতী; যেন পৃথিবীর হেমভক্তিমতী বেণী বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে যে গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাকের উল্লেখ পাইয়াছি, তাহার সহিত এই হেমভক্তিমতী চক্রবাকীর কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। চক্রবাকাঙ্কিত গঙ্গার শ্রী অতিক্রম করিয়া গৌরী বিরাজ করিতেছেন। রাজহংসের মদপটুনিনাদে সুরগজের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে; মানস-রাজহংসী সরোবরের সমীরণোত্থিতা তরঙ্গলেখার উপর পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে নীত হইতেছে। কাদম্বসংসর্গবতী মানসগামিনী রাজহংস-পংক্তির ন্যায় গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দৃষ্ট হইতেছে। সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনির অনুকরণে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া প্রত্যুপদেশচ্ছলে রাজহংস গৌরীকে নিজের লীলাঞ্চিত গতি যেন শিখাইতেছে। দিক্চক্রবাল সহসা ধূমাবৃত অথবা ধূলিসমাচ্ছন্ন হইলে মেঘভ্রমে পুলকিত রাজহংস মানসসরোবরে প্রয়াণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। শরৎকালে গঙ্গা হংসমালা-শোভিতা; মরালের উল্লসিত কূজন যেন দেবতার আশীর্ব্বচন বলিয়া মনে হয়; সুরাঙ্গনা-প্রতিবিম্বিতা সুরধূনীর বক্ষে হিরণ্য-হংসাবলী কেলি করিতেছে। কুমার দেখিলেন, অমরাবতীর সুরসেবিত দীর্ঘিকার জল মত্তদিগ্‌গজমদে আবিল হইয়াছে, হিরণ্যহংসব্রজ সেই জল বর্জ্জন করিয়াছে। দীর্ঘিকার পদ্মপত্রান্তরালে যে সকল বিহঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে, অথবা তারস্বরে কূজন করিতেছে, সেই সকল "উদকলোলবিহঙ্গ," "নীরপতত্রী," "কমলাকরালয়-বিহঙ্গ" চিত্রমধ্যে সুবিন্যস্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

শুধু চিত্রগুলি পাঠকের সম্মুখে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কাব্য হইতে সঙ্কলন করিয়া উপস্থাপিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে;

পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে হইবে যে, চিত্রগুলি অবাস্তব কি না। সারসের (crane) আকাশে উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পর্য্যবেক্ষক এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সারস

"During their migrations, these birds always fly in two lines, which in front meet in an acute angle, thus forming a figure somewhat resembling the Greek letter "gama" which, indeed, is said to have derived its shape from this very circumstance."(১)

ইনিও এই পাখীকে যে ভাবে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছেন, তাহা অনেকটা কবিবর্ণিত তোরণমালার মত মনে হয়। কাদম্ব-কলহংসের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। পাঠক গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক দেখিয়াছেন; এখন হেমভক্তিমতী চক্রবাকী ও হিরণ্যহংসকে দেখিতেছেন। পুংপক্ষীর বর্ণ orange brown ও ruddy ochreous; স্ত্রী-পক্ষীর বর্ণ অপেক্ষাকৃত হীনাভ; তাই কবি তাহাকে কেবলমাত্র হিরণ্য অথবা হেমভক্তি আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে বর্ণের পার্থক্য এত অধিক যে, মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিয়াছেন—

হিরণ্য হংস

"The plumage in both sexes varies considerably in depth of tint. Females are as a rule, duller in tint * * * the black collar is always wanting."

ঋতু সম্বন্ধেও কালিদাসের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই। কুমারসম্ভবে দেখিতে পাই যে, গৌরী তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পৎ সরোবরবক্ষে অত্যন্ত-হিমোৎকরানিলা রজনী অতিবাহিত করিবার সময় বিচ্ছিন্ন চক্রবাক-মিথুনের প্রতি কৃপাবতী হইয়াছিলেন। শীতকাল; সরোবরের পদ্ম তুষারপাতে বিক্ষত হইয়াছে; চক্রবাক-মিথুন নিশীথে বিয়োগ-বিধুর

১। Cassell's Book of Birds, by Thomas Rymer Jones, Vol. IV, p. 89.

সারস

হইয়া কালযাপন করিতেছে। বাস্তবিক এই যাযাবর বিহঙ্গ শীতকালে ভারতবর্ষের জলাশয়ে দৃষ্ট হয়। মিঃ ব্লানফোর্ড লিখিতেছেন—

"The bird is a winter visitor to India, arriving about October, and leaving ....Northern India in April."

ইহারা উৎপলভুক্ বটে, কারণ ইহারা উদ্ভিজ্জাশী; কিন্তু শম্বুকাদিও ইহাদের ভক্ষ্য। ঋতুসংহারে হংসকে শরৎকালে দেখিয়াছি; কুমারসম্ভবেও বর্ণিত আছে—"তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং"। যাযাবর হাঁসগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শরদাগমে আসিয়া উপস্থিত হয়, এ কথা বিশদভাবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এস্থলে নূতন করিয়া আর কিছু না বলিলেও চলে।

"মত্তচকোরনেত্রা" ও "চকোরাক্ষি" শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পাখীটা পাওয়া গেল, সেটির কথা এপর্য্যন্ত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। টীকাকার ডল্লনাচার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—

চকোর

"রক্তাক্ষো বিষসূচক স্বনাম্না খ্যাতঃ।" হেমাদ্রি বলেন—"রক্তত্বাচ্চকোরস্য অক্ষিণীবাক্ষিণী যস্যাঃ সা"। দেখা যাইতেছে, চকোরের রক্তচক্ষুই তাহার বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণ। ইংরাজ বর্ণিত Partridge পর্য্যায়ভুক্ত এই পাখীর শারীরিক লক্ষণের মধ্যে চোখের রং কমলালেবুর মত (orange) অর্থাৎ রক্তাভ এবং চোখের পাতা রীতিমত লাল (২)।

চকোর (caccabis chucar) বিস্কির বিহঙ্গগণের অন্যতম; কিন্তু হারীত (crocopus chlorogaster) প্রতুদ-পর্য্যায়ভুক্ত। এই Green pigeon এর বর্ণনা ডল্লন এইরূপ দিয়াছেন—"হরিতপীতবর্ণ হরিতাব ইতি লোকে।" বর্ণ কতকটা সবুজ ও পীতের সংমিশ্রণ; সাধারণতঃ সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ফল-

২। The Game Birds of India and Asia, by F. Finn.

শস্যাশী পাখীকে মরিচবনে পর্ব্বতের উপত্যকায় দেখিতে পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আর একটি নূতন পাখী পাওয়া যাইতেছে,—কঙ্ক। অমরকোষে আছে—"লোহপৃষ্ঠস্তু কঙ্কঃ স্যাৎ"। আচার্য্য ডল্লন মিশ্র এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"কঙ্কঃ স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষকঃ। লৌহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্" ইতি। আগাগোড়া বর্ণনা মিলাইয়া দেখা যায় যে, এই পাখী Heron বা Ardea পর্য্যায়ভুক্ত পক্ষিবিশেষ। ইহার পৃষ্ঠদেশ কতকটা লাল্চে—"back, wings and tail reddish ash" (Jerdon); ঘাড়ের কাছটা "ferruginous red" (Blanford)। পাখীটার বৈজ্ঞানিক নাম Ardea manillenis।

কঙ্ক

এই কঙ্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ দেখা যায়। যে যে কারণে আমরা ইহাকে Ardea পরিবারভুক্ত করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপতঃ উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে Vulturidæর মধ্যে গণ্য করেন, তাঁহারা এমন কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই বা যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই, যাহাতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Gustav Oppert যাদবের "বৈজয়ন্তী" সম্পাদন করিয়াছেন। যাদব বলিতেছেন,—

কঙ্কস্তু কর্কটস্কন্ধঃ পর্কটঃ কমলচ্ছদঃ
দীর্ঘপাদঃ প্রিয়াপত্যো লোহপৃষ্ঠশ্চ মল্লকঃ।

এখানেও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কঙ্কের বিশিষ্টতা এই যে, সে দীর্ঘপাদ এবং লোহপৃষ্ঠ। অতএব এসম্বন্ধে অন্য অভিধানকারের সহিত যাদবের মতভেদ নাই। কিন্তু ইনি কঙ্কের যে কয়েকটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে Oppert করিতেছেন —"kind of vulture" অর্থাৎ গৃধ্র-পর্য্যায়ভুক্ত। আপত্তি এই যে

vulture পর্য্যায়ভুক্ত কোনও পাখীকে বিশেষভাবে দীর্ঘচঞ্চু অথবা দীর্ঘপাদ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। বৈদিক সাহিত্যেও অধিকাংশ স্থলে কঙ্ক বলিতে বক বুঝায়। Roth প্রণীত St. Petersberg নামক বিরাট অভিধানে কঙ্ক অর্থে Reiher লেখা আছে। এই reiher শব্দ জার্ম্মাণ ভাষায় বক অর্থাৎ heronকে বুঝায়।

অমরকোষে "বকঃ কহ্বঃ" ও তাহার পাঠান্তর "বকঃ কঙ্কঃ" দেখিয়া আমাদের অনুমানই সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, যদিও শেষোক্ত পাঠান্তর সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। কহ্ব, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি যতগুলি বক জাতীয় পাখীর বিষয় এপর্য্যন্ত আলোচনা করা গেল, তাহারা সকলেই Ardeidæ পরিবারের অন্তর্গত। পুরাকালে কঙ্ক-পত্র এদেশে শরশোভনরূপে ব্যবহৃত হইত, এইটি মনে রাখিলে—"নখ প্রভাভূষিত" কঙ্কপত্রের তাৎপর্য্য ও সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। আধুনিক কালে কিন্তু বকজাতীয় অনেক পাখীর পালক পাশ্চাত্য সমাজে শরশোভন না হইয়া শিরোশোভনরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আচার্য্য ডল্লন মিশ্রের মতে কঙ্ক প্রসহশ্রেণীভুক্ত। ইহারা মৎস্য ভেক প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

মদনভস্ম হইল; সমীরণ সেই কপোতকর্ব্বুর ভস্মরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। ভস্মপ্রসঙ্গে এই কপোতকর্ব্বুর বর্ণের পরিচয় বোধ করি পাঠককে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। এই কপোত আমাদের পুরাতন পরিচিত columbinæ পরিবারভুক্ত পাখী। আর হৈমবতী-মহাদেবের বিলাসকক্ষে যে পারাবতটি প্রবেশ করিল—

শুকান্তকান্তাভণিতানুকারং কূজন্তমাঘুর্ণিতরক্তনেত্রম্
প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠং মুহুর্মুহুর্ন্যঞ্চিতচারুপুচ্ছম্।
বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগ্মমীষদ্দধানমানন্দগতিং মদেন
শুভ্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদমিতস্ততো মণ্ডলকৈশ্চরন্তম্।

রতিদ্বিতীয়েন মনোভবেন
হ্রদাৎ সুধায়াঃ প্রবিগাহ্যমানাৎ
তং বীক্ষ্য ফেনস্য চয়ং নবোত্থ-
মিবাভ্যনন্দৎ ক্ষণমিন্দুমৌলিঃ।

তাহাও এই পরিবারের অন্তর্গত। এখন পাঠকমহাশয় মনোযোগ-সহকারে এই পারাবতের বর্ণনাটি পাঠ করিয়া দেখুন—

"পারাবত মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ বিচরণকালে সুকান্তকান্তার ভণিত অনুকরণ করিয়া কূজন করিতেছে"; তাহার রক্তনেত্র আঘূর্ণিত, কণ্ঠ স্ফীত, উন্নত ও বিনম্র হইতেছিল, চারু পুচ্ছ মুহুর্মুহুঃ সঙ্কুচিত হইতেছিল; পক্ষদ্বয় বিশৃঙ্খল, গতি হর্ষসূচক, বর্ণ শুভ্রাংশু অথবা নবোত্থিত ফেনপুঞ্জের ন্যায় ধবল; পাদাগ্র জটাবিশিষ্ট। কবিবর্ণিত এই গৃহকপোতের ছবি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, তাহা বলা বাহুল্য। শুভ্রাংশুবর্ণ, অগ্রপাদ জটাযুক্ত, আরক্তনেত্র,—এই সমস্ত গৃহপালিত পারাবতের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই গৃহপালিত পারাবত প্রাচীন Rock Pigeonএর অর্ব্বাচীন সংস্করণ।

শ্যেন ও গৃধ্র

শ্যেন ও গৃধ্র সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে আকাশমার্গে উড়িতে দেখা যায়—

বিভিন্নং ধম্মিনাং বাণৈর্ব্যথার্ত্তমিব বিহ্বলম্
ররাস বিরসং ব্যোম শ্যেনপ্রতিরবচ্ছলাৎ।

পুনশ্চ,—

শিরাংসি বরযোধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতান্যলম্
আদধানা ভৃশং পাদৈঃ শ্যেনা ব্যানশিরে নভঃ।

আরও,—

আধোরণানাং গজসংনিপাতে
শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ

হৃতাগুপি শ্যেননখাগ্রকোটি-
ব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ।

এবঞ্চ.—

সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্
অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী।

আবার,—

উন্মুখঃ সপদি লক্ষ্মণাগ্রজো বাণমাশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্
রক্ষসাং বলমপশ্যদম্বরে গৃধ্রপক্ষপবনেরিতধ্বজম্।

ব্যোমপথে গৃধ্র উড়িতেছে; ক্বচিৎ ছিন্নমস্তক ভূপতিত হইবার পূর্ব্বে শ্যেননখর দ্বারা ধৃত হইতেছে; ক্বচিৎ উড্ডীয়মান বিস্তৃতপক্ষ গৃধ্রের ছায়ার অন্তরালে সৈন্যগণ চিরনিদ্রায় মগ্ন। শরনিপাত কালে ব্যোমপথ বিরস শ্যেনপ্রতিরবের ছলে নিনাদিত হইতেছে। গৃধ্রপক্ষ বিধূত সমীরণ কর্ত্তৃক রাক্ষস-সৈন্যধ্বজা আকাশে আন্দোলিত হইতেছে।

শ্যেন ও গৃধ্র উভয়েই Accipitres জাতিভুক্ত; শ্যেন Falcon পরিবার ও গৃধ্র vulturidae পরিবারের অন্তর্গত। উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণের প্রভেদ এই যে, শ্যেনের মস্তক ও গলদেশ পত্রাবৃত, কিন্তু গৃধ্রের তাহা নহে। এই falconidaeর মধ্যে এক শ্রেণীর পাখী দেখা যায়, যাহারা বৈজ্ঞানিকের নিকটে Gypaetus barbatus বা Bearded Vulture নামে পরিচিত। অতএব কোন কোন স্থলে শ্যেন গৃধ্রের নামান্তর হইতে পারে। মহাকবি বর্ণিত শ্যেনের ও গৃধ্রের আচরণে বুঝা যায় যে, উহারা উভয়েই শবভুক শকুনি। শ্যেনের রব যে বিরস বা অত্যন্ত কর্কশ, সে সম্বন্ধে কাহারও সাক্ষ্য লওয়া অনাবশ্যক। রঘুবংশে শ্যেনপক্ষের রঙের বর্ণনা পাওয়া যায়,—"শ্যেনপক্ষপরিধূসর" * * *। অমরকোষে আছে "ঈষৎ পাণ্ডুস্তু ধূসরঃ।" শব্দার্ণবে দেখা যায়—

"ধূসরস্তু সিতঃ পীতলেশবান বকুলচ্ছবিঃ"। আবার, "ধূসর স্তোক-পুণ্ডুরঃ,—ইতি অভিধানরত্নমালা। দেখা যাইতেছে যে, ধূসর ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ অথবা পীতলেশবান্ সিতবর্ণকে বুঝায়। এই সিতবর্ণ যে নিছক শুভ্র বা শ্বেতবর্ণ নহে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি; কোথাও বা শ্বেতের সহিত পীত, কোথাও বা অন্য কোনও বর্ণ অল্পবিস্তর মিশিয়া যায়। শ্যেন-গৃধ্রের বর্ণনায় পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিৎ whitish, brownish, black-tipped, ferruginous, rufous প্রভৃতি আখ্যায় এই সিতবর্ণের তারতম্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিবর্ণিত বিহঙ্গগুলি সম্বন্ধে আপাততঃ আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। রঘুবংশে যে মঞ্জুবাক্ পিঞ্জরস্থ শুককে দেখিতে পাই যে চাতককে নির্গলিতাম্বুগর্ভ শরদ্ঘন প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না; যে বর্হিকে আবাসবৃক্ষোন্মুখ হইয়া বনভূমিকে শ্যামায়মান করিতে দেখা যায়; এবং কুমারসম্ভবে অভিজাতবাক্ গৌরীর কণ্ঠস্বর যে অন্যপুষ্টার কণ্ঠস্বরকেও প্রতিকূল ও কর্কশ করিয়া তুলিয়াছে; ও চূতাঙ্কুরাস্বাদ-কষায়কণ্ঠ পুংস্কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বর স্মরের বচন বলিয়া মনে হয়; তাহাদের জাতি, বর্ণ ও প্রকৃতিগত অনেক কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার সহিত এই সকল বর্ণনার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। এমন কিছু নূতন কথাও আসিয়া পড়িতেছে না যে, আবার প্রসঙ্গক্রমে কিছু বলা আবশ্যক হয়।

খঞ্জন

শৃঙ্গারতিলকে একটি নূতন পাখী পাওয়া যায়;—"একোহি খঞ্জন-বরো নলিনীদলস্থঃ"। এই যে পদ্মপত্রের উপর খঞ্জন পাখী রহিয়াছে, ইহার ইংরাজি নাম wagtail। জলাশয়ের নিকটে ইহারা প্রায়ই বিচরণ করে। মিঃ ওট্স্ লিখিয়াছেন—"They (wagtails) frequent open land, fields and the banks of rivers and ponds, some of the

species of yellow wagtails being only found on marshy land."

খঞ্জনকে নলিনীদলস্থ অবস্থায় ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ।"

কিন্তু ডগ্‌লস্ ডেওয়ার নলিনী পত্রের উপরে ইহাকে বিচরণ করিতে দেখিয়া লিখিয়াছেন (৩)—"The birds that run about on the floating leaves of water lilies and other aquatic plants—the jacanas, water-pheasants and wagtails."

সমাপ্ত।

৩। A Bird Calendar for Northern India, p. 183

নির্ঘণ্ট

আক্‌বর, পক্ষিশালা, ১০
,, পারাবতপালন, ১৬-১৭
,, শ্যেনপক্ষিপালন, ১০
, ১৭৭
, ২২২-২২৩

আবাবিল, ৫৭
"আশ্রম", পাখীর, ১০৮-১২২

ইকনমিক অর্ণিথলজী, ৯৫,৯৭,১৯০

ঈগল, মৎস্যাশী, ২৪৪

উৎক্রোশ, ২৪৫-৪৭

এজ্‌রা, আলফ্রেড, ৪০

কঙ্ক, ২৬২-২৬৩
"কঠিনচঞ্চু", ৩৯
কপিঞ্জল, ৭
কপোত, ৭, ১৫৬-১৭, ২০৮, ২৩৪-৩৬
,, কর্ব্বুর, ২৬৩
কহ্ব, ১৪৪, ২৬৩
কাক, ৬৭-৭০
কাঠ্‌ঠোকরা, ২৭, ৭১
কাদম্ব, ১৬৬,১৭১-৭৩,২২০
কারণ্ডব, ১৬৫,১৭৪-১৭৭,১৯৫,২০৩,
২২৮-২৩০

কিংশুক, ১৯০
কীর, ২৩১
কুক্কুট, ১১
কুরর, ২৩৮-৩৯,২৪৪,২৬৭
কুররী, ১৯৩-৯৪,২ ৩,২৪৩,২৪৫
কৃষিকার্য্য ও পাখী, ১০১
কৃষ্ণগোকুল, ৩৭
কেনেরি, ৪৭-৪৮,৫৩,৫৪,৬৫,৭৭-৭৮
,, অন্তর্জননের ফল, ৪৮
,, বর্ণবৈচিত্র্য, ৩১
,, সাঙ্কর্য্য, ৮৩
কৈলাস, ১২৪,১২৭,১২৯,২২০
কোকিল, ৭,৩৫,৬৭-৬৮,১৬৭,১৮৫-৮৯
২০৭,২১৪,২১৭,২৪৮-৫৭
"কোমলখাদ্য", ৩৮
"কোমলচঞ্চু", ৩৮
কোড়া, ২২৯
ক্রব্যভোজন, ২৩৯
ক্রৌঞ্চ, ১৭৮-৮২
,, রন্ধ্র, ১২৯-৩০

খঞ্জন, ২৭,২৬৬-৬৭
খাদ্য, সবুজ, ৩৯

গৃধ্র, ৪৬, ২০১, ২১৮, ২৩৮-২৪২,
২৬৪-২৬৬

গৃধ্র বলি, ২১৩, ২৩৯

গৃহনীলকণ্ঠ, ২১৫

,, ময়ূর ৭

,, বলিভুক্, ৪০,১২১

,, সারস, ৭

গোনর্দ্দ, ১৩৫,২২৮

গ্রাউস, ৪৫

চকাচকী, ১৩৭,২২৫

চকোর, ২৬১-৬২

চক্রবাক ১৩৭-৩৯, ১৯৯,২০৯,২২৫-২৭

চক্রবাকী, ২১২

চক্রবাকবধূ, ২১১

চড়াই, জাভা, ১৪,১৫-১৬,৫১,৫৩

চাতক, ১২৪, ১৫৭-৬১, ১৮৯-৯০,
২১৬, ২১৭, ২৩৬-৩৭

,, ও Iora ১৬০-৬১

,, বৃত্তি, ২০৬,২০৬

,, ব্রত, ১৯৪,২০৩,২৩৬-২৩৭

জলপিপি, ১৭৬,২২৯

জলবিহঙ্গরাজ, ২২১

টিয়া, ৩৬,৫৩,১৯১

তফিক্, ১৬০-১৬১

তালচঞ্চু, ৫৭, ৭১

তিত্তিরু, ১১

থ্রাস, ৫৬

দাঁড়, ২৩

দুর্গাটুনটুনী, ৩৫,৩৭,৪০,১২১

নিবাসবৃক্ষ, ২৪০

নীবার শস্য, ২৩২-৩৩

নীলকণ্ঠ, ১৪৯, ১৯৭, ৩০

নীড়, ৭২-৭৮

,, নির্ম্মাণে বিচার বুদ্ধি না সহজ-
সংস্কার? ৫৪-৬০

নীড়াধার, ৫২-৫৩

নেপোলিয়ান ও পাখী ১০৫-০৬

পথ্য. পাখীর, ৪১

পরপুষ্ট, ২৫০

পরভৃত, ১৮৭,২৪৮,২৫৫-২৫৬

,, কূজন, ১০৯

পরভৃতনাদ, ১৯৩,২০৩,২১৭,২৪৮-৪৯

পরভৃতা, ১৯৮,২১৩

পরভৃৎ-রহস্য: ৬৬-৭৩,২৫৫

পক্ষিগৃহ, ২০,২৫ ২৯,৩৪,৩৭,৪৪-৪৮,
৫৫-৫৪,৭০,৮০-৮২, ৮৪-৮৫

পক্ষিতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতি, ৯৩-১০৩

পক্ষিপালক, ২০, ৩০-৩৩, ৬২

,, বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১২০-২১

পক্ষিপালন, ২,৩,৪-১২,১৯

,, জাপানীদের প্রচেষ্টা, ১৩-১৬,
৩৩-৩৪

,, মুসলমান নৃপতিদের পার-
দর্শিতা, ১০

,, সমিতি, ২০

পক্ষিভবন, ৩৮
পক্ষি-মিথুন নির্ব্বাচন, ৪৯-৫০
পক্ষি-বিজ্ঞান, ৩২-৩৩
" অভিব্যক্তি, ১৩
পক্ষিশালা, মৃচ্ছকটিক, ৭
পক্ষিসংরক্ষণ, ৩৪-৩৭
পাপিয়া, ১৬০
পারাবাত, ৪,৭,১৫৬-১৫৭,১৯৬,২০৬, ২১৪,২৩৪-২৩৫,২৬৪
" আকবরের কৃতিত্ব, ১৬ ১৮
" পত্রবাহক, ১২
পিঞ্জর, ৭.২০,২১-২৭,৩৩
পূর্ত্তবিভাগ. ১০১
পেচক, ১২
প্রব্রজন রহস্য, ১২৫-২৮
প্রসহ, ২৩৯,২৪৫-৪৭
প্রসাধন, পাখীর, ৭৮-৭৯
প্লব, ২৪৫-৪৭

ফটিকজল, ১৬০
ফিঞ্চ-জাতীয় পাখী, ৫০,৫১,৫৫,৭১,৮৩

মদনদূতী, ২৫০
" সারিকা ৭
ময়না, ১৫৪-৫৬
ময়ূর, ১২৪, ১৪৭-৫২, ১৭৮, ১৮৩-৮৫, ২০৫,২০৬,২১২,২১৭,২৩০-৩১
মাছরাঙা, ৩৫
মানসোৎক, ১২৪,১২৫,১৩১
মানসোৎসুক, ২১৯,২২১
মুনিয়া, ১৪,৫০,৭১
মূষিক, ৯৭,১০০,১০২,১৩১
মেণ্ডেলীয় সূত্র, ৮৯
মোরগ. ১০,৫৭

যাযাবরতা, ১২৫

রথাঙ্গ, ১৩৭,১৯৯,২১৯,২২৭
রাজহংস, ১২৪,১২৫,১৩০-৩৪,১৬৬, ১৭০-৭১,১৯৮,২১৯-২২৫
" গতিভঙ্গী, ২২৫
রাজহংসী, ১৯৩,২০৩
রামগোরা, ১৪,৫১,৫৩,৭০,৭১
রুজভেল্ট, ১১০-১১১
রোমের ধর্ম্ম ও পাখী, ১০৪-৫

লাবক, ৭
লোহপৃষ্ঠ, ২৬১,২৬৭

বক, ১৪ ৪১
" কোঁচ, ১৭৮-৮০
বজরিগার, নীল, ৮৭
বর্ণ-সাঙ্কর্য্য, ৪ ,৮৩-৮৯
বলাকা, ১২৪,১৪১,১৭৮,২৪১
"বসন্ত", ৩৫
বহু, ১৪৭,১৫০,১৮৪
বাজ, সাহায্যে পক্ষি-শিকার, ১২
বিসকণ্ঠিকা, ১৪১,১৪৩

বিসকিসলয়, ১২৪,১২৭,১৩০,১২১
বুলবুল, ১১,৩৫,৪৫,১৬০
"বেঙ্গলী", ১৪-১৫
বেলজিয়ম ও পক্ষিতত্ত্ব, ৯৪
ব্যাণ্টাম, ১৩
ব্যাধি পাখীর, ৪২-৪৩

শকুনি, ২৪৭,২৬৬
,, লুব্ধক, ১৪৭
,, হতাশ, ২৪০,২৪৭
শারি শোতা, ৮,১৫৩-৫৪,৫৫
শিখী, ১৪৬,১৬৬,১৮৩,১৮৫,১৯৫
শুক, ৩, ৪, ৭, ১৯০, ১৯৫, ২০৩,২১০, ২১৭,২৩১-৩৪,২৬৬
শুকোদর, ১৯৭,২১১,২৩১-৩২
শ্যামা, ৪৮-৪৯
শ্যেন ৭-১০,২০৭,২৩৮,২৩৯,২৪২-৪৩ ২৬৫-২৬৬
শৈনিকশাস্ত্র, ৭

শৃঙ্গার-তিলক, ২৬৬
সমুদ্রকাক, ১২
সারঙ্গ, ১৫৮
সারস, ১৩৪-৩৬,১৬৬,১৭৭,২০৭,২২৭-২৮,২৫৮,২৬০
সারিকা, ১৫৩ ৫৬,
সিত, ২২২-২২৩

হরেওযা, ৩৫

হংস, ১৯৮,২১৪,২১৫,২১৭,২৫৯
,, অসবর্ণমিলন, ৪৫
,, কাকলী, ১৬৩-৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ২২০
,, দ্বার, ১২৯
,, প্রবজন, ১২৫ ৩০,১৬৭-৬৮
,, হিরণ্য, ২৬০-২৬১
হারীত, ২৬১
হিংস্র বিহঙ্গ, ২৩৯

রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের
নামে প্রবর্ত্তিত

হৃষীকেশ-সিরিজ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রথম গ্রন্থ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

Approved by the Director of Public Instruction as a Prize and Library Book

(প্রথম সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল)

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

২। দ্বিতীয় গ্রন্থ—পাখীর কথা

প্রকাশিত হইতেছে

৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত
চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ

৪। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ভারত-পরিচয়

পরে বাহির হইবে

১। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত
কান্তকবি রজনীকান্ত

২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত
বৌদ্ধধর্ম্ম

৩। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
স্থাপত্য-শিল্প